দি ভয়েস অব দি মারটারস
সহ লেখকগণ, সবচেয়ে বেশি বিক্রীত
জিজাস ফ্রিকস

অগ্নি অন্তঃকরণ

গোপন চার্চের আটজন স্ত্রীলোক এবং তাদের মূল্যবান বিশ্বাসের কাহিনী সমূহ

গ্রাসিয়া বার্নহাস কর্তৃক মুখবন্ধ

কেবলমাত্র খ্রীষ্টিয়ানদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য সীমাবদ্ধ।

400-0045

HEARTS OF FIRE

অগ্নি অন্তঃকরণ

(Bengali)

Hearts of Fire

Bengali Edition

Copyright 2015 Voice Media

info@VM1.global
Web home: www.VM1.global

All rights reserved. No part of the publication may be reproduced, distributed or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic, or mechanical methods, without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law. For permission requests, email the publisher, addressed "Attention: Permission Coordinator," at the address above.

This publication **may not be sold, and is for free distribution** only.

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
১।	গ্রাসিয়া বার্ণহ্যাম এর ভূমিকা	v
২।	কৃতজ্ঞতা স্বীকার	vii
৩।	ভুমিকাঃ জলন্ত অন্তঃকরণ, সাহস এবং দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে	১
৪।	আদেলঃ আতঙ্কেরে মধ্যে.....আশা	৩
৫।	পূর্ণিমাঃ একটা কারাবদ্ধ শিশু, একটি মুক্ত আত্মা	৪৩
৬।	আইডাঃ স্বর (রব) হীনদের জন্য একটি স্বর (রব)	৭৩
৭।	সাবিনাঃ খ্রীষ্টের ভালবাসার সাক্ষী	১০৩
৮।	তারাঃ বিতাড়িত জীবন	১৫৩
৯।	লিংঃ অত্যাচারের (তাড়নার) স্কুলে	১৮৭
১০।	গ্লাডিসঃ ক্ষমার একটি জীবন রেখা	২২৫
১১।	মাইঃ ভিয়েতনামে ফিরা..... সুসমাচার প্রচার করতে	২৪৯
১২।	টীকা সমূহ (মূলতঃ রেফারেন্স)	২৮৩

সাক্ষ্যমরদের পক্ষে
কণ্ঠস্বর

সাবিনা ওয়ার্মব্রাণ্ডের উদ্দেশ্যে
উৎসর্গকৃত

গ্রাসিয়া বার্ণহ্যাম এর ভূমিকা

আমি নিজেকে নত করছি এই রকম একটা বই এর ভূমিকা লিখার জন্য আমাকে বলা হয়েছে বলে। নিজেকে এইসব বিশ্বাসী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ স্ত্রীলোকদের দলভূক্ত করতে আরম্ভ করব না।

যখন আমি ঈশ্বর দত্ত সাহসের অবিশ্বাস্য গল্প পড়ি, আমি তাদের অনেক অনুভূতির কথা বলতে পারি। এই বৎসরের মধ্যে (মে, ২০০১ - জুন, ২০০২) আমার স্বামী মার্টিন এবং আমি বন্দী দশা কাটিয়ে ছিলাম সন্ত্রাসী আবু সাইফের সঙ্গে ফিলিপাইনের জঙ্গলে। আমিও হতাশাগ্রস্ত হয়েছিলাম এবং মরতে চেয়েছিলাম। আমি গৃহ ছাড়া এবং ক্ষুধায় মরছিলাম....., কিন্তু আমার জন্য, আমি জেনে ছিলাম, যেই মাত্র আমার মুক্তি এসেছিল, আমি অপেক্ষাকৃত সহজ জীবনে ফিরে যাবো। এখন আমি আমেরিকার একটা সুন্দর ঘরে বসে আছি, প্রচুর খাবার এবং সমর্থনকারী একটি দল- যখন এইসব স্ত্রীলোক, খ্রীষ্টের ভাল সৈন্যদের মত ক্রমাগত কষ্ট সহ্য করছে।

সুতরাং যখন আমি গরম জলে স্নান করছি, আমি প্রার্থনা করি। যখন আমি মুখে প্রসাধন লাগাচ্ছি এবং চুলের বিন্যাস করছি, কথা বলতে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি, আমি প্রার্থনা করি। যখন আমি আমার বাচ্চার জন্য উদ্দেশ্যহীনভাবে দৌড়াদৌড়ি করছি, আমি প্রার্থনা করি। আমি চার্চের বাইরে উদ্দীপনা সাইন বোর্ড অতিক্রম করি, আমি তাদের সকলের জন্য প্রার্থনা করি যাদের বাড়ী নাই, যা আমার আছে। তাদের জন্য যারা যীশুকে বিশ্বাস করার জন্য কষ্ট সহ্য করছে, তাদের জন্য প্রার্থনা করি, যারা মনে করে তারা সম্পূর্ণ একা, তবু তাদের বিশ্বাস স্থির থাকে।

আমি তাদের জন্য ঠিক একই প্রার্থনা করি যা আমার জন্য জঙ্গলে করেছিলামঃ "প্রভু তাদের অনুভব করতে দাও, তুমি তাদের নিকটে আছ। তাদের বিশ্বস্ত থাকতে সাহায্য কর যখন অবস্থা খারাপ থেকে আরও খারাপ হচ্ছে। তোমার উত্তমতার এক নজর তাদের দেখাও যেন তারা জানে তারা একাকী না এবং শেষে, আমি জানি তুমি সেখানে থাকবে"।

অগ্নি অন্তঃকরণ

ওহ, প্রত্যেকে যারা আমরা এই বই পড়ছি, আমরা নতুনভাবে সমর্পণ করছি এবং ঈশ্বরকে বলছি আমাদের ব্যবহার করতে, যেভাবে তিনি যোগ্য মনে করেন- এমন কি যদি এর জন্য স্বাধীনতা এবং আরাম বিসর্জন দিতে হয় তবুও। এমন দিন আসতে পারে যখন আমরা প্রহারিত হব এমন কি নিহত হব, খ্রীষ্টের অনুসারী হবার জন্য। এইসব সাধারণ স্ত্রীলোকগণ থেকে আসুন আমরা সাহস সঞ্চয় করি।

আমাদের যা সাধ্য, তার থেকে বেশী ঈশ্বর আমাদের পরীক্ষা করবেন না। তিনি পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বেড়িয়ে আসার পথও দিবেন। যা আমার প্রয়োজন তার সব কিছু দিয়ে, যাতে আমরা এটা সহ্য করতে সক্ষম হই। আমি বিশ্বাস করতে পছন্দ করি ঈশ্বর সব জিনিস ভালভাবে করেন। মানুষ করেনা। আমরা এই সুন্দর পৃথিবীকে হিবিজিবি করে রেখেছি। এই জীবনে যদি কোন কিছু ভাল থাকে, সেটি ঈশ্বর থেকে। তাঁর একটি পরিকল্পনা আছে এবং তিনি সর্বশক্তিমান। আমরা তাঁর আগমনের জন্য ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করি, যখন তিনি সর্ব কিছুই নতুন করে করবেন।

সে পর্যন্ত, তিনি, যেন আমাদের অনুগ্রহ করেন তাঁর জন্য জীবন যাপন করতে, যেমন এইসব স্ত্রীলোক করছেন। তিনি তা করতে সমর্থ।

-গ্রাসিয়া বার্ণহ্যাম
নতুন ট্রাইবস মিশন
"In the Presence of My
Enemies" বইয়ের লেখিকা

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

যখন আমরা "The voice the Martyrs"এর পক্ষ থেকে এই প্রজেক্ট গ্রহণ করি, আমরা জানতাম আমাদের একটা দলের প্রয়োজন হবে। প্রথমে আমাদের প্রয়োজন হয়েছিল খ্রীষ্টিয়ান স্ত্রীলোকদের যারা তাদের সাক্ষ্য প্রদান করতে ইচ্ছুক হবে। তাদের ছাড়া কোন বই হবে না এবং তাদেরকে আমরা হৃদয় নিঃসৃত উপলব্ধি দিয়ে স্বীকৃতি জানাই।

প্রত্যেক অধ্যায়ের (সাবিনা ওয়ার্মব্রাণ্ড ছাড়া) জন্য আরও প্রয়োজন হয়েছিল একদল মাঠ কর্মীর এবং কারও কারও জন্য অনুবাদের প্রয়োজন ছিল। অর্ধেকের বেশী গল্পে; গোপনীয় স্থান সমূহ সাজানো হয়েছিল এবং নিরাপদ কুটনৈতিক বিধি নিষেধ প্রতি পালিত হয়েছিল। এটি বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, আমরা এই প্রজেক্ট, VOM এর মাঠকর্মী ও তাদের সহযোগীদের সাহায্য ছাড়া নিতে পারতাম না। বর্তমান ঝুঁকির জন্য বেশীর ভাগ কর্মীর নাম বলা যায় না। কিন্তু আমরা আমাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি, যেসব দেশে আমরা ভ্রমণ করেছি সেইসব দেশের যারা আমাদের সাহায্য করেছিল তাদের সবাইকে।

আমরা VOM এর পরিচালক টম ওয়াইটকে বিশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি- যিনি সাহায্য করেছিলেন সৃজনশীল প্রক্রিয়া (কার্যকলাপ) পরিচালনায় এবং আইডা ও মাই-এর গল্পগুলি যোগাড় করতে সহায়তা করেছিলেন। টমের নেতৃত্ব এবং অর্ন্তদৃষ্টি আজকের নির্যাতিত চার্চের জন্য স্বর হয়েছে, যা ক্রমাগত প্রমাণ করছে অমূল্য এই সব সম্পদ আনতে।

সাহায্য করা-লেখা ও এডিট করা হচ্ছে ডেনেটিডন VOM এর স্টাফ এবং সুআন জোন্স এর কাজ, আপনারা উভয়ে প্রচন্ডভাবে সাহায্য করেছেন। আপনাদের ধন্যবাদ।

এটি সব সময় সহজ না পিছিয়ে পড়া প্রজেক্টে কাজ করা যা অত্যাচার নিয়ে এবং আমাদের বিশ্বাসের কিছু কঠোর (কর্কশ) বাস্তব নিয়ে কাজ করছে। কিন্তু গ্রেগ দানিয়েল এবং ডব্লু পাবলিসিং গ্রুপের দল তাদের অঙ্গীকার প্রমান করেছেন এইসব সাহসের এবং ধৈর্যশীল অবিশ্বাস্য গল্প সামনে আনতে। আগুনের অন্তঃকরণের জীবন্ত রূপ দিবার জন্য ধন্যবাদ।

বিশেষ ধন্যবাদ আমাদের সন্তানদের যর্দ্দন এবং এলিনা যারা দয়া করে তাদের মা বাবাকে অনেক রাত এবং সপ্তাহ ধরে এবং বিদেশ ভ্রমণ সময়ে অব্যাহতি দিয়েছে। আমরা প্রার্থনা করি এই সমস্ত গল্পগুলি আপনার নিজের বিশ্বাসের ভিত্তিমূল হবে।

-স্টীফ এবং গিনি ক্লিয়ারী

জলন্ত অন্তঃকরণ সাহস এবং দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে

অপহরণ, প্রহার, কারাবরণ আজকাল পৃথিবীর নানা স্থানে এইসব কথা খ্রীষ্টিয়ান হওয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং এইসব ক্ষেত্রে খ্রীষ্টিয়ান স্ত্রীলোকদের জন্য, আরেকটি প্রতিদ্বন্দ্বী আছেঃ সামাজিক কলঙ্ক, নীচু শ্রেণী হিসাবে দেখা, নেতৃত্বের অযোগ্য এবং পুরুষ দ্বারা শাসিত ও পরিচালিত।

"আগুনের অন্তঃকরণ" আট জন স্ত্রীলোকের গল্প, এইসব পরিস্থিতি সত্ত্বেও তারা দেখিয়েছে অবিশ্বাস্য সাহস, দৃঢ় বিশ্বাস এবং যীশু খ্রীষ্টকে এবং তাঁর মণ্ডলীর জন্য ভালবাসা। সবচেয়ে কঠোর পরিস্থিতিতে, তারা নেতা হয়েছিল যারা অসাধারণ সাহস ও ধৈর্য্য অনুশীলন করেছিল, প্রয়োজন ও সুবিধা যা তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীতা করেছিল, তা থেকে পিছিয়ে আসতে অস্বীকার করেছিল। শ্লেষের সঙ্গে বলতে গেলে, কেবলমাত্র দুঃখ কষ্টের মধ্যে পুরুষ সহযোগীদের সাথে তাদের সমান অধিকার ছিল; অনেক সময়, এমনকি তারা আরও খারাপ ভাবে দুঃখ কষ্ট সহ্য করেছিল।

আমরা যখন প্রথমে বিবেচনা করেছিলাম-সাক্ষ্যের একটি বই-খ্রীষ্টিয়ান স্ত্রীলোকদের বিশ্বাসের জন্য দুঃখ ভোগ, তখন আমরা অনেক প্রতিদ্বন্দ্বীতার সম্মুখীন হয়েছিলাম। প্রথম এবং সবার আগে, আমরা চেয়েছিলাম সাক্ষ্য সকল যতটা সম্ভব সমকালীন হবে। এর জন্য আমাদের প্রত্যেক দেশে ভ্রমণ করেছিলাম যেখানে এসব স্ত্রীলোকেরা সম্প্রতি বাস করে এবং অনেক ব্যাপারে এখনও বিপদের সম্মুখীন হয়। আমরা আরও স্ত্রীলোকদের উদাহরণ উপস্থিত করতে চেয়েছিলাম যারা কেবলমাত্র ব্যক্তিগত সময়ের দুঃখ ভোগ করেনি, তারা দেখিয়েছিল মণ্ডলীতে নেতৃত্বের গুণাবলী। শেষে, কষ্ট ও অত্যাচারের নাটকীয় গল্পের পরে আমরা চেয়েছিলাম জীবন্ত বর্ণনাকারী উদ্দীপ্ত উদাহরণ সমূহ অবিচলিত প্রত্যাশার এবং কিভাবে এইসব স্ত্রীলোকগণ, এমনকি সবচেয়ে অন্ধকার স্থানে, পথ পেয়েছিল, খ্রীষ্টের ভালবাসায় উদ্ভাসিত হতে।

অগ্নি অন্তঃধারণ

এটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লক্ষ্যনীয় যে, "Hearts of Fire" এ যেসমস্ত স্ত্রীলোকদের সমুন্নত করা হয়েছে, পৃথিবীর চারিধারে অসংখ্য স্ত্রীলোক যারা একই প্রকার অবস্থার সম্মুখীন হয়েছে, এরা তাদের অল্প কয়েকজন মাত্র। আমরা স্ত্রীলোকদের মনোনীত করেছি যারা বিভিন্ন জায়গার প্রতিনিধিত্ব করছে যেখানে খ্রীষ্টিয়ানগণ অত্যাচারিত হয়, এবং তাদের মনোনীত করেছি তাদের, যাদের সঙ্গে আলাদাভাবে দেখা করতে পেরেছি। যাদের আমরা সাক্ষ্য নিয়েছি-আমাদের সাধারণতঃ বলছে যে তারা মনে করে আরও ভাল প্রার্থী আরও বেশী নাটকীয় গল্পসহ আছে। কেউ নিজেকে খ্রীষ্টিয়ান বীরত্বের একক উদাহরণ হিসাবে নিজেকে জাহির করতে চায় না।

গল্পগুলিতে একটি আশ্চর্য্যে বৈচিত্র্য আছে। যেমন এই স্ত্রীলোকদের কেউ কেউ অনেক বৎসর কারাগারে ছিল, কেউ কেউ একদম (জেলে) ছিল না কিন্তু অন্যান্য কষ্ট সহ্য করেছিল। তাদের বয়সও অনেক পার্থক্য ছিল এবং বিভিন্ন পটভূমিকা ছিল এবং খ্রীষ্টিয়ান থেকে ইসলাম ধর্ম, হিন্দু ধর্ম অথবা নাস্তিক ছিল। এমনকি তাদের সাদৃশ্য আরও আশ্চর্য্যজনক ছিলঃ একটা গভীরভাবে তাড়িয়ে নেওয়া এবং দৃঢ় বিশ্বাস যা প্রত্যেক স্ত্রীলোককে ধাক্কা দিয়েছিল মানুষের প্রত্যাশা এবং দোষত্রুটির বাইরে।

এটি আমাদের প্রার্থনা যে "Hearts of Fire" পড়ে আপনি যেন জীবনের কষ্ট মোকাবেলা (নিয়ন্ত্রণ) করতে একটি গভীর বিশ্বাস এবং অবিচল দিক নির্ণয় নিয়ে আসেন। আপনি যদি এই সব অবিশ্বাস্য সাক্ষ্যের দ্বারা শুধুমাত্র আশ্চর্য হন তবে আমরা বিফল। আপনার যদি নিজের জীবনে এর একটি বা বেশী একই প্রকার সাক্ষ্য থাকে এবং আপনি যদি শক্তি লাভ করেন এই সমস্ত অতুলনীয় সাহসের উদাহরণ থেকে, তাহলে আমরা সফল হব, এই সব স্ত্রীলোকগণ যারা এত সফল হয়েছে আপনার সঙ্গে তাদের গল্পে অংশ গ্রহণ করতে।

যখন আমরা প্রথমে এই প্রজেক্ট হাতে নিয়েছিলাম, আমরা পরিকল্পনা করেছিলাম প্রত্যেক অধ্যায়ের উপসংহারে একটি সংক্ষিপ্ত ভক্তিমূলক চিন্তা অর্ন্তভুক্ত করতে। অবশ্য, গল্পগুলি সংকলন করার পর আমরা উপলব্ধি করি, কোনটার প্রয়োজন নাই। প্রত্যেক সাক্ষ্যের মধ্যে গাঁথা আছে বিশ্বাস এবং তিতিক্ষার (বীরোচিত ধৈর্যের) মূল্যবান মনি। আমরা বিশ্বাস করি এইসব গুনাবলী আপনার জীবনে একটা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ জানাবে যখন আপনি অন্তঃকরণের আগুনের অভিজ্ঞতা লাভ করবেন।

দি ভয়েস অব দি মারটারস্

আদেলঃ
আতঙ্কের মধ্যে..... আশা

ইন্দোনেশিয়া
বিকাল ৫টা, সোমবার, ১০ই জানুয়ারী ২০০০ সাল

দোলায়মান (দুলছে) নারিকেল গাছের ছায়ার নীচে, আদেল ছেলে-মেয়েদের জড়ো করেছিল-প্রায় ৫০ জনের মত। তার স্বর উচ্চে উঠেছিল যখন, সে গান গাইতে আরম্ভ করেছিল "অগ্রসর হও আজি খ্রীষ্টসেনা সব" সে যেন দেখেছিল, ছেলে মেয়েদের চোখে ভয়ের চিহ্ন যখন তারা গানে যোগ দিয়েছিল।

"আমি মরতে চাই না", ছেলেমেয়েদের একজন বলে উঠেছিল। তার এখনও দশ বৎসর হয়নি।

"আমরা মরতে যাচ্ছি না। এস, আমাদের সঙ্গে হাততালি দেও।" আদেল তার দিকে ঝুঁকেছিল, তার কানের মধ্যে সোজাসুজি বলছিল- যাতে সে ছেলে-মেয়েদের কথার উপর দিয়ে তার কথা শুনতে পায়।

ভীত ছেলেটি অনিচ্ছুকভাবে যোগ দিয়েছিল। তারা আরেকটি গান করেছিল তাদের কম্পিত হাতে তালি দিয়ে। আদেল শব্দকে ভয়ের তীক্ষ্ণ চিৎকার- অস্পষ্ট করে দিয়ে- নীচে এক মাইলের কম থেকে পাহাড়ের উপর তাড়িয়ে নিয়েছিল।

সে জানত ছেলে-মেয়েদের চিৎকার থেকে দূরে রাখতে হবে, বিশেষ করে বড় ছেলে মেয়েদের। যদি তাদের মধ্যে কেউ কান্না শুরু করে সকলে হিষ্টিরিয়া গ্রস্ত হবে। আদেল তাদের সাহসিকতা মেনে নিয়েছিল। এমন কি অন্য বাবা মা-য়েরা যারা ছেলে-মেয়েদের চারিধারে ছোট ছোট দলে জড়ো হয়েছিল, মনে হচ্ছিল যেন তারা শক্তি সঞ্চয় করছে তেজস্বী ছোটদের থেকে।

যখন গান চলচ্ছিল, আদেল জড়ো হওয়া ছেলে-মেয়েদের দিকে এই দৃষ্টে চেয়েছিল এবং তার নিজের দুই সন্তানের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিল। ক্রিস্টিনা এর মধ্যে ৯ বৎসর এবং ক্রিস্টিয়ানো ৭ বৎসর হয়েছিল। আদেল সাহসী হতে পারত, সে নিজেকে নিশ্চিত

করেছিল, তার ছেলে-মেয়েদের- জন্য সে সাহসী হতে পারত। সে তাদের জন্য চিন্তিত হয়েছিল বিশেষ করে ক্রিস্টিয়ানো, তার ছোট "আনটো", সে তার বয়সে এত কম বয়সী ও ছোট ছিল।

আদেল নীরবে ঈশ্বরের রক্ষার জন্য প্রার্থনা করেছিল এবং আবার ধন্যবাদ দিয়েছিল, যে বাড়ীতে পালাবার আগে বাইবেল আঁকড়ে ধরেছিল। সে এটা খুলেছিল, সাবধানে ক্ষয়ে যাওয়া পাতা উল্টেছিল- একটা বেশী পরিচিত পদ এবং জোরে জোরে পড়েছিল, "আমি খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে সব কাজ করতে পারি, যিনি আমাকে শক্তি দেন"। তারপর আদেল তার বাইবেলের পিছন দিকে তাড়াতাড়ি এসেছিল যেখানে অনেক গান ছাপা হয়েছে এবং সে ছেলে মেয়েদের একত্রে আরও একটা গান গাইতে পরিচালিত করেছিল।

যখন তারা গান করছিল, কতগুলি ছেলে-মেয়ে অভিযোগ করেছিল-তারা ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত। তারা দুপুর থেকে পাহাড়ের উপরে আছে এবং এখন অস্তগামী সূর্য্য একটা স্পষ্ট, তামাটে উজ্জ্বল আলো সমস্ত আকাশে ছড়িয়ে দিয়েছে। তাদের ছোট ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপ ডোডিতে সূর্যাস্ত এত চমৎকার হতে পারে। কিন্তু আজকে গোধূলী অন্ধকারের অশুভ পূর্ব লক্ষণ যা গ্রামে পড়ছে।

হঠাৎ ম্যাথুর উচ্চস্বরে চিৎকার ছেলে-মেয়েদের গান ছাপিয়ে ধ্বনিত হয়েছিল। "পালাও! আদেল পালাও"। আদেল দৌড়ে পাহাড়ের কিনারায় গিয়েছিল এবং সংগ্রাম করেছিল হুঁশিয়ারী সূর্য্যরশ্মি দেখতে। সে প্রায় মানুষের কাল প্রতিকৃতি দেখেছিল, হাঁচোড় পাঁচড় করে খাঁড়া পাহাড়ের রাস্তা ধরে উঠছে। আবার ম্যাথুর স্বর বেজে উঠেছিল। "ছেলে মেয়েদের নাও, আদেল! শীঘ্র কর! তোমরা নিশ্চয় জঙ্গলে পালাবে।"

এর পরিবর্তে, আদেল ভয়ে জমে গিয়েছিল, অসাড় হয়েছিল আগুনের পট্ পট্ শব্দে, এখন পাহাড়ের উপর দিকে বাতাসে তাড়িয়ে নিচ্ছে, ধূয়ার মত অন্ধকার আকাশে উঠছে। *"তারা সমস্ত গ্রামটি জ্বালিয়ে দিয়েছে"*। সে (আদেল) জানত প্রত্যেক ঘর, তার নিজের, ঘরও পুড়ে ছাঁই হবে।

সে যন্ত্রণাদায়কভাবে পছন্দ করার বিষয়ে চিন্তা করেছিল যা তাকে নিশ্চয় করতে হবে। সে কি ম্যাথুকে সাহায্য করবে, যখন সে উপরে তার পথ করে নিচ্ছে পার্বত্য বাঁধে যাবার, অথবা সে তার ছেলে-মেয়েদের কাছে দৌড়ে যাবে? সব কিছুই দ্রুত ঘটছে। ঠিক সেইভাবে একজন মানুষের জীবন তার স্মৃতিতে এসে যায়। আদেলের অতীত এবং ভবিষ্যৎ এখন তার মনে ঠোকাঠুকি করছিল। দুইটি আশ্চর্যজনক ছেলে-মেয়ে..... একজন ভালবাসার স্বামী..... জীবন সুন্দর ছিল।

সে সন্তানদের দিকে ফিরল, তারপর ম্যাথুর দিকে শেষ এক ঝলক দৃষ্টি দিয়েছিল। এবং সেই মুহূর্ত্যে সে মনে করেছিল, একজন অনিমন্ত্রিত, দুঃসাহসী (দূর্বিনীত) ১৭ বৎসরের (যুবককে) যে অবাধ্যভাবে নিজেকে তার মায়ের সোফায় বসিয়েছিল।

"এখন কেবলমাত্র ঈশ্বর তোমাকে পৃথক করতে পারে"

জুলাই ১৯৮৯

"মা, তাকে বানরের মত দেখাচ্ছে"। আদেল হিস্‌হিস্‌ (বিরক্ত) করে উঠেছিল, রান্না ঘরের দরজা দিয়ে যুব লোকটিকে উঁকি দিয়ে দেখে, যে খাবার ঘরে অপেক্ষা করছিল।

তার মায়ের মনে কোন দাগ ফেলেনি। আদেলের বয়স বিয়ে করার জন্য খুব বেশী কম, কিন্তু তবুও সে যুবলোকটির নির্ম্মল সিদ্ধান্তের প্রতি কিছু (অল্প) সন্মান এবং স্বীকৃতি দেখাতে পারত।

আদেল জানত না সে কি আরও প্রতিদিন চাটুবাদ ও রাগান্বিত হবে, ম্যাথু দৃঢ়ভাবে সোফায় নিজেকে স্থাপিত করেছিল এবং একই অনুরোধ বার বার করেছিল। প্রকৃত পক্ষে আদেল তাকে বহুবার উত্তর দিয়েছিল, কিন্তু ম্যাথু হয় তার জবাব গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিল, অথবা ভান করেছিল তার কথা শুনতে না পারার।

"আমি বিয়ে করতে চাই না, আমি অনেক ছোট এবং যদিও আমি বিয়ে করতে চাইতাম, আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই না।" আদেল নাছোড়বান্দা ছিল। তার বয়সও ১৭ বৎসর ছিল এবং সম্প্রতি তার সৌন্দর্য প্রস্ফুটিত হয়েছিল। কিন্তু কোন সম্পর্ক গড়ে তোলার তার কোন মনোযোগ ছিল না-যদিও নিশ্চিতভাবে তার অনেক সুযোগ ছিল।

ম্যাথু কোন তর্ক করত না অথবা রাগ করত না, তার (আদেলের) ঝোকের মাথায় বলা মন্তব্যে। সে (ম্যাথু) সেখানে বসেছিল এবং ধৈর্য ধরে আবার আদেলকে বোঝাচ্ছিল যে সে তার স্ত্রী হবে। "এটি ঈশ্বরের ইচ্ছা। যদিও তুমি মনে কর আমি বানরের মত দেখতে।"

আদেল মুখ টিপে টিপে হেসেছিল যখন সে মায়ের মৃদু হাসির আভাস পেয়েছিল। অকুতোভয়ে ম্যাথু আরেকবার তার অনুরোধ জানিয়েছিলঃ "তাই তুমি কি আমাকে বিয়ে করবে?"

সে (আদেল) জানত' উত্তর দিবার কোন যৌক্তিকতা নাই। সুতরাং আদেল সেখানে বসেছিল, কিন্তু ম্যাথু যাবার আগে তার শার্ট খুলল, খুব সুন্দরভাবে ভাঁজ করেছিল এবং আদেলের কোলে রেখেছিল। "এই যে", সে বলেছিল, "তুমি আমাকে উত্তর দিচ্ছ না, সুতরাং আমার অনুপস্থিতিতে আমার শার্ট অপেক্ষা করবে।"

আদেল নিজেকে তার চাটুবাদে ঠিক রাখতে পারে নি তার যুবোচিত কিন্তু আন্তরিক ইশারা থেকে। মনে হচ্ছে-হয়ত সে (ম্যাথু) এতটা খারাপ না.....।

তিনমাস পর আদেল ও ম্যাথু বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল।

স্থানীয় রীতি অনুসারে এটি একটি ঐতিহ্যবাহী বিয়ে ছিল। এটি একটা উজ্জ্বল অক্টোবরের বিকালে আরম্ভ হয়েছিল এবং অনেক রাত পর্যন্ত চলেছিল। সমস্ত গ্রামের লোকদের ২ বার খাবার পরিবেশিত হয়েছিল যারা সেই আনন্দপূর্ণ ঘটনা দেখতে এসেছিল। সব কিছু একটা আলোর ঝলকানি মনে হয়েছিল যখন আদেল সবিরাম (থেকে থেকে) দুঃশ্চিন্তার ঢেউকে যুদ্ধ করে দূর করতে চেয়েছিল এই বিষয়ে চিন্তা করে যে সে অনেক ছোট এবং বিয়ে একটা ভীষণ ভুল। সাত ভাই-বোনদের মধ্যে তার প্রথম বিয়ে হচ্ছে, সে কিভাবে বুঝবে (উপলব্ধি করবে) তার নতুন দায়দায়িত্ব একজন স্ত্রী হিসাবে? উৎসবের পরে পালকের কথা, নতুন কনেকে সান্ত্বনা দিয়েছিল। তিনি তাকে বলেছিলেন, "আদেল", "কেবলমাত্র ঈশ্বর তোমাকে এবং ম্যাথুকে আলাদা করতে পারে"।

বিয়ের একমাস পর, আদেল গর্ভবতী হয়েছিল এবং যদিও পূর্ণ সময় ধরে সে শিশুটিকে গর্ভে ধরেছিল, দীর্ঘ এবং ভীষন প্রসব বেদনার পর একটি মৃত শিশু প্রসব হয়েছিল। আদেল এবং ম্যাথুর সব কিছু ওলট পালট হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু ৫ মাস পরে আদেল আবার গর্ভবতী হয়েছিল। এইবার শিশুটি ৩ মাস আগে জন্ম গ্রহণ করেছিল এবং মনে হয়েছিল বাঁচবে না। বন্ধুরা, যারা আদেলকে দেখতে এসেছিল তাকে সান্ত্বনা দিয়েছিল এবং উৎসাহিত করেছিল এই বলে, "শক্ত থেকো যখন শিশুটি মারা যায়"।

আমার শিশুটি মারা যাবে না। আদেল জেদিভাবে উত্তর দিয়েছিল। তার হৃদয় পূর্ণভাবে বুঝেছিল এবং তার পরিবারের অথবা প্রতিবেশীদের মতের দ্বারা আন্দোলিত হতে সে অস্বীকার করেছিল। সে আরেকটি শিশুকে হারাবে *না*।

আদেল তার নবজাত মেয়েটিকে বালিশের উপর রেখেছিল এবং কোমলভাবে ছোট মেয়েকে বলেছিল এবং সেই সময়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছিল"। "তুমি এখানে কেন, খৃষ্টিনা?" সে চুপি চুপি বলেছিল, "আমার গর্ভের মধ্যে সম্পূর্ণ সময় কাটাওনি, কিন্তু এখন

তুমি এখানে এবং যদিও তুমি এত ছোট, ম্যাথু এবং আমি তোমাকে এত ভালবাসি। এবং আমি জানি ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করতে যাচ্ছেন।"

তার পরিবার ও গ্রামের লোকদের আশ্চর্যের মধ্যে, ক্রিস্টিনা একজন স্বাস্থ্যবান এবং টলমল করে হাঁটা শিশু হিসাবে গড়ে উঠেছিল এবং আড়াই বৎসর পরে তার ভাই ক্রিস্টিয়ানো তার সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। আদেল এবং ম্যাথু এর চেয়ে আরও বেশী সুখী হতে পারত' না। ক্রিস্টিয়ানো জন্মগ্রহণ করার পরপর তারা তাদের নিজে বাড়িতে উঠে গিয়েছিল। এটি তিন কামরা বিশিষ্ট সাধারণ ঘর ছিল, বেশীর ভাগ বাঁশের তৈরী এবং মাটির মেঝ ছিল। এটা খুব সাধারণ তবু নিজেদের। সম্ভবতঃ যখন ছেলে মেয়েরা বড় হয়েছিল, তারা আরও ভাল ও আরও বড় বাড়ি বানাতে পারত। সেটা আগামীতে লক্ষ্য করার বিষয় ছিল। এখন, যদিও তারা সুখী ছিল ম্যাথুর বাবা মার ঘরের ছাদ থেকে বের হয়ে আসতে পেরে।

আদেলের গ্রামের প্রায় সকলেই খ্রীষ্টিয়ান ছিল এবং সে উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে চার্চের যুব প্রোগ্রামে সাহায্য করেছিল। সেখানে ৫০ জনেরও বেশী ছেলে-মেয়ে ছিল যাদের বয়স ক্রিস্টিয়ানোর বয়সের প্রায় সমান ছিল এবং তার ঠাকুর দাদা তার কাছে একবার যে গল্প পড়েছিল, সেইসব উত্তেজনাপূর্ণ বাইবেলের গল্প আদেল তাদের কাছে পড়তে ভালবাসত। এটা মনে হয় ঠিক যে সে এখন যা করছে, তার ঠাকুরদাদা ঠিক সেই কাজ করেছিল-সুসমাচার প্রচার করা-এমন কি যদি এটা নিকটবর্তী (প্রতিবেশী) ছেলে-মেয়েদের কাছেও হয়।

আসন্ন জেহাদ

আদেলের ও গ্রামের অন্যান্যদের জন্য প্রায় কোন রকম বিপদ ছাড়া জীবন চলে যাচ্ছিল, যে পর্যন্ত না আশে পাশের মুসলিমরা আনুষ্ঠানিক-সাক্ষাতে এসেছিল।

যদিও সে সেই সময় সেটা উপলব্ধি করতে পারেনি, দুঃস্বপ্ন প্রকৃত পক্ষে শুরু হয়েছিল ৯ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ সালের বিকাল ৩ টায়-পিছনে ফিরে তাকালে এটি আদেল কখনও ভুলবেনা। নিকটে একটি হৈচৈ এর শব্দ শুনে, সে তাড়াতাড়ি বাইরে আসে এবং সঙ্গে ব্যানারটি দেখেছিল। এর উপরে কেবল মাত্র বড় অক্ষরে দুইটি লেখা ছাপা ছিল ***"সিন্টি ডামাই"*** মানে "ভালবাসা শান্তি", ব্যানারের চারিধারে গোছা বেঁধে জড়ো হয়েছিল ৩০ জন পুরুষ, নারী এবং ছেলে মেয়েরা দামা নামে মুসলিম গ্রাম থেকে।

"ডোডির লোকেরা" একটি মধ্য বয়সী কাল চামড়ার লোক ঘোষণা করেছিল, "আমরা তোমাদের প্রতিবেশী এবং আমরা পরস্পর অঙ্গীকার করেছি শান্তিতে বাস করতে।" লাউড স্পীকার ছিল না, কিন্তু তার গুম্ গুম্ শব্দ ভীড়ের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছিল। সে লম্বাভাবে দাঁড়িয়েছিল এবং সাক্ষাৎ করা ঘরের পুরানো কাঠের মেঝে ঝুকে ছিল এবং বলেছিল মুসলিম এবং খ্রীষ্টিয়ান গ্রামের মধ্যে কোন ভুল বুঝাবুঝি এবং যুদ্ধ হওয়া উচিত নয়। সকলে শান্তিতে থাকবে।

আদেল এবং অন্যান্যরা, যারা প্ল্যাটফরমের চারিধারে ভীড় করেছিল, মনে করেছিল, এটা অদ্ভুত, এই বিবেচনার করে যে, পূর্বে কোন মুখোমুখি বিরোধ হয়নি, কিন্তু তারা বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল সেই অতিথিদের, যারা বিকালের পরবর্তী সময় ছিল।

পরে, সেই সন্ধ্যায় ম্যাথু স্থানীয় খনির কাজে থেকে ঘরে ফিরলে আদেল ঘটনাটি বলেছিল। ম্যাথু প্রশ্ন করেছিল-গুজবটা কিসের সম্বন্ধে?

একটা আশ্চর্য খেকো গল্প রটেছিল যে ১৯৯৯ সালের ৯ মাসের ৯ তারিখে ডোডি দ্বীপের খ্রীষ্টিয়ানদের জন্য একটা কালদিন, কিন্তু ম্যাথু এবং আদেল গুজবটা বাতিল করেছিল। তখন তারা বিবেচনা করেছিল মুসলমানদের সাক্ষাত করা এবং একমত হওয়া মনে হচ্ছিল যে কোন ভীতিকর বিষয় নয়। বাস্তবিক পক্ষে একটা হাসিখুশি ভাব ছিল এবং তাদের, (খ্রীষ্টিয়ান ও মুসলমান) ছেলে-মেয়েরা একসঙ্গে খেলছিল।

প্রায় ৪ মাস অতিবাহিত হয়েছিল, কোন ঘটনা ছাড়া, অথবা সন্দেহের কোন কারণ ছাড়া এবং ডোডিতে বাসকারী লোকেরা মনে করেছিল ও গুজবটা বাস্তব হবেনা-যে পর্যন্ত না ঠিক বড়দিনের পর, যখন ইউলপিয়াস, একজন যুবক ব্যবসায়ী, গ্রামে ফিরে এসেছিল, দ্বীপটি ছেড়ে যাবার চেষ্টা সফল না হয়ে। সে চলে যাবার পর এত শীঘ্র ফিরে আসাতে গ্রামবাসীরা জিজ্ঞাসা করেছিল, কেন সে তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছিল।

"তারা আমাকে চলে যেতে দেয় নি" ইউলপিলাস বলেছিল

"কে? কেন না?" একজন মানুষ জিজ্ঞাসা করেছিল এবং অন্য মানুষরা চাপাচাপি করছিল, তাদের আশঙ্কা বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

ইউলপিলাস বলে যাচ্ছিল, "একদল মুসলমান আমাকে থামিয়েছিল এবং আমি জানিনা কেন। প্রথমে তারা সাধারণভাবে বলেছিল ঠিক তখন ভ্রমণ না করতে-সেটা খুব বিপদজনক হবে। আমি প্রতিবাদ করেছিলাম এবং তাদের বলেছিলাম দ্বীপটা ছেড়ে যাওয়া আমার দরকার আরও জিনিস পত্র আনার জন্য, কিন্তু তারা ভ্রুক্ষেপ করেনি। তারা বিষয়টি

সঙ্গিন করে তুলেছিল এবং মনে হয় রাগ করেছিল, কারণ আমি একজন খ্রীষ্টিয়ান। আমি কয়েকজন মানুষকে চিনেছিলাম যারা সেইদিন সেইদলে ছিল যারা আমাদের সঙ্গে দেখা করেছিল তদানীন্তন শান্তি ঘোষণা দিতে। আমি আর বিপদের মধ্যে যেতে চাই নি, এজন্য আমি ঘরে ফিরে এসেছি।

আদেল, ম্যাথু এবং আরও অনেকে ইউলপিলাসের কথা চিন্তা করে দেখেছিল, ৯ই সেপ্টেম্বরের ঘটনা সকল চিন্তা করে। কিন্তু আসন্ন বিপদের কোন প্রমান না থাকায়, তাদের করার কিছুই ছিল না। তারপরে ১০ই জানুয়ারী, তাদের সবচেয়ে খারাপ ভয় তাদের গ্রামের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছিল একটা অনিয়ন্ত্রিত ঝড়ের মত।

আদেল একজন অসুস্থ খ্রীষ্টিয়ানের সঙ্গে দুপুরের দিকে বিশ্রাম নিচ্ছিল, যখন তারা জেগে উঠেছিল, প্রতিবাসীদের আকস্মিক গড়ে উঠা শব্দে। আদেল সামনের দরজা দিয়ে বের হয়েছিল এবং দূরে একটা বড় ধূয়ার স্তম্ভ দেখে তার শ্বাসরোধ হয়ে আসছিল। একটি নিকটের গ্রাম-একটি খ্রীষ্টিয়ানের গ্রাম-জ্বলছিল। তারপর আতঙ্কের চিৎকার উঠেছিল। তারা নিশ্চয় ঘর ছেড়ে পালাবে। তিন হাজার সশস্ত্র মুসলমান অগ্রসর হচ্ছিল এবং তাদের আসন্ন জেহাদ থামাবার কোন আশা ছিল না।

আদেল ঘরের মধ্যে ঢুকেছিল এবং ক্রিস্টিনা এবং আন্টোর জন্য চিৎকার করছিল। কিন্তু কেউ উত্তর দেয়নি। আদেলের হৃদপিন্ডের ধুকধুকানি জোরে জোরে পরছিল যখন সে ক্ষিপ্তভাবে তার সন্তানদের খুঁজছিল, দৌড়ে বাইরে এসে তাদের নাম ধরে আর্তনাদ করছিল। শেষে কেউ তাকে বলেছিল তারা তাদের দেখেছে গ্রামের পিছনে যে পাহাড় আছে সেই পাহাড়ে উঠতে, নিজেদের পথ করে নিয়ে। আদেল আবার দৌড়ে ঘরে ঢুকে কতগুলি জিনিস সে তার বাইবেল টেবিলে দেখেছিল। সেটা সে আঁকড়ে ধরে ছিল---এবং পালিয়ে ছিল।

মা, আমরা কি মরে যাব?

সন্ধ্যা ৬ টা, সোমবার, ১০ই জানুয়ারী ২০০০

ম্যাথু ও গ্রামের অন্যান্য মানুষ মুসলিম আক্রমণকারীদের প্রায় চারঘন্টা ধরে আক্রমণ প্রতিহত করেছিল, কিন্তু তারা (মুসলমান) অনেক বেশীছিল এবং দা, মশাল এবং আগ্নেয় অস্ত্রে সজ্জিত ছিল।

সমস্ত গ্রাম জ্বলছিল এবং সমস্ত আকাশ মুখরিত করে হামলাকারীরা চিৎকার করছিল *"আল্লাহ আকবর! আল্লাহ আকবর"!* ম্যাথু এবং অন্যান্য মানুষেরা উন্মাদের মত পিচ্ছিল বাঁধ দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল, এটা আশা করে যে জেহাদের যোদ্ধারা তাদের গ্রামকে ধ্বংস করে ক্ষান্ত হবে। এর পরিবর্তে একটি ধর্ষকাম ক্রোধ তাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। শীঘ্র তারা হামাগুড়ি দিয়ে পাহাড়ে উঠছিল, এলোপাথারি তাদের রাইফেল ছুঁড়েছিল সারি বেয়ে উঠা খ্রীষ্টিয়ানদের দিকে।

ম্যাথু এবং আদেল দ্রুত তাদের সন্তানদের এবং মায়েদের জড়ো করেছিল যখন প্রত্যেকে বিভিন্ন দিকে পালাতে আরম্ভ করেছিল। এলোপাথারি- বন্দুকের গুলি এড়াতে, তারা নিজেদের ঘন ঘাসের মধ্যে ছুড়ে দিয়েছিল এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বুকে হেঁটে অগ্রসর হয়েছিল জঙ্গলের মধ্যে। কিন্তু এই কষ্টকর হাতের ও হাঁটুর উপর চলা আরও কষ্টকর ছিল যখন ভারী বৃষ্টি পড়ছে এবং খালি মাটি ক্রমাগত কাদার পুকুর হচ্ছে।

ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে প্রায় দুই ঘন্টা বুকে হেঁটে তারা একটা নারিকেল গাছের কিনারায় পরিত্যাক্ত চালা বাড়িতে এসেছিল। কাঠের তৈরী তিন দিকে এবং একটা ছাদ, এটা কৃষকদের দ্বারা ব্যবহৃত হয়েছে শস্য কাটার সময়ে, অবসরের জন্য। বিকালের গরমে ক্লান্ত হয়ে তারা এখানে বিশ্রাম নিত। আশা করা যাচ্ছিল, আজকের রাতে সমস্ত পরিবারের জন্য এটি আবাস স্থল হবে। তারা আর চলতে পারছিল না, একেবারে পরিশ্রান্ত হয়েছিল।

ক্রিস্টিনা এবং ক্রিস্টিয়ানো প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে গিয়েছিল যখন আদেল তাদের একটা বাঁশের চাটাইয়ের উপর রেখেছিল, যা তারা সেই পরিত্যাক্ত ঘরে পেয়েছিল। পরিবারের বাকী সকলের মত, ছেলে মেয়েরা ভিজে গিয়েছিল এবং কর্দমাক্ত হয়েছিল। ধ্বংসপ্রাপ্ত ঘর কিছু আশ্রয় দিয়েছিল কিন্তু ছাদে মাঝে মাঝে ফুটা ছিল যার মধ্য দিয়ে সমানভাবে বৃষ্টির জল ছেলে-মেয়েদের উপর পড়ছিল।

আদেল আর এটা ধরে রাখতে পারছিল না। বৃষ্টির মত, চোখের জল তার মুখমণ্ডল গড়িয়ে পড়ছিল তখন সে জোরে কেঁদেছিল।

যখন সে নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করেছিল, সে এবং ম্যাথু এক সঙ্গে ঘেষা ঘেষি করেছিল একটি ছোট বিষন্ন সময় প্রার্থনায়, তখন তারা সেই ভয়ার্ত সমস্ত রাত্রি ধরে তাদের মায়েদের নিয়ে নিরবে বসেছিল। খুব ভোরে ক্রিস্টিনা এবং তার ভাই জেগেছিল, আস্তে আস্তে বুঝেছিল সেই ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন, তারা মনে করেছিল তারা স্বপ্ন দেখেছিল, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তা ছিল বাস্তব। কিছু সময়, বড়দের দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসেছিল। তাদের বড় বড় চোখ কিছু সান্ত্বনার বাণী আশা করছিল, কিন্তু একটা মৃত্যুর নিঃস্তব্দতা, ভয়ার্ত পরিবারকে আবৃত করে রেখেছিল এবং কেউ জানত না কি বলতে হবে।

শেষে ক্রিস্টিয়ানো কাতর স্বরে বলেছিল, "মা আমার ক্ষিদে পেয়েছে"।

আদেলের চোখ ফুলে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, যখন সে কান্না চাপতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু যখন তার ছোট ছেলেকে কোলে নিয়েছিল, সে কান্না থামাতে পারেনি।

ম্যাথু অনুরোধ করেছিল, "আদেল অনুগ্রহ করে এইভাবে কেঁদ না"। "আমি খাবার খুঁজতে যাচ্ছি"। সে তার স্ত্রীকে আবার নিশ্চিত করতে চেয়েছিল, কিন্তু সে জানত সে (আদেল) শেষ সীমায় পৌছেছে। আদেলের হৃদয় যেন ছিঁড়ে যাচ্ছিল যখন সে নিঃস্ব হয়ে সাধের ছেলে মেয়েদের দুঃখ দেখছিল।

ম্যাথু ধ্বংসপ্রাপ্ত গ্রামে ফিরে গিয়েছিল, খাবারের খোঁজে।

আদেল অনুনয় করেছিল, না যাবার জন্য, কিন্তু সে জানত, তাদের কিছু করতে হবে। তারা সেই বাড়িতে খাবার ও জল ছাড়া থাকতে পারবেনা।

ম্যাথু যখন চলে গিয়েছিল মনে হচ্ছিল সময় খুব আস্তে আস্তে অতিবাহিত হচ্ছিল। একটা গভীর আতঙ্কের অনুভূতি আদেলকে ক্রমাগত আঁকড়ে ধরছিল। উদ্ধিগ্নের সঙ্গে যুদ্ধ করতে অক্ষম হওয়াতে সে (আদেল) পরিবার নিয়ে জঙ্গলে ফিরে গিয়েছিল। তারা ক্রমে ক্রমে গ্রামের অন্যান্যদের দেখা পেয়েছিল যারা একটা ভুট্টার খেতের ধারে লুকিয়ে ছিল। আদেল ক্রিস্টিনা, আন্টো ও মাদের নিয়ে ভুট্টা ক্ষেত্রের সারির মধ্য দিয়ে গিয়েছিল এবং তারা শুকনো ভুট্টার ছড়া ছিঁড়তে আরম্ভ করেছিল। কমপক্ষে তারা কিছু খাবার পেয়েছিল।

কয়েক ঘন্টা পর ম্যাথু আবার তার পরিবারের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল সঙ্গে ১২ ক্যান কোকাকোলা ছিল। এটা সব যা সে পেয়েছিল। যখন ছেলে মেয়েরা পেটির কাছে পৌছেছিল, ক্যানগুলি খুলতে, বন্দুকের শব্দ শুনা গিয়েছিল, বাজ পড়ার মত প্রতিধ্বনি সমস্ত ক্ষেত্রে (চারিদিক) ছড়িয়ে পড়েছিল। কেউ জানত না কোন দিক থেকে গুলি আসছে, সুতরাং তারা মাটিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল-এটা না বুঝে কোথায় পালাতে হবে। শেষে ক্রিস্টিনা আদেলের উপর দিয়ে দেখেছিল এবং জিজ্ঞাসা করেছিল, "মা আমরা কি মরতে যাচ্ছি?"

হ্যাঁ, আমরা মরতে যাচ্ছি এই চিন্তা যা আদেলের মনকে বিছিন্ন করেছিল, কিন্তু সে জানত, তার ছেলে মেয়েদের জন্য সাহসী হতে হবে। সে তাদের দুজনকে টেনে একত্রিত করেছে এবং তাদের বলেছিল-সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু আদেল জানত-আবস্থার বাস্তবিকতা, তার সান্ত্বনার কথা দিয়ে সড়ানো যাবে না। সে জানত তাকে কি করতে হবে। এটা সব চেয়ে কঠিন কথা হবে যা সে আগে কখনও বলেনি কিন্তু আদেলের আর কোন উপায় ছিল না।

তাকে তাদের বলতে হবে "ক্রিস্টিনা এবং আন্টো দয়া করে আমার দিকে তাকাও এবং সাবধানে শুন। যদি জিহাদের মানুষেরা আমাদের ধরে, তারা তোমাদের জিজ্ঞাসা করবে, তোমরা মুসলমান হতে চাও কিনা। যদি তোমরা না বল, তারা তোমাদের মেরে ফেলতে পারে।" আদেল সোজাসুজি ছেলে-মেয়েদের চোখের দিকে চেয়েছিল। সে জানত, ঠিক উত্তর একটি মাত্র আছে, কিন্তু এত ছোট ছেলে-মেয়েরা, কিভাবে আশা করা যায় সাহসী হবে?

উভয় ছেলে মেয়ে সাধারণ ভাবে উত্তর দিয়েছিল, "আমরা যীশুকে অনুসরণ করতে চাই"।

দ্বিতীয় চিন্তা ছাড়া, আদেল বাইবেল খুলেছিল, যা সে সাথে করে এনেছিল এবং একটা অংশ খুলেছিল যা সব সময় তার চিন্তার মধ্যে ছিল যখন সে তার বাড়ি থেকে পালিয়েছিল। আদেলের ছোট বেলায় তার ঠাকুরদাদা এতবার পড়ে ছিলেন, এটা প্রকৃতপক্ষে তার হৃদয়ে "খোদাই করে" অঙ্কিত হয়েছিলঃ গীতসংহিতা ২৩ অধ্যায় যখন মুখস্থ বলতে আরম্ভ করছিল, সে তার ছেলে-মেয়েদের তার পিছে পিছে বলতে নির্দেশ দিয়েছিল, "সদাপ্রভু আমার পালক, আমার অভাব হইবেনা....., হ্যাঁ যখন আমি মৃত্যু ছায়ার উপত্যকা দিয়ে গমন করি তখনও অমঙ্গলের ভয় করিব না, কেননা তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে আছ....." সে (আদেল) ক্রমাগত বলছিল যে পর্যন্ত না তারা (ছেলে-মেয়েরা) গীতটি মুখস্থ করে। তারা উভয়ে এত সাহসী হয়েছিল, কিন্তু আদেল আশ্চর্য হয়েছিল, তারা (ছেলে-মেয়েরা) এই অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছে কিনা।

তার চোখের কোণে অশ্রু জমা হয়েছে, এটা অনুভব করে, সে তার হাতের পিছনে দিয়ে তাড়াতাড়ি মুছেছিল এবং জিজ্ঞাসা করেছিল, "ক্রিস্টিনা, তোমরা কি ভীত নও, তারা তোমাদের মেরে ফেলতে পারে-যদি তোমরা বল তোমরা খ্রীষ্টিয়ান"?

ক্রিস্টিনা তার মায়ের কাছে তার মুখ এনেছিল, সোজা ভাবে তার চোখের দিকে তাকিয়ে ছিল এবং মৃদুস্বরে উত্তর দিয়েছিল, "মা চিন্তা কর না। আমি মরতে ভীত না।"

বন্দুকের গুলির আওয়াজ বন্ধ হলে, যারা ভুট্টার ক্ষেতে ছিল, তারা ক্রমে ক্রমে ছড়িয়ে গিয়েছিল। আদেল, ম্যাথু এবং তাদের পরিবারের সকলে সেই কাল (অস্বচ্ছ) জঙ্গলে ফিরে গিয়েছিল এবং ক্লান্তভাবে দুই দিন হেঁটেছিল। তারা রাতের অন্ধকারে ভালভাবে হেঁটেছিল এবং কেবলমাত্র কয়েক ঘন্টা ঘুমিয়েছিল। উঠবার আগে, প্রত্যুষে এক জায়গায় ম্যাথু তার গ্রামের অন্যান্যদের দেখা পেয়েছিল এবং তাদের কাছে জেনেছিল যে কয়েকজন খ্রীষ্টিয়ান এর মধ্যে নিহত হয়েছে। তাদের ভালবাসার মানুষদের জন্য সে আরও গভীর জঙ্গলে ঢুকেছিল।

প্রত্যেকে একেবারে পরিশ্রান্ত হয়েছিল এবং শেষে ম্যাথু ও আদেল বুঝেছিল তাদের সন্তানদের আর ঠেলে নিয়ে যেতে পারবেনা। যদিও তাদের অল্প পরিমানে টাটকা নারিকেলের দুধ ছিল, ক্ষুধার কষ্ট আরও খারাপ হচ্ছিল, আদেল কেঁদে উঠছিল যখন একজনের পর একজন খাবার চাচ্ছিল। তারা ম্যাথুর বাবা এবং ভাইয়ের দেখাও পেয়েছিল।

তারা একটা জায়গায় এসেছিল যা ম্যাথু বিশ্বাস করেছিল বিশ্রাম নিবার জন্য নিরাপদ এবং কিছু শুকনা নারিকেল পাতা জড়ো করেছিল ছেলেদের বসার জন্য। নীচের গিরিখাতে একটা জলের কল কল শব্দ শুনে, সে এবং তার ভাই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল নীচে অভিযান চালাতে যাবার জন্য, যদি কিছু পাওয়া যায়।

এত কচি বয়সে, আনটো বুঝতে পারছিল না তাদের কয়দিন থেকে কেন খাবার নাই এবং বোকার মত জিজ্ঞাসা করেছিল কিছু ভাত ও মাছ দিবার জন্য। "তোমার বাবা এখুনি আসবে এবং মনে হয় সে কিছু মাছ পাবে। তারপর আমরা খেতে পারব।" আদেল তাকে উৎসাহ দিবার জন্য বলেছিল। কিন্তু সে জানত' ম্যাথু তাদের জন্য খাবার পাবে না এবং সে আনটোকে কাছে টেনে ছিল কোমল (মৃদু) ভাবে গান গেয়েছিল এবং আস্তে আস্তে তাকে নাড়াচ্ছিল।

সর্বশক্তিমান যীশুর রক্ত

দশ মিনিটের কম সময়ে অতিক্রম করেছে, যখন সে ম্যাথুর চিৎকার শুনেছিল। প্রথমে আদেল মনে করেছিল সে দিশেহারা হয়ে ঐ রকম চিৎকার দিয়েছে, এটা মনে করে যে জেহাদের যোদ্ধারা কাছে থাকতে পারে। তারপর সে বুঝছিল ইতিমধ্যে ম্যাথুকে ঘিরে ফেলেছে এবং সে (ম্যাথু) চিৎকার করছে আদেল এবং পরিবারের বাকী লোকজন পালিয়ে যায়। আবার সে (আদেল) কথা শুনে ছিল যা কয়েকদিন আগের মত তার হৃদয়কে জমিয়ে দিয়েছিল। "পালাও, আদেল পালাও"।

ম্যাথু আবার চিৎকার করার আগে আদেল শুনেছিল দ্রুত স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের পট্‌পট্ শব্দ। সে সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে উপর দিকে ঠেলেছিল কিন্তু আনটোর হাত তার গলা জড়িয়ে ধরেছিল, সে হুচোট খেয়েছিল। সে (আদেল) ঘুরছিল ঠিক এক সময়ে খ্রীষ্টিনাকে এক ঝলক দেখে যে ম্যাথুর দিকে দৌড়ে যাচ্ছে, কাঁদতে কাঁদতে। আদেল এক নিঃশ্বাসে চিৎকার করেছিল তাঁকে থামাতে কিন্তু দেরী হয়ে গিয়েছিল। তারা লম্বা সাদা কাপড় পড়া লোকদের দ্বারা বেষ্টিত হয়েছিল।

আনটো মাটিতে পড়েছিল, যেখানে আদেল তাকে ফেলে দিয়েছিল। যখন সে উঠতে চেষ্টা করেছিল, একজন লোক তার লম্বা দাও দুলিয়ে ছিল এবং তাকে পিঠের দিকে ধরেছিল ব্লেডের চওড়া পাশ দিয়ে। আদেল যত জোরে পারে চিৎকার করেছিল এবং তারপর তার ছেলের উপর ঝাপিয়ে পড়েছিল তার ছোট দেহকে আরেকটি আঘাত থেকে রক্ষা করতে। সে (আদেল) দেখেছিল তার ছেলে মুখমণ্ডল ভয়ে সাদা হয়ে গিয়েছে, যখন যে আঘাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল, কিন্তু আনিটোকে রক্ষা করার চেষ্টা ও নিষ্ফল হয়েছিল, যখন একজন মুসল্লি তার লম্বা চুল ধরেছিল এবং সহজে তাকে (আদেলকে) বাতাসে তুলে ধরেছিল।

একটা রক্তমাখা লম্বা দা আদেলের গলা চেপে ধরেছিল যখন মানুষেরা একজোড়া বাঁশ গাছের দিকে জোর করে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল। সে তাদের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছিল যখন তারা তার কাপড় ছিঁড়েছিল, সে (আদেল) তার বাইবেল শক্ত করে ধরেছিল, কিন্তু এটা মাটিতে পড়ে গিয়েছিল, তার কাপড় যেমন সহজভাবে পড়েছিল। আদেল তার চোখ বন্ধ করেছিল, নীরবে তার পরিবারের জন্য প্রার্থনা করেছিল এবং ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছিল, তাকে ধর্ষণ থেকে রক্ষা করতে।

আদেল তারপর তার মায়ের (শাশুড়ী) এর তার (বুকের) ধন আনটের চিৎকার শুনেছিল এবং সে জেনেছিল তাদের নৃসংশভাবে মেরেফেলা হচ্ছে ঐ সব দুষ্ট খুনী গুন্ডাদের দ্বারা, যারা তাদের বাড়ি থেকে তাড়িয়ে এনেছে। এটা সহ্যের অতীত। প্রায় অজ্ঞান হবাব মত, সে হাঁটু গেড়ে বসেছিল যখন সে তাদের দেখল-যারা তার পরিবারকে আক্রমণ করেছিল এবং তার দিকে আসছে। তাদের লম্বা দার থেকে, রক্ত ঝড়ছিল। আনটোর রক্ত।

"হায় ঈশ্বর!" আদেল কেঁদেছিল। সে জানত না সে কিভাবে চলবে। একজন মানুষ তার ঘর্মাক্ত পাগড়ি খুলেছিল এবং আদেলের মাথা বেঁধেছিল। এর উপরে লেখা ছিল "আল্লাহ আকবর"। তার শেষ শক্তিতে আদেল চিৎকার করেছিল, "যীশুর রক্তে সব শক্তি"!

সে একজন খ্রীষ্টিয়ান! একটি শুয়োর! দূর্গন্ধের শুয়োর! তাকে ধর্ষণ কর এবং ক্ষান্ত দেও-একটা স্বর বিদ্রুপ করে বলেছিল। অনেক জন ক্রুদ্ধ (উন্মত্ত) মুসলিম এখন আদেলকে ঘিরেছিল, তাকে নিয়ে কি করবে আলোচনা করছিল। তারা স্থানীয় ভাষায় কথা বলছিল, এটা না বুঝে, তারা যা বলছিল, আদেল সব কিছু বুঝতে পারছিল।

তার কান্না চেপে, আদেল নীরবে অন্তর থেকে প্রার্থনা করছিল, *"প্রভু, তাদের বুঝতে সাহায্য কর তারা কি করছে। এটা এত খারাপ..... দয়া করে তাদের বুঝতে দাও। তারা*

জানেনা তারা কি করছে। এটি মানুষের জন্য সম্ভব না। যখন সে প্রার্থনা করছিল, তার সামনে হৈ চৈ এর মধ্যে একটি চাপা, মৃদু স্বর ফিস্ ফিস্ করেছিল, "আদেল, এটা কি তুমি? সে উপরে তাকিয়েছিল এবং আবিষ্কার করেছিল, একজন মানুষ যাকে তারা তাঁর গ্রাম থেকে ধরে এসেছিল। তাঁর নাম হান্স।

হান্সকেও নেংটা করেছিল এবং সাংঘাতিক ভাবে রক্ত পড়ছিল। হতাশায় তার (আদেলের) বুক ভেঙ্গে যাচ্ছিল, সে (আদেল) নিশ্চিত ছিল সে (হান্স) আর বাঁচবে না। সে তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল সে ম্যাথু অথবা ক্রিস্টিনাকে দেখেছে কিনা। সে মাথা নেড়েছিল না।

একজন লোক আদেলের কাপড় গুলি জড়ো করে আদেলের হাতে ঠেলে দিয়েছিল। তাকে সেগুলি পড়তে দেওয়া হয়নি। সে তার বাইবেলের দিকে দৃষ্টি দিয়েছিল যা কুঁচি কুঁচি করে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছিল।

দুইজন বন্দিকে একটা খাঁড়া পাহাড়ী পথে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল দা দিয়ে গুতা (খোঁচা) মেরে তাদের শরীরের সব চেয়ে অরক্ষিত আঘাত প্রাপ্ত অংশে। যখন রাস্তাটা সরু হয়ে গেছিল, আদেল নিচের পাহাড়ি চূড়ার দিকে তাকিয়ে ছিল এটা বুঝে সে কত উপরে আছে এবং লাফিয়ে পড়া কত সোজা হতে পারে। সে জানত, সে সম্ভবত মারা পড়বে, যদি সে ঝাঁপ দেয়, কিন্তু সেটা ভাল হবে। *আমাকে সাহায্য কর, প্রভু! আমাকে দয়া করে সাহায্য কর,* সে ক্রমাগত আবেদন করছিল। লাফাবার প্রলোভনকে বাঁধা দিয়ে সে পর্বতের মাথায় পৌঁছে ছিল যেখানে হাজারের ও বেশী জিহাদের যোদ্ধারা জড়ো হয়েছিল। তারা বিভিন্ন বয়সী ছিল, কেউ কেউ শুধু মাত্র টিন এজের, কিন্তু প্রত্যেকে এক রকম কাপড় পড়েছিল-লম্বা সাদা আলখাল্লা এবং মাথায় শক্ত করে জড়ান পাগড়ী।

বন্দুক উঁচিয়ে একজন সৈন্য আদেল ও হ্যান্সকে এক জনের পিছনে অন্যজনকে দাঁড়াতে বাধ্য করেছিল। সৈন্যটি মধ্য বয়সী এবং প্রশস্ত কাঁধ বিশিষ্ট। সে তার রাইফেল তার পাশে রেখে এবং একটা লম্বা দা, আস্তে আস্তে খাপ থেকে বার করেছিল। আদেল চারদিকে তাকিয়েছিল, এটা বুঝেছিল একটা সাদা কাপড়ের সমুদ্রে, সে এবং হ্যান্স কেবল মাত্র খ্রীষ্টিয়ান। সে তার চোখ বন্ধ করেছিল, বিশ্বাস করে, এমন কি আশা করে, এটি শেষ হবে।

এক মুহূর্তের মধ্যে, সে অনুভব করেছিল, গরম রক্ত ফিন্‌কি দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে তার মুখ মণ্ডল ও শরীর দিয়ে। "যীশুর রক্ত সর্ব শক্তিশালী"। সে বারবার চিৎকার করছিল। হ্যান্স ও চিৎকার করছিল। সে শুনেছিল দূরে অন্যান্য মানুষদের ক্রোধান্বিত স্বর এবং বারবার তীক্ষ্ণ চিৎকার। সে চোখ খুলতে সাহস করেনি। সে যদি যথেষ্ট সময় চোখ বন্ধ

করে রাখতে পারত, সে মনে করেছিল, সে অন্য পাড়ে, স্বর্গে সেগুলি খুলতে পারত। কিন্তু কিছু সময় অপেক্ষা করে, যা মনে হয়েছিল অনেক ঘন্টা, সে তার চোখের পাতা না খুলে পারে না। তার সামনে হ্যান্সের বিকলাঙ্গ (ক্ষত বিক্ষত) দেহ।

সাতটি সাধারণ বাক্য

আদেল রক্তাপ্লুত ছিল-কিন্তু বলতে পারে না সেটি তার বা হ্যান্সের। মুসলিম মানুষের বারবার মুষ্টাঘাতের জন্য তার ভীষণ ব্যথা ছিল, কিন্তু মনে হয়েছিল তার শরীরে কোন উন্মুক্ত ক্ষত ছিল না। এখন তার স্বর ক্রমে ক্রমে দূর্বল হচ্ছিল কিন্তু যে শব্দগুলি বারবার উচ্চারণ করতে পারছিল, "যীশুর রক্ত সর্ব শক্তিশালী"। কোনভাবে সে জেনেছিল, ঈশ্বর তাকে রক্ষা করছেন। এই সময়ের মধ্যে তার অনেক বার মরে যাবার কথা পাঁচ ঘন্টার ও বেশী সময় অতিবাহিত হয়েছে তাকে উলঙ্গ করার এবং মারার সময় থেকে। সে এর মধ্যে জেনেছিল আনটো, তার মা, ম্যাথুর মা এবং হ্যান্স ইতিমধ্যে মৃত এবং সন্দেহ করেছিল অন্যেরাও মরে গিয়েছে। কিন্তু সে তখনও জীবিত আছে এবং এর একটি কারণ আছে-কেন। ভয়ঙ্কর (চরম) অপমানের মধ্যে, আদেল কোন ভাবে অনুভব করেছিল একটা ক্ষীণ আশার আলো।

জিহাদ যোদ্ধার দল তাদের এবং আদেলকে বলেছিল, এখন তাদের যাবার. সময় হয়েছে। সে তাদের গাইড হবে, তারা বলেছিল। তারা একটা লাইন তৈরী করে ছিল এবং তাকে (আদেলকে) সামনে ঠেলে দিয়েছিল এবং সে তাদের একটা আঁকা বাঁকা পথ দিয়ে নিচের পর্বতের দিকে উল্টা পরিচালিত করেছিল। আদেলের কোন ধারণা ছিল না-কোথায় তারা যাচ্ছে। সে অর্দ্ধ চেতন অবস্থায় হেঁটেছিল এবং মন থেকে মুছে ফেলতে চেয়েছিল-হ্যান্সের নৃশংস হত্যা ও রক্তাক্ত ক্ষত বিক্ষত দেহ তাকে খন্ড খন্ড করে কেটে, তারা সন্তুষ্ট না হয়ে নারিকেল পাতা দিয়ে তার দেহকে মুড়ে, পেট্রোল ঢেলে তার মৃত দেহকে পুড়িয়েছিল।

যখন তারা পর্বতের নিচে পৌছেছিল, আদেলকে আর গাইড হিসাবে প্রয়োজন ছিল না। দামা, তাদের গ্রামের দিকে তাকে ঠেলে দিয়েছিল, ক্রমাগত তার লম্বা চুল টেনে, তাকে ঠাট্টা করে, দা এর পাশ দিয়ে তার নগ্ন দেহকে আঘাত করে চুকচুক শব্দ করে। প্রত্যেক আক্রমণে আদেল ক্রমাগত চিৎকার করছিল, "যীশুর রক্ত সর্ব শক্তিশালী", "যীশুর রক্ত সর্ব শক্তিশালী"। সময় সময় একজন মানুষ পিছন থেকে দৌড়ে এসে এবং দা এর ব্লেডের চেপ্টা অংশ তার মাথার পিছনের দিক দোলাচ্ছিল। ছিন্ন বস্ত্রের পুতুলের মত সে মাটিতে মাটিতে পড়েছিল এবং তার মাথা তার বাহু দিয়ে আড়াল করেছিল। এটা মনে হচ্ছিল

হাজার হাজার সুচ তার মাথার ভিতর ঢুকানো হয়েছে কিন্তু যখন তারা হাত সড়িয়ে নিয়েছিল, সে আশ্চর্য্যে হয়ে আবিষ্কার করে ছিল যে তার রক্ত পড়ছে না।

অন্তরের ভিতরের ঘৃণার (বিরুদ্ধে) সংগ্রাম করা

আদেলের সাহস বেড়ে গিয়েছিল যখন সে আবার উপলব্ধি করেছিল যে ঈশ্বর আশ্চর্যভাবে তার জীবন রক্ষা করছেন। কিন্তু কেন? সে বুঝতে পারছিল না কেন সে তখনও নিঃশ্বাস নিচ্ছে (বেঁচে আছে) যখন অন্যেরা নৃশংসভাবে নিহত হয়েছে। এমন কি তার গ্রেফতারকারীদের মুখমণ্ডলে একটা বিভ্রান্তির ছায়া এবং সে আশ্চর্য হয়েছিল, যদি তারাও প্রশ্ন করছিল কিভাবে এই অরক্ষিত স্ত্রীলোকটি তাদের বারবার আক্রমণের পরেও বেঁচে থাকতে সক্ষম হচ্ছে। এমন কি তারা ক্রোধে আরও ক্ষিপ্ত হয়েছিল এ জন্য যে, সে যীশুর রক্তের বিষয়ে (বারবার) ডাক দিচ্ছে।

অবশেষে তাদের একজন তাকে থামিয়ে ছিল, এক মুটি তামাকের পাতা আগুনে জ্বালিয়ে ছিল এবং সেগুলি জোর করে তার মুখে ঢুকিয়ে ছিল। আদেলের চোখ বড় হয়েছিল যখন সে দেখছিল যে জ্বলন্ত পাতা তার দিকে আনা হচ্ছে। সে বাঁধা দিতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তার পক্ষে সেই বলিষ্ট বাহুর বিরোধিতা করার কোন পথ ছিল না। বুঝে শেষে সে (মানুষটি) "অবিশ্বাসীকে" ছেড়ে দিয়েছিল, অন্যদের সন্তুষ্টিতে সে (হেসেছিল)। কিন্তু সে আদেলের মুখ থেকে হাত সড়াবার পর, সে (আদেল) ধিকি ধিকি জ্বলা পাতা থুথুর সঙ্গে ফেলে দিয়েছিল এবং নিশ্চিতভাবে বলেছিল, "যীশুর রক্ত সর্ব শক্তিশালী"। সাধারণ সাতটি বাক্য (কথা) আরও বেশী করে বাস্তব হয়েছিল যখন আদেলের নারকীয় দুঃস্বপ্ন চলছিল।

সূর্য অস্ত গিয়েছিল, প্রায় পূর্ণিমা চাঁদের আলো তাদের পথ দেখিয়েছিল, যখন তারা দামার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। আদেল সে সব ঘর থেকে আলো এবং ছেলে মেয়েদের কালো ছায়া-দৌড়াচ্ছে এবং খেলা করছে দেখতে পেয়েছিল। সে মনে মনে তার নিজের গ্রামের ছবি আঁকছিল এবং দুঃখিত ভাবে মনে করেছিল-কিভাবে সেখানে ছেলে মেয়েরা সন্ধ্যা বেলায় খেলা করত-ঠিক যেভাবে ছেলে মেয়েরা করছে।

দলটা থেমেছিল এবং তারা আদেলকে আদেশ দিয়েছিল কাপড় পড়তে। দুইজন যুবক-তাদের বয়স ২০ বৎসরের বেশী ছিল না-তাদের পিস্তল দিয়ে রেখে যাওয়া হয়েছিল আদেলকে পাহারা দিতে-যখন অন্যেরা গ্রামের দিকে অগ্রসর হয়েছিল। আদেল সেই দুই যুবককে জিজ্ঞাসা করেছিল, তারা কি জানে, তার মেয়ের কি ঘটেছে?

হ্যাঁ, আমরা তাকে মেরে ফেলেছি, তাদের একজন ঠাট্টা করে বলেছিল।

আদেল বুঝতে পেরেছিল, তারা মিথ্যা বলছে, কিন্তু সে তাদের চোখে ঘৃণা দেখেছিল। সে অনুভব করেছিল তার মধ্যে ও ঘৃণা আসছে এবং সে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছিল, সেটা (ঘৃণা) দূর করতে।

কিছুক্ষণ পরে, আদেলকে গ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, যেখানে আবার তাকে ঠাট্টা এবং অত্যাচার করা হয়েছিল। যোদ্ধারা নিষ্ঠুর (বর্বর) ছিল, কিন্তু সে শক্ত ছিল। এখন যদি তার সময় হয় মরার-এমন কি জেহাদের সৌন্যদের হাতে-সে প্রস্তুত। আরেক বার আদেল উপলব্ধি করেছিল, দৃশ্যত সে একমাত্র শত্রু। সে এমন কি কল্পনা করতে সাহস পায় নি-অন্যদের কতজনকে হত্যা করা হয়েছে। এই মুহূর্তে সে জানত না-কোনটা বেশী খারাপ-মরা অথবা সেই জঘন্য উম্মাদ লোকদের হাতে বন্দী হওয়া। অত্যাচার সত্ত্বেও সে উচ্চ স্বরে ঘোষনা করছিল, "যীশুর রক্ত সব শক্তিশালী"। প্রত্যেক বার একজন সৈন্য তার আতঙ্ক বিস্ফোরিত করেছিল, তার দূর্বল শরীরের উপর।

জেহাদের সেই হেড কোয়ার্টারে, আদেলকে আবার নগ্ন করা হয়েছিল। তিনজন স্ত্রীলোক তাকে একটা পিছনের ঘরে নিয়ে গিয়েছিল যেখানে তারা তাকে একটা মরচে ধরা টবে ঠান্ডা জলে স্নান করিয়েছিল। "দয়া করে আমাকে নিজে ধূতে দেও"। আদেল অনুনয় বিনয় করেছিল কিন্তু তারা অস্বীকার করেছিল এবং আদেল আবার বলার পর, স্ত্রী লোকেরা বড় কাঠের চামচ দিয়ে মেরেছিল। ঠান্ডা জলে স্নান করার পর-তাকে একটা পুরানো টি-শার্ট এবং এক জোড়া শর্ট (ছোট প্যান্ট) পড়িয়েছিল, যেগুলিতে অনেক ফুটো ছিল। তার (আদেলের) নিজের কাপড় একটা "জঘন্য শূয়রের", স্ত্রীলোকেরা তাকে বলেছিল-এবং সেটি পুড়িয়ে ফেলা হবে।

খ্রীষ্টিয়ান লোকেরা কোথায় লুকিয়ে আছে?

এগার জনের উপর ভার দেওয়া হয়েছিল আদেলকে জেরা করতে এবং ৩০ বা ৪০ জন ঠেলাঠেলি করে তাদের চারিদিকে ছিল। সে তাদের অনেক নেতাদের চিনেছিল, সেই সব মানুষে হিসাবে যারা ব্যানার নিয়ে তাদের গ্রামে এসেছিল, ৯ই সেপ্টেম্বর-এ, বারবার বলছিল, "ডোডি দ্বীপে শান্তি"। সে মানুষটি জেরা পরিচালনা করছিল-সেই একই লোক, যে সেদিন মঞ্চ থেকে জোরের সঙ্গে বলছিল। আবার আদেলের ঘৃণার উদ্রেক হচ্ছিল, যখন,সে বুঝেছিল, সেই সমস্ত লোক শান্তি চুক্তি করতে এসেছিল, গ্রামকে আক্রমণ করতে

ফিরে এসেছিল, তার পরিবার ও বন্ধুদের মারতে, যার মধ্যে তার বুকের ধন আনটো ছিল। এখন, যেমন তারা শক্ত করে তাকে কামরার মধ্যখানে একটা কাঠের চেয়ারে বসিয়েছিল, সে আশ্চর্য হয়েছিল, তাদের শান্তির সংজ্ঞা প্রকৃতপক্ষে কী ছিল।

"কোথায় অন্য খ্রীষ্টিয়ানেরা লুকিয়ে আছে"? লম্বা, রোগা মানুষটি শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করেছিল।

"আমি তোমাদের বলতে পারি না। এমন কি তোমরা যদি আমাকে মেরে ফেল, আমি উত্তর দিব না।" আদেল সম্ভবত জানত, তাদের অনেকে কোথায় লুকিয়ে আছে-এবং জানত' তাদের প্রতি কি ঘটবে-যদি সে বলে।

"আস। আমরা তাদের আঘাত করব না। আমরা কেবলমাত্র জানতে চাচ্ছি তারা কোথায় আছে। তুমি কি বাড়ি যেতে চাও না?" আদেল চুপ করে বসেছিল, তাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করে। আরও আধ ঘন্টা জেরা চলেছিল, শেষ হয়েছিল আদেলের মুখে চড় মেরে। তার সামনে এক প্লেট খাবার রাখা হয়েছিল, কিন্তু সে খেতে অস্বীকার করেছিল। অকুতোভয় দুজন মানুষ চাপ দিয়ে তার মুখ খুলেছিল এবং জোর করে খাবার ঢুকিয়েছিল। আদেল এটা বার করে দিয়েছিল, যদিও সে গত তিন দিন কিছুই খায় নি।

আদেল খেতে অথবা বলতে অস্বীকার করছে, এই কথা শীঘ্র ডামাতে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং অনেক লোক হেড কোয়ার্টার্স-এর বাহিরে জড়ো হয়োছিল, চিৎকার করছিল, "তাকে আমাদের হাতে ছেড়ে দাও। আমরা তাকে টুকরা টুকরা করে কেটে মাটিতে পুঁতে ফেলব।"

ক্রুদ্ধ স্বর শুনে আদেল একসঙ্গে ঘৃণা ও ভয়ে ভেসে গিয়েছিল। শেষ একজন বয়স্ক যার নাম সাবলুম সাবার, ঘরের মধ্যে হেঁটে এসেছিল। তার অন্য মানুষদের মত একই রকমের রাগ ছিল না। যেখানে আদেল বসেছিল, সেখানে হাঁটু গেড়ে বসে, সে তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, যেন সে বলে, অন্যান্য খ্রীষ্টিয়ানরা কোথায় লুকিয়ে আছে।

"না, আমি পারি না"। সে উত্তর দিয়েছিল, যখন ভয় জয়লাভ করেছিল এবং চোখের জল প্রবাহিত হচ্ছিল। সাবার উঠে দাঁড়িয়ে ছিল এবং কমান্ডারকে বলেছিল, "এটা ভাল যদি এই শিশু (আদেল) আমার সঙ্গে আসে"। যদি সে আরও এখানে থাকে, তাকে মেরে ফেলা হবে।

একদল লোক আদেলের দিকে ক্রমাগত চিৎকার করছিল এবং ভয় দেখাচ্ছিল তাকে মেরে ফেলার জন্য, যখন তাকে সাবরের ঘরে নিয়ে যাচ্ছিল। তারা প্রতিজ্ঞা করেছিল বাইরে অপেক্ষা করতে, যখন সময় মত তাকে আক্রমণ করবে। কিন্তু সাবার তাকে বলেছিল, "তুমি এখানে নিরাপদে থাকবে। তুমি আমার যে বেশী ঘর আছে তাতে ঘুমাতে পারবে।

অল্প ভাবে সাজান শোবার ঘরে ঢুকে, আদেল তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করেছিল। তারপর সে বিছানার উপরে বসেছিল-একটা ঘাসের মাদুর-এবং তার চোখ দিয়ে জল পড়ছিল যখন সে তার বুকের ধন আনটোর কথা চিন্তা করছিল।

তুমি কি মনে কর তিনি (ঈশ্বর) এর থেকে তোমাকে রক্ষা করতে পারবেন?

পরদিন একদল ইউনিফরম পড়া সৈন্য গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করল, তাদের সঙ্গে সঙ্গে সাবারের বাসায় আনা হয়েছিল আদেলের সঙ্গে দেখা করার জন্য। অন্যদের মত তাদের একই প্রশ্নছিলঃ "অন্য খ্রীষ্টিয়ানরা কোথায় লুকিয়ে আছে"?

আবার আদেল অস্বীকৃতি জানিয়েছিল উত্তর দিতে। তাকে তার কামরায় ফিরে যেতে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল কিন্তু পাতলা দেওয়ালের মধ্য দিয়ে মানুষের কথাবার্তা শুনেছিল। সিদ্ধান্তকারী সৈন্যদের একটাই উদ্দেশ্য ছিল-অন্য খ্রীষ্টিয়ানদের খুঁজে বের করা- এবং তারা স্থির করেছিল, যে আদেল তাদের সঙ্গে "গাইড" হিসাবে যাবে। আদেল আতঙ্ক গ্রস্ত হয়েছিল। সে অন্তঃকরণে (হৃদয়ে) প্রতিজ্ঞা করেছিল সে প্রথমে মরবে।

পরে সেই বিকাল বেলায়, গ্রামের তিনজন বউ (স্ত্রীলোক) আদেলের জন্য কিছু খাবার এনেছিল কিন্তু সে আবার খেতে অস্বীকার করেছিল। যখন স্ত্রীলোকগণ তাদের মধ্যে কথা বলছিল, আদেল বুঝেছিল, সে তাদের আগে থেকে জানত। তারা একটা অন্য গ্রামের এবং শুধু খ্রীষ্টিয়ান হিসাবে জন্মগ্রহণ করেছিল। তারা মুসলমান লোকদের বিয়ে করেছিল এবং ধর্মান্তরিত হয়েছিল। একজন স্ত্রীলোক (বউ), নাম উমি, আদেলকে বিদ্বেষপূর্ণভাবে সমালোচনা করেছিল। "এটা তোমার দোষে, তোমার মা ও ছেলে মরে গিয়েছে"। সে তিরস্কার করেছিল। "তুমি মুসলমান হতে অস্বীকার করেছিলে এবং প্রথম প্রথম তুমি অভিজ্ঞতা লাভ করেছ। তুমি যীশুকে বিশ্বাস করতে চাও, কিন্তু তুমি কি মনে কর সে (তিনি) তোমাকে *এর থেকে* রক্ষা করতে পারবেন।"

"চুপ কর, উমি! এইভাবে কথা বলা বন্ধ কর," অন্যদের একজন আদেশ করেছিল। "তুমি কি মনে কর? তুমি কি মনে কর মুহাম্মদ আমাদের রক্ষা করবে?" আদেল সেই স্ত্রীলোকের চোখে কোমলতা লক্ষ্য করেছিল এবং সে চলে যাবার আগে আদেল তার কাছে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরেছিল। স্ত্রীলোকটি কাঁদতে আরম্ভ করেছিল এবং তার (আদেলের) কানে চুপি চুপি বলেছিল, "হয়ত একদিন আমি খ্রীষ্টের কাছে ফিরে আসব"।

আদেল বলতে পারেনি, এটা সে স্থির কথার মত বলছে না জিজ্ঞাসা করছে-এটা সম্ভব কিনা। সে তার দুঃখিত মুখের দিকে চেয়েছিল এবং নম্রভাবে উত্তর দিয়েছিল, যদি তুমি সত্যিই ফিরে আসতে চাও প্রভু, তিনি একটা উপায় করবেন।

যখন সন্ধ্যা হচ্ছিল, সৈন্যরা ফিরে গিয়েছিল। এই সিদ্ধান্ত লওয়া হয়েছিল, সেই দ্বীপের সব খ্রীষ্টিয়ানকে ধরা হবে এবং তাদের খুঁজে পেতে আদেলই সব চেয়ে ভাল হবে। যখন তাদের (খ্রীষ্টিয়ানদের) জড়ো করা হবে, তাদের সকলকে পুড়িয়ে মারা হবে, তাদের প্রত্যেককে, কাউকে জীবিত রাখা হবে না। আদেল জানত, তাদের মন্দ পরিকল্পনা থামাতে সে কিছুই করতে পারে না, সুতরাং সে তার কামরায় তালাবন্ধ ছিল এবং শক্তির জন্য প্রার্থনা করছিল। যদি তারা তাকে গাইড হিসাবে নেয়, সে জেনেছিল, সহযোগিতা করতে তার অস্বীকৃতিই, তার নিশ্চিত মৃত্যুর কারণ হবে।

কিছু মানুষ, সাবারের ঘরের বাইরে আনন্দ করতে আরম্ভ করছিল এবং আদেল বাইরের দেওয়ালে বুকে হেঁটে গিয়েছিল (হামাগুড়ি দিয়ে) এবং ফাটলের মধ্যে দিয়ে উঁকি দিয়েছিল, যাতে সে দেখতে পারে, কিসের হৈ চৈ (বিক্ষোভ)। যোদ্ধারা আরেকটি খ্রীষ্টিয়ান পরিবারকে ধরেছিল। পরিবারের স্বামীকে মেরে ফেলা হয়েছিল স্ত্রী এবং ৩ জন ছেলে মেয়ে নিয়ে বার্মাতে যাচ্ছে। সে শুনেছিল, তারা স্ত্রীলোটির নাম রোক্ত বলছে। আদেলের হৃদয় দুঃখে অভিভূত হয়েছিল, যখন যে তার মাদুরে ফিরে গিয়েছিল। সে ভালভাবে ঐ পরিবারকে জানত। একজন ছেলে আনটোর বয়সী এবং প্রায় প্রতিদিন তারা তার বাড়িতে খেলা করেছে।

প্রায় মধ্যরাতে সাবারের সেই কামরায় ফিরে এসেছিল। তোর মুখমণ্ডল দীর্ঘাকৃতি ছিল। আদেল, আমাদের কি করতে হবে? সৌন্যরা দাবী করছে, যেন তুমি তাদের সঙ্গে যাবে।

আদেল আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিল, কারণ সে বলছে *"আমরা"*। সাবার প্রায় তার কষ্ট ভোগের সমতুল্যের মত মনে হচ্ছে। চারিপাশের ঘৃণার মধ্যে তার দয়া একটা ছোট দ্বীপের মত আরাম দিচ্ছে। কিন্তু আদেল জানে তার অন্য কোন পছন্দ না। "তাদের বলুন তারা এই খানেই আমাকে গুলি করুক। আমি তাদের সঙ্গে যাচ্ছি না।"

সাবের জিজ্ঞাসা করেছিল, "তুমি কেন তাদের এত ভয় করছ"?

"কারণ আমি তাদের পরিকল্পনা জানি। আমি তাদের কথা আড়ি পেতে শুনেছি এবং তাদের যে কাউকে মারার জন্য আমি কোন অংশ গ্রহণ করব না"-সে উত্তর দিয়েছিল।

সাবার ঘর ছেড়ে গিয়েছিল। আরও একটা নিদ্রাহীন রাত্রি এবং তখনও আদেল খেতে অস্বীকার করেছিল। প্রত্যুষের পূর্বে আরও খবর এসেছিল। অন্য একটা পরিবারকে মারা হয়েছে- আরও স্ত্রীলোক এবং ছেলে মেয়েদের ধরেছে-একজন যুবতী ধরা পড়েছে। আদেল আশ্চর্য হয়েছিল এই ভেবে, যদি সে ক্রিস্টিনার সম্বন্ধে শুনতে পেত, যদি ক্রিস্টিনা একজন নতুন বন্দী হত। আদেল মনে করেছিল, যদি তারা ক্রিস্টিনাকে মেরে ফেলত, সেটা ভাল ছিল। এটি একটি আতঙ্কিত চিন্তা ছিল, কিন্তু সে ভয় করেছিল ঐ কুৎসিত সৈন্যরা তার সুন্দর, নিষ্পাপ মেয়েকে নিয়ে কি করবে।

ক্রিস্টিনা

ভোর চারটায় আদেল ঈশ্বরের কাছে কাঁদছিল, "কেন তুমি আমাকে মরতে দিচ্ছ না?" একের পর এক অশ্রু বিন্দু বের হয়ে আসছিল, তার মুখমণ্ডল বেয়ে গড়িয়ে আসছিল, যখন সে বার বার সেই পীড়াদায়ক প্রশ্ন করছিল, "কেন?"

তার কামরার বাহিরে অবিরাম ভয় ঘটছিল। একজন মানুষ প্রায় সফল হয়েছিল তাকে আঘাত করার জন্য, তার দাও বাইরের দেওয়ালের মধ্যে দিয়ে তার ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে। দুইজন স্ত্রীলোক যারা আগের দিন আদেলের সঙ্গে দেখা করেছিল, আবার ফিরে এসেছিল তাকে খাবার জন্য অনুনয় বিনয় করছিল। কিন্তু সে অস্বীকার করেছিল। সে তার ঘরে ছিল, অল্প ঘুমাতে পেরেছিল, সকালের সেই শান্ত পরিস্থিতিতে, কিন্তু বেশীর ভাগ সময় সে দেওয়ালের সঙ্গে কুন্ডলী পাকিয়ে ছিল এবং কেঁদেছিল। সে ম্যাথু ও তার শ্বশুরের জন্য প্রার্থনা করে যাচ্ছিল, কিন্তু বেশীরভাগ সময় ক্রিস্টিনার জন্য প্রার্থনা করছিল।

তারপর খবর এসেছিল।

"আদেল! আদেল" সাবার ডেকেছিল, যখন সে দৌড়ে তার ঘরে ঢুকেছিল। কিছু মানুষ বাইরে আছে। তারা বলছে তারা তোমার মেয়ে ক্রিস্টিনাকে ধরেছে"। এটা ঝুকিপূর্ণ..... একটা বড় ঝুকি কিন্তু আদেলকে জানতে হবে। ক্রিস্টিনা কি সত্য বেঁচে আছে? অথবা এটি কেবলমাত্র একটি চাতুরী-তাতে প্রলুব্ধ করতে, সাবার ঘর থেকে বার করতে? কেবলমাত্র একটা উপায় আছে বার করার।

তারা নৌকায় করে সালুবি গ্রামে ভ্রমণ করেছিলঃ ছয় জন জেহাদ সৈন্য, আদেল, সাবার (যে আদেলের অনুরোধে যেতে রাজী হয়েছিল) এবং একজন ছোট বন্দি মেয়ে নাম

মাস্কি। আনটোর অন্য বন্ধু, মাস্কির মাত্র ৭ বৎসর বয়স। আদেল ছোট মেয়ে (মাস্কি) আঁকড়ে ধরেছিল এবং শক্ত করে জড়িয়ে ধরেছিল। সে কেঁদেছিল যখন সে (আদেল) মাস্কির জটধরা চুল তার মুখ থেকে সড়িয়ে আঁচড়ে ছিল। এটি পরিচিত মুখ ছিল, সেই পরিবারের বন্ধু। আদেল মাস্কির পাশে বসেছিল, তাকে শক্ত করে ধরে, মাথায় হাত বুলিয়েছিল, সালুবির সেই ছোট ভ্রমণে। মাস্কি বেশী করে আনটোর কথা আদেলকে মনে করিয়ে দিচ্ছিল। কিন্তু সেই শান্ত মুহূর্তে তাড়াতাড়ি অদৃশ্য হয়েছিল যখন আদেল সমুদ্র তটে দেখেছিল সশস্ত্র সৈন্যরা অপেক্ষা করছে। তারা জোরে টেনে আদেলকে নৌকা থেকে বার করেছিল এবং তাদের বর্বরোচিত ব্যবহার যা তখনও তার স্মৃতিতে স্পষ্ট ছিল, ফিরে এসেছিল।

মাস্কি ভীষন ভয় পেয়েছিল যখন সে আদেলের উপর জঘন্য আক্রমণ দেখছিল। সে খুব জোরে চিৎকার করেছিল এবং তার শরীর থরথর করে কাঁপছিল। তার ছোট বন্ধুর কাঁদা শুনে, আদেল আবার বলে উঠেছিল, "যীশুর রক্ত সবচেয়ে শক্তিশালী।" সে ভয় করেছিল, সালুবিতে ভ্রমণ করে ক্রিস্টিনার বিষয়ে কিছু হবে না। তার আশা তাড়াতাড়ি নিস্তেজ হয়েছিল যখন তাকে প্রহার করা চলছিল। সাবার মানুষদের প্রতি চিৎকার করেছিল, তাদের থামার জন্য ভিক্ষা চাচ্ছিল। তাদের হাত থেকে আদেলকে ছিনিয়ে নিয়ে সে তাকে একটা বড় ঘরে এসেছিল যা ঠিক সমুদ্রের তীরে ছিল, যেখানে অন্যান্য বন্দিদের রাখা হয়েছিল। তারপর সে (সাবার) তাকে (আদেলকে) বলেছিল, তাকে যেতে হবে। "আমি তোমার জন্য আর কিছু করতে পারছিনা। আমি যদি আর বাঁধা দিই, তারা আমাকে ও মারবে। আমি দুঃখিত।"

সেই ঘরে অন্যান্য স্ত্রীলোক ছিল, কাঁপছিল যখন বাইরের লোকদের বিকট কীর্তন (বারবার বলা) চলছিল। আদেল গভীর (ভাবে) তার মুখ ঢেকে কাঁদতে চেয়েছিল, যখন সে পায়ের শব্দ শুনেছিল, তার দিকে দৌড়ে আসছে। আদেল তাকে তাকিয়ে দেখেছিল। এটি ক্রিস্টিনা ছিল!

"মা মা"। তারা পরস্পরকে শক্তভাবে ধরেছিল এবং ক্রিস্টিনা ক্রমাগত যুদ্ধ (সংগ্রাম) করছিল-কথা বলার জন্য। "আমি দুঃখিত-মা আমি দুঃখিত। তারা ঠাকুরমাকে মেরে ফেলেছে। আমি তার দেহ দেখেছি, মা আমি আনটোকে দেখেছি-তারা তাকেও মেরে ফেলেছে। ওহ, "মা"।

"ক্রিস্টিনা আমি জানি- আমি জানি তারা তাদের মেরে ফেলেছে" সেটা মনে করার খুব বেশী ছিল এবং আদেল অসংযত (অদম্য) ভাবে কাঁদতে আরম্ভ করেছিল। ক্রিস্টিনা জানত না, কি বলতে হবে, সে শুধু তার মাকে চুমু দিয়েছিল-বারবার সে তার মাকে চুমু দিয়েছিল।

একটা উত্তর খুঁজা, যা আসবে না

তার বন্দিদশার ষষ্ঠ দিনের সন্ধ্যাবেলা, আদেল এবং অন্য ৬০ জন বন্দীকে জড়ো করা হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল, পরদিন সকাল বেলা তাদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে হবে।

আদেল উত্তর দিয়েছিল, "আমি কখনও মুসলিম হবো না"। "সেটা খুব ভাল। তোমাকে হতে হবে না। কিন্তু তুমি যদি না হও, যদি তোমাদের মধ্যে কেউ অস্বীকার কর, আমরা তোমাদের সকলকে মেরে ফেলব"। কমান্ডার বিপরীতে (বিরুদ্ধে) বলেছিল। "এবং তারপর রক্ত তোমাদের মাথায় থাকবে"।

সেই সন্ধ্যাবেলায় খ্রীষ্টিয়ান বন্দীদের একটা সভা হয়েছিল। আক্রমণের পর সেটাই প্রথমবার, দলগতভাবে তাদের মিলিত হতে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। তারা এক অন্যেকে জড়িয়ে ধরেছিল এবং অশ্রুপাত হয়েছিল। "খ্রীষ্টিয়ানরা জানত, তাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে কি করতে হবে। হয় তারা ধর্মান্তরিত হতে রাজী হবে অথবা তারা সাক্ষ্যমর হবে"। আমরা তাদের পরপর কথা বলতে পারি, আমরা তাদের প্রার্থনা করতে পারি। ঈশ্বর আমাদের অন্তর জানেন, তিনি আমাদের বিচার করবেন না"। একজন মানুষ শেষে উত্থাপন করেছিল।

"এটা কিভাবে? আমরা এটা এতক্ষণ বাঁধা দিয়েছি। সব কিছুই কি বৃথা"?

"আমাদের ছেলে মেয়েদের কি হবে? আমরা কি ইচ্ছা করব, দেখতে যে তারা আমাদের চোখের সামনে নিহত হবে"?

"ঈশ্বর কি চান, আমরা সকলে এই মুসলিম গ্রামে মারা যাই"?

তর্ক চলছিল, মনে হচ্ছিল এটি ধীরে ধীরে লোপ (নিস্তেজ) পাবে, যখন আদেল চিন্তা করেছিল তাদের ভয়াভয় অবস্থা। তার জন্য, সে সহজে ধর্মান্তরিত হতে অস্বীকৃতি জানাতে পারে, সে জানে তার বিশ্বাস তাকে শেষ পর্যন্ত নিয়ে যাবে। কিন্তু তার কাজের জন্য এটা কি ভাল হবে, অন্যদের অদৃষ্ট সিদ্ধান্ত নিতে, ক্রিস্টিনা শুদ্ধ? উভয় সংকট, আদেলকে নিপীড়িত করেছিল যখন সে সেটা ঈশ্বরের কাছে নিয়েছিল একটা উত্তর পাবার জন্য। কিন্তু কিছুই আসেনি।

পরের দিন সকালে খ্রীষ্টিয়ানদের উঠানে জড়ো করা হয়েছিল। তোমরা কি সিদ্ধান্ত নিয়েছ? "তোমরা ধর্মান্তরিত হবে না মরবে"? একজন জিহাদ যোদ্ধা প্রশ্ন করেছিল।

কেউ প্রথমে উত্তর দিতে সাহস করেনি। এমনকি ছোট ছেলে-মেয়েরা কথা বলতে অস্বীকার করেছিল, ভয়ে জমে গিয়ে এবং একটি অন্তরের সংগ্রাম তাদের বিশ্বাসে সত্য থাকতে। কমান্ডার ক্রমাগত উত্তেজিত হচ্ছিল, তাদের অবাধ্য নীরবতায় এবং ঘেউ ঘেউ করে তার নিম্ন পদস্থদের তার নিজের ভাষায় আদেশ দিয়েছিল। সৈন্যরা এক ডজন চামচ নিয়ে ফিরে এসেছিল এবং একটা উদ্ভট ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মত তারা কাদা মিশাতে আরম্ভ করেছিল এবং খ্রীষ্টিয়ানদের সেগুলি খেতে জোর করেছিল। কমান্ডার আদেলের মুখে চড় মেরেছিল যখন সে থুথু ফেলে এটি বের করে দিয়েছিল। "এটি খাও"! এটি এখন খাও"। সে তার (আদেলের) প্রতি চিৎকার করেছিল।

আদেল অস্বীকার করেছিল।

একটা পানির নল আনা হয়েছিল এবং প্রত্যেক বন্দীর উপর ইসলামের বাপ্তিস্মের মত পানি ছিটান হয়েছিল যখন মুসলমানগণ কোরানের পদ বার বার বলছিল। যখন তারা শেষ করেছিল, তারা মাতালের মত নেচেছিল এবং রাইফেল থেকে ফাঁকা আওয়াজ করেছিল এবং খ্রীষ্টিয়ানদের মুসলিম ধর্মে ধর্মান্তরিতকরণ বিষয়ে তাদের জয় সকলকে জানান, এটা একটা উৎসবের মত পালন করেছিল। খ্রীষ্টিয়ানেরা চুপ চাপ একত্রে দাঁড়িয়েছিল, বিভ্রান্তিভাবে তাকিয়েছিল, যখন তারা, সৈন্যদের সেই নিষ্ফল (অসার) উৎসব পালন ক্রমাগত দেখছিল।

কিন্তু তাদের অন্তঃকরণ ভেঙ্গে গিয়েছিল যখন তারা আবিষ্কার করেছিল (দেখেছিল) সৈন্যরা পেট্রোলের ক্যান সেই জড়ো হওয়া দলের কাছে আনছে। একটা ভাল পোষাক পড়া, মর্যাদা সম্পন্ন আফিসার অন্যদের থেকে আগিয়ে গিয়েছিল। আদেল তাকে চিনেছিল এবং একজন নেতা হিসাবে জাভা দ্বীপ থেকে। কোন রকম সংশয় (সন্দেহ) প্রকাশ না করে, সে শান্তভাবে তার অফিসারদের আদেশ দিয়েছিল খ্রীষ্টিয়ানদের একটা ঘরে তালা দিয়ে রাখতে এবং সেটিতে ভালভাবে পেট্রোল ছিটাতে।

নিকটে একটি চালা ঘরের ভিতরে খ্রীষ্টিয়ানরা গাদাগাদি করেছিল, আতঙ্কগ্রস্ত খ্রীষ্টিয়ানরা চিৎকার করতে আরম্ভ করেছিল যখন তারা ছোট ছেলে মেয়েদের ঘেঁষাঘেঁষি করে ঘিরে রেখেছিল। তারা খ্রীষ্টের জন্য মরতে ভয় পায়নি। তাদের প্রত্যেকে, তাদের বন্দী দশায় বার বার (এটা) প্রমাণ করেছে। কিন্তু জীবন্ত পুড়ে মরার চিন্তা এবং ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা আগুনের শিখায় যাবে এটা দেখা, খুব বেশী, সহ্য করার জন্য। সকলে একমত হয়ে হাঁটু গেড়েছিল, ঈশ্বরের কাছে কেঁদেছিল এরূপ ভয়ঙ্কর মৃত্যু থেকে বাঁচাতে।

যখন তারা প্রার্থনা করছিল, বাইরের সৈন্যরা একটা তর্কে লিপ্ত হয়েছিল। তারা তর্ক

করছিল-তারা খ্রীষ্টিয়ানদের জ্বালিয়ে দিবে কিনা। তাদের একজন সন্তুষ্ট হয়েছিল যে বন্দীরা এখন মুসলমান হয়েছে এবং জেহাদের জন্য উপযোগী। খুব তাড়াতাড়ি এটাতে রাজী হয়েছিল। যদি বন্দীরা জেহাদ অংশ গ্রহণে রাজী হয়। এটা তাদের আল্লাহর কাছে অঙ্গীকার সমর্থন করবে এবং তার ফলে তাদের রক্ষা করা যাবে।

বিদ্রোহের মূল্য

বাইরে তর্কবিতর্ক শুনে, আদেল এবং অন্যেরা একটা ভয়ের মধ্যে ছিল। এটা উত্তর ছিল না, যা তারা খোঁজ করছিল। কিন্তু একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে। যদি বয়স্ক বন্দীরা সৈন্যদের সঙ্গে বাইরে পরবর্তী জেহাদে যেতে রাজী হয়, সকলে রক্ষা পাবে। অন্যথা, কুঁড়ে ঘরে পেট্রোল ঢালা হবে এবং খ্রীষ্টিয়ানদের পুড়ানো হবে। কম্পিত বন্দীরা, তাদের হাঁটুতে জমে গিয়েছিল, আবার পরস্পরের দিকে তাকিয়েছিল সাহসের জন্য এবং বিস্ময়ান্বিত হয়েছিল কে প্রথমে বলতে সাহস করবে। কমান্ডার ঝড়ের মত কুঁড়ে ঘরে ঢুকেছিল, তাদের ভাল খবর দিয়েছিলঃ "যদি তোমারা যথেষ্ট বয়স্ক হও একটা দা বহন করতে, আমাদের সঙ্গে জেহাদে যোগ দাও। এটা একটা মজার ব্যপার হবে।

আদলের রাগ উদ্বেলিত হয়েছিল যখন সে শুনেছিল বন্দীদের বিরক্তিকর ঠাট্টা। এক ঝলক সাহস অনুভব করে, সে দাঁড়িয়েছিল। কমান্ডার মৃদু হেসেছিল সে তার প্রথম স্বেচ্ছাসেবী পেয়েছে মনে করে। তার পরিবর্তে সে অন্যদের সম্বোধন করেছিল। "তোমাদের কেউ তাদের সঙ্গে যেও না। যদি তারা আমাদের মেরে ফেলতে চায়, এটা তাদের জন্য ভাল, আমাদের এখানে মেরে ফেলা। কমপক্ষে আমরা সকলে এক সঙ্গে থাকব।"

কমান্ডার তার প্রকাশ্যে বিরুদ্ধাচরণের জন্য ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়েছিল, তার বাহুদিয়ে আকড়ে ধরে। "তুমি কি বললে"?

আদেল পুনরায় বলেছিল, "আমরা জেহাদে যোগ দিব না। এখন দয়া করে বাইরে যাও"? কমান্ডার শক্ত করে আদেলের বাহু চেপে ধরেছিল, সোজাসুজি তার চোখের দিকে চেয়েছিল। তাকে কথা বলতে হয় নি, তার চোখ, তার প্রচন্ড ক্রোধ ঠিকভাবে দেখিয়েছিল। কিন্তু আদেল বিশ্বাস করেছিল, ঈশ্বর তাদের রক্ষা করবেন। সে আরও বিশ্বাস করেছিল তার খোলাখুলি বিদ্রোহের একটা মূল্য দিতে হবে। যখন কমান্ডার পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে তাড়াতাড়ি ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছিল, অন্যেরা আদেলের ধৈর্যশীলতা (নাছোড়বান্দা) প্রশংসা করেছিল, আশ্চর্য হয়েছিল এই ভেবে, সে কি সকলের ভাগ্য বন্ধ করেছে।

আশ্চর্যভাবে, সৈন্যরাও চলে গিয়েছিল এবং বন্দীদের কুঁড়ে ঘরের বাইরে এনেছিল।

দুই সপ্তাহ অতিবাহিত হয়েছিল এবং আদেলকে সব সময় ভয় দেখান হচ্ছিল। মুসলিমরা বুঝেছিল তার (আদেলের) অন্যান্য বন্দীদের উপর প্রভাব বিস্তার করছে এবং চিন্তা করেছিল তাকে সড়িয়ে ফেলা হবে। তার শারীরিক শক্তি আসছিল যেমন সে ক্রিস্টিনার জেদ করার জন্য আস্তে আস্তে খেতে আরম্ভ করেছিল।

প্রায় প্রতিদিন সামরিক নেতারা ছোট ছোট গ্রামগুলিতে যাওয়া আসা করছিল-বন্দিদের নিয়ে কি করা হবে তা আলোচনা করতে। তারা সন্দেহ করেছিল খ্রীষ্টিয়ানদের মুসলিম ধর্ম গ্রহণ আন্তরিক কিনা এবং তারা তর্ক করেছিল-যেমন আগে পরিকল্পনা করা হয়েছিল, তাদের কুঁড়েঘরে পুড়িয়ে মারা হবে, তাদের গ্রামকে আরও আশুচি করা হবে না। তাদের অতিথিদের ধর্মান্তকরণের শেষ চেষ্টা নিশ্চিত করতে তারা সিদ্ধান্ত নিয়ে ছিল সমস্ত স্ত্রীলোকদের সুন্নত (ত্বকছেদ) করা হবে।

কয়েকজন স্ত্রীলোক আতঙ্কগ্রস্ত হয়েছিল এবং বিকার গ্রস্তের মত কাঁদতে আরম্ভ করেছিল। তাদের বাঁধা দান, গ্রামের কমান্ডারের সন্দেহকে নিশ্চিত করেছিল এবং আবার জেদ করেছিল তাদের মেরে ফেলার জন্য। অন্যেরা তখন ও মনে করছিল, খ্রীষ্টিয়ানদের বাঁচিয়ে রাখলে তারা প্রয়োজনীয় হবে এবং মুসলমানরা রাজী হয়েছিল-এখন তাদের বাঁচিয়ে রাখা হবে। অবশ্য, তারা সমস্ত প্রাপ্ত বয়স্ক মেয়েদের, যার মেধ্যে ক্রিস্টিনা এবং স্থূলভাবে কেটেছিল (সুন্নত)। তীব্র যন্ত্রণাদায়ক বেদনা ছিল, ক্রিস্টিনা অবিরাম কেঁদেছিল। আদেলের রাগ চাপ দিয়ে উঠেছিল (টগবগ ফুটছিল) এবং সে আবার তার চেনা ক্রোধকে দমন করতে চেয়েছিল যা তার মধ্যে ফুটছিল। তার সহিষ্ণুতার পরীক্ষা খুব কঠিন ছিল, কল্পনার বাহিরে, কিন্তু তার মেয়ের কষ্টভোগ আরও অনেক খারাপ ছিল। সাবের ছাড়া আদেল সব মুসলমানদের প্রত্যেককে সে ঘৃণা করেছিল। সে জানত ঘৃণা হৃদয়ের ক্যানসার এবং ক্ষমা কেবলমাত্র রোগ প্রতিষেধক ঔষধ। সে যা কিছু করতে পারত শুধুমাত্র প্রার্থনা।

সোজাসুজি হত্যা করার ভয় ছাড়া ছয় সপ্তাহ কেটে গিয়েছিল কিন্তু আদেল গভীর ভাবে অসুবিধার (চিন্তা) মধ্যে ছিল। সে দেখতে পাচ্ছিল, যেভাবে মুসলিম লোকেরা তাকে দেখছিল এবং তাদের একদল, ইতিমধ্যে তাকে ধর্ষণ করতে চেষ্টা করেছিল। সে অনুভব করছিল তাদের আসক্তি (লিপ্সা) বাড়ছে, যতই দিন যাচ্ছে এবং সে চিন্তা করছিল নিজের আত্মরক্ষার্থে যে কতদিন প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারবে। এমন কি গ্রামের কমান্ডার অনুপযোগীভাবে অগ্রসর হয়েছিল। সে ম্যাথুর সান্ত্বনা আকুল আকাঙ্খা করেছিল, চিন্তা করেছিল, সে বেঁচে আছে কিনা।

ম্যাথু

একদিন সকালে অপ্রত্যাশিতভাবে, সরকারের একান্ত (গোপন) কর্মকর্তা কর্মচারীর ছোট দল সালুবিতে নৌকায় এসেছিল। তারা দোষারোপের তদন্ত করছিল যে খ্রীষ্টিয়ানদের গ্রামে জিম্মি করে রাখা হয়েছে যা মুসলিম সৈন্যরা ভীষণভাবে অস্বীকার করেছিল। অবশ্য, নাহর, যার নৌকাটি ছিল, সে একজন খ্রীষ্টিয়ান ছিল, তারা শুনেছিল, আদেল নামে এক খ্রীষ্টিয়ান স্ত্রীলোককে বন্দী করে রাখা হয়েছে। তার যাত্রীদের নামিয়ে দিয়ে, সে (নাহর) সঙ্গে সঙ্গে তার (আদেল) খোঁজ করছিল।

"আপনি কি আদেল"? নাহর শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করেছিল, যখন কেউ তাকে দেখিয়েছিল।

আদেল সন্দেহ ভাবে সাড়া দিয়েছিল, "তুমি কে"? সে এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে নাহর তাকে জড়িয়ে ধরেছিল এবং কাঁদতে আরম্ভ করেছিল। সে বলেছিল আমি তোমার সব কিছু এবং অবস্থা এখানে শুনেছি।

"কি? তুমি আমাকে কিভাবে জান?"

"ম্যাথু আমাকে বলেছিল"।

আদেল তার কানকে বিশ্বাস করতে পারে নি। ম্যাথু জীবিত ছিল। ছয় সপ্তাহের বেশী সময় ধরে প্রথম বারের মত (শুনেছিল), সে (আদেল) আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়েছিল এবং সত্যিকারে হেসেছিল, "ম্যাথু বেঁচে আছে"? সে জিজ্ঞাসা করেছিল- নিশ্চিত হতে, সে ভুল শুনেনি।

"হ্যাঁ, নিশ্চয় সে আছে। তুমি কি তাকে চিঠি লিখতে চাও?" নাহোর জিজ্ঞাসা করেছিল।

ম্যাথুকে লেখার চিন্তা তাড়াতাড়ি আদেলের মনে এসেছিল। তার (ম্যাথু) সঙ্গে যোগাযোগ করতে সে কত ব্যকুল হয়েছিল। কিন্তু সে জানত আরও অনেক চাপ সৃষ্টি করা বিষয় আছে। "হ্যাঁ, আমি ম্যাথুকে লিখতে ভালবাসব-কিন্তু আমার কিছু বিষয় আছে যা আমি প্রথমে করব। তাড়াতাড়ি আমাকে একটা কলম ও কাগজ দিও।"

আদেল বসে রাগান্বিত ভাবে সব বন্দীদের নাম লিখেছিল। যখন সে তালিকা তৈরী করছিল, সে দেখতে পেল কমান্ডার আসছে। নাহর, শীঘ্র এটি (তালিকা) তোমার সঙ্গে

নিয়ে যাও এবং দয়া করে সাবধান হও।" আদেল নাহরকে খুব তাড়াতাড়ি জড়িয়ে ধরেছিল এবং তারপর নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়েছিল এবং অনুশোচনা করেছিল, সে ম্যাথুকে লিখতে সক্ষম হয় নি। কতদিন ধরে সে আকাঙ্খা করেছিল----- তাকে সব কিছু জানাতে-তাকে কত ভালবাসে এবং তার জন্য অভাব মনে করছে----- খ্রীষ্টিয়ানরা কত সাহসী। কিন্তু সেখানে যথেষ্ট সময় ছিল না এবং সে বাধ্য হয়েছিল অন্যান্য বন্দীদের কথা নিতে। এটা প্রশ্নের অতীত, তাদের (বন্দীদের) পরিবারের সকলে কত চিন্তিত। এখন সে আশা করছিল, কেউ তাকে নাহরের সঙ্গে দেখেনি।

"তুমি কি লিখছিলে? কমান্ডার রাগে ফেটে পড়েছিল যখন সে জেনেছিল, আদেল নৌকার অধিকারীর সঙ্গে কেবলমাত্র কথা বলেনি, কিন্তু তাকে একখন্ড কাগজও দিয়েছে। তুমি কি একটা চিঠি পাঠিয়েছ"?

"না, আমি চিঠি লিখিনি, " আদেল উত্তর দিয়েছিল।

"তুমি কি লিখেছ?" তার কথা এসেছিল রাগ এবং মাপা স্বরে যখন সে একটা ছুরি তার গলায় ধরেছিল।

অবিচলিতভাবে আদেল তাকে বলেছিল, "কেবলমাত্র আমি তাদের নাম লিখেছি যাদের তোমরা বন্দী হিসাবে এখানে ধরে রেখেছ"।

"তুমি কি করেছ?" কমান্ডার রাগে ফুঁসছিল। আদেল নিশ্চিতভাবে মনে করেছিল তার গলায় ছুরি বসাবে, কিন্তু প্রথমবারের মত সে ভীত হয় নি। সে সম্পন্ন করেছে, যা সে বিশ্বাস করত, সে করেছে এবং সে জানত, ম্যাথু জীবিত আছে। এটা একটা ভাল দিন। একটা দিন যা নিষ্ঠুর কমান্ডার ধ্বংস করতে পারে নি।

"আমি এই মাত্র সরকারী কর্মচারীদের নিশ্চিন্ত করেছি, এখানে কেউ তাদের মতের বিরুদ্ধে ধরে রাখা হয় নি। আমি একটা চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেছি। এখন তুমি তাদের বন্দীদের তালিকা দিয়েছ! তুমি শুয়োর! তোমাকে এর মূল্য দিতে হবে।"

কমান্ডার তার কথার প্রতি ঠিক ছিল। সেই বিকাল বেলা এবং অন্যান্য বিকাল বেলায়, নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করা হয়েছিল আদেলকে।

দুই মাসের কম সময়ে, সালুবি গ্রামের আবার তদন্তের জন্য এসেছিল। আদেলের তালিকা সরকারী কর্মচারীদের মধ্য দিয়ে বন্দীদের পরিবারের মধ্যে তার মধ্যে ম্যাথুও ছিল। আদেল এই খবর পেয়েছিল যে ম্যাথু সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে আসছে তাকে এবং খ্রীষ্টিয়ানদের নিতে।"

আদেলের জন্য পরমানন্দদায়ক ছিল। সে এবং তার মেয়ে একটা দুঃস্বপ্নের হাত থেকে উদ্ধার পেয়েছে যা কল্পনার অতীত নারকীয় ছিল, আর এখন তারা বাড়ি যাচ্ছে। সে আত্মাতে উজ্জীবিত হয়েছিল এবং সে আবার হাসছিল। কিন্তু ক্রিস্টিনা মনে হয় বুঝেছিল না। "সত্যি করে কি আমরা বাড়ি যাচ্ছি"? সে সন্দিগ্ধ ভাবে (সংশয়ের সহিত) জিজ্ঞাসা করেছিল। বাবার সঙ্গে কি আমাদের যেতে দেওয়া হবে। কি হবে যদি তারা আমাদের যেতে না দেয়"?।

আদেল ক্রিস্টিনার স্বরে উদ্বেগ লক্ষ্য করেছিল এবং জানত তার প্রশ্নগুলি সঠিক। সে তার সাহসী মেয়েকে জড়িয়ে ধরছিল এবং আশ্চর্য্যবোধ করছিল তাদের বন্দীকারীগণ কি কথা সংক্ষেপে ব্যবহার করতে পারে তাদের মুক্ত হওয়া বন্ধ করতে। পরের দিন সে জানতে পারল।

"আমি তোমার সঙ্গে যেতে পারি না?"

আদেল ও ক্রিস্টিনাকে সব জড়ো করা বন্দীদের সামনে দাঁড়া করান হয়েছিল। কমান্ডার খ্রীষ্টিয়ানদের সম্বোধন করে বলেছিল, "আমরা শীঘ্র ক্রিস্টিনা এবং আদেলকে ধামাতে নিয়ে যার তার (আদেল) খ্রীষ্টিয়ান স্বামীর সঙ্গে দেখা করাতে।" বড় পূর্বভাসের খবর যা বন্দীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল-ম্যাথুর আগমনের। তারা আদেলকে জানত, যদি তাকে যাবার অনুমতি দেওয়া হয়, সে এক মুহূর্তে সময় বিশ্রাম নিবে না যে পর্যন্ত সব বন্দিদের মুক্ত করা হয়। আদেল তাদের মুক্তির জীবনের রেখা।

তারপর কমান্ডার অগ্রসর হয়েছিল একটি নতুন পরিচিত ভয় নিয়ে, "আদেল এবং ক্রিস্টিনাকে জিজ্ঞাসা করা হবে তারা সেখানে থাকতে চায় কিনা অথবা ম্যাথুর সঙ্গে যাবে। যদি তোমাদের দুই জনের মধ্যে একজন পছন্দ করে ম্যাথুর সঙ্গে যাবার জন্য, আমরা তোমাদের প্রত্যেককে মেরে ফেলব"। যখন কমান্ডার চলে গিয়েছিল, সে পাঁচ বৎসরেরও ছোট মেয়ের সামনে গুটিসুটি মেরেছিল। খাপ থেকে তার চুরি বের করে, সে কম্পিত মেয়েটির গলায় ধরে বিদ্বেষপূর্ণ ভাবে যোগ দিয়েছিল। "এমন কি তুমিও"।

খ্রীষ্টিয়ানরা দাঁড়িয়ে এবং আদেলের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল। কিভাবে সে কিভাবে এরকম সিদ্ধান্ত নিবে? এবং তারা চিন্তা করছিল তারা কি করত যদি তারা তার অবস্থায় থাকত। আদেল জানত তারা তাকে অথবা ক্রিস্টিনাকে দোষারোপ করতে পারে না, যদি তারা ম্যাথুর সঙ্গে যেতে পছন্দ করে। কিন্তু যে কোন সাড়া দিবার পূর্বে কমান্ডার বলেছিল, "চল যাই"।

এখন? আদেলের কোন ধারণা ছিলনা, ম্যাথু এর মধ্যে তার জন্য অপেক্ষা করছে কিনা। সব কিছুই খুব দ্রুত ঘটছিল। তার প্রার্থনা করার সময়ের প্রয়োজন ছিল এবং এটা বিবেচনা করতে যে কমান্ডার সত্যি করে কি সকলকে মেরে ফেলবে অথবা এটা শুধুমাত্র ভাওতা। সম্ভবত কি করে সে (আদেল) ম্যাথুর দিকে পিঠ ফিরাবে? কিন্তু কি করে সে একটা কিছু পছন্দ করবে যার মানে হবে অন্য বন্দীদের মেরে ফেলা?

সে এটি জানার পূর্বে, তাকে কামরার মধ্যে পরিচালিত করা হচ্ছিল, যেখানে ম্যাথু সামরিক অফিসারদের সাথে বসে ছিল। যখন তারা প্রবেশ করেছিল কমান্ডার চুপি চুপি আদেলের কানে বলেছিল, "মনে রাখঃ হয় তোমাদের একজন তার সঙ্গে ফিরে যাবে, না হয় আমি প্রত্যেক বন্দিকে হত্যা করব। কেবলমাত্র তাদের না, আমি ম্যাথুকে ও হত্যা করব। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, আমি তাকেও মেরে ফেলব।" তার ঠান্ডা (শান্তভাবে বলা) কথা আদেলের গলার পিছনে শির শির উঠেছিল এবং সে (কমান্ডার) হয়ত ভাওতা দিচ্ছে এই চিন্তা দূর করে দিয়েছিল।

আদেল ম্যাথুর চোখে তীব্র মনোকষ্ট দেখেছিল। কিভাবে সে আকাঙ্খা করেছিল তার স্ত্রী ও মেয়ের সাথে ফিরে যাবে। শেষ তিন মাস নিশ্চয় তার কাছে সারা জীবন মনে হয়েছিল এবং আদেল জানত সে (ম্যাথু) ইতিমধ্যে তার অন্তরের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিল যে সে তাদের ছাড়া কামরা ছেড়ে যাবে না। সে (আদেল) যা কিছু করতে পারত শক্তির জন্য প্রার্থনা করা।

একজন অফিসার, নিজেকে মিঃ সাইদ বলে পরিচয় দিয়ে ছিলেন এবং কোন রকম ইতস্তঃ না করে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "আদেল তুমি কি ম্যাথুর সঙ্গে যেতে চাও অথবা সালুবীতে থাকতে চাও? আদেল জানত, ঠিক সেইভাবে তাকে প্রশ্ন করা হবে। তাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল ঠিক কিভাবে উত্তর দিতে হবে। সে কথা বলতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু কোন কথা ছাড়া তার ঠোঁট নড়েছিল মিঃ সাঈদ আরেকটু জোরে সেই প্রশ্ন পুনরায় বলেছিল। "আদেল তুমি কি ম্যাথুর সঙ্গে যেতে চাও অথবা সালুবীতে থাকবে?"

আদেল সোজাসুজি ম্যাথুর দিকে তাকিয়েছিল, যে এখন আশ্চর্যে হয়েছিল কেন সে (আদেল) এত সময় নিচ্ছে উত্তর দিতে। "ম্যাথু....." তার চোখ দিয়ে জল পড়ছিল, তখন তার কথা বেঁধে যাচ্ছিল। "আমি তোমার সঙ্গে যেতে পারি না"।

ম্যাথু তার চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে আদেলের দিকে দৌড়ে যেতে এবং তাকে জিজ্ঞাসা করতে চেয়েছিল কেন, কিন্তু সাঈদ বাঁধা দিয়েছিল, যেন সে তা করতে না পারে। সঙ্গে সঙ্গে সাঈদ একই প্রশ্ন ক্রিস্টিনাকে করেছিল। আদেল তখনও কাঁদছিল যখন সে তার মেয়েকে দেখেছিল, নিশ্চিত ছিল না কিভাবে সে (ক্রিস্টিনা) উত্তর দিবে।

ক্রিস্টিনার সঙ্গে তার পরামর্শ করার সময় ছিলনা এবং এখন বুঝেছিল যে এরা সব বন্দী ও ম্যাথুকে হত্যা করবে, যদি তাদের যে কেউ একজন ম্যাথুর সঙ্গে ফিরে যেতে চায়। কিন্তু কিভাবে তার নয় বৎসরের মেয়ে সম্ভবতঃ উপলব্ধি করবে তার বাবার সঙ্গে যেতে রাজী হওয়ার সাংঘাতিক বিপদের কথা?

"বাবা আমি তোমার সঙ্গে যেতে রাজী না। আমি খুবই দুঃখিত....."। ক্রিস্টিনা ফুঁপিয়ে উঠেছিল, মরিয়া হয়ে তার বাবার কাছে ক্ষমা চাইতে এবং পরিস্থিতির ব্যাখা দিতে।

সাঈদ রূঢভাবে তাকে থামিয়ে ছিল, "সেটা আমরা শেষ করেছি। আমরা এই বিষয়ে আর কোন কথা বলব না। বুঝেছ?"

আদেল ও ক্রিস্টিনাকে ম্যাথুর সঙ্গে থাকার জন্য পাঁচ মিনিট সময় দেওয়া হয়েছিল, খুব কড়াভাবে লক্ষ্য করে ও নির্দেশ দিয়ে যেন তারা পরস্পর চুপি চুপি কথা না বলে। আদেশ উপেক্ষা করে আদেল আস্তে আস্তে বলেছিল, প্রার্থনা করে, যেন তারা তাকে না শুনতে পায়। "ম্যাথু, আমাকে এইভাবে উত্তর দিতে হচ্ছে। তারা অন্যদের মেরে ফেলার জন্য ভয় দেখিয়েছে, যদি আমরা তোমার সঙ্গে যাই। দয়া করে আমাকে ঘৃণা করো না। যতক্ষণ আমি বাঁচি আমি আশা ছাড়ব না। আমি জানি, একদিন আমরা আবার একত্রিত হব।"

ম্যাথু তার সুন্দরী স্ত্রীর দিকে চেয়েছিল, তার চোখে বিষাদের ছায়া দেখে এবং এমনকি তার সাহসের প্রশংসা করে। তার কিছু বলার ছিল না। সে তার পরিবারের দিকে তাকিয়েছিল এবং সাধারণভাবে বলেছিল, "আমি বুঝতে পারছি"।

আশাকে আলিঙ্গন করে (জড়িয়ে ধরে)

যত তাড়াতাড়ি সাক্ষাৎ শেষ হয়েছে, তত তাড়াতাড়ি এটি শেষ হয়েছিল এবং আদেল ও ক্রিস্টিনাকে ঘর থেকে বাইরে আনা হয়েছিল। আদেল একবার ঘুরেছিল, ম্যাথুকে শেষ বারের মত দেখার জন্য কিন্তু কমান্ডার প্রথমে তাকে ধরে, তার মুষ্টি (মুঠি) দিয়ে তার পাশে খোঁচা মেরে বলেছিল। "তার দিকে ফিরে তাকিও না" সে হিসহিস করে উঠেছিল। "সে যীশুর একজন শিশু মাত্র। সে একটি শুয়োর"। তার আশা চুরমার হওয়াতে, আদেল এখন কেবলমাত্র ভাবছে ভবিষ্যতে কি ঘটবে। সে শুধু কান্না করা ছাড়া কিছুই করতে পারে না।

আদেলঃ আতঙ্কের মধ্যে..... আশা

পরবর্তী কয়েক সপ্তাহ আদেল এই আশা আঁকড়ে ধরেছিল, ম্যাথুর সঙ্গে আবার মিলিত হবে। এটা তার বন্দী দশার অসীম দুঃখকে সহজ করেছিল এবং তাকে কিছু দিয়েছিল ধরে রাখতে, যদিও এটি সুদূর স্বপ্ন ছিল।

তারপর এপ্রিল ১০ তারিখে, তার স্বপ্ন, দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়েছিল- "আদেল, কমান্ডার আরম্ভ করেছিল তোমাকে নিয়ে কি করতে হবে আমি তা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তুমি আমাকে অনেক দুঃখ দিয়েছ এবং স্পষ্টতই একটি গন্ডগোলের মানুষ। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি একজন মানুষ তোমাকে বিয়ে করুক। সম্ভবত সে তোমাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে"। আদেল এটি বিশ্বাস করতে পারে না। "আমি আর কাউকে বিয়ে করতে পারি নি"। "আমি ম্যাথুকে বিয়ে করেছি"।

"আমি তোমাকে বলেছি, ম্যাথু একজন মানুষ না। সে একটি শুয়োর এবং আমি তার সঙ্গে তোমার বিয়ে স্বীকার করি না। আমি যে মানুষকে তোমার জন্য পছন্দ করব, তুমি যদি তাকে বিয়ে করতে অস্বীকার কর, আমি তাদের সকলকে তোমাকে দিব"। কমান্ডার আর কোন যুক্তি মেনে নেয়নি এবং আদেল জানত তার মুখের উপর না করা, কারণ সে যে কোনভাবে তার সিদ্ধান্তে অবিচল। কোন ভাবে এর থেকে পার পাওয়া যাবেনা।

আদেল অন্য বন্দি স্ত্রীলোকদের কাছে গিয়েছিল এবং তাকে সাহায্য করার জন্য ভিক্ষা চাইছিল। সে জানত তারা খুব অল্পই কিছু করতে পারে, কিন্তু আশা করেছিল যে তারা কমপক্ষে জোর করে বিয়ে করার অন্তরায় হতে পারে। কিন্তু অন্যরা চুপ করেছিল, তাদের নিজেদের জীবনের কথা চিন্তা করে। শেষে তাদের একজন তাকে বলেছিল, "যদি তুমি তাদের একজনকে বিয়ে না কর, তারা আমাদের সকলকে ধর্ষণ করতে ও মেরে ফেলতে পারে।

আদেল বিধস্ত হয়েছিল। সে খুব চেষ্টা করছিল এইসব মেয়েদের সঙ্গে দাঁড়াতে এবং এখন সে মনে করছে তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে। সে ফোঁপাতে আরম্ভ করেছিল, "কেন তোমরা আমাকে বস্তুর মত মনে করছ এবং আমাকে বিক্রি করছ, তোমাদের বাঁচাবার জন্য"?

অন্যরা কেবলমাত্র যা চাইতে পারত, তাহল তারা পরস্পর আকঁড়ে ধরে কান্না করা। তারা জানত এটাই শেষ বারের মত না যে, তাদের কেউ একজনকে জোর করে বিয়ে দেওয়া হবে।

যখন তাকে এবং ক্রস্টিনাকে, আলামিন অর্থাৎ তার নতুন স্বামীর সঙ্গে জোর করে পাঠান হয়েছিল, আদেল বিশ্বাস করেছিল, অবস্থা আর খারাপ হবে না। কিন্তু অবস্থা খারাপই হয়েছিল। কয়েক মাস পর, আদেল গর্ভবর্তী হয়েছিল।

একটা নতুন জীবন

অক্টোবরের মধ্যে আদেলের আবেগপূর্ণ অবস্থা ভেঙ্গে চুরমার হয়েছিল। সে অনুভব করেছিল যেন সে অনিয়ন্ত্রিতভাবে এক অতল গহব্বরে ঘুরে ঘুরে নামছে। এই সব দৈত্যগুলি তার ছেলে ও মাকে হত্যা করেছে এবং সে গুনতে পারে না কতবার তাকে নির্দয়ভাবে মেরেছে। সে বিশ্বাস করেছিল, এমন কি তারা ম্যাথুর সাথে পুনরায় মিলিত হবার আশা কেড়ে নিয়েছে। ঘৃণা, যা আরম্ভ হয়েছিল সেই ভয়ঙ্কর দিনে, যে দিন সে ধৃত হয়েছিল, তার ভিতরে তার নতুন জীবনের চেয়ে তা আরও দ্রুত ভাবে বাড়ছে। সে কেঁদেছিল, যখন সে আশার অনুসন্ধান করেছিল কিন্তু কিছুই পায়নি। এমন কি তার গর্ভের নিষ্পাপ শিশুটিকে ভালবাসতে পারে নি। আদেলের কাছে এটা অবশিষ্টের মত ছিল যা তারা তার কাছ থেকে নিয়েছিল।

"আমি তাদের আর কিছু নিতে দিব না", সে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

সে অপেক্ষা করেছিল, সে একাকী হয়েছিল। তারপর সে রান্না ঘরের কাউন্টার থেকে ছুরি নিয়েছিল। এটা বিশ্বাস করতে শক্ত যে ঘটনা সমূহ এতদুর পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছে।

আদেল প্রশ্ন করেছিল কেন তাকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছিল। শুধু কি এরূপ হতাশার অভিজ্ঞতা লাভ করতে? সে জানত ঈশ্বর তাকে পরিত্রাণ দিয়েছেন, কিন্তু সে আর বাঁচতে চায় না। আস্তে আস্তে সে তার গর্ভের দিকে ছুরিটি নিয়েছিল, সে তার চোখ বন্ধ করেছিল এবং প্রার্থনা করেছিল ঈশ্বর যেন তাকে ক্ষমা করেন।

"মা থাম, ক্রিস্টিনা চিৎকার করেছিল, সে দৌড়ে এসে কামরায় ঢুকেছিল এবং মায়ের মুঠি থেকে ছুরিটি ছিনিয়ে নিয়েছিল। আদেল কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিল এবং মেঝে লুটিয়ে পড়েছিল। ক্রিস্টিনা এখন মায়ের পাশে কাঁদছিল। "মা তুমি কি করছ? তুমি নিজের প্রতি এটি করতে পার না এবং এই শিশু কোন দোষ করেনি। এটি নিষ্পাপ।"

আদেল ভেঙ্গে পড়েছিল। কয়েক ঘন্টা সে কেঁদেছিল, ক্রিস্টিনার কথাগুলি তার অন্তর ও আত্মায় প্রতিধ্বনি করেছিল। সে ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করেছিল যখন সে তার ঘৃণা স্বীকার করেছিল, তাদের প্রতি যারা তাকে জিম্মি করেছিল। সে বুঝতে পারছিল কিভাবে তার প্রচন্ড রাগ, প্রায় একটা নিষ্পাপ জীবন ধ্বংস করছিল, যেমন করে জিহাদের যোদ্ধারা তার প্রতি করেছিল। এটি একটি সংযমী (ঐকান্তিক) বাস্তবতা ছিল এবং যদিও সে তাৎক্ষণিক ক্ষমা অনুভব করেনি তাদের জন্য যারা তাকে আঘাত করেছিল, সে জানত তাকে ইচ্ছুক হতে হবে যেন ঈশ্বরের অনুগ্রহ কাজ করে। তার ঘৃণা, ঈশ্বরের ভালবাসার সুস্থ হবার শক্তি অবরুদ্ধ করেছিল যা সে এখন অনুভব করছে।

আদেলঃ আতঙ্কের মধ্যে..... আশা

আদেল তার গর্ভকে আদর করতে আরম্ভ করেছিল এবং তার মধ্যে যে ছোট জীবন আছে তার সঙ্গে কথা বলছিল। এটা একটা মেয়ে এটা বিশ্বাস করে, সে শিশুটির নাম দিয়ছেন সারা। "সারা আমাকে ক্ষমা কর। তোমার মায়ের পাপ ক্ষমা কর। তুমি কোন অপরাধ করোনি। তুমি ভাল, যে একটা এরকম খারাপ অবস্থা থেকে এসেছ। আমি তোমাকে ভালবাসি।"

যখন সে সারার কাছে ক্রমাগত প্রার্থনা ও কথা বলছিল, মনে হচ্ছিল একটা ঘনমেঘ অপসারিত হয়েছে। পূর্বে আদেল বিবেচনা করত, অজাত শিশুটি তার আরেকটি শত্রু, যে তার নিজের ছেলের হত্যাকারী। এখন সে বুঝতে পেরেছিল, এটা তার শিশু এবং এটি ঈশ্বরের সৃষ্টি। একটি তাৎক্ষণিক বন্ধন তৈরী হয়েছে যখন সে তার উভয় মেয়েকে জড়িয়ে ধরেছিল।

পরের দিন আদেল একটা কাগজ নিয়েছিল, জানত ম্যাথুর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে হবে। যা ঘটেছিল, তাকে সব কিছু বলতে হবে এবং তার ক্ষমা চাইতে হবে। এমনকি যদি সে আর তাকে স্ত্রী বলে বিবেচনা নাও করে, সে বুঝেছিল এবং সে তার বিপক্ষে কোন কিছু বাঁধা দিবেনা। সে তাকে ভালবাসে এবং তাদের পূর্নমিলন আকাঙ্খা করেছিল। যখন সে লিখছিল, তার চোখের জল কালির সঙ্গে মিশে অক্ষরগুলি তালগোল পাকিয়েছিল। সে চিন্তা করছিল, এমন কি, সে এটা পড়তে সক্ষম হবে কিনা। যখন সে এটা শেষ করেছিল, দেখল সে ছয় পাতা লিখেছিল। আদেলের জন্য এটাই সবচেয়ে দুঃখের ও গুরুত্বপূর্ণ ভালবাসার চিঠি, তার সব চিঠির মধ্যে। সে যত্নসহ এটি ভাঁজ করেছিল, লুকিয়ে রেখেছিল এবং সুযোগের জন্য প্রার্থনা করেছিল যেন ম্যাথু সেটা পেতে পারে।

ডিসেম্বর ২৪ তারিখে, সমস্ত বন্দীকে জোর করে নারিকেল বাগানে কাজ করতে বলা হয়েছিল। এটি একটি কঠিন কাজ ছিল, বিশেষ করে আদেলের জন্য, সে ৬ মাসের গর্ভবতী ছিল। কিন্তু বন্দীরাও এটি উপলব্ধি করেছিল, এটি বড়দিনের পূর্ব দিন এবং প্রত্যেকে পূর্বকালের ছুটির স্মৃতির আমেজে ছিল। সেই সন্ধ্যাবেলায় আদেল "নিস্তব্ধ রাত" গানের সুরে মৃদু স্বরে গুনগুন (গুঞ্জন) করছিল, অন্যরা যোগ দিয়েছিল। শীঘ্র সকলে সেই গীতি কবিতা গান আরম্ভ করেছিল যখন কঠিন মুখমণ্ডলের প্রহরীরা সন্দেহভরে শুনছিল। প্রত্যেকে জানত খ্রীষ্টের সম্বন্ধে সেইসব ঐতিহ্যবাহী বড়দিনের গান গাওয়ার বিপদ। তাদের হয়ত মারা হবে, কিন্তু মনে হয় কেউ ভ্রুক্ষেপ করেনি। গান গাওয়ার আনন্দ শাস্তির মূল্যের সমান হবে।

সন্ধ্যার অনেক সময় পর্যন্ত, তার গান করেছিল এবং তাদের পরিবারের সম্বন্ধে স্মৃতিচারণ করেছিল। তাদের শরীর বন্দী ছিল, কিন্তু তাদের হৃদয় মুক্ত ছিল, যেন তারা স্বর্গে গান গেয়ে যাচ্ছিল। পরের দিন সকালে তারা কেঁদেছিল দুঃখ ও আনন্দের অশ্রুতে, তাদের বন্দীদশার শোক করে, কিন্তু আরও আনন্দের সময়ের দিকে চেয়ে। তারা ক্ষেতের মধ্যে একসঙ্গে বড়দিন যাপন করেছিল, তা কখনও ভুলে যাবে না।

মার্চ মাসের ১৮ তারিখ সারা জন্মগ্রহণ করেছিল।

এখন সেই শিশুটি এসেছিল, ক্রিস্টিনা অনুভব করেছিল, এখন সময় এসেছে তার মাকে বলার, "তুমি নিশ্চয় পালাবার চেষ্টা করবে, কেবল তুমি ও সারা"। তুমি নিশ্চয় যাবে। তুমি যদি না যাও, আমরা সকলে এখানে মারা যাব"।

"ক্রিস্টিনা আমি তোমাকে ছেড়ে যেতে পারি না। আমি তোমাকে কখনও ছেড়ে যাব না", আদেল তার মেয়েকে নিশ্চিত করেছিল।

"মা আমার কথা শুন। তোমাকে যেতেই হবে" ধৈর্যশীল, ১০ বৎসর বয়স্কা মেয়ে আবেদন করেছিল।" আলামিন কখনও আমাদের একসঙ্গে যেতে দিবে না। কিন্তু তুমি ও সারা যদিও যাও, সে মনে করবে, তুমি নিশ্চয় ফিরে আসবে। কিন্তু তুমি আসবে না। তুমি নিশ্চয় বাবার কাছে যাবে। সে আমার জন্য ফিরে আসবে। এটি আমাদের একমাত্র আশা।"

আদেল জানত, তার মেয়ে ঠিক বলেছে, কিন্তু সে জানত না, এই চিন্তা কিভাবে বাস্তবায়িত করবে। সে জানত না ম্যাথু কি তাকে আবার কখনও গ্রহণ করবে। যেহেতু এখন সারা আছে। আদেলের সাহস ছিল না, তাদের পালাবার পরিকল্পনা করা, এই পর্যন্ত কত চিন্তা তার মাথায় ভর করছে।

তারপর এপ্রিল মাসে তার উত্তর এসেছিল। আদেল ম্যাথুর জন্য ছয় মাস চিঠি বহন করছিল, আশা করেছিল এবং প্রার্থনা করেছিল একটা সুযোগের অপেক্ষায়, এটি বাইরে পাঠাবার। একদিন বিকাল বেলা, যখন কয়েকজন ছোট ছেলে-মেয়ে, তাদের গ্রামে এসেছিল, সেটা ঘটেছিল। আদেল একজন মেয়েকে জানত এবং চুপি চুপি সেখানে গিয়েছিল যেখানে তারা খেলছিল। সে তাড়াতাড়ি চিঠিটা দিয়েছিল যাকে সে জানত এবং তাকে বলেছিল সেটা যেন তার স্বামী ম্যাথুর কাছে যায়। সেই মেয়েটি চিঠিটা নিয়েছিল এবং রাজী হয়ে মাথা নেড়েছিল। আদেল বাড়িতে ফিরে এসেছিল, প্রার্থনা করেছিল যেন চিঠিটা ম্যাথুর কাছে পৌছায়- প্রার্থনা করেছিল সে যেন তাকে ক্ষমা করে- প্রার্থনা করেছিল সে (ম্যাথু) যেন তখনও তাকে ভালবাসে এবং প্রত্যেক দিন আদেল গ্রামে উঁকি দিত, উদ্বিগ্নভাবে সেই মেয়েটির ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা করত। কয়েক দিনপর তার অপেক্ষা করার অবসান হয়েছিল।

"তুমি কি ম্যাথুকে দেখেছিলে? তুমি কি তাকে আমার চিঠিটা দিয়েছিলে?" সে সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটকে জিজ্ঞাসা করেছিল, যাকে চিঠিটা দিযেছিল।

"হ্যাঁ আমি এটা ম্যাথুকে দিয়েছিলাম। আমি যে মুহূর্তে তার হাতে সেটি দিয়েছিলাম, সে আমার হাতে এটি দিয়েছে।"

আদেল খুব আশ্চর্য হয়েছিল যখন মেয়েটি তার হাতে চিঠিটা দিয়েছিল। ম্যাথু তাকে লিখেছিল, এমন কি তার চিঠি পাবার পূর্বে। সে বলতে পারত রং উঠা মলিন খাম এবং এর ক্ষয় হওয়া কিনারা থেকে যে, সে এটি অনেক সময় বহন করেছে, যেমন করে আদেল ম্যাথুকে লেখা চিঠি বহন করেছিল।

সে ভাবল এখানেই সেটি পড়বে, কিন্তু তাড়াতাড়ি মত পরিবর্তন করেছিল। কি হবে, যদি ম্যাথু তাকে ঘৃণা করে? কি হবে যদি সে আরেকজন স্ত্রীলোককে বিয়ে করে? তার অনুভূতি বেলুনির বেলার মত, সমুদ্র তীরের জাহাজের মত-যখন সে দৌড়ে বাড়ি গিয়ে ছিল, খাম ছিঁড়ে চিঠিটা খুলেছিল। তার হৃৎপিন্ডের স্পন্দন লাফিয়ে উঠেছিল যখন তার চোখ কথা গুলির উপর পড়েছিল।

আদেল, ১০ জন সন্তান হতে পারে ১০ জন মানুষের দ্বারা, তবু তুমি আমার স্ত্রী। তুমি কি মনে করতে পার না, পালক কি তোমাকে বলেছিল? কেবল ঈশ্বরই আমাদের পৃথক করতে পারে। আমি তোমাকে ভালবাসি।

ম্যাথু

আদেল তার উত্তর পেয়েছে। সে পালাবার পরিকল্পনা করবে।

পালান এবং উদ্ধার পাওয়া

প্রায় দুইমাস পরে ১৮ই জুনে আলামিন আদেলকে অনুমতি দিয়েছিল কিছু আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে দেখা করতে পার্শ্ববর্তী দ্বীপে। সারাকে শক্তভাবে ধরে আদেল ক্রিস্টিনার কাছে পৌছে ছিল যখন সে ছোট ফেরী নৌকায় উঠতে গিয়েছিল। কিন্তু আলামিন ক্রিস্টিনাকে টেনে পিছনে রেখেছিল। "সে এখানে থাকবে।"

আদেল ক্রিস্টিনাকে যেতে দিবার জন্য আলামিনের কাছে ভিক্ষা চেয়েছিল, কিন্তু সে অস্বীকার করেছিল। "আমি ক্রিস্টিনাকে ছাড়া যাব না।" সে পীড়াপীড়ি করেছিল, কিন্তু আলামিন নড়েনি। সে জানত যদি ক্রিস্টিনা সাথে যায়, তার স্ত্রী পালিয়ে যাবে।

কিন্তু এটা কেবল মাত্র ক্রিস্টিনা পরিকল্পনা করেছিল। সে তার মাকে জড়িয়ে ধরে চুপি চুপি বলেছিল, "মা। দয়া করে প্রতিজ্ঞা কর তুমি এবং সারা বাবার কাছে যাবে। দয়া করে, আমি তোমার কাছে ভিক্ষা চাইছি। আমি ঠিক থাকব।"

আদেল ক্রিস্টিনাকে আরও জোরে জড়িয়ে ধরেছিল, আশ্চর্য হয়েছিল কিভাবে সে তাকে একা ফেলে যাবে। কিন্তু ক্রিস্টিনার অনুরোধ মনে হচ্ছিল তার অন্তরে সোজাসুজি দাগ কাটছে। আশ্চর্য হল, কিভাবে তার মেয়ে এত সাহসী হতে পারে, আদেল তাকে চুমু খেয়েছিল এবং বিদায় বলেছিল। সে জানত কিছু সময়ের জন্য সে শেষ বারের জন্য তাকে দেখছে। অথবা হয়ত চিরদিনের জন্য।

আদেল নৌকার রেলিং এ ঠেস্ দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, আস্তে আস্তে দেখছিল ক্রিস্টিনা দূরে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। সে সারাকে জড়িয়ে ধরে আরেক বার কেঁদেছিল এবং আবার নিজেকে জিজ্ঞাসা করেছিল সে ঠিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছে কিনা।

তার কোন ইচ্ছা ছিল না তার দূরের আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা করা। আদেল পালিয়েছে একথা আলামিন বোঝার আগেই সে তাড়াতাড়ি ম্যাথুর কাছে যাবে। তারপর, কোনভাবে, ক্রিস্টিনাকে ফেরৎ নিবে।

আদেলের এক সপ্তাহ লেগেছিল সেই জায়গায় যেতে, যেখানে ম্যাথু ছিল। যাত্রাপথ অনেক লম্বা ও অসুবিধার ছিল এবং সেই জায়গায় ম্যাথুর সঙ্গে যোগাযোগ করতে এড়িয়ে গেল এই ভয়ে যে, আলামিন খুঁজে বের করবে, কোথায় সে আছে। সে একটা বিছানার উপর বসেছিল শান্তভাবে সারাকে ধরে, গেষ্ট হাউসের একটা পিছনের কামরায়, উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করে। ম্যাথু কি সত্যিকারে আমাকে চায়? সে নিজেকে জিজ্ঞাসা করছিল, সারার কি হবে?

এমন কি যদিও আদেল এখন মুক্ত ছিল, সে তখনও বন্দী মনে করছিল। আরও খারাপ সে নিজেকে বিশ্বাসঘাতক মনে করছিল। সে অন্য একজন মানুষকে বিয়ে করেছিল এবং তার মেয়ে ক্রিস্টিনাকে একাকী পিছনে ফেলে এসেছে। কিভাবে ম্যাথু তাকে কখনও ক্ষমা করবে? বারবার সে প্রশ্ন করেছিল তার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে এবং সে কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে ছিল।

আদেল হঠাৎ জেগে উঠেছিল শব্দে, ম্যাথু ঘরে ঢুকছে। সে বিছানায় উঠে বসে ছিল, কাঁপছিল, তারপর সারাকে আঁকড়ে ধরেছিল, তখনও সে ঘুমাচ্ছিল এবং উঠে দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ বুঝেছিল সে একটা ভয়ঙ্কর ভুল করেছে, আদেলকে তাড়া করেছিল ঘর থেকে পালাতে। সে চিন্তা করে নি কোথায় সে যাবে, যে শুধু দৌড়েছিল। সে ম্যাথুর সম্মুখীন হতে পারে নি।

কিন্তু সে দরজার কাছে যাবার পূর্বে ম্যাথু ভিতরে ঢুকেছিল।

এমন কি এক মুহূর্তের জন্য না থেমে, কামরা অতিক্রম করে তার স্ত্রীকে জাপ্টে ধরেছিল, একটা আনন্দপূর্ণ আলিঙ্গণে। তারপরে নিচু হয়ে শিশু কন্যার দিকে চেয়েছিল যাকে আদেল তার বাহুতে ধরে রেখেছিল এবং হেঁসেছিল। "তাহলে এটাই আমাদের নতুন মেয়ে"। সে বলেছিল। আদেল কেঁদেছিল-এখন আনন্দের অশ্রু-তাদের দীর্ঘ প্রতিজ্ঞার পূর্নমিলন সযত্নে লালন করে। (হৃদয়ে পোষণ করে)। আদেল চেয়েছিল ম্যাথুকে সারা জীবন ধরে রাখতে, তাকে জড়িয়ে ধরে তার শক্ত বাহুর নিরাপত্তা উপভোগ করতে। কিন্তু যে জানত ম্যাথুকে চলে যেতে হবে। সে জানত সে বিশ্রাম নিবে না, যে পর্যন্ত না ক্রিস্টিনাকে মুক্ত করবে।

আদেল দিনের পর দিন বিচলিতভাবে অপেক্ষা করেছিল, ম্যাথু এবং ক্রিস্টিনার কোন খবর না পেয়ে। কি হবে যদি তারা এর মধ্যে ক্রিস্টিনাকে মেরে ফেলে? কি হবে যদি ম্যাথু মরে যায়? এটা কি সব আমার দোষ? সে চেষ্টা করছিল যুদ্ধ করতে যন্ত্রণা কাতর প্রশ্নগুলির সাথে যা নির্মমভাবে তার মনকে চূর্ণ বিচূর্ণ করছিল-ঈশ্বরের কাছে কাঁদছিল পুনরায় নিশ্চয়তার জন্য।

আদেল সান্ত্বনা পেয়েছিল বাইবেলের সুপরিচিত অংশের মধ্যে যা সে তার ১৮ মাস বন্দী দশার মধ্যে কখনও পায়নি। সে মনে করেছিল, কিভাবে জেহাদ সৈন্যগণ জঙ্গলে তার বাইবেল ছিঁড়ে টুক্‌রা টুক্‌রা করেছিল।

আদেল আবার ফিলিপীয় ৪ ঃ ১৩ পদ খুলেছিল এবং তার যা অভ্যাস ছিল, সে জোরে জোরে কথাগুলি উচ্চারণ করেছিলঃ "যিনি আমাকে শক্তি দেন তাঁহাতে (খ্রীষ্টেতে) আমি সকলই করিতে পারি"। সে মনে করেছিল শেষ বারের মত এই কথাগুলি পড়েছিল। তার গ্রামের পাশে পাহাড়ের উপর তার আক্রমণের দিন, তারপর একটা জীবন পার হয়েছে এবং সে নরকে ভ্রমণ করে ফিরে এসেছে। সে জেনেছিল তার দুঃস্বপ্ন অনেক আগে শেষ হয়েছে, ক্রিস্টিনার সম্বন্ধে চিন্তা করা যে থামাতে পারি নি, এটা মনে করে যে তার নিজের মেয়ের সঙ্গে বিশ্বাস ঘাতকতা করেছে।

ম্যাথু দুই সপ্তাহের বেশী সময় ধরে গিয়েছে এবং শেষে আদেল খবর পেয়েছিল যে সে ক্রিস্টিনার সঙ্গে আছে এবং যে এখনই তাদের সঙ্গে এসে মিলিত হতে চায়। তারা অবশেষে আবার পারিবারিক ভাবে মিলিত হবে। আনন্দের অশ্রু তার মুখমণ্ডল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছিল যখন সে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিচ্ছিল, যে ম্যাথু খ্রীষ্টিনাকে মুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু এখন সে বিস্মিত হয়েছিল- এই ভেবে, আলামিন কতদূর যাবে তাদের ফেরৎ নিতে?

পাঠকদের জন্য বিশেষ সংলাপ (উপসংহার)

যখন আমরা আদেলের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম, সে এবং ম্যাথু একটা গোপান বাইবেল স্কুলে পড়ছিল, প্রচারক হবার জন্য শিক্ষা নিচ্ছিল। যদিও তার পালাবার পর কয়েক মাস অতিবাহিত হয়েছিল, আদেল এবং তার পরিবার ক্রমাগত সর্বদা পালিয়ে বেড়াচ্ছিল আলামিনকে সুকৌশলে এড়িয়ে, সে অনেক মুসলমানদের সাহায্য নিয়ে তালিকা প্রস্তুত করেছিল এবং তাদের হন্যে হয়ে খুঁজেছিল। দুইবারের বেশী আদেল প্রায় ধরা পড়েছিল।

আদেলকে তার মুক্তির পর দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হয়েছিল। প্রথমটি ছিল কিছু বিষয়, প্রথমে সে মনে করেছিল, সে কখনও করতে পারবে না। খ্রীষ্টিয়ান হিসাবে সে জানত তাকে জেহাদ সৌন্যদের ক্ষমা করতে হবে। কঠিন সমস্যা প্রকৃত পক্ষে আরম্ভ হয়েছিল তার গর্ভবতী হবার সাথে, যখন ক্রিস্টিনা তাকে মনে করিয়ে দিয়েছিল যে শিশুটি তার মধ্যে বাড়ছে কোন দোষ করেনি। শিশু সারা নিষ্পাপ। আদেল জানত সে এই কথা উচ্চারণ করতে পারত "আমি ক্ষমা করি"। কিন্তু এই কথা আর অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করা প্রয়োজন যেখান থেকে সত্যিকারে ক্ষমা করা হয়ে থাকে।

তার পলায়নের কয়েক মাস পর, আদেল বেশী সময় প্রার্থনায় কাটিয়েছে। সে তাদের পরিত্রাণের জন্য প্রার্থনা করেছিল, যারা তার পরিবার ও তাকে আঘাত করেছিল। সে বিশ্বাস করেছিল এই প্রার্থনা একটা চাবিকাঠি ছিল, অন্তরের সঙ্গে ক্ষমা করার।

দ্বিতীয় বিষয় সমভাবে প্রতিদ্বন্দ্বীতা মূলক। আদেলের নিজেকে ক্ষমা করতে হয়েছিল। জোর করে আলামিনের সঙ্গে তার বিয়ের কারণে সে প্রায় চিন্তা করত সে একজন বিশ্বাসঘাতক। দূর্ভাগ্য বশতঃ অন্যান্য খ্রীষ্টিয়ানগণ এই স্ব-দোষারোপ নিশ্চিত করেছিল এবং এই ধারণা ক্রমাগত তার আত্মাকে পীড়িত করেছিল, তাকে বেশী উদ্বিগ্ন করেছিল, বিশেষ করে তার পালাবার সময়। সময় সময় সে বিশ্বাস করেছিল ম্যাথু এবং তার অন্যান্য খ্রীষ্টিয়ান বন্ধুরা তাকে তার জোর করে বিয়ে করার জন্য পরিত্যাগ করবে। সময় সময় এই ভিতরের অশান্তি সাধ্যের বাইরে ছিল মোকাবেলা করা, শারীরিক দূর্নামের চেয়ে যা সে সহ্য করেছিল।

যখন আদেল বন্দীদশা থেকে বের হয়ে এসেছিল, একটি মিশনারী দম্পতি তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল, যারা ম্যাথুর প্রতি বন্ধু সুলভ ছিল এবং জাতীয়ভাবে এবং আর্ন্তজাতিকভাবে কাজ করেছিল, তার জন্য। যখন আদেল স্বামী মিশনারীর সামনে এসেছিল, ঈশ্বর তার আত্মাকে উদ্বীপ্ত করেছিল এবং প্রথম শব্দ যা তার মুখ দিয়ে বের হয়েছিল, "আদেল তুমি বিশ্বাসঘাতক না।"

তার কথা শুনে, আদেল কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিল এবং সেই দিন সে নিজেকে ক্ষমা করতে আরম্ভ করেছিল।

আদেল এবং ম্যাথু কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল সেই সব লোকদের মুক্তি নিশ্চিত করতে যারা তার সঙ্গে বন্দী ছিল। এটি ক্রমাগত তার আত্মার উপর ভারস্বরূপ হয়ে আছে যে তাদের কেউ কেউ যাদের নাম এই সব পাতায় বলা হয়েছে তারা আজকেও বন্দী আছে।

সে আমাদের প্রার্থনা চাচ্ছে।

পূর্ণিমাঃ
একটা কারাবদ্ধ শিশু, একটি মুক্ত আত্মা

ভুটান
মার্চ ১, ১৯৯৩

এটি বিশেষভাবে শীতের দিন ছিল এবং সন্ধ্যার পর যখন পুলিশ আরেক বার একদল বিশ্বাসীকে হাত কড়া পরিয়েছিল এবং তাদের টেনে হিঁচড়ে জেলা শাসন কর্তার অফিসে নিয়ে গিয়েছিল। ১৩ বৎসরের পূর্ণিমা কাঁপছিল যখন সে এবং অন্যদের জোর করে উম্মুক্ত উঠানে দাঁড় করান হয়েছিল যখন একঘেঁয়ে জেরা চালান হচ্ছিল। অফিসারগণ একই ধরণের প্রশ্নে ফেটে পড়েছিল যা তারা সব সময় জিজ্ঞাসাবাদ করে, "তোমরা কেন খ্রীষ্টিয়ান হতে চাও"? "কোথা থেকে তোমাদের ভরণপোষণ আসে"? "এটি বৌদ্ধদের দেশ এবং তোমরা আমাদের অসম্মানিত করছ, বিদেশী ধর্ম গ্রহণ করে। কেন তোমরা তোমাদের লোকদের তোমাদের বিরুদ্ধে নিয়ে যাচ্ছ?"

একের পর এক ৩৫ জন বিশ্বাসীকে প্রশ্ন করা হয়েছিল সেই লম্বা শীতের রাতে। সেখানে প্রায় ২০ জন অফিসার ছিল, তাদের বেশীর ভাগ বিশাল এবং ভীতি প্রদর্শণকারী ছিল। পূর্ণিমা ভয়ে পিছিয়ে গিয়েছিল যখন একজন তার পাশের খ্রীষ্টিয়ান ভাইকে গালে চড় মেরেছিল। দলের কেউ কেউ কেঁদেছিল, অন্যরা প্রচার করতে চেষ্টা করেছিল। ছোট পূর্ণিমা মানুষটির সামনে দাঁড়িয়েছিল যে তাকে আড়াল করে দাঁড়িয়েছিল, যথেষ্ট সাহসের জন্য প্রার্থনা করছিল, আসন্ন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে।

"কে তোমাদের অনুমতি দিয়েছে পূর্তা গ্রামে ক্রীসমাস উৎসব পালন করতে? এটি ভুটান দেশ। ভুটানে ক্রীসমাস পালন করার জন্য অনুমতি নাই। এটি তোমাদের শেষ সুযোগঃ হয় তোমরা বৌদ্ধ ধর্মে ফিরে এস, অথবা ভুটান ছেড়ে যাও।" "অফিসার সোজাসুজি পূর্ণিমাকে বলছিল এবং সে অনুভব করছিল অফিসার তার চূড়ান্ত প্রভাব তার উপর ফেলছে।" তুমি কি বুঝতে পারছ? তোমাদের এখানে থাকতে দেওয়া হবে না এবং বিদেশী ধর্ম পালন করবে। এটা কি হবে?

পূর্ণিমার এক মিনিটের জন্য সন্দেহ হয় নি যে অফিসার তার সিদ্ধান্ত স্থির। এটা একটা সম্মানের ব্যাপার, হয় খ্রীষ্টিয়ানদের বিশ্বাস ত্যাগ করা অথবা প্রকাশ্যে বিশ্বাসঘাতক বলে বিবেচিত হওয়া এবং জোর করে দেশের বাইরে পাঠানো। তাকে ইতিমধ্যে বাড়ি এবং গ্রাম থেকে লাথি মেরে বের করা হয়েছে। সে কোথায় যাবে তার কোন ধারণা ছিল না, কিন্তু সে নিশ্চয় জানে সে কি করবে।

"আমি খ্রীষ্টকে অস্বীকার করব না। আমি আমাদের দেশ ছেড়ে দিতে ইচ্ছা করি না এবং আমি খ্রীষ্টকে পরিত্যাগ করব না। কেবলমাত্র তিনি আমাকে রক্ষা করতে পারেন-অথবা আপনি? পূর্ণিমা অনুভব করছিল, তার শরীর কাঁপছে যখন সে নিশ্চিতভাবে সেই লাল মুখো অফিসারকে দেখে কিন্তু তার অন্তঃকরণ দৃঢ়তাবদ্ধ ছিল এবং সেই মুহূর্তে সে জানত তার অদৃষ্ট মুদ্রাঙ্কিত হয়েছে। সে এবং অন্যদের সরকারী ভাবে পাঁচ দিন সময় দেওয়া হয়েছিল, ভুটান ছেড়ে যেতে। তাদের নেপালে যেতে বলা হয়েছিল।

পাঁচ দিন পর

পূর্ণিমার ১ সপ্তাহের কম সময় ছিল-সেই জীবন যা সে সব সময় জানত। অফিসারদের ভীতি প্রদর্শন, খুব তাড়াতাড়ি সেই অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং তার বোন ও বোনের স্বামী ইতিমধ্যে চলে গিয়েছিল, তাদের জীবনের ভয়ে। এখন খ্রীষ্টিয়ানরা সরকারীভাবে বিশ্বাস ঘাতক বলে চিহ্নিত হয়েছিল, কয়েকজন আরও বেশী স্পষ্টবাদী গ্রামবাসীরা ধরে নিয়েছিল যে তাদের আক্রমণ করা তাদের জন্য বৈধ।

পূর্ণিমা চলে যাবার পূর্বে তার একটা জিনিস করার আছে। তার মায়ের সঙ্গে দেখা করার প্রয়োজন ছিল। এক বৎসরের কিছু বেশী সময় হয়েছিল তার বাবা-মা তাকে জোর করে বাড়ী থেকে বের করে দিয়েছিল। সে এখন আবার চোরের মত ফিরে যাচ্ছে। এটা স্থির জেনে যে তার সত্বর চলে যাবার খবর তাদের কাছে ইতিমধ্যে পৌঁছেছে, সে নম্রভাবে প্রার্থনা করেছিল যেন তার বাবা-মা ইচ্ছুক হয়, শেষবারের মত তাদের ছোট মেয়েকে দেখতে।

রাতের অন্ধকারে পূর্ণিমা তার ঘরে ফিরে গিয়েছিল, যেখানে সে বড় হয়েছিল, সেই বাড়ি যেখান থেকে ১২ বৎসর বয়সে চলে যেতে বাধ্য করা হয়েছিল.....।

পূর্ণিমাঃ একটা কারাবদ্ধ শিশু, একটি মুক্ত আত্মা

একটি আশ্চর্য পুনরুদ্ধার

পূর্ণিমা একটা ছোট বৌদ্ধদের গ্রামে বেড়ে উঠেছিল সেটা পূর্ব ভুটানের একটা সবুজ পাহাড়ে ছিল। তার বাবা স্থানীয় ডাকিনী বিদ্যার ডাক্তার ছিল এবং প্রায় ধর্মীয় রীতি নীতি পরিচালিত করত এবং পশু বলী দিত, মন্দ আত্মা তাড়াবার জন্য যা তাদের লোকালয়কে ভয় দেখাত। তাদের আট জনের পরিবার ধনী ছিল না। কিন্তু তাদের বড় বাসগৃহ ছিল এবং ঘনিষ্ট আত্মীয় স্বজন ছিল। সিভাল, যে পূর্ণিমার বড় বোন মায়াকে বিয়ে করেছিল, সেও তাদের সঙ্গে থাকত। সম্ভবতঃ পূর্ণিমার আর পাঁচটা শিশুর মত তার গ্রামে বেড়ে উঠত, যদিও অসুস্থ মায়া এত আর্শ্চয্যভাবে সুস্থ হয়ে না উঠত।

তিন বৎসর ধরে পূর্ণিমা বারবার লক্ষ্য করেছিল, যে তার বাবা অস্থায়ী বেদীতে মুরগী বলী দিয়েছে, একটা ঘরে তৈরী ঢোল বাজিয়ে এবং মন্দ আত্মাকে ডেকে তার মেয়েকে ভাল করতে। পরে পূর্ণিমা মায়ার বিছানার পাশে বসত, আশা করত যে সে ভাল হবে, কিন্তু মায়া উন্নতি করত না। তার ভাল দিনও ছিল, খারাপ দিনও ছিল, কিন্তু তার পাকস্থলীতে অবিরাম ব্যথা এবং তীব্র মাথা ব্যথা প্রায় বিছানায় পড়ে থাকত, এক সঙ্গে অনেক দিন। তার দিদির কষ্ট ভোগ দেখে পূর্ণিমা প্রায় তার মাকে জিজ্ঞাসা করত, "মন্দ আত্মারা এত খারাপ কেন? বলী দেওয়ায় কাজ করছেনা কেন?" কিন্তু কখনও কোন উত্তর ছিল না।

এখন, অসুস্থতার ব্যথায় বৎসরের পর মায়া শয্যা ত্যাগ করে সক্রিয় হয়েছিল। কোন ব্যথা ছিল না.... মাথা ঝাঝাত না। পূর্ণিমার বাবা ও মা খুশী হয়েছিল যে তাদের মেয়ে এতভাল অনুভব করছে, কিন্তু তারা সন্তুষ্ট হয়নি যখন মায়া দাবী করে যীশু তাকে ভাল করেছেন।

তুমি কিভাবে এটা বলছ? কিভাবে আমাদের বাড়িতে এবং সমাজে এরূপ অসম্মান আনছ? "তার বাবা চিৎকার করে বলেছিল, আমরা বৌদ্ধ এবং আমি এই বিদেশী দেবতা সম্বন্ধে একটা কথাও শুনব না। বুঝেছ? একটা কথাও না।" সে রাগে অন্ধ হয়েছিল। আরও খারাপ, সে ভয় পেয়েছিল, স্থানীয় গ্রামবাসীরা কি মনে করবে যদি তারা এটা জানে। সত্য সত্যই সে তার নিজের জীবন সম্বন্ধে ভয় পেয়েছিল।

কিন্তু মায়া এবং সিভাল তাদের তাদের নতুন পাওয়া বিশ্বাস অস্বীকার করতে পারেনি। যখন সিভালের একজন বন্ধু মায়ার অসুখের কথা শুনেছিল, সে স্বীকার করেছিল একজন গোপন খ্রীষ্টিয়ান হিসাবে এবং সিভালকে একটা বাইবেল দিয়েছিল। সে আরও বলেছিল, সে বিশ্বাস করে যীশু মায়াকে সুস্থ করতে পারে এবং তিনি করেছেন। তার পরে তাদের বিশ্বাস খুব তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি পেয়েছিল যখন তারা সকলে মিলে নতুন বাইবেল পড়েছিল।

"তোমরা যদি খ্রীষ্টিয়ান হবার জন্য জেদ কর, তোমরা আর এখানে থাকতে পারবেনা।" পূর্ণিমার বাবা সিভাল ও মায়াকে বলেছিল, সেই শেষ সন্ধ্যায়। "গ্রামবাসীরা কখনও এতে মত দিবে না-তারা আমাদের ও তাড়িয়ে দিবে এবং তোমাদের নতুন ধর্ম, সম্পূর্ণ পরিবারে অসম্মান ও বিপদ বয়ে আনবে।"

পূর্নিমার অন্তর ভেঙ্গে গিয়েছিল, যখন তার দিদি ও জামাই বাবুকে তাদের পরিবারের ঘর থেকে বিতাড়িত দেখেছিল। অবশ্য, এমনকি তার দশ বৎসরের কচি বয়সে, সে ভালভাবে বুঝেছিল, তার বাবা যা কিছু বলেছে, সব সত্য। সে জানত, গ্রামবাসীরা কখনও এই নতুন ধর্ম গ্রহণ করবেনা, কিন্তু সে কিছু করতে পারে নি, কিন্তু গোপনভাবে মায়ার ভাল হবার জন্য একটা আতঙ্ক ও শ্রদ্ধাবোধ এবং নতুন দৃষ্টি যা তার সম্পূর্ণ মুখমণ্ডল উজ্জ্বল করেছিল, এমনকি, যখন মায়া তার সামান্য জিনিস পত্র গুছিয়েছিল তার জান একমাত্র ঘর, পরিত্যাগ করতেছিল। এই দুঃখের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল সেই সত্য যে মায়া ছয় মাসের গর্ভবতী ছিল।

তারা চলে যাবার পর মনে হয়েছিল ঘরটার মৃত্যু ঘটেছে। পূর্ণিমার মা হতাশ হয়েছিল এবং তার বাবাকে বিভ্রান্ত মনে হয়েছিল যা তাদের পরিবারে ঘটেছিল সেজন্য। পূর্ণিমা মায়ার সম্বন্ধে তার মায়ের সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিল কিন্তু কেউ এমনকি তার নাম উচ্চারণ করতে দেয়নি এবং তাদের নির্বাসনের জায়গায়, তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার অনুমতি দেয়নি, যেটা ছিল একটা বাঁশের কুঁড়ে ঘর, পাশের গ্রামের বাইরে কয়েক মাইল দূরে।

কিন্তু যখন পূর্ণিমা শুনেছিল, যে মায়া একটা ছেলে জন্ম দিয়েছে, সে আর কোন ক্ষতি নিতে চাইনি। যে আশ্চর্যন্বিত হয়েছিল যে তার দিদি একটা স্বাস্থ্যবান শিশুর জন্ম দিয়েছে এবং সে তখন মনের উৎসুক্য সড়াতে পারেনি যেটা সর্বদা চিন্তা করে তার দিদির আশ্চর্যজনক সুস্থতা। সে কল্পনা করেছিল, সেই শিশুটি কি রকম দেখতে হবে।

শক্তিশালী প্রশ্নগুলি যা নির্ম্মলভাবে তার চিন্তা সমূহে সংগ্রাম করছিল, *কি ধরণের ঈশ্বর যিনি সুস্থ করেন বিনামূল্যে? মায়া ও সিভাল এই ধর্মে কি পেয়েছে যা তাদের সাহস যুগিয়েছে তাদের পরিবার ও সমাজের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে এমন কি তাদের বাড়ি থেকে বিতাড়িত হবার মুখেও?*

এইসব প্রশ্ন পূর্ণিমাকে, প্রথমে তার দিদির বাড়ি নিঃশব্দে চোরের মত প্রবেশ করতে সাহসী করেছিল। ক্ষেতের মধ্য দিয়ে গিয়ে এবং নিজেকে গাছের আড়াল করে, সে খুব তাড়াতাড়ি দুরত্ব অতিক্রম করেছিল যা তাকে তার দিদির সঙ্গে এত সপ্তাহ ধরে আলাদা

করে রেখিছিল। যখন মায়া তার শোচনীয় কুঁড়ে ঘরের দরজা খুলেছিল-দরজার ধারে পূর্ণিমা কাঁপছিল। কিন্তু তার আশ্চর্য চালচলন তাড়াতাড়ি কান্নার জোয়ারে গলে গিয়েছিল যখন সে (মায়া) তার ছোট বোনকে তার বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরে আড়াল করেছিল।

পূর্ণিমা নিয়মিত মায়ার সঙ্গে নিঃশব্দে দেখা করতে আরম্ভ করেছিল। সে বেশী সময় থাকতে পারত না, সময় সময় ১৫ মিনিট পরে চলে যেত। কিন্তু প্রত্যেকবার যে যখন আসত, মায়া পূর্ণিমার কাছে বাইবেলের একটা গল্প পড়ত এবং সে ব্যগ্রভাবে শুনত এবং সব কিছু পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে গ্রহণ করত। মোশির গল্প তাকে সবচেয়ে বেশী মুগ্ধ করত। বেশী আশ্চর্য শক্তির দ্বারা না, ঈশ্বর তার মধ্য দিয়ে কাজ করেছিলেন, কিন্তু সেই সত্যের দ্বারা যে সে বাধ্য হয়েছিল তার ঘর ছাড়তে এবং ক্রমে ক্রমে ঈশ্বরের মুখপাত্র হয়েছিল এমনকি যদিও তার কথা বলার অসুবিধা ছিল। যদি সে একজন খ্রীষ্টিয়ান হত, সে কল্পনা করেছিল, সে মোশির মত হতে চাইত।

পরবর্তী বৎসরে মায়া ইষ্টের নামে আরও একটি শিশুর জন্ম দিয়েছিল এবং পূর্ণিমার সাক্ষাৎ আরও ঘন হয়েছিল। যুবতী পূর্ণির্মার কাছে এটা একটা অভিযান গোপনভাবে গ্রামের হাঁটা পথে অগোচরে প্রবেশ করা তার নির্বাসিত দিদি ও ছোট বোনঝি ও বোনপোদের দেখার জন্য। এমন কি সে যদি ধরা পড়ে, ন্যায় সঙ্গতভাবে সে অনেক বেশী বিপদে পড়বে। যেভাবেই হোক সে একটি শিশু তো।

কিন্তু পূর্ণিমার মা এটি সেইভাবে দেখেনি। "পূর্ণিমা আমরা উভয়ে জানি, তুমি কি করছ।" সে (মা) একদিন তাকে বলেছিল। আমি এর মধ্যে একজন মেয়েকে হারিয়েছি, আমি আরেক জনকে হারাতে চাই না। তুমি কি এটা বুঝ? "পূর্ণিমা মাথা নেড়ে সায় দিয়েছিল যখন তার মা ব্যাখা দিয়েছিল, খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম একটা বিদেশী ধর্ম এবং নিচু লোকদের জন্য। এটি আমাদের গ্রাম ও দেশেরে জন্য না। সিভাল ও তার বন্ধু মায়াকে বোকা বানিয়েছে।" এই বলে তার মা কথা শেষ করল।

অচ্ছেদ্যভাবে ঈশ্বরের দিকে টানা

পূর্ণিমা সেই সময়টা ভালবাসত, যতক্ষণ সে তার দিদির সঙ্গে থাকত এবং গোপন সাক্ষাত চলছিল। বড়দিনের দিন মায়া ও সিভাল পূর্ণিমাকে বলেছিল তাদের সঙ্গে একটি ছোট সহভাগিতায় মিলিত হতে যা গত ১৮ মাস ব্যাপী গড়ে উঠেছিল। তার দিদির সঙ্গে অনেকবার দেখা করার জন্য পূর্ণিমার হৃদয়ে বিশ্বাসের বীজ রোপিত হয়েছিল এবং যখন সে খ্রীষ্টের জন্মের সম্বন্ধে প্রচার শুনত-কিভাবে তিনি (যীশু) একজন কুমারী থেকে জন্মগ্রহণ

করেছিলেন এবং পরিত্রাণ দিতে এসেছিলেন-সে নিজেকে অনুভব করেছিল সে অবিচ্ছেদ্য-ভাবে ঈশ্বরের আহবান তার হৃদয়ে পাচ্ছে।

অনেকদিন ধরে খ্রীষ্টকে গ্রহণ করার তার সিদ্ধান্তের কথা কাউকে বলেনি, যে পর্যন্ত না সে চুপি চুপি আরেকবার মায়ার সঙ্গে দেখা করেছিল এবং তাকে বলেছিল সে বাপ্তাইজিত হতে চায়। মায়া তার বোনের সিদ্ধান্ত শুনে আনন্দে পূর্ণ হয়েছিল, ভিতর ভিতর সে উদ্বিগ্ন হয়েছিল এই ভেবে, কিভাবে পূর্ণিমা তার বাবা মাকে এই খবর জানাবে। প্রায় তিন সপ্তাহ পর, এক উজ্জ্বল রবিবারে, পূর্ণিমা বাপ্তাইজিত হয়েছিল। সে জল থেকে এক দৃঢ় বিশ্বাসের অনুভূতি নিয়ে বের হয়েছিল। "মায়া আমি জানি আমি কি করব। আমি এই সংবাদ বাবা ও মাকে দিব। আমি এটি আর লুকিয়ে রাখতে পারি না। আমি চাই এখন প্রত্যেকে জানুক-আমি খ্রীষ্টের জন্য জীবিত এবং লোকে কি বলবে বা করবে-আমার কিছু যায় আসে না।"

"কিন্তু পূর্ণিমা, তুমি এত ছোট, তোমার বয়স মাত্র বার বৎসর এবং তুমি জান, তারা কি করবে। তুমি কি সত্যিকারে তার জন্য প্রস্তুত? আর সিভাল ছিল বলে আমার জন্য কিছু সোজা ছিল ঘর ছাড়া। সম্ভবত এখন তুমি অপেক্ষা কর তাদের সংবাদটা দিতে-এবং প্রার্থনা কর"।

পূর্ণিমা অবিচল ছিল। "মায়া আমি সেটা করতে পারি না"। এখন আমি সব কিছু বুঝি, যা আমি শুনেছিলাম, সব কিছু, যা তুমি বাইবেল থেকে আমাকে বলেছিলে। আমি পূর্বে কখনও এইভাবে অনুভব করিনি এবং অমি জানি এটা সত্য, যা তুমি বলেছিলে। আমি কিভাবে এটা নিজের মধ্যে লুকিয়ে রাখতে পারি এবং বাবা ও মাকে না বলে? তোমারাতো আছ পাশেই।

এই মন্তব্যে মায়া গলে গিয়েছিল এবং তার বোনকে আলিঙ্গন করেছিল। "নিশ্চয় তুমি সব সময় আমার আছ (আমাকে পাবে)। তুমি কি চাও আমি তোমার সঙ্গে যাই?"

"না", পূর্ণিমা উত্তর দিয়েছিল। "তোমার জন্য গ্রামে আসা খুব বিপদপূর্ণ। চিন্তা করো না। আমি ঠিক থাকব।"

মায়া একটা মিশ্র অনুভূতি নিয়ে লক্ষ্য করছিল, যখন তার ছোট বোন বাড়ির দিকে দৌড়ে যাচ্ছিল। সে বালিকার দুঃসাহস বিশ্বাস করতে পারে নি এবং যদিও সে তার বাবা মার প্রতিক্রিয়া কি হবে ভেবে ভয় পেয়েছিল, তবু সে প্রচন্ড গর্ববোধ করেছিল পূর্ণিমার জন্য, তার সাহসিকতার জন্য। সম্ভবত ঈশ্বর তার জন্য বিশেষ পরিকল্পনা রেখেছেন, সে গভীরভাবে চিন্তা করেছিল।

পূর্ণিমাঃ একটা কারাবদ্ধ শিশু, একটি মুক্ত আত্মা

তার বার বৎসরের নিষ্পাপ পূর্ণিমা, সাধারণভাবে বাড়ি এসেছিল এবং বোকার মত গুপ্ত বিষয় বলেছিল। "মা আমি একজন খ্রীষ্টিয়ান"। তার মা সেই কথায় জমে গিয়েছিল।

"নিশ্চয় তুমি ঠাট্টা করছ"। মা উৎকণ্ঠিত হয়ে বলেছিল। তুমি খ্রীষ্টিয়ান হবার জন্য খুবই ছোট। আরও, আমি তোমাকে বলেছিলাম, আমি আরেকটি মেয়ে হারাতে চাই না।"

কিন্তু পূর্ণিমা তার সিদ্ধান্তের নিশ্চয়তা দিয়েছিল। "মা আমি মায়ার মত তোমাকে ছেড়ে যেতে চাই না। আমি থাকতে চাই। কিন্তু আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি একজন খ্রীষ্টিয়ান হতে এবং কিছুই আমার মনকে বদলাতে পারবেনা।"

সেই সন্ধ্যাবেলায় তাকে জোর করে বার করে দেওয়া হয়েছিল। যখন সে তার সামান্য জিনিস নিয়ে অচেনা পথে মায়ার বাড়ির দিকে যাচ্ছিল, পিছনে সে শুনেছিল তার মায়ের কান্না। সে জানত তার মা দুই মেয়েকে ভালবাসে, কিন্তু তার বাবা মা ভয় করেছিল গ্রাম তাদের কি করবে। আগে পূর্ণিমাও ভয় পেয়েছিল। কিন্তু যখন সে অন্ধকারে হাঁটছিল, সে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সে আর ভয় করবেনা।

তারপর থেকে সে মায়া ও সিভালের সঙ্গে থাকছিল এবং যখন সে তার দিদির পরিবারে থাকা উপভোগ করছিল, সেখানকার অবস্থা ব্যহত (রুদ্ধ) হচ্ছিল এবং বেঁচে থাকার জন্য তাদের সংগ্রাম করতে হচ্ছিল। তারপর ১৯৯২ সালের বড়দিনের দিন গ্রেফতার আরম্ভ হয়েছিল পূর্ণিমার খ্রীষ্টিয়ান হওয়ার ঠিক এক বৎসর পর।

সেই এলাকায় যখন খ্রীষ্টিয়ানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছিল, গ্রামের পুলিশের ভয় বাড়ছিল এবং বিশ্বাসীদের উপর চাপ সৃষ্টির করার জন্য এগিয়ে এসেছিল (বাড়াচ্ছিল)। খ্রীষ্টিয়ানগণ ১০টি জেরা (জিজ্ঞাসাবাদ) সহ্য করে ১০ সপ্তাহে এবং প্রতিবার কর্তৃপক্ষগণ চেষ্টা করেছিল তাদের প্ররোচিত করতে অথবা বাধ্য করতে খ্রীষ্টকে অস্বীকার করতে এবং মূল বৌদ্ধ ধর্মে ফিরে যেতে। মানুষদের চড় মারা হয়েছিল এবং তারা প্রহৃত হয়েছিল, তাদের কয়েকজনকে এক সপ্তাহের জন্য একটি বড় আটক রাখার জায়গায় ধরে রাখা হয়েছিল, যেখানে তাদের আরও বেশী করে প্রহার হচ্ছিল। আটক স্ত্রীলোকদের অপমানিত করা হয়েছিল এবং বেশ্যা বলে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। এতে সাড়া দিয়ে তার দলের কয়েকজন খ্রীষ্টকে অস্বীকার করতে রাজী হয়েছিল কিন্তু ছোট পূর্ণিমা আরও বেশী শক্ত হয়েছিল।

এখন পূর্ণিমার কাছে তার দিদি মায়া তার ভগ্নীপতি সিভাল এবং নিকটস্থ গ্রামের বন্ধুরা যাদের সঙ্গে নিয়মিত সহভাগিতা চলছিল, কর্তৃপক্ষের শেষ নির্দেশ হৃদয় বিদারক-"ভুটান ছাড়"।

তুমি কিভাবে এত সাহসী হতে পার

মাঠের মধ্যদিয়ে যেতে যেতে পূর্ণিমা দেখেছিল তার বাবা মার ঘরের জানলা দিয়ে আলো জ্বলছে-যা তার ঘরছিল। সে চিন্তা করেছিল-তার মাকে সে কি বলবে। সে মনে করছিল, মা তাকে ঘরে ঢুকতে দেবে কিনা। তারা কথা বলেনি এবং পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ হয়নি, সেই রাত থেকে, যখন পূর্ণিমাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। এখন জোরকরে ভুটান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছিল, সে আবার মনে করেছিল যে তার মায়ের সঙ্গে আর কখনও দেখা হবে কিনা।

যখন সে চুপি চুপি সামনের দরজার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, সে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সে সাধারণভাবে প্রবেশ করবে। "মা? মা আমি"।

"পূর্ণিমা"। তার মা তাকে শক্তভাবে আঁকড়িয়ে ধরেছিল। "দয়া করে বল, তুমি বাড়িতে এসেছ থাকার জন্য। দয়া করে বল তুমি আর খ্রীষ্টিয়ান না।" পূর্ণিমা কয়েক মিনিট চুপ করেছিল। সে বুঝতে পেরেছিল তার মা কত দুঃখী, এর মধ্যে চোখ থেকে জল পড়ছিল। সে মায়ের দুঃখের আর কারণ হতে চায়নি। কিন্তু তাকে বলতে হয়েছিল, "মা আমাকে ভুটান ছেড়ে যেতে হবে। পুলিশ আর আমাকে এখানে বাস করতে দিতে চাচ্ছে না। আমি দুঃখিত।"

তার মা তার ছোট মেয়ের দিকে তাকিয়ে ছিল এবং তার সাহসিকতায় হিংসা করেছিল। কিন্তু সে তখন এত ছোট, এত নিষ্পাপ। "পূর্ণিমা তোমার এখনও ১৪ বৎসর হয় নি। তুমি কিভাবে এত সাহসী? কিভাবে তোমার দেশকে পরিত্যাগ করবে"?

পূর্ণিমা তার মায়ের সঙ্গে কাঁদছিল। "মা, আমি আমার দেশকে পরিত্যাগ করেছি" না "দেশ আমাকে ত্যাগ করছে।" সে জানত, তার মা তাকে কত ভালবাসে এবং সে জানত সে (মা) কখনও চায়নি তাকে বাড়ি থেকে জোর পূর্বক তাড়িয়ে দিতে। কিন্তু সকলে এত ভয় পেয়েছিল। খ্রীষ্টিয়ানদের থেকে ভয়, বড় দিনের থেকে ভয়, খীষ্ট থেকে ভয়। পূর্ণিমার কিছু করার ছিল না, কিন্তু সে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল, তাদের এত তবিত করেছে।

"এই যে এটা নাও, পূর্ণিমার বাবা ছোট এক তাড়া নোট (টাকা) দিয়েছিল"। "খুব সাবধানে থাকো"। তার মেয়ের অশ্রুসিক্ত চোখের দিকে তাকিয়েছিল, খুব তাড়াতাড়ি আলিঙ্গণ করেছিল এবং কামরা ছেড়ে চলে গিয়েছিল।

পূর্ণিমা তার মায়ের সঙ্গে আরও কয়েক মিনিট ছিল, তার প্রিয় মুখ মণ্ডল মনে করার চেষ্টা করছিল, তার গলার স্বর, তার চোখ কিভাবে চক্‌চক্ করে, যখন সে হাসে। তার মা

খুব সুন্দরী ছিল এবং সে জানত না আবার কখন, অথবা আর কখনও দেখা হবে কিনা। আরেকটি শেষ আলিঙ্গন, তারপর পূর্ণিমা শেষ বারের মত ক্ষেতের মধ্যে অদৃশ্য হয়েছিল।

পরদিন সকালে তার সহভাগিতার আরও আট জন খ্রীষ্টিয়ানের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল যাদের ভুটান থেকে জোর করে বের করে দেওয়া হয়েছিল। তাদের গ্রাম পূর্থা থেকে ভারতের সীমা পর্যন্ত যাবার জন্য গর্ভমেন্ট একটা বাস দিয়েছিল। সেখান থেকে তারা নিজেদের ব্যবস্থা করবে।

"কে আমাদের পরিচালনা করবে"? তাদের মধ্যে তারা আলোচনা করছিল, তাদের উদ্বিগ্নতা থেকে মুক্ত হবার জন্য। তাদের মধ্যে কেউ চারিপাশের সমাজের ঝুকিপূর্ণ খবর নেয়নি এবং তারা যেখানে যাচ্ছে সেই জায়গা সম্বন্ধে তাদের কারও ধারণা ছিলনা।

সীমানা অতিক্রম করে অল্প দূরত্বে বাসটা থেমে গিয়েছিল এবং নয় জন শরণার্থী নেমেছিল। তারা বাসের ধোঁয়ার দিকে লক্ষ্য করছিল, যখন বাসটা ঘুরে অদৃশ্য হয়েছিল। এটি (বাস) ছিল ভুটানের সঙ্গে শেষ সম্পর্ক এবং এটি চলে গিয়েছিল। তাদের বলা হয়েছিল, সেই রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ভারতের পাহাড়ের মধ্য দিয়ে নেপালে যেতে।

স্বপ্ন দিয়ে তাড়িত

খ্রীষ্টিয়ানগণ পাঁয়ে হেঁটে তিন দিন ভ্রমণ করেছিল এতে কোন অসুবিধা হয়নি, কিন্তু পর্বতের গিরিখাত অতিক্রম করার জন্য তারা ভীষণভাবে ক্লান্ত হয়েছিল। রাস্তার ধারে একটা খুব বড় গাছের কাছে এসে, যোহন যে তাদের বেসরকারী নেতা হয়েছিল, পরামর্শ দিয়েছিল সেই গাছের তলায় এক দিনের জন্য বিশ্রাম নিতে-তাদের শক্তি ফিরে পাবার জন্য। কোন তাড়াতাড়ি ছিল না, কিন্তু তাদের সঙ্কটের বাস্তবতা শুরু হয়েছিল এবং পূর্ণিমা খুবই ভয় পেয়েছিল। সে অন্যদের জানতে দিতে চায়নি, কিন্তু ঘুমাবার সময় সে নিজে নিজে কাঁদছিল এবং তার গ্রাম ছাড়ার পর থেকে প্রতি রাতে তার মায়ের স্বপ্ন দেখত', যা তার ঘুম কেড়ে নিয়েছিল। এই রাত কোন পার্থক্য হবে না.....।

মার্চ ৮, পূর্ণিমার জন্মদিন। পূর্ণিমা মায়ের গা ঘেঁষে আরাম করে বসেছিল পরিস্কার রাতে উপরের দিকে তাকিয়ে। পূর্ণিমা মায়ের সঙ্গে "আকাশের তারার দিকে তাকিয়ে থাকতে ভালবাসত, তাদের কাল্পনিক রূপ (রেখা) দেখিয়ে। ছোট মেয়ে বলে পূর্ণিমা তার

মায়ের সঙ্গে বেশী সময় কাটাতে পারত এবং তার চেয়ে বেশী নির্ভর হতো না, যখন তারা একসঙ্গে থাকত।"

তার মা ঠাট্টা করে বলেছিল, "জন্মদিনের মেয়ে, তুমি কি করতে যাচ্ছ, যখন তোমরা সকলে বড় হচ্ছ?"

তুমি বড় হয়েছ? তুমি কি মনে কর, বড় হওয়া? আমার এখন মাত্র ১৪ বৎসর বয়স। "পূর্ণিমা ফিক্ ফিক্ হেসে বলত। সে তার যুবতীর মত উচ্ছ্বাস এবং বয়স্ক হবার আর্বিভূত দায়িত্বের মধ্যে প্রায়ই একটা ফাক অনুভব করত, কিন্তু আজকে সে তার মায়ের ছোট মেয়ে মাত্র।

পূর্ণিমার আনন্দ ক্ষণস্থায়ী ছিল, হঠাৎ শেষ হয়েছিল যখন সে আবিস্কার করেছিল, চার জন অফিসার ক্ষেতের মধ্য দিয়ে তাদের দিকে আসছে। তারা ভয় পেয়েছিল, এটা বুঝে যে মানুষরা তার জন্য আসছে। উৎসুকভাবে তার মা মনে হয় লক্ষ্য করেনি।

পূর্ণিমা পালিয়ে যাবার আগেই, চার জন অফিসার তাকে ঘিরে ধরেছিল। তাদের একজন তাকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরেছিল, তার লম্বা আঙ্গুলগুলি তার বাহুতে এত শক্তভাবে ঢুকিয়েছিল, যে হাত টনটন (শিরশির) করে উঠেছিল, চেপে থাকা রক্তের প্রবাহ থেকে। সে অনুনয় বিনয় করেছিল, "আমাকে যেতে দাও! তুমি আমাকে কষ্ট দিচ্ছ।"

কোন উত্তর ছিল না। আস্তে আস্তে পূর্ণিমাকে তার মায়ের কাছ থেকে এবং বাড়ি থেকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। মনে হচ্ছিল দূরে কোথাও।

"মা! মা!" পূর্ণিমার স্বর ঘরে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। "দয়া করে সাহায্য কর! দয়া করে তাদের থামাও।" কিন্তু কোন ফল হয় নি। তার মা, চুপ করে চেয়ারে বসেছিল, যেন কোন কিছু ঘটছে না.....।

পূর্ণিমা জেগে উঠেছিল একটা কর্কশ ধাক্কায়, একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস যখন তার মন আস্তে আস্তে বাস্তবে ফিরে এসেছিল। সে নোনা স্বাদ নিতে পেরেছিল, যা চোখের জল তার মুখের চারিদিকে শুকিয়ে গিয়েছে। সে আশ্চর্য হয়েছিল-সে যদি সব সময় এইরূপ একাকী অনুভূতিতে অভ্যস্থ হয়।

এটি ঘন অন্ধকার, কেবলমাত্র রূপালী চাঁদের অংশ দেখা যাচ্ছিল, যা অপষ্ট আলো ছড়াচ্ছিল, তার উপরের গাছের বড় ডালে। যখন তার শরীর কাঁপতে আরম্ভ করেছিল, সে তার হালকা জ্যাকেট তার কাঁধের চারিদিকে টেনেছিল। তার স্যুয়েটার গোছা (আঁটি) বেঁধে

যা বালিশ হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছিল। পূর্ণিমার চোখ অন্ধকারের মধ্যে উঁকি দিয়েছিল। সে খুব আশ্চর্য হয়েছিল, রাতের নিস্তব্ধতা কত ভীতিপ্রদ হতে পারে।

এটি কি সত্যি আমার জন্মদিন? সে নিজে নিজে ভেবেছিল। পূর্ণিমা সেটা মাসের কোন দিন তা আনুমান করতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু কোন ফল হয় নি। গত কয়েক সপ্তাহের ঘটনাগুলি এত দ্রুত ঘটেছিল, যাতে সে কোন দিন ঠিক করতে পারছিল না। এটির এখন কোন গুরুত্ব নাই।

সে চিন্তা করছিল কিভাবে সে দিন, সপ্তাহ এবং বৎসর ব্যাপী কিভাবে বেঁচে থাকছে। এসব জেনে নিশ্চয় তাকে ভীষণ ভাবে ঘর মুখো করেছিল। যখন সে ঘুমাতে গিয়েছিল, পূর্ণিমা তার মায়ের সুন্দর মুখ এবং তার মায়ের স্পর্শের উষ্মতা মনে করছিল।

কালশিরা, রক্তপাত.....ভাঙ্গা

"উঠ! উঠ! এবং তোমাদের টাকা দাও, আমরা তোমাদের থাকতে দিব।" পূর্ণিমা একটা অচেনা জোরে শব্দে এবং তার পাশে ভারী বুটের স্বজোরে আঘাতে প্রচন্ডভাবে জেগে উঠেছিল। "আমি বলেছিলাম, উঠ"।

তার শরীরে কাটার ব্যথা ছড়িয়ে পড়েছিল যখন অচেনা আক্রমণকারী তাকে আবার লাথি মেরেছিল। সে বলতে পারে নি কয়জন মানুষ তাদের আক্রমণ করেছিল কিন্তু ডাকাত দলে কয়েকজন ছিল। তার ছোট দল কোনরূপ প্রতিরোধ করতে পারেনি।

তার ভ্রমণকারী সাথীদের স্পষ্ট কান্না তাকে বলেছিল যে তারাও চোরদের কঠিন আঘাতের সম্মুখীন হয়েছে। পূর্ণিমা নিজেকে আড়াল করতে চেয়েছিল যখন তাকে বার বার লাথি এবং প্রহার করা হচ্ছিল। অবশ্য ভয় তার শরীরকে ধরে রেখেছিল, কিন্তু হঠাৎ বাইবেলের একটি পদ তার মনকে প্লাবিত করেছিল-যে মনে করেছিল এটি মথি লিখিত সুসমাচার থেকে- "তাদের ভয় কর না যারা শরীরকে বধ করে" (মথি ১০ঃ ২৮ পদ)।

শরীরকে হত্যা কর, সে নিজে নিজে পুনরায় উচ্চারণ করেছিল এটি প্রার্থনা করে, যে এটি (মৃত্যু) যেন তার তাৎক্ষণিক ভাগ্য না হয়। তার মন পাল্লাদিয়ে চলছিল যখন সে মনে করেছিল নোটের তাড়ার (টাকা) কথা যা তার বাবা দিয়েছিল। যখন হামলাকারীগণ অস্থায়ী ক্যাম্পের মধ্যে ছুটাছুটি করছিল এবং তাদের সামান্য সম্পত্তি লুট করছিল, পূর্ণিমা সংগ্রাম করছিল টাকা আঁকড়ে ধরতে যা তার কাছে ছিল, তার মধ্যে লুকান ছিল, চোরেরা সেটা

আবিষ্কার করার পূর্বে। সে হাত দিয়ে সেটা অনুভব করার চেষ্টা করছিল-ঠিক তার পূর্বে সে আরেকটি কষ্টদায়ক আঘাত তার পিঠে পড়েছিল, তার বাতাস বের হয়েছিল। সে ঈশ্বরের কাছে কেঁদেছিল এবং তার হাত এনেছিল তাকে রক্ষা করার জন্য এবং গড়িয়ে যেতে চেষ্টা করেছিল, যেন গড়িয়ে পড়ে নিষ্ঠুর বুট থেকে যা তার দেহকে ক্ষতবিক্ষত করছিল তা থেকে রক্ষা পেতে পারে।

অপরাধী লোকগণ যখন ক্লান্ত শরণার্থীদের যথেষ্ট ভীতি প্রদর্শন করে তাদের যথাসর্বদা বাজেয়াপ্ত করার পর, ডাকাতরা চার জন খ্রীষ্টিয়ানকে, পূর্ণিমাসহ, লাইনে দাঁড় করিয়েছিল। শরণার্থীদের মধ্যে কেউ সাহস করেনি একটা কথা বলতে যখন তারা আক্রমণকারীদের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল। তারা প্রায় ১২ জন ছিল, প্রত্যেকের একটি মুখোস ছিল মুখের চারিদিকে বাঁধা। পূর্ণিমা তার পাশে যারা দাঁড়িয়েছিল, তাদের লক্ষ্য করছিল। প্রত্যেকে ভয়ে জমে বরফ হয়েছিল। সে জানত তাদেরকে সেখানে গুলি করে মারা চোরদের কাছে কোন ব্যাপার না।

"তোমরা এটি পুলিশকে বলবে না" তাদের একজন যখন তাদের হুঁশিয়ার করে দিয়েছিল এবং সে নির্ভয়ে একটি পিস্তল তাদের সম্মুখে ঘুরাচ্ছিল। "তোমরা যদি কর, আমরা ফিরে আসব এবং তোমাদের মেরে ফেলব"। তার আঙ্গুল ট্রিগারের উপর ছিল এবং সে তার পিস্তল তাদের প্রত্যেকের মুখের দিকে তাক করে তার কথাকে আরও শক্তিশালী করল। পূর্ণিমা তার চোখ বন্ধ করেছিল এবং আশ্চর্য হয়েছিল এই ভেবে যে যদি পিস্তলের শব্দ হয়। যখন যে চোখ দুটি খুলেছিল-তখন চোরেরা চলে গিয়েছে।

আহত লোকেরা সকলে ঘনিষ্টভাবে একত্রিত হয়েছিল এবং ক্ষতির পরিমান জরীপ করছিল। যদিও তারা ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ ছিল তাদের জীবন রক্ষা করার জন্য, সকলের শরীরে কালশিরা পড়েছিল এবং রক্ত ঝরছিল এবং প্রত্যেকে শীঘ্র বুঝেছিল তাদের কিছুই নাই। চোরেরা সবকিছু নিয়ে গিয়েছে, এমনকি তাদের বাড়তি কাপড়। তাদের কেউ কল্পনা করতে পারে নি যে নেপালে যাওয়ার পথি মধ্যে এরূপ বিপদ লুকিয়ে আছে।

পরের দিন সকালে যোহন হাত নেড়ে একটা বড় ফার্ম-ট্রাক থামিয়ে ছিল যেটা বাড়ীর তৈরী কাঠের বাক্স ছিল এবং পিছনে মরচে ধরা গাড়ী ছিল কারণ সে জেনেছিল যে ট্রাকটি নেপালে যাচ্ছে, সে (যোহন) ড্রাইভারকে অনুরোধ করেছিল, যখন তারা সকলে তাড়াতাড়ি তাকে ঘিরে ধরেছিল। "তুমি কি অনুগ্রহ করে আমাদের তোমার সঙ্গে নিয়ে যাবে? আমরা এখানে থাকতে পারি না। এটি খুব বিপদজনক জায়গা।"

"তোমাদের কোন টাকা আছে?" বয়স্ক ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করেছিল, যখন সে গাড়ী থেকে বের হয়ে এসেছিল-তার সুযোগের হিসাব করেছিল-কিছু বাড়তি ডলার উপার্জন করতে।

পূর্ণিমাঃ একটা কারাবদ্ধ শিশু, একটি মুক্ত আত্মা

যোহন ব্যাখ্যা দিয়েছিল কিভাবে গত রাতে লুণ্ঠিত হয়েছিল এবং পারত পক্ষে তাদের যা ছিল সব হারিয়েছে। "অনুগ্রহ করে" সে বলেছিল, "আমাদের কয়েকজন, এত মার খেয়েছে যে মারার জন্য প্রায় হাঁটতে পারছে না।" কিন্তু এমনকি সে তাদের ক্ষত দেখেও-ট্রাকের ড্রাইভার তাদের গাড়ীতে চড়তে দেয়নি। সে তখনও লাভের কথা ভাবছিল।

যোহন এবং অন্যান্যরা হতাশায়, গাড়ী চড়ার সুযোগ হারিয়ে ফিরে এসেছিল, যখন পূর্ণিমা কথা বলেছিল, "আমার কিছু টাকা আছে।" অন্যেরা তার দিকে আশ্চর্যভাবে তাকিয়েছিল, বিস্মিত হয়ে, কিভাবে টাকা থাকা সম্ভব হতে পারে-তাদের প্রতি যা ঘটেছে তাতে। চোরেরা খুব ভালভাবে খুঁজেছিল।

"আমাকে বলতে দেও, আমি সাবধানে লুকিয়ে ছিলাম। "পূর্ণিমা বলেছিল, হেসেছিল, যখন সে ড্রাইভারকে টাকা দিয়েছিল। নয় জন শরণার্থীর সবচেয়ে ছোটজন তাদের কাছে "হিরো" হয়েছিল, যখন তারা সকলে তাকে জড়িয়ে ধরেছিল এক ট্রাকের পিছনে স্তুপাকৃতী ভাবে জমা হয়েছিল এটা শেষবারের মত না, যখন পূর্ণিমার সাহসীও বদান্য ব্যবহার প্রয়োজন হয়েছিল।

বিকালের সূর্য, খ্রীষ্টিয়ানদের ছোট দলকে সতেজ করেছিল এবং সাহায্য করেছিল স্যাঁত স্যাঁতে ঠান্ডা জমিতে ঘুমাবার থেকে অনন্ত ঠান্ডাকে যুদ্ধ করতে এবং যখন সকলের সুযোগ হয়েছিল ঘুমাবার, পূর্ণিমা আবার তার মায়ের কথা চিন্তা করেছিল এবং প্রথম বারের মত, যে প্রশ্ন করতে আরম্ভ করেছিল সে ঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে কিনা। সম্ভবত সে তার বিশ্বাস গোপন রাখা উচিত ছিল। মায়া যেমন একবার পরমর্শ দিয়েছিল। সে তার বাইবেল খুলেছিল, যেটা সিভাল তার বাপ্তিস্মের পর তাকে দিয়েছিল এবং এই মনে করে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে চাইল যে চোরেরা এটা পেতে পারেনি।

পাতা উল্টে, পূর্ণিমার তাড়াতাড়ি তার প্রিয় অংশ পেয়েছিল। সে সেটা একশ বার পড়েছিল এবং চিহ্ন দিয়েছিল, যেন সেগুলি সহজে পেতে পারে। মায়ার সঙ্গে আগের সাক্ষাতের পর থেকে, যে মুগ্ধ হয়েছিল বাইবেলের অভিযানমূলক গল্প থেকে, সে চিন্তা করছিল মরিয়ম ও যোসেফ মিশরে পালান, কিভাবে দায়ুদ শৌলের কাছ থেকে পালায় এবং সে মনে করছিল তার প্রিয় বাইবেল চরিত্র, মোশি, যে মিশর থেকে পালিয়েছিল। এইসব গল্প পূর্ণিমাকে ইন্ধন যুগিয়েছিল সাহসের সাথে আরেকটি দিনের সম্মুখীন হতে। তার বাইবেল আঁকড়ে ধরে সে জেনেছিল সে একটা ভাল দলে আছে।

পূর্ণমিলিত শরণার্থীগণ

যখন সন্ধ্যা হয়েছিল, ড্রাইভার পরিশেষে ভারতীয় শহর আসাম এ থেমেছিল এবং যাত্রীদের বলেছিল তার গাড়ীতে তেল নেওয়া প্রয়োজন এবং কিছু জিনিস পত্র নিতে হবে। তাদের আবার যাত্রার পূর্বে তাদের হাতে কয়েক ঘন্টা সময় আছে, সে বলেছিল। তাদের পা টান করা সুযোগ নিয়ে যা তাদের বেশী প্রয়োজন ছিল, পূর্ণিমা এবং অন্য সকলে শহরের মধ্যে হাঁটা শুরু করেছিল, ক্রমে ক্রমে স্থানীয় পালকের সঙ্গে দেখা করেছিল।

পালক মূলত ভুটান থেকে এসেছিল এবং সে আশ্চর্য হয়েছিল তাদের গল্প শুনে এবং তাদের ইচ্ছা জেনে যে, সব কিছু পিছনে ফেলে তাদের খ্রীষ্টকে অনুসরণ করা। তিনি (পালক) বিশেষভাবে ছোট পূর্ণিমার দিকে দৃষ্টি দিয়েছিল। তিনি জনকে সড়িয়ে নিয়ে তাকে (জনকে) জিজ্ঞাসা করেছিল তার (পূর্ণিমার) বয়স কত।

জন উত্তর দিয়েছিল, আমি ঠিক জানি না-হয় ১৩ অথবা ১৪।

পাষ্টর জিজ্ঞাসা করেছিল, "সে কি তার পরিবারের কারও সঙ্গে এসেছ"?

"না। তার বোনের পরিবারও নেপালে যাচ্ছে, কিন্তু তারা আমাদের আগে রওনা দিয়েছিল। আমরা জানিনা তারা কোথায় আছে।"

পালক ছোট পূর্ণিমার জন্য দুঃখ না করে থাকতে পারছিল না। সে জনকে জিজ্ঞাসা করেছিল, সেকি পূর্ণিমাকে নিমন্ত্রণ দিবে তার পরিবারের সঙ্গে থাকার জন্য। জন রাজী হয়েছিল, এটি খুবভাল চিন্তা। সে তার জন্য ও চিন্তিত ছিল। সে পালককে- উৎসাহিত করেছিল, পূর্ণিমাকে সোজাসুজি নিমন্ত্রণ দিতে।

পূর্ণিমা রাজী হয়েছিল পালক ও তার স্ত্রীর সঙ্গে যেতে। সেই পরিবারের অংশ গ্রহণ করাতে সে উজ্জীবিত হয়েছিল। কিন্তু এটা তার পরিবার না এবং সে ক্রমাগত প্রার্থনা করেছিল মায়ার সঙ্গে পূর্ণমিলিত হতে। সে জানত না এটি কিভাবে সম্ভব হবে, শুধু প্রার্থনা করছিল, এটি হবে।

তিন মাস যাবার পর পালক পূর্ণিমাকে নিমন্ত্রণ করেছিল, একটি খ্রীষ্টিয়ান সভাতে তাদের সঙ্গে যোগ দিতে, যেখানে তারা যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল এবং আসনের বাইরে এটি অনুষ্ঠিত হবে। সে আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করেছিল, এটা না জেনেই যে তার দিদির স্বামী সেভালও তাতে যোগ দিবে।

পূর্ণিমাঃ একটা কারাবদ্ধ শিশু, একটি মুক্ত আত্মা

সে রোমাঞ্চিত (শিহরিত) সিভালকে আবার দেখে এবং তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তার (সিভাল) সঙ্গে নেপালে যাবে। এই সিদ্ধান্ত পালক এবং তার স্ত্রীকে ব্যথিত করেছিল। পালক জিজ্ঞাসা করেছিল, "পূর্ণিমা, তুমি কি নিশ্চিত যে তুমি যাবে"? তুমি কি জান, নেপালে তোমার অনেক অসুবিধা হবে"? তোমাকে জোর করে শরণার্থী শিবিরে রাখা হবে"।

পূর্ণিমা তার শান্ত যুক্তি শুনেছিল, এটা জেনে যে পালক ঠিক কথা বলছেন। পালক এবং তার স্ত্রী তার সঙ্গে নিজের মেয়ের মত ব্যবহার করেছিল এবং তাদের ছেড়ে যাওয়া খুব শক্ত ছিল। কিন্তু সে মন স্থির করেছিল। "হ্যাঁ, আমি নিশ্চিত", সে উত্তর দিয়েছিল। "আমি আমার পরিবারের সঙ্গে থাকতে চাই। আমি আপনার সব দয়া সঠিক মূল্যায়ণ করি, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, এটি আমার জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা।"

একদিন শেষ মেঘযুক্ত সন্ধ্যায়, পূর্ণিমা ও সিভাল শরণার্থী শিবিরে উপস্থিত হয়েছিল, যেটা নেপালের উত্তর সীমানায় ছিল, তাই সে তৎক্ষণাৎ বিশদভাবে তার নতুন বাড়ির কিছুই দেখতে পারে নি। সেই মুহূর্তে যা গুরুত্বপূর্ণ ছিল, মায়ার সঙ্গে তার দেখা হওয়া। দুইবোন পরস্পর জড়িয়ে ধরে আনন্দের চিৎকার দিয়েছিল। পরে পূর্ণিমা তাড়াতাড়ি বাঁশের মাদুরের উপর ঘুমিয়ে গিয়েছিল।

"পূর্ণিমা জেগে উঠ"। ছোট্ট ইষ্টের পূর্ণিমার মাথার চারিদিকে দৌড়াচ্ছিল, হাততালি দিচ্ছিল ও হাসছিল, সেই ভীষণ ভীড়ের কুটিরে। যখন পূর্ণিমা তার চোখ খুলেছিল, প্রথম জিনিস সে লক্ষ্য করেছিল, সরু বাঁশের ফ্রেম মোটা প্লাস্টিক দিয়ে আবৃত-তাদের কুঁড়ে ঘরের ছাদ। যখন সে উঠে বসেছিল, সে যা শুনেছিল, ঠিক বাইরে, কুঁড়ে ঘরের প্রবেশ পথে শতশত লোকের চলাফেরার শব্দ। তাড়াতাড়ি ক্যাম্পের ঘন বসতির অবস্থা এবং হাজার হাজার পরিবারের চরম দারিদ্র্যের অবস্থা, যারা সেখানে বাস করছিল, সেটা পূর্ণিমার কাছে প্রতীয়মাণ হয়েছিল। সে ক্যাম্প দেখেছিল তত বেশী সে হতাশ হয়ে পড়ছিল।

মায়া খুশী হয়েছিল তার বোনের সঙ্গে আবার একত্রিত হবার জন্য এবং পূর্ণিমাকে আত্মিকভাবে উৎসাহিত করার চেষ্টা করেছিল। "পূর্ণিমা শুন", সে তার ছোট বোনকে বলেছিল। আমি জানি এই স্থান দূর্গন্ধযুক্ত, কিন্তু ঈশ্বরের হাত সর্বদা আমাদের উপরে আছে, আমরা যেখানেই থাকিনা কেন। এখানে করার জন্য তিনি নিশ্চয় কাজ দিয়েছেন। "এটা মনে কর", এখানে সব লোক কখনও খ্রীষ্টের কথাও শুনেনি এবং তুমি জান লোকেরা কিভাবে তোমার প্রতি আর্কষিত হয়। (তামাকে টানে)-তারা শুনে, যখন তুমি তাদের ঈশ্বরের কথা বল-হয়ত এই কারণে, তারা অভ্যস্ত নয় তোমার মত একজন যুবতী এবং সুন্দরী প্রচারককে দেখতে" পূর্ণিমা।

লজ্জিত হয়ে পূর্ণিমার মুখমণ্ডল লালাভ হয়েছিল এবং হেসে বলেছিল "আমি সেটা মনে করি কিন্তু তুমি কি মনে কর, কতদিন আমাকে এখানে থাকতে হবে? এটা বাস্তবিক, এটাকি ঈশ্বরের পরিকল্পনা যে আমরা আর কখনও বাড়ি ফিরে যাব না?"

মায়ার কোন উত্তর ছিল না, কিন্তু সে পূর্ণিমাকে কাছে টেনেছিল এবং শক্ত করে ধরেছিল। যে তার ছোট বোনের জন্য শক্তিশালী হতে চেয়েছিল। কিন্তু সত্য ছিল, সে প্রায় পূর্ণিমার মত একই বিষয় চিন্তা করে আশ্চর্য হয়েছিল।

যখন সপ্তাহগুলি, শেষ হচ্ছিল (অতিবাহিত হচ্ছিল), পূর্ণিমা, আস্তে আস্তে আবিস্কার করেছিল ক্যাম্প জীবনের করণীয় অকরণীয় কি। চেষ্টা করা এবং একটা বাইরে যাবার "পাশ" যোগাড় করে ক্যাম্প ছাড়ার চেষ্টা কর এবং আশে পাশের গ্রামগুলিতে যাও। কর্তৃপক্ষকে বল না যে তুমি সুসমাচার প্রচার এবং ট্রাক্ট বিলি করতে যাচ্ছ। ক্যাম্পের অন্যান্য খ্রীষ্টিয়ানদের সঙ্গে বড় সভা কর না, ছোট দলের সঙ্গে লেগে থাক এবং "ঘরের চার্চ সভায়"। ভাষা শিক্ষার ক্লাসে যোগ দিবার সুযোগ লও এবং এরূপ আরও শরণার্থী শিবিরের একটা কৃষ্টি আছে এবং একটা নিজস্ব জীবন আছে যা অন্য কিছু থেকে ভিন্ন, যা পূর্ণিমা আশা করেছিল।

সুসমাচার প্রচারের একটি তীব্র অনুরাগ (প্রবল অনুভূতি)

পূর্ণিমার জন্য ক্যাম্প জীবনের উচ্চ বিষয়, চার্চের ঐকান্তিক বৃদ্ধি, যা হাজার হাজার শরণার্থীর মধ্যে ঘটেছিল। খ্রীষ্টের পরিবারের নিরাপত্তা এবং নিকট বন্ধুত্ব যা গড়ে উঠছিল তা সে (পূর্ণিমা) উপভোগ করেছিল। অনেক সময় সে এবং তার বন্ধুরা, ছোট ছোট দলে চুপি চুপি বেড়িয়ে যেতে, না দেখা ভাবে, অন্যান্য প্রতিবেশী ক্যাম্পের ও গ্রামের খ্রীষ্টিয়ানদের সঙ্গে দেখা করতে, তারা এই সমস্ত সুবিধা নতুন ভাষা অভ্যাস করার জন্য ব্যবহার করত, প্রচার করার সময়। পূর্ণিমা খুব সন্তুষ্ট হত এই সব অভিযানের সময় যখন সে আবিস্কার করছিল তার বাজনার জন্য বিশেষ দান (ক্ষমতা) এবং অপরিত্রাণ প্রাপ্তদের জন্য তার অনুরাগ। সুসমাচার প্রচার করার জন্য তার অনুরাগকে বেঁধে, সে প্রায় ভুলে যেত ক্যাম্প জীবনের হতভাগ্য (দূর্গত) অবস্থা।

পূর্ণিমা এবং তার বন্ধুরা ক্যাম্পের বাইরে এই সব সুসমাচার প্রচার অভিযান চালিয়ে যাচ্ছিল, পরবর্তী বৎসর পর্যন্ত যখন তারা ধরা পড়েছিল। দলটি যাত্রা করেছিল আগষ্ট মাসের এক কর্মচঞ্চল রবিবারের খুব প্রত্যুষে হোনার জায়গায় উদ্দ্যেশে যা দুই ঘন্টার যাত্রা

ছিল। হোনা শরণার্থী শিবিরের কর্মচঞ্চল (আত্মিক) খ্রীষ্টিয়ানদের সম্বন্ধে শুনেছিল এবং তাদের একটি দলকে নিমন্ত্রণ করেছিল তার ঘরে সহভাগিতার জন্য এবং স্থানীয় বাজারে প্রচার করার জন্য। পূর্ণিমা এবং অন্যরা ইচ্ছাকৃতভাবে এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিল।

নিঃশব্দে, প্রতিদলে ২-৩ জন করে ১১ এরূপ দল চুপি চুপি শরণার্থী শিবির থেকে বার হয়েছিল এবং রাস্তার এক মাইল নীচে মিলিত হয়েছিল। বাইবেল, কিছু সুসমাচার ট্রাক্ট, একটা গিটার সাথে নিয়ে খ্রীষ্টিয়ানগণ উত্তেজিত হয়েছিল একটা নতুন গ্রামের লোকদের কাছে কাঙ্খিত (প্রত্যাশিত) প্রচার করে যারা কখনও সুসমাচার শুনেনি। কিন্তু তারা জানত তাদের খুব তাড়াতাড়ি অগ্রসর হতে হবে, যেন ক্যাম্পে রাত্রির আগেই ফিরে আসতে পারে।

তারা হোনায় দুপুরের মধ্যে পৌছেছিল এবং কয়েকঘন্টা সহভাগিতার পর, তারা বাজারে গিয়েছিল। তারা প্রায় প্রস্তুত হয়েছিল কয়েকটি গান করার জন্য যখন পূর্ণিমা এবং অন্যান্যরা পাঁচ জন পুলিশ অফিসারগণ গায়ে পড়ে আলাপ করেছিল। আমাদের সঙ্গে এস, তারা আদেশ দিয়েছিল। আর্শ্চয্যান্বিত দলের আর কোন পছন্দ ছিল না, অফিসারদের অনুসরণ করা ছাড়া এবং শীঘ্র উপস্থিত হলো একজন কঠিন চেহারার ক্যাপ্টেনের কাছে উপস্থিত হলো। "তোমরা কোথা থেকে এসেছ? ক্যাম্প থেকে আসার জন্য কে অনুমতি দিল? কে তোমাদের অনুমতি দিয়েছে নেপালে তোমাদের ধর্ম প্রচার করতে?"

তোমাদের এখানে কোন অধিকার নাই

সমস্ত দিন তারা সেঁতসেঁতে, অন্ধকার জেলের মধ্যে অপেক্ষা করেছিল যখন ক্যাপ্টেন প্রত্যেককে আলাদাভাবে প্রশ্ন করেছিল, প্রথমে পুরুষদের এবং পরে স্ত্রীলোকদের। পূর্ণিমা ক্লান্ত হচ্ছিল এবং মনে করছিল, এটা একটা ভূল বুঝাবুঝি এবং সিদ্ধান্ত নিয়েছিল অফিসারকে প্রতিদ্বন্দ্বীতায় আহব্বান করবে। "আমরা কোন দোষ করেনি। কেন আপনি আমাদের এখানে ধরে রেখেছেন? অনুগ্রহ করে আমাদের যেতে দিন। অন্ধকার হবার আগে আমাদের ক্যাম্পে ফিরে যেতে হবে।"

"না!" ক্যাপ্টেন চিৎকার করেছিল, "আজ রাতে, তোমরা আমাদের সঙ্গে থাকবে এবং আগামী কাল জেলা কমান্ডারের পক্ষ থেকে তোমাদের নিমন্ত্রণ আছে। পূর্ণিমা ভয়ে পিছিয়ে গিয়েছিল এই ভেবে যে ক্যাপ্টেন মনে হয় কত সন্তুষ্ট হয়েছে তাদের গ্রেফতার করে ও ধরে রেখে। সে এবং অন্য তিনজন স্ত্রীলোককে তালাবদ্ধ রাখা হয়েছিল একটা ছোট, কদর্য্য সেলে, যেখানে তারা জড়াজড়ি করেছিল এবং ব্যগ্রভাবে ঈশ্বরের কাছে কেঁদেছিল, সমস্ত

রাত ধরে তাঁর নিরাপত্তা চেয়ে প্রার্থনা করছিল। তারা জানত, নেপালে প্রচার করা বিপদজ্জনক, কিন্তু এত লোক যারা কখনও সুসমাচার শুনেনি এবং এত ব্যগ্রভাবে এটি গ্রহণ করেছিলেন, তাই এই পুরস্কার গ্রহণের জন্য মনে হচ্ছে ঝুঁকি নেওয়া মূল্যবান হবে।

পরদিন সকালে পুলিশ এগার জন খ্রীষ্টিয়ানদের আবার একত্রে জড়ো করেছিল। "তোমাদের যদি টাকা থাকে তবে লাঞ্চের জন্য কিছু কিনতে পার", একজন অফিসার তাদের বলেছিল। "এখন আমরা একটা লম্বা পথ হাঁটতে যাচ্ছি।"

পূর্ণিমা তার বন্ধুদের সঙ্গে একটা প্রশ্নসূচক দৃষ্টি বিনিময় করেছিল, কিন্তু সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বেশী চিন্তা করবে না। নিশ্চয় আজকে জেলা কমান্ডার অফিসে এটা ঠিক হয়ে যাবে।

সমস্ত দিন তারা জঙ্গলে অবসন্ন পা টেনে টেনে হেঁটেছিল, এগার জন খ্রীষ্টিয়ান এবং বন্দুক সমেত নয় জন পুলিশ। অস্ত্রের দিকে তাকিয়ে পূর্ণিমা চিন্তা করেছিল *মনে হচ্ছে আমাদের সৌন্দর্যটা যথেষ্ট বিপদজ্জনক*। তার পেশী শক্ত হয়েছিল-অমসৃন গিরি খাতের বিপরীতে বিদ্রোহ করে (চলে)। যেহেতু সে এবং অন্যদের কোন টাকা ছিল না, তাদের কোন খাবার ও জল ছিল না, যখন তারা একটা জলস্রোত পার হচ্ছিল তখন ছাড়া।

যখন অন্ধকার হয়েছিল, তখন তারা শেষে জেলা অফিসে পৌছে ছিল। পূর্ণিমা ক্লান্তিতে ঠান্ডা এবং ক্ষুধার্ত হয়ে শেষ হয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু তবু উৎসাহ অনুভব করেছিল যে ঈশ্বর তাদের সঙ্গে আছেন এবং নিশ্চিত ছিল যে তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে যাবে। কিন্তু তার আশা ধাক্কা খেয়েছিল যেই মাত্র প্রশ্ন আরম্ভ হয়েছিল। পাঁচ জন অফিসার আবছা অন্ধকারে জেরা করা কামরায় এক কাঠের টেবিলের পাশে বসেছিল এবং তারা একটা রাগের ঢেউ এর মত খ্রীষ্টিয়ানদের ঘেউ ঘেউ করে প্রশ্ন করেছিলঃ "তোমাদের ঝাপা বাজারে, কে প্রচার করার অনুমতি দিয়েছিল? কে তোমাদের ভরণপোষণ করে? কোথা থেকে তোমরা জিনিসপত্র পেয়েছিলে? তোমরা নোংরা শরণার্থী। তোমাদের এখানে কোন অধিকার নাই।"

যে কেউ, যে উত্তর দিতে চেষ্টা করত, চিৎকার করে প্রচন্ড আক্রমণে চড় মারা হতো বা লাথিমারা হতো কিন্তু যখন তারা উত্তর দিচ্ছিল না তখনও বন্দীদের আবার চড় ও লাথি মারা হতো। ঘন্টার পর ঘন্টা প্রশ্ন করা এবং মারা চলছিল-যে পর্যন্ত না অন্য একজন অফিসার ঘরে ঢুকে বলত, "যথেষ্ট। আজ রাতে আর না। তাদের কিছু খাবার দাও এবং আমরা আগামীকাল চালাব।"

এই সেলের অবস্থা এমন কি প্রথম সেলের অবস্থা থেকে অনেক খারাপ ছিল। পূর্ণিমা পিত্ত চেপে রেখেছিল, যা তার গলায় উঠেছিল যখন বমির গন্ধ তাকে আঘাত করেছিল সিমেন্টের মেঝ ঠান্ডা ছিল এবং এমনকি কোন বালতি ছিল না টয়লেটে ব্যবহার করার জন্য।

পূর্ণিমাঃ একটা কারাবদ্ধ শিশু, একটি মুক্ত আত্মা

সকালে পূর্ণিমা এবং অন্যান্য শ্রীলোকগণ আশঙ্কায় সেলে মধ্যে অপেক্ষা করেছিল। অফিসারগণ বন্দীদের সঙ্গে কথা বলা আরম্ভ করেছিলেন-তাদের প্রশ্ন করে। জেলা কমান্ডার পূর্ণিমাকে বলেছিল যে তাদের প্রমাণ আছে এবং তার বন্ধুরা একটা বৌদ্ধমন্দির ধ্বংস করেছে এবং তাদের দেবতাদের অপমান করেছে।

অবিশ্বাস্যভাবে পূর্ণিমা চিৎকার করেছিল- "না, এটি সত্য না"। অফিসার খুব জোরে তার গালে চড় মেরেছিল।

"তুমি উদ্ধত ক্ষুদ্র মিথ্যাবাদী।" সে দাঁত কিরবির করেছিল। "আমাদের ঠিক সত্য কথা বল, তোমার অল্প শাস্তি হবে। তুমি যদি মিথ্যা বলেই যাও, তোমাকে রাষ্ট্রীয় জেলখানায় পাঠান হবে অনেক, অনেক দিনের জন্য।" পূর্ণিমার মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছিল, কিন্ত তার যুক্তি সে ধরে রেখেছিল। বারবার তাকে চড় ও লাথি মারা হচ্ছিল এবং কিছুক্ষণ পরে সে মগ্ন চৈত্যন্যের অবস্থায় ছিল, যখন মানুষটির নিষ্ঠুরতা তাকে আচ্ছন্ন করেছিল। ভারতে ছিনতাই এর প্রথম রাত্রি ছাড়া সে জানত না বাস্তবিক পক্ষে মানুষ এত খারাপ হতে পারে। কিন্ত পরবর্তী ২৮ দিন ব্যাপী, সে কঠিন শিক্ষা তাকে পেতে হয়েছিল। ১৫ বৎসর বয়স্কা এক জনের জন্য এটি কঠিন শিক্ষা ছিল।

জিজ্ঞাসাবাদের দিনগুলি দীর্ঘ করা হচ্ছিল যখন কর্মচারীরা পূর্ণিমার ও বন্ধুদের আত্মিক শক্তি ক্ষয় করে তাদের ইচ্ছা চালিয়ে যাচ্ছিল। কর্মসূচী সব সময় একই ছিল, তা ছাড়া, তারা কখনও জানত না, কাকে প্রথমে ডাকা হবে প্রাত্যহিক প্রশ্ন এবং মারার জন্য। প্রশ্ন, ভুল উত্তর চড়। আরেকটি প্রশ্ন আরেকটি ভুল উত্তর, আরেকটি চড়। এইভাবে চলছিল। তাদের সেলে, পূর্ণিমা ও অন্য শ্রীলোকেরা, মৃদুভাবে গান করেছিল এবং রাত্রে লম্বা প্রার্থনা করেছিল, পরস্পরকে উৎসাহিত করার চেষ্টা করেছিল আশার বাণী দিয়ে। এইভাবে চল। এটি তাড়াতাড়ি শেষ হবে এবং আমরা বাড়ি যাব, তারা অন্ধকারে ফিস্‌ফিস্ করত। বাড়ি পূর্ণিমা সশ্লেষে ভেবেছিল, *এটা এখন একটা তুলনামূলক শব্দ।*

ঈশ্বরের শান্তিতে উদ্দীপ্ত হওয়া (উষ্ণ অনুভূতি)

শরণার্থী ক্যাম্পে পূর্ণিমা সর্বদা তার বাবা-মার কথা ভাবত এবং কতটা ভুটানে তার বাড়ির অভাব মনে করত। কিন্ত এখন সে তার দিদির এবং জীর্ণ ছোট কুঁড়েঘর সেই অত্যাধিক ভীড়ের শরণার্থী শিবিরের অভাব মনে করত। অনেক বেশী করে সে চিন্তা করত, যা তার পক্ষে চিন্তা করা সম্ভব হতো। সে আশ্চর্য্য মনে করত তার ভাগ্নী ও ভাগ্নেরা কি করছে এবং উদ্বিগ্ন হয়েছিল মায়া কিভাবে চলছে। তারা কি পূর্ণিমা কেমন আছে, তার কোন খবর পেয়েছে?

আহ, মায়া, তোমার এত সমস্যার কারণের জন্য আমি এত দুঃখিত। তুমি নিশ্চয়ই দিশেহারা হয়ে পড়েছ, পূর্ণিমা মনে করেছিল।

সত্যি বলতে কি, শরণার্থী শিবিরের কয়েকজন খ্রীষ্টিয়ান যার মধ্যে সহভাগিতার পালক ছিলেন, দলের গ্রেফতারের গুজব শুনেছিলেন। তারা এমনকি আটক রাখার সেন্টারে এসেছিল, যেখানে পূর্ণিমা ও অন্যান্যদের ধরে রাখা হয়েছিল, কেবলমাত্র অফিসারদের দ্বারা ভীষণভাবে মার খাবার জন্য এবং এ খবর জেনে তারপরে ফিরে গিয়েছিল। এগার জন বন্দী খ্রীষ্টিয়ান, কি ঘটেছিল তার সম্বন্ধে জেনেছিল এবং তারা বিপর্যস্ত হয়েছিল তাদের বন্ধুদের বিনা উস্কানিমূলক প্রচন্ড আঘাতের জন্য।

তার কারা অবরোধের পঁচিশ দিনে, একজন গার্ড, আগে পূর্ণিমার জন্য এসেছিল। জেলা কমান্ডার জেরা করার কামরায় অপেক্ষা করছিল, তারা নিষ্ঠুরতা দিবার জন্য প্রস্তুত ছিল। আরেকবার প্রশ্ন শুরু হয়েছিল, "কে তোমাদের প্রচার করতে বলেছিল? তুমি এত ছোট। সম্ভবতঃ এটা তোমার দোষ না। নিশ্চয় কেউ এই ধর্ম গ্রহণ করতে তোমাকে বাধ্য করেছে-টাকা দিবার অঙ্গীকার করে। তোমার ভরণ পোষণ কে পাঠায়? যদি তুমি শুধুমাত্র বল, "এটা কে?" তবে তোমাকে মারা বন্ধ হবে। এমনকি তুমি তোমার ক্যাম্পে ফিরে যেতে পারবে।"

পূর্ণিমার জন্য, পরবর্তী কয়েক মিনিট অনন্তকাল মনে হয়েছিল। কান্ত এবং খাবারের অভাবে শারীরিকভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত-বন্দীদের দিনে দুই বার ভাত খাওয়ান হত-এবং স্নান করতে না পেরে তারা নোংরা হচ্ছিল, তা সত্বেও, ঈশ্বরের শান্তি অনুভব করেছিল তার মধ্যে উদ্দীপ্ত হচ্ছে সেই সময়ের মধ্যে। নিজেকে খ্রীষ্টের উপস্থিতিতে সঁপে দিয়ে, তাকে ভীষণভাবে সাহায্য করেছিল, যখন সে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করত তার নিপীড়কদের ক্ষমা করতে এবং তাকে শক্তি যোগাতে-পরবর্তী যা কিছু আসুক।

"আমার প্রশ্নের উত্তর দেও।" কমান্ডার দাঁত কড়মড় করছিল।

পূর্ণিমা শক্তি সঞ্চয় করেছিল যখন তাকে চড় দেওয়া হয়েছিল। সে জানত, সে (কমান্ডার) তার উত্তর পছন্দ করবেনা।

"আমি খ্রীষ্টকে, টাকার জন্য, ভরণ পোষনের জন্য অথবা কোন কিছুর জন্য গ্রহণ করিনি। আমি খ্রীষ্টকে গ্রহণ করেছি-কারণ আমার বোন তিন বৎসর অসুস্থ ছিল। তারপর সে খ্রীষ্টকে গ্রহণ করেছিল এবং আশ্চর্যভাবে সুস্থ্য হয়েছিল। আমি অনেক আশ্চর্য কাজ দেখেছি এবং আমার শান্তি ও আনন্দ আছে। আর কোন কারণ নাই।"

পূর্ণিমাঃ একটা কারাবদ্ধ শিশু, একটি মুক্ত আত্মা

নিরাশা গ্রস্ত, কমান্ডার তার মুখের সামনে এক ইঞ্চির (দূরত্বে) মধ্যে এসেছিল। তার নিঃশ্বাস অনুভব করে এবং তার চোখে প্রচন্ড ক্রোধ, তাকে (পূর্ণিমাকে) ভয় পাইয়ে দিয়েছিল, কিন্তু সে পিছিয়ে আসতে চেষ্টা করে নি। "তুমি মিথ্যা বলছ"। সে তার মুখের কাছে চিৎকার করেছিল। আমি জানি তুমি কিছু লুকাচ্ছ। তুমি সত্যি বলছ না। এখন তোমাকে অনেক দিনের জন্য জেলে যেতে হবে। তুমি কি তার জন্য প্রস্তুত?" পূর্ণিমা উত্তর দিবার পূর্বেই, সে তাকে খুব শক্তভাবে চড় দিয়েছিল। ধাক্কা মেরে চেয়ার থেকে ফেলে দিয়েছিল। "তাকে সেলে নিয়ে যাও", সে আদেশ দিয়েছিল।

পূর্ণিমার সেলের সঙ্গীরা শ্বাস রুদ্ধ হয়েছিল যখন তারা তার রুগ্ন কালশিরা পরা মুখ দেখেছিল, ভয়ঙ্কর চড়ের ফলে ইতিমধ্যে ফুলে উঠেছিল। "উদ্বিগ্ন হইও না" পূর্ণিমা শুয়ে ছিল, যখন তার চোখ অশ্রুতে পূর্ণ হয়েছিল। "এটি ততটা কষ্টদায়ক না যতটা দেখতে লাগছে।"

অন্যদিক থেকে, স্ত্রীলোকরা জেনেছিল, যেমন তারাও তাদের দুঃখের এবং অপমানকর অংশ পেয়েছিল নিষ্ঠুর অফিসারদের থেকে। যতটা ভালভাবে পারে তারা পূর্ণিমাকে সান্ত্বনা দিয়েছিল সমবেদনা জানিয়ে যে অফিসারগণ অনিচ্ছুক ছিল তাদের গল্পকে বিশ্বাস করতে। পুলিশেরা কেবলমাত্র বিশ্বাস করতে পারেনি যে পূর্ণিমা এবং তার বন্ধুরা বিদেশীদের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য পাচ্ছিল না। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে ছিল, বাইবেল এবং ট্রাক্টস নেপালের বাইরে থেকে আসে কারণ খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম একটি বিদেশী ধর্ম। তারা এটা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিল যে এটি (খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম) দেশজভাবে ছড়াচ্ছে জবর দস্তি ছাড়া অথবা ব্যক্তিগত লাভের অঙ্গীকার ছাড়া। পরবর্তী কয়েকদিন শান্তভাবে কাটল যখন পূর্ণিমা ও অন্যান্যরা তাদের ভাগ্য সম্বন্ধে চিন্তা করছিল। প্রার্থনা এবং আস্তে আস্তে গান করা, তাদের মনকে সহজ করতে সাহায্য করেছিল এবং সে সময় কাটাতে, কিন্তু পূর্ণিমার একটি অসস্তি ভাব ছিল, হঠাৎ বন্দীকর্তাদের প্রতিক্রিয়ার অভাবের জন্য। *তারা কি করতে পারে? কেন তারা আমাদের যেতে দিচ্ছেনা?*- সে চিন্তা করেছিল।

আমি কত আর্শীবাদ প্রাপ্ত

অবশেষে, সেপ্টেম্বর ২০, মঙ্গলবারের ভোরে, দলকে জেলা কমান্ডারের অফিসে জড়ো করা হয়েছিল। পূর্ণিমা জানত কিছু হবে (ঘটবে), তখনও স্ত্রীলোক বন্দীদের পুরুষ বন্দীদের থেকে আলাদা করা হয়নি। খুব অল্প কথা বলা হয়েছিল, যখন শরণার্থী বিনা আনুষ্ঠিকতায় সারিবদ্ধ করা হয়েছিল এবং হাত কড়া পড়ান হয়েছিল এবং গ্রামের স্কোয়ারের মধ্য দিয়ে

মার্চ করান হয়েছিল এবং টিনের ছাদওয়ালা কোর্ট হাউসে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। বাইরে সূর্য কিরণে (রোদে) পূর্ণিমা এত অনুপ্রাণিত হয়েছিল, এমন কি অল্প সময়ের জন্য যে উদ্বিগ্ন হতে ভুলে গিয়েছিল, তাদের জন্য কি অপেক্ষা করছে সেই কথা ভেবে।

কামরাটি পরিপূর্ণ ছিল যখন দলটাকে সাথে করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়ে ছিল এবং কোর্টে নিযুক্ত উকিলের ঠিক পরে বসান হয়েছিল। কামরার বিপরীতে দিকে, সরকারী উকিল দেখিয়েছিল- যে সরকারীভাবে এগার জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনছে। শ্লেষভাবে, যখন খুঁজে বার করা অভিযোগ সকল পড়া হয়েছিল----- একটা তালিকা যার মধ্য মিথ্যা ছিল-বৌদ্ধ মন্দির ধ্বংস করা এবং পবিত্র গরু হত্যা করা-পূর্ণিমা প্রকৃতপক্ষে আশাবাদী হতে আরম্ভ করেছিল। সম্ভবতঃ এই দিন তাদের সত্যতার দিন হবে এবং তারা মুক্ত হবে। নিশ্চয় জজ দেখতে পাবে তারা নির্দোষ।

তাদের উকিল যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্যভাবে তর্ক করেছিল, কিন্তু সরকারী আইনজীবি স্পষ্টতঃ একটা লিখিত বিবরণ ছিল অনুসরণ করার এবং খ্রীষ্টিয়ানদের একটি উদাহরণ করা মনে হয় তার উদ্দেশ্য ছিল, দিন অতিবাহিত হয়ে সন্ধ্যা হয়ে যাওয়াতে এটাই ভাবতে হয়। সেই রাতে প্রায় দশটায় টায় জজ পরিশেষে তার সিদ্ধান্ত করেছেন এবং শাস্তির বিবরণ ক্লান্ত দলের কাছে পড়া হয়েছিল। পূর্ণিমা দাঁড়িয়েছিল, যখন তার নাম অন্যান্য বন্দীদের সঙ্গে পড়া হয়েছিল। তার শরীরে একটা আকস্মিক আঘাত হেনেছিল, যখন জজ কঠোরভাবে ঘোষনা করেছিল তাদের কেন্দ্রীয় কারাগারে ৩ বৎসরের জন্য জেল হয়েছে।

তিন বৎসর এই শব্দগুলি পূর্ণিমার মনে বেজেছিল

পূর্ণিমা ঈশ্বরের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিল, সে বিশ্বস্ত হবে, কিছু যায় আসে না তিনি (ঈশ্বর) কোথায় তাকে পাঠাবেনঃ বাড়ি থেকে দূরে----- ভুটানের বাইরে---- একটা শরণার্থী শিবিরে। কিন্তু *জেলখানায়?* এটা একজন ১৫ বৎসর বয়স্কার সহ্য করার জন্য বেশী। সে তার চোখ বন্ধ করেছিল এবং আবার সান্ত্বনা খুঁজেছিল বাইবেলের গল্পে যা সে মুখস্থ করেছিল। সে কল্পনা করেছিল যীশু পর্বতের উপর বসে আছেন- শিষ্যদের শিক্ষা দিচ্ছেন এবং সে উপলব্ধি করেছিল তার সাহস গড়ে উঠে (বৃদ্ধি পায়) যখন পরিচিত বাক্য তার মনকে ঝাড়া দেয়।

"ধন্য যাহারা ধার্মিকতার জন্য তাড়িত হইয়াছে....., কারণ স্বর্গ রাজ্য তাদেরই।" (মথি ৫ঃ১০ পদ) ধন্য যাহারা তাড়িত হয়..... ধন্য যাহারা তাড়িত হয় ..... যে থেমেছিল যখন সে সত্য উপলব্দি করেছিল।

"আমি ধন্য.....", এটা ভাবতে কঠিন যে একটি জেলের শাস্তি একটা আর্শীবাদ, পূর্ণিমার আত্মা (হৃদয়) সত্যকে গ্রহণ করেছিল তার মন গ্রহণ করার পূর্বে। কিন্তু আগামী দিনগুলোতে এই প্রতিজ্ঞা বন্দীদের শক্তির আধার হয়েছিল যখন তারা প্রায় একসঙ্গে এটি বার বার বলত।

এখন তাদের দুইজন দুইজন করে হাত কড়া পড়ান হয়েছিল এবং কোর্টের কামরা থেকে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে আরেকটি বিরক্তিকর পথে পরিচালিত করা হয়েছিল। বন্দীরা কয়েক মাইল দূরে একটা পর্বতের মাথায় (শৃঙ্গে) ছিল। পূর্ণিমার মনে যখন আদালতের কথা বাজছিল, সে ভীষণভাবে বুঝেছিল, তাদের প্রতি যা ঘটছে তাতে ঈশ্বরের ভূমিকা। তাদেরকে মিথ্যা ভাবে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং কারাগারের যাচ্ছে খ্রীষ্টের জন্য। এই জ্ঞান পূর্ণিমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল এবং সে বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করেছে। খ্রীষ্টের জন্য দুঃখভোগী নামে ডাকার জন্য। তার দশ বন্ধুর দিকে তাকিয়ে, যখন তারা অবসন্ন হয়ে পা টেনে জঙ্গলের মধ্যে হাঁটছিল, সে আবার বুঝেছিল যে খুব ভাল দলে আছে।

"নরকে স্বাগত"

সকাল (ভোর) ৩টায় তারা জেলখানার দরজায় পৌছেছিল। চাঁদের আলোতে পূর্ণিমা দেখতে পেয়েছিল কম্পাউন্ডটা ঘিরে উঁচু দেওয়াল এবং বাইরের বড় দরজা যা অশুভ ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করেছিল যখন তারা তাদের জন্য দরজা খুলে দিয়েছিল। জায়গাটি একটি অন্ধকারাময় বিস্ময়কর অবস্থা ছিল এবং মনে হচ্ছিল এক সময়ে চমৎকার দূর্গ ছিল কিন্তু এখন একটি বিশেষ হতাশা গ্রস্ত অবস্থা।

যখন তারা উন্মুক্ত উঠান দিয়ে ভিতরের বাড়ির দিকে হেঁটে গিয়েছিল, পূর্ণিমা চোরের মত তার কাঁধ দিয়ে শেষ বারের মত চেয়েছিল যখন সুন্দর (বড়) গেট তাদের পিছনে বন্ধ হয়েছিল। উঁচু ঢং ঢং শব্দ জেল খানার মধ্য দিয়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল, তার নতুন ঘর।

পূর্ণিমা এবং অন্যান্য স্ত্রীলোকদের ১টি করে পাতলা ঘাসের মাদুর দেওয়া হয়েছিল এবং তাদের সেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এটি নিছিদ্র অন্ধকার ছিল, কিন্তু আস্তে আস্তে- তাদের চোখ ছায়া মূর্তি সকল দেখতে পেয়েছিল যারা মেঝে ঘুমাচ্ছিল। মেঝে থেকে একটা আতঙ্ক জনক স্বর উঠেছিল, "স্বাগত, নরকে স্বাগত।"

পূর্ণিমা উদ্বিগ্নভাবে বিস্মিত হয়েছিল এই ভেবে যে, তার সেলের সঙ্গী কারা। তারা কী দোষ করেছে? তারা কি ভয়ঙ্কর? তারা কি তাদের পছন্দ করবে। অপ্রত্যুক্ত (উত্তর দেওয়া

হয়নি) প্রশ্নগুলি তাকে ভয় দেখিয়ে ছিল সাহস শূণ্য করতে যখন সে একটা শূণ্যস্থান পেয়েছিল, বাইরের দেওয়াল বরাবর এবং তার শরীরের শক্ত করে তার হাঁটু টেনেছিল। সে ক্লান্তিতে ভেঙ্গে পড়েছিল কিন্তু ঘুমাতে খুব ভয় পেয়েছিল।

কয়েক ঘন্টার মধ্যে সূর্যের ক্ষীণ আলো উঁচু দেওয়ালের শিক দেওয়া ছিদ্র দিয়ে এসেছিল। এতে পূর্ণিমা এবং তার বন্ধুরা চারিপাশ দেখতে পাচ্ছিল। কামরাটি বড় ছিল না কিন্তু এটিতে বেশী ভীড় ছিলনা। তাদের সেলে আরও পাঁচ জন বন্দী ছিল এবং প্রত্যেক স্ত্রীলোক মনে হয়েছিল নিজের জায়গা দাবী করছে, তার চারিদিকে মেঝে তার সামান্য জিনিস পত্র জড়ো করে। স্নানের ঘর, যদি তুমি তা বলতে পার একটা সিমেন্টের প্যাড ছিল, বাইরের দেওয়ালের সঙ্গে লাগান। একটা মরচে ধরা সিঙ্ক (বেসিন) ছিল কিন্তু কোন সাবান, গরম জল ছিল না, কোন দরজা ছিল না। সিমেন্টে একটা ছিদ্র যা একটা গর্তে খুঁড়া হয়েছিল, যার গন্ধের জন্য পূর্ণিমা সন্দেহ করেছিল, মনে হয় কখনও পরিস্কার করা হয় নি। গর্ত থেকে দূর্গন্ধ সমস্ত সেল ভরিয়ে দিয়েছিল।

জেলের কংক্রীট দেওয়ালে রং লেপা হয়েছিল যা অনেক বৎসরের নির্মাণ করা হয়েছিল। মেঝ ঠান্ডা ও স্যাঁতস্যাতে এবং নোংরা। চোখের সমান উঁচু একটা ভিতরের জানলা যা দিয়ে বন্দিরা বাইরের উঠান এবং তার অপর দিকে পুরুষ মানুষদের সেল দেখতে পেত। উঠানের অনেক দূরে একটা রেলিং দেওয়া সরু পায়ে চলা পথ ছিল, যেখান থেকে গার্ডরা পাহারা দিত, যদিও পূর্ণিমা এ পর্যন্ত কোন গার্ড দেখেনি।

তুলাসা সেলের স্ব-নিয়োজিত নেতা ছিল। "তুমি এখানে কেন"? সে অভদ্রভাবে জিজ্ঞাসা করেছিল, সোজাসুজি পূর্ণিমা দিকে তাকিয়ে। "জেলে বন্দী করার জন্য তুমি খুবই ছোট, তুমি কি মনে করো না?"

পূর্ণিমা উত্তর দিয়েছিল, "আমি জানি না, আমি খুব ছোট কিনা, কিন্তু আমরা এখানে এসেছি-যেহেতু আমরা খ্রীষ্টিয়ান।"

"খ্রীষ্টিয়ান?" এই কথায় তুলাসা প্রায় থুতু ফেলতে যাচ্ছিল। "খ্রীষ্টিয়ান হবার জন্য কেন তোমাকে জেলে দিয়েছে? নির্বুদ্ধিতা কি আইনের পরিপন্থী (বিপরীত) না।" অন্যেরা তার হাসিতে যোগ দিয়েছিল। সে নিজের পরিচয় দিয়েছিল, কিন্তু তার কথার মধ্যে কোন উষ্ণতা ছিল না। "তারা বলে, আমি আমার শ্বাশুড়ীকে হত্যা করেছি।" সে কর্কশভাবে বলেছিল। "সুতরাং আমি এখানে কিছুদিন থাকব, আমি খুশি হব যদি তুমি তোমার মত থাক।"

পূর্ণিমাঃ একটা কারাবদ্ধ শিশু, একটি মুক্ত আত্মা

পূর্ণিমা শ্রীলোকটির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে না থেকে পারেনি এমনকি যদিও সে তুলাসার কর্কশ কথায় ভয় পেয়েছিল। কোনভাবে পূর্ণিমা সন্দেহ করেছিল, তার ঠান্ডা বিভ্রান্তির চেহারার পিছনে একটা ভালবাসার হৃদয় আছে এবং সেই মুহূর্তে থেকে সে প্রার্থনা করেছিল যেন ঈশ্বর তাকে সুযোগ দেন সেটা পেতে।

তুলাসা সেলের কোণে তার জায়গায় ফিরে গিয়েছিল- একটা অবজ্ঞার স্রোত ছড়িয়ে যখন সে গিয়েছিল।

পূর্ণিমা লক্ষ্য করেছিল তার (তুলাসা) জন্য যথেষ্ট কম্বল ও অন্যান্য ব্যক্তিগত জিনিস পত্রের সরবরাহ ছিল, এটা দেখাচ্ছে সে তুলাসা জেলখানায় বেশ কিছু সময় ধরে আছে এবং কিছু জিনিস তার বন্ধুদের কাছ থেকে অথবা বাইরে পরিবারের লোক থেকে পেয়েছিল। অপর দিকে নতুন যারা আসে কোন কিছুই ছাড়া শুধুমাত্র তারা যে কাপড় পড়ে থাকে।

সেই সকাল বেলায় তারা সকলে জড়ো হয়েছিল এবং প্রার্থনা করেছিল, অঙ্গীকার করেছিল- প্রতিদিন তারা প্রার্থনা করে আরম্ভ করবে এবং প্রত্যেক শুক্রবারে উপবাস করবে। নতুন আগতদের সাধারণ রান্নার বাসন পত্র দেওয়া হয়েছিল এবং প্রতিদিন তারা দুই বেলা খাবারের রেশন, সাধারণতঃ চাল এবং আলু পেত। মাঝে মাঝে তাদের অল্প টাকা পয়সা দেওয়া হত যাতে তাদের ব্যক্তিগত জিনিস কিনতে পারে।

খ্রীষ্টিয়ানরা শীঘ্র আবিষ্কার করেছিল, জেলে জীবনে খাপ খাওয়ানোর মত ছিল, কিছুটা শরণার্থী শিবিরে জীবন খাপ খাওয়ার মত। নিয়ম কানুন শিখ, কোন ঝুট ঝামেলা থেকে মুক্ত রাখার চেষ্টা কর এবং তোমার পিছনে লক্ষ্য রাখ। অবশ্য জাজ্বল্য মান পার্থক্য ছিল, কোন স্বাধীনতা ছিল না এবং গার্ডদের অনিচ্ছার ভিতরে আসলে যে কোন অসুবিধা ঘটা অনিবার্য ছিল।

কিন্তু পূর্ণিমা মনে করেছিল, কমপক্ষে তাদের প্রতিদিন জেরা ও মারের সম্মুখীন হতে হতো না এবং তারা সহভাগিতার শান্ত সময় উপভোগ করত, সঙ্গীদের অবিরত ঠাট্টা সত্ত্বেও এবং নোংরা কথা বার্তার প্রচন্ড আক্রমণ সত্ত্বেও। পূর্ণিমার সবচেয়ে বড় ভয় হয়েছিল জেলের গার্ডদের যৌন ব্যাঙ্গোক্তি, যা শুরু হয়েছিল তাদের পৌঁছানোর অল্প দিন পর।

প্রথম কয়েক দিন টেনে টেনে অতিবাহিত হয়েছিল এবং পূর্ণিমা খুব অল্প সময় ঘুমাতে পারত। সে তাড়াতাড়ি শিখেছিল কেন অন্য সঙ্গীরা বাইরের দেওয়ালের বরাবর তাদের বাড়ী করেনি। সেটা ঠান্ডা ছিল। শীতের আরম্ভে তার স্বাস্থ্য হীণতর (রোগা) হয়ে যাচ্ছে এবং তার গরম কাপড় ছিল না। এমন কি একটা কম্বল ও ছিল না। আস্তে আস্তে তার

ভবিষ্যতের দৃষ্টিভঙ্গী একটা অন্তরের হতাশার অনুভূতির দ্বারা স্থলাভিষিক্ত হয়েছিল। কি ঘটতে যাচ্ছিল তা উপলব্দি করে, পূর্ণিমা চিন্তিত হয়েছিল তার অরক্ষিত অবস্থা এবং ক্ষীনতর বিশ্বাসের জন্য। আবার সে আশ্চর্য হয়েছিল, সে ভীষণ ভুল করেছে কিনা। তার বাড়ির, তার মার স্বপ্নগুলি আবার ফিরে এসেছিল, যা রাতকে অসহ্য করে তুলেছিল। সে ছেড়ে দিতে প্রস্তুত হয়েছিল।

একদিন বিকাল বেলায় পূর্ণিমা শুনেছিল পুরুষদের ব্লক থেকে তীব্র আর্তনাদ আসছে সেই সঙ্গে ক্রুদ্ধ স্বর, চিৎকার করছে, "তাকে ধর। তাকে ধর। তাকে শেষ কর।" এটি অসাধারণ ছিল না পুরুষদের সেলে যুদ্ধ শুরু হওয়া কিন্তু এই সময় তার মেরুদন্ড শিরশির করেছিল যখন সে শুনেছিল একটা স্বর, "যা চিৎকার করছে, তাকে শেষ করে দাও। একজন মৃত খ্রীষ্টিয়ান প্রার্থনা করতে বা গান গাইতে পারে না।"

পূর্ণিমা জেনেছিল, ভয় দেখান সত্য ছিল। তুলসা তাকে বলেছিল পুরুষদের সেলে কাউকে খুন করা হয়েছে, তাদের দলের আসার অল্প সময় আগে। এটি তার সঙ্গী খ্রীষ্টিয়ান জেনে যে মৃত্যুর সম্মুখীন হচ্ছিল তার অন্যান্য সঙ্গীদের হাতে, পূর্ণিমা উন্মুক্তভাবে গার্ডকে ডেকেছিল, কিন্তু কেউ আসেনি। সেই মুহূর্তে সে বুঝেছিল, তার ভাইদের জন্য বন্দি দশা কত শক্ত, একটা সেলে আর ২০০ জন লোকেরা সঙ্গে ঠেসে থাকা, যারা অনেকে ভীষণ অপরাধী, তার সেলের থেকে। সে দেখেছিল, তার নিজের প্রতি দয়া দেখাতে সে কতটা মগ্ন হয়েছিল-এদিকে উঠানের অপর পাশে, তার একজন বন্ধুকে মারা হচ্ছে, এমন কি মেরে ফেলতে পারে।

"প্রিয় ঈশ্বর" সে প্রার্থনা করছিল, "তাদেরকে তাকে মেরে ফেলতে দিওনা, অনুগ্রহ করে তাকে মরতে দিও না।"

তারপর সে কেঁদে ছিল, কিন্তু এইবার তার নিজের জন্য না, কিন্তু তাদের সকলের জন্য।

এক ভাই, নাম অশোক, পুরুষদের ব্লকে আক্রমণের শিকার হয়েছিল, যে কোন রকমের বেঁচে গিয়েছিল। তার সুস্থতার জন্য ধন্যবাদ দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তার নিজের প্রতি নজর সড়িয়ে, পূর্ণিমা উপায় খুঁজেছিল তার সেলে অন্যান্য স্ত্রীলোকদের কাছে সাক্ষ্য দেবার। সে জানত তাকে কার্যক্ষম থাকতে হবে, যদি সে আশা করেছিল, তিন বৎসর শাস্তির মধ্যে বেঁচে থাকবে। বিগত সপ্তাহগুলিতে সে চেয়েছিল কেবলমাত্র তার শরীরকে বন্দী করবেনা কিন্তু তার হৃদয় ও আত্মাকেও এবং সেই অবস্থা পরিবর্তন করতে হবে। সে প্রার্থনা করে, "প্রভু আমাকে দেখাও কি করতে হবে।" "আমি তোমাকে সেবা করতে স্বাধীন হয়েছি, অবস্থা যাই হোক না কেন।"

এটা তার জন্য ঘটেছিল তখন বড়দিন প্রায় এসে গিয়েছিল।

পূর্ণিমাঃ একটা কারাবদ্ধ শিশু, একটি মুক্ত আত্মা

বড়দিনের দান

একজন মানুষ যে কেবলমাত্র "আংকেল" নামে পরিচিত, কেন্দ্রীয় কারাগারে স্থায়ী বাসিন্দা ছিল। সে সেখানে এতদিন ধরে ছিল এবং স্বাধীনভাবে এত ঘুরে বেড়াত, নতুন যারা আসত তারা মনে করত সে কর্মচারীদের একজন, কিন্তু সে তা ছিল না। প্রত্যেক সপ্তাহে সে সেলগুলি ঘুরে বেড়াত এবং কয়েদীদের জিজ্ঞাসা করত বাজার থেকে কিছু কিনে দিতে হবে কিনা।

"পূর্ণিমা, সুপ্রভাত"। এই দিন সে তাকে ডেকে ছিল। আজ তোমার জন্য কি আনতে পারি, অথবা তুমি মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত তোমার সমস্ত টাকা তুমি রাখতে চাও? কেন তুমি এটা বাঁচাবে? তুমি যদি এটি খরচ না কর তবে কি ভাল হবে?

যখন সে (আংকেল) এসব কথা বলেছিল, তার (পূর্ণিমা) মনে একটা চিন্তা এসেছিল। *এটা ঠিক, এটা যা আমি করতে যাচ্ছি। আংকেল আপনাকে ধন্যবাদ।*

সে (পূর্ণিমা) এ পর্যন্ত যত টাকা জমিয়েছিল, আংকেলের বাড়িয়ে দেওয়া হাতে তাড়াতাড়ি গুজে দিয়েছিল এবং চুপি চুপি বলেছিল কি কি আনতে হবে। পূর্ণিমা তাকে লক্ষ্য করেছিল, যখন সে ধীর স্বাচ্ছন্দ গতিতে স্ত্রী লোকদের সেল থেকে হেঁটে গিয়েছিল এবং সে প্রার্থনা করেছিল, যেন সে যেভাবে অনুরোধ করেছিল ঠিক যেন সেইভাবে মনে করে সব আনতে পারে। আংকেল মনে করেছিল সে (পূর্ণিমা) পাগল হয়েছে, যখন সে তার অনুরোধ শুনেছিল, কিন্তু সে মধুরভাবে উত্তর দিয়েছিল, "এই রকম নিষ্পাপ মুখকে আমি কিভাবে অস্বীকার করতে পারি"?

যখন সে সেই দিনের শেষের দিকে ফিরেছিল, সে পূর্ণিমার ব্যগ্র হাতে প্যাকেটটা দিয়েছিল। "এখানে সব আছে", আংকেল তাকে নিশ্চিত করেছিল"। কিন্তু আমি এখনও মনে করি তুমি বিভ্রান্ত। জেলখানা সেটা করবে, তুমি জান।"

পূর্ণিমা হেসে তাকে ধন্যবাদ দিয়েছেন এবং শিকের মধ্য দিয়ে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল করমর্দন করার জন্য-তার পর সে নিজে তৈরী করতে আরম্ভ করেছিল, যখন অন্যেরা তার দিকে চেয়েছিল। শেষে তাদের উৎসুক্য (কৌতুহল) লুকাতে সক্ষম না হয়ে, তারা তখনই এসেছিল এবং জিজ্ঞাসা করেছিল, এই জগতে সে কি করতে যাচ্ছে, কিন্তু পূর্ণিমা ঠিক তাদের তুচ্ছ করেছিল এবং কাজ করছিল। বিকেলের শেষ বেলা পর্যন্ত তার সময় লেগেছিল, কিন্তু সে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, এটা ঠিক করতে। অবশেষে, যখন সে শেষ

করেছিল, সে অন্যদের দিকে ঘুরে তার ঘোষণা দিয়েছিল। "যেহেতু আমি এখানে আছি, ঈশ্বর আমার হৃদয়ে এটা দিয়েছিল জেলের হাত খরচ বাঁচাতে। এই সকাল পর্যন্ত আমি জানতাম না কেন এবং তারপর জেনেছিলাম কি করতে হবে। আমি আংকেলকে বলেছিলাম, সবচেয়ে ভাল মুরগী এবং সবজী কিনতে, যা সে পাবে। এখন আমি এসব তোমাদের জন্য রান্না করেছি।"

হতভম্ব হয়ে নিস্তব্ধ থেকে, অন্যরা বিষয়াপন্ন হয়ে তাকিয়েছিল। তুলাসা সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখেছিল, বুঝার জন্য অপেক্ষা করে এবং আশ্চর্য হয়ে কেন পূর্ণিমা সেলে থাকে, সে কখনও একটা দয়ার কথা বলেনি, সে এরকম কাজ করতে পারে। "তুমি কি বলছ। সে শ্লেষভরে জিজ্ঞাসা করেছিল" চালাকিটা কি?

"এটা কেবলমাত্র আমি তোমাদের সঙ্গে অংশ নিতে চেয়েছি- তুলাসা- তোমাদের সকলের সঙ্গে। কোন চালাকি না। এটা আমার দান, সুতরাং এস খাই"।

সে সন্ধ্যায়, শ্রী লোকেরা, সেলের সঙ্গীরা সবচেয়ে ভাল খাবার খেয়েছিল, যা তারা মনে করতে পারে। এমন কি গার্ডরা হাঁটছিল এবং উঁকি দিচ্ছিল। জেলখানায় কথাটা ছড়িয়ে গেল-পূর্ণিমা একটা ভোজের আয়োজন করেছিল। পরের সন্ধ্যায় তুলাসা তার কোন ছেড়ে পূর্ণিমার কাছে এসে বসেছিল, তুমি কেন আমাদের জন্য এটা করে ছিলে"? সে জিজ্ঞাসা করেছিল, পূর্ণিমার উপস্থিতিতে প্রথম বারের মত আন্তরিক ও ভদ্রভাবে। "আমরা কিছুই করেনি কিন্তু তোমাকে এবং অন্যদের ঠাট্টা করেছি যখন থেকে তোমরা এখানে এসেছে এবং সেটা তোমার টাকা, এর সব। স্পষ্টতই তুমি নিজের জন্য ব্যবহার করতে পারতে, সুতরাং তুমি কেন আমাদের জন্য খরচ করলে?" তুলাসা ঠিক এই দয়া উপলব্ধি করতে পারছিল না। সে মনে করেছিল, হয় পূর্ণিমা খুব বোকা অথবা খুব বুদ্ধিমান এবং সে খুঁজে পেতে চেয়েছিল কোনটা ঠিক।

"তুলাসা", তার মুখ মণ্ডলে হাসি দিয়ে বলেছিল, তুমি কি কখনও *বড়দিনের* কথা শুনেছ....."

এইভাবে একটা আলাদা (ভিন্ন রকম) বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল, একজন দোষী সাব্যস্ত হত্যাকারী এবং "টিন এজের" প্রচারকের মধ্যে। পূর্ণিমা তুলাসাকে বলেছিল এক বড়দিনের প্রার্থনা সভায় কিভাবে সে খ্রীষ্টকে গ্রহণ করেছিল- প্রায় ৩ বৎসর পূর্বে। তার মৃদু কিন্তু উৎসাহ পূর্ণভাবে, পরবর্তী কয়েক মাস প্রায় তুলাসার সঙ্গে কথা বলেছিল, খ্রীষ্টের সম্বন্ধে এবং অবিশ্বাস্যভাবে, দু জনে খুব নিকট বন্ধু হয়েছিল।

এই ছোট ভাব তুলাসা পূর্ণিমাকে তার মায়ের কথা মনে করিয়ে দিয়েছিল এবং মেয়েটি (পূর্ণিমা) বয়স্কা স্ত্রীলোকটির সাহচর্যে সান্ত্বনা পেত। যদিও সে জানত না ভবিষ্যতে কি হবে, পূর্ণিমা বিশ্লেষণ করেছিল, সাহসীভাবে এটার সম্মুখীন হতে সে তার দূর্বলতা বুঝেছিল কিন্তু তাকে নিজের কাছে বন্দী করতে অস্বীকার করেছিল। সে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা গ্রহণ করবে এবং বাকীটা ঈশ্বরের হাতে ছেড়ে দিবে, যেমনভাবে মোশি করেছিল।

উপসংহার

১৪ মাস ৬ দিন পর পূর্ণিমা ও অন্যান্য খ্রীষ্টিয়ানরা জেলখানা থেকে ছাড়া পেয়েছিল। তাদের গ্রেফতারের খবর শরণার্থী শিবিরে পৌছেছিল এবং ক্রমে ক্রমে বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল। খ্রীষ্টিয়ান নেতাদের একটি আর্ন্তজাতিক দল নেপালের গর্ভমেন্টের কাছে দরখাস্ত করেছিল তাদের মুক্ত করার জন্য। "আমরা জানি, আপনারা ১১ জন খ্রীষ্টিয়ানকে কেন্দ্রীয় (রাষ্ট্রীয়) কারাগারে ধরে রেখেছেন"। তারা নেপালের রাজার কাছে প্রতিবাদ জানিয়েছিল। "এবং তাদের মধ্যে একজন কেবলমাত্র শিশু"।

পূর্ণিমা ও অন্যান্যদের পরে জানান হয়েছিল যে তাদের আগে আগে মুক্ত হওয়া একটা আর্শীবাদ ছিল, তারা বুঝার চেয়ে। জেলখানার কর্তৃপক্ষরা স্থির করেছিল তাদের ৭ বৎসর কারারুদ্ধ রাখবে।

{সংশোধিত কারা শাস্তির কারণ ছিল কাউকে খ্রীষ্টিয়ান ধর্মে পরিচালিত করা}

তাদের মুক্ত হবার ঠিক পরে তারা তাদের আগের সেলের সঙ্গীদের সঙ্গে সভা করতে চেয়েছিল যাতে কর্মচারীগণ (জেলের) আশ্চর্য্য হয়েছিল। তিন মাস বন্দী জেলে থাকার পর, খ্রীষ্টিয়ানগণ-তাদের পরিবারের কাছ থেকে সাহায্য পেতে আরম্ভ করেছিল। তারা সেল সঙ্গীদের তাদের যা কিছু সংগ্রহ ছিল, দিয়েছিল এবং সেই সঙ্গে পূর্ণিমার টাকা যা সে বিশেষ ঘটনায় জমা করেছিল (বাঁচিয়ে ছিল) তাও দিয়েছিল। অন্যদের তারা মনে করিয়ে দিয়েছিল যে তাদের উপর অত্যাচার করা হয়েছিল, কারণ তাদের যীশু খ্রীষ্টের বিশ্বাসের জন্য। বন্দীদের কয়েকজন খ্রীষ্টিয়ান হয়েছিল এবং তাদের "বিশ্বাস রাখার জন্য"-উৎসাহিত করা হয়েছিল। ১১ জন প্রতিজ্ঞা করেছিল তাদের প্রার্থনায় মনে রাখবে সমস্ত কয়েদীদের।

উল্লেখযোগ্য, একজন লোক যে অশোককে মারায় অংশ গ্রহণ করেছিল, এগিয়ে এসে বলেছিল, "একটা উজ্জ্বল আলো আমাদের জেলে এসেছিল। কিন্তু এখন চলে যাচ্ছে।"

চলে যাবার ঠিক পূর্বে শেষ বারের মত পূর্ণিমা তুলাসাকে আলিঙ্গন করেছিল, যে এখন একজন খ্রীষ্টিয়ান। (তুলাসা পরে মুক্ত হয়েছিল যখন তার শাস্তির মেয়াদ শেষ হয়েছিল। এখন সে চার্চের একজন কার্যকারী নেত্রী।)

প্রথম বারের মত যখন মায়া বাইবেলের গল্প পড়েছিল, পূর্ণিমা মোশির প্রশংসা করেছিল। সে (মোশি) তার দেশ থেকে নির্বাসিত হয়েছিল এবং যদিও তিনি অনুভব করেছিলেন, তিনি কথা বলতে পারদর্শী না, তবু ঈশ্বর তাকে শক্তিতে ব্যবহার করে ছিলেন। ঠিক সেইভাবে পূর্ণিমা যে প্রায় অনুভব করেছিল তার বয়সের জন্য, সে যথেষ্ট না, এখন সে নেপালের চারিদিকে প্রসিদ্ধ ব্যক্তি (খ্যাতি সম্পন্ন) হয়েছে। তাকে প্রায় নিমন্ত্রণ করা হয় তার সাক্ষ্যের বিষয়ে অংশ গ্রহণ করতে, শরণার্থী শিবিরের চারিদিকের চার্চগুলিতে, যেখানে সে এখন ও মায়া সিভাল এবং বোনঝি, বোনপোদের সঙ্গে বাস করে।

তার প্রার্থনা হচ্ছে, সে কোন দিন ভুটানে ফিরে যাবে, তার জন্মভুমি তার মাকে দেখতে এবং সুসমাচার প্রচার করতে।

আইডাঃ
স্বর (রব) হীনদের জন্য একটি স্বর (রব)

রাশিয়া
জুলাই ১৯৬৮

সে কোন উকিল চায়নি। আইডা মিখাইলোভ নাস্তিপনিকোভার একটা মুখপাত্রের প্রয়োজন ছিল না, বিশেষ করে একজনকে, যাকে সোভিয়েট গর্ভমেন্ট নিযুক্ত করেছে। সে নিজেই কথা বলতে চেয়েছিল, জজের কাছে তার কেস তুলে ধরার জন্য। কাঠের প্যানেস যুক্ত সোভিয়েত কোর্টের কামরায় আত্মারক্ষামূলক টেবিলে বসে, সে লেলিনের কঠোর মুখমণ্ডলের প্রতিকৃতির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে, যিনি শাসন প্রণালীর "পিতা", যা (শাসন) তাকে বন্দী করেছে।

পরিচালনাকারী আইনজীবি এই ধারণার বিরুদ্ধে ছিল। সে চায়নি যে প্রতিবাদী নিজেই কথা বলে, এর মানে তাকে বেশী স্বাধীনতা দেওয়া। সে দেখিয়েছিল, প্রতিবাদী একটা মানসিক হাসপাতালে ছিল। কি করে সে অপরাধীর আত্মরক্ষা চালাতে সক্ষম?

জজ শেষে আইডার পক্ষে নিয়েছেন এবং তার আত্মরক্ষার উকিল কোর্টের কামরা ছেড়ে চলে গিয়েছিল, আইডাকে তার নিজের কেসের জন্য দায়ী করে-এবং তার শাস্তি দাবী করে। কোর্টের কামরায়, এটা আইডার প্রথম নয় অথবা খ্রীষ্টিয়ান বিশ্বাসের অভ্যাস করার জন্য অভিযুক্ত হবার। যদি জজ তাকে দোষী সাব্যস্ত করে এবং পরিশ্রমের ক্যাম্পে পাঠায়, এটা সেখানে যাবার ও প্রথম না। না, এসব কিছুই সে আগে সহ্য করেছে। এইবারে কি পার্থক্য হবে তা হচ্ছে অগ্রবিরোধীঃ সরকার অনুমোদিত আত্মরক্ষা। এইটি প্রথম বারের মত তার নিজের জন্য কথা বলতে সক্ষম হবে, স্পষ্টভাবে তার বিচারে গ্রন্থিবদ্ধ করতে পারবে, তার জন্মভূমিতে বিশ্বাসীদের পক্ষে।

অনেক অভিযোগ ছিল এবং জজ প্রত্যেকটি উচ্চ স্বরে অভিযুক্তদের স্বরে পড়েছিল যা রক্তকে জমাট করতে পারত। আইডাকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল-লেলিন গ্রাদে বাস করার আবাসিক পারমিট ছাড়া (তার পারমিট বাতিল করা হয়েছিল)। তাকে আরও অভিযুক্ত করা হয়েছিল-একটা রেজিষ্টার্ড বিহীন চার্চের সভ্যা হিসাবে এবং অবৈধভাবে ছাপান খ্রীষ্টিয়ান জিনিস পত্র (পত্রিকা, কাগজ পত্র) বিলি করার জন্য।

কুৎসা বনাম সত্য

তাহার বিপক্ষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ তার অন্তস্থল ছিল কুৎসা বা নিন্দা। আইডা, মামলা দ্বন্দ্বমূলক (পরস্পর বিরোধী) সংগ্রহ করেছে এবং বিলি করেছে, মিথ্যা খবর, কিভাবে খ্রীষ্টিয়ানরা সোভিয়েত ইউনিয়নে গ্রেফতার হয়েছে, বিচার করা হয়েছে এবং জেলে দেওয়া হয়েছে, সরকারের চোখে আরও কাপুরুষিতভাবে, অভিযোগ ছিল যে সে বিদেশীদের কাছে খবর পাচার করেছে, সোভিয়েত ইউনিয়নকে অন্যান্য দেশে মূল্যহীন করে।

মামলাটি একটি শব্দের দিকে আলোকপাত করবে (দৃষ্টি দিবে) যা আইডার প্রতিবাদ। সে "সত্যি" এই শব্দের দিকে স্থির থাকবে। যদি খবর, যা সে পাচার করেছে, সত্য হয়, সে কারণ দেখিয়েছিল, এটা নিন্দনীয় হবে না। সে পরিকল্পনা করেছিল কোর্টকে দেখাতে- যে খবরটি নিশ্চিতভাবে সত্য।

যখন অভিযোগের তালিকা পড়া হয়েছিল, আইডা প্রথম বারের মত জেনেছিল, কত পুংখানুপুঙ্খ পুলিশের নজর তার উপর ছিল। তারা মিস জারসমার সুন্দরী সুইডেনের অধিবাসীকে জানত যে আইডার খবর নিবার জন্য দেশে (সোভিয়েত ইউনিয়নে) আসত। তারা জানত কখন এবং কোথায় তারা দুজনে মিলিত হয়েছিল। তারা মিস জারস মারের নোট বই বাজেয়াপ্ত করেছিল যাতে আইডার সঙ্গে সাক্ষাত উল্লেখ করা হযেছিল। এমন কি জজ প্রত্যেক বিষয় এবং প্রকাশনী তালিকাবদ্ধ করেছিল যা আইডা মিস, জারসমারকে পাচার করেছিল, তার (জজ) গলার স্বরের মধ্যে একটা শ্লেষপূর্ণ তাচ্ছিল্য (ঘৃণা) প্রকাশ পাচ্ছিল।

"জারসমার বই-পুস্তক নিবার চেষ্টা করেছেন যা সে (আইডা) বাইরের দেশ থেকে পেয়েছিল, "জজ সুরকার বলেছিল, কিন্তু কাষ্টমের পরিদর্শনের সময়, উপরে উল্লেখিত, বই পুস্তক আবিস্কৃত হয়েছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে বাজেয়াপ্ত হয়েছিল।" তিনি অভিযুক্ত করণ থেকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে প্রতিবাদীর দিকে তাকিয়ে ছিলেন এবং তার মুখে একটি বিজয়ীর হাসি দেখা দিয়েছিল।

তারা ডেভিডের সম্বন্ধে জেনেছিল, অন্য একজন খ্রীষ্টিয়ান বন্ধু এবং একটি খ্রীষ্টিয়ান ম্যাগাজিন "পরিত্রাণের কর্তা" র সংখ্যা সম্বন্ধে জেনেছিল যা আইডা তাকে পাঠিয়েছিল। তারা জানত যে সে অন্য একটা এলাকায় গিয়েছিল দেখা করতে যাকে সে ম্যাগাজিন দিয়ে ছিল, যা পরে গোপন চার্চের খ্রীষ্টিয়ানদের বিলি করা হয়েছিল। মনে হয় পুলিশ জানত প্রত্যেককে যাদের সঙ্গে দেখা করেছিল এবং প্রত্যেক খন্ড কাগজ, যা সে দিয়েছিল।

আইডা শান্তভাবে চিন্তা করেছিল আর কোন কোন খবর তারা মাঝপথে ধরে ফেলেছিল এবং তার ফলে কোন খ্রীষ্টিয়ান কয়েদী, তখনও অপরিচিত কারণ তার খবর ধরে ফেলা হয়েছিল, বাইরের চোখে পৌছাবার পূর্বে।

বার বার যখন তিনি পড়ছিলেন একটা অংশ জজের জিবে খুব পাক খাচ্ছিল। এই সব অভিযোগ অনুসারে, আইডা ইচ্ছা করে মিথ্যা খবর সোভিয়েত রাষ্ট্রকে এবং সমাজকে নিন্দা করে বিতরণ করেছে।

একটি নীরব আত্মবিশ্বাস

আইডা চুপ করে একাকী প্রতিবাদী টেবিলে বসেছিল, শক্ত কাঠের টেবিলে অস্বস্তিকর মনে হয়েছিল। সে মনে করেছিল সে বিচলিত অথবা অস্থির অনুভব করবে। তার পরিবর্তে সে আত্মবিশ্বাস অনুভব করেছিল, কামরার মধ্যে খ্রীষ্টের উপস্থিতি বোধ করেছিল। যীশু শিষ্যদের বলেছিলেন রাজা অথবা বিচারকের সম্মুখীন হলে কি বলতে হবে তার জন্য যেন উদ্বিগ্ন না হয় এবং সে চিন্তিত হয় নি।

যখন পুলিশে প্রশ্ন করেছিল, বিচারক বলেছিল, তার বিরুদ্ধে অভিযোগ পড়ে যাচ্ছিলেন, সে (আইডা) তার দোষ মেনে নেয়নি যদিও সে খ্রীষ্টিয়ান জিনিসপত্র দিয়েছিল বা পাঠিয়েছিল তা মেনে নিয়েছিল। অনেক কাগজ পত্রের অনুলিপি, যা সে পাঠিয়েছিল, তার এপার্টমেন্টে এ পাওয়া গিয়েছিল, পুলিশ বলেছিল, কেসটিতে তাকে বিচারিত করার জন্য, সে পুলিশকে বলেছিল, "জিনিসগুলির মধ্যে কোন কুৎসা নাই কিন্তু প্রায় সঠিকভাবে আমাদের দেশে চার্চের অবস্থা প্রতিফলিত করছে।"

শেষে জজ তার বিরুদ্ধে অভিযোগ গুলি পড়া শেষ করেছিলেন। আইডার দিকে কঠোরভাবে তাকিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "বাদী, তুমি কি তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি বুঝতে পার?"

সে তার দিকে পিছনে ফিরে তাকিয়েছিল, আত্মবিশ্বাসে তার (জজের) চোখের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে (বলেছিল) হ্যাঁ।

"তুমি কি অপরাধ স্বীকার কর?"

"না" তার স্বর শান্ত এবং দৃঢ় ছিল।

"জজ তার নোটের (লিখিত বিবরণ) দিকে চেয়েছিলেন এবং তারপর ঘোষণা করেছিলেন-যে বিচার তাড়াতাড়ি আরম্ভ হবে। প্রথম সাক্ষী, তিনি ঘোষনা দিয়ে ছিলেন, আইডা নিজেই।

একটি পরিবার নিদারুণ দুঃখে কষ্ট পাওয়া

একুশ বৎসর বয়সে যখন সে যীশু খ্রীষ্টকে অনুসরণ করতে আরম্ভ করেছিল, আইডার পথের সম্বন্ধে কোন ধারণা (চিন্তা) ছিল না, যা তিনি (যীশু) তাকে বিচার করে নিয়ে যাবে। সে একটি খ্রীষ্টিয়ান পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেছিল এবং সে প্রথম দিক থেকে যীশুকে জানত। কিন্তু তার পরিবার নিদারুণ কষ্টে পড়েছিল যখন ১৯৪২ সালে তার বাবাকে সামরিক চাকুরী প্রত্যাখান করার জন্য গ্রেফতার করা হয়েছিল। তার কাছে একটা সার্টিফিকেট অঙ্গীকার করা হয়েছিল তাকে সামরিক কর্তব্য থেকে অব্যাহতি দেওয়া হবে-কিন্তু সেই সার্টিফিকেট কখনও আসেনি। এর পরিবর্তে তার বিচার করা হয়েছিল, যার ফলে দুই বৎসরের আইডার কোন স্মৃতি (তার বাবার সম্বন্ধে) ছিল না।

তার মাকে একাকী সেই পরিবার, যেটা সাইবেরিয়ার একটা অঞ্চলে ছিল, দেখাশুনা করতে হতো এবং সে (মা) সেটা কঠিন পরিশ্রম ও প্রার্থনার মাধ্যমে করত এবং গ্রেফতার ও বিচারের ঝুকি সত্ত্বেও, সে তার ছেলে মেয়েদের খ্রীষ্টিয়ান সমাবেশে নিয়ে যেত, যারা গোপনভাবে মিলিত হতো পরস্পরের গৃহে। সময় সময় তার কাকা সভার (সমাবেশ) বাইরে থেকে পাহারা দিত কোন চিহ্ন, পুলিশ অথবা সৈন্যরা, তাদের পথে আসছে কিনা। আইডা খুব স্পষ্টভাবে সেই রবিবারকে মনে করেছিল যখন পুলিশেরা একটা ঘরে অনুষ্ঠিত সভায় হঠাৎ আক্রমণ করেছিল। যখন তারা চলে গিয়েছিল, তার কাকা ও আরো দুইজন খ্রীষ্টিয়ানকে নিয়ে গিয়েছিল হাতকড়া লাগিয়ে এবং তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে।

এটা দুঃখের বিষয়, আইডার বয়স যখন এগার বৎসর, তার মা মারা গিয়েছিল। একটা সবচেয়ে পরিস্কার স্মৃতি আইডার ছিল, তার মা কতটা উদ্বিগ্ন ছিল, যে তার ছেলে মেয়েরা গড়ে উঠবে এবং খ্রীষ্টে তাদের বিশ্বাস পরিত্যাগ করবে। কিন্তু তার মায়ের চেষ্টা সত্ত্বেও আইডা তার বিশ্বাস পরিত্যাগ করেছিল। এটা খুব ইচ্ছাকৃত না পশ্চাৎ ফিরা এবং সাধারণ ভেসে যাবার মত-আগ্রহ (আকর্ষণ) হারান। আইডাকে তার এক বড় বোন প্রতিপালন করেছিল এবং চারিদিকে ঘুরে ফিরে, সেই পরিবার চার্চের সভায় যাওয়ার বন্ধ করেছিল। স্কুলে তাদের শিখান হতো, কোন ঈশ্বর নাই এবং আস্তে আস্তে এমন কি তাঁর (ঈশ্বরের) নাম পর্যন্ত তাদের ঘর থেকে অদৃশ্য হয়েছিল।

বিশ্বাসের পুর্নজন্ম

১৯ বৎসর বয়সে আইডা লেলিনগ্রাদ (বর্তমানে সেন্ট পিটারস বার্গ) গিয়েছিল। তার ভাই ভিক্টর তার থেকে ৫ বৎসর বড় সে নৌবাহিনীর চাকুরী শেষ করে সেখানে স্থায়ী হয়েছিল এবং আইডা তার নিকটে থাকার জন্য সেখানে গিয়েছিল। একদিন তাদের কথা বলার মধ্যে ধর্মের বিষয় এসেছিল।

আইডা বলেছিল, "আমি জানিনা ঈশ্বর আছেন কি নাই।"

সে আশ্চর্য হয়েছিল তার ভাইয়ের উত্তরের ঐকান্তিকতায়। "তোমার কি হয়েছে"? সে দাবী করেছিল। "আমি কখনও এটা সন্দেহ করিনি। আমি জানি ঈশ্বর আছেন।" আইডা ইচ্ছা করেছিল সে তার ভাই এর নিশ্চয়তা বিষয়ে আলোচনায় অংশ করতে পারে। কিন্তু তার প্রমানের প্রয়োজন ছিল।

তার ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলার অল্প সময় পরে, আইডা একটা প্রাচীন বই এর দোকানে হেঁটে গিয়েছিল এবং সে মনে করেছিল, কেউ বলেছে সেই দোকান মাঝে মাঝে বাইবেল বিক্রি করে। সম্পূর্ণ খেয়ালের বশে, সে ভিতরে গিয়েছিল এবং একটা বাইবেল চেয়েছিল।

কেরানী তাকে বলেছিল, বাইবেল খুব দুষ্প্রাপ্য এবং তার দোকানে নাই। আইডা ফিরে যেতে আরম্ভ করেছিল তখন অন্য দোকানদার বাইরে তাকে অনুসরণ করেছিল এবং তার কাছে একটা নতুন নিয়ম ১৫ রুবেলে বিক্রির প্রস্তাব দিয়েছিল।

এটা সব টাকা যা তার ছিল, কিন্তু সে টাকাগুলো লোকটিকে দিয়েছিল, সেই পুরানো বইয়ের পরিবর্তে। আইডার ভাই, তার সেই নতুন নিয়ম কিনাতে রোমাঞ্চিত হয়েছিল, বিশেষ করে একটা সময়ে, যখন তার এটি খুবই প্রয়োজন ছিল। তার ক্যানসার ধরা পড়েছিল এবং তার ডাক্তার বলেছিল, এটি প্রানঘাতী হতে পারে। ভিক্টর আইডাকে প্রার্থনার ঘরে যেতে বলেছিল যেন তার বন্ধুদের তার অবস্থা জানাতে পারে।

সে (ভিক্টর) যেন অনুরোধ করেছিল, আইডা তা করেছিল এবং তার বন্ধুরা প্রতিদিন দেখা করত এবং ভিক্টরকে উৎসাহ দিত। সে লক্ষ্য করত তার ভাইয়ের আত্মা শক্তিশালী হচ্ছে যখন সে তার দেহকে মৃত্যুর দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। সে আশ্চর্য্য হয়েছিল এটা দেখে তার (ভাইএর) খ্রীষ্টে বিশ্বাস শক্তিশালী হয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে, যখন তার শরীর দূর্বল হচ্ছিল। সে আকাঙ্খা করেছিল তার বিশ্বাসেরও নিশ্চয়তা আছে, তার ভাইয়ের যেমন ছিল। সে (ভাই) মৃত্যুকে উদ্বিগ্ন তারা ভয়ের মধ্যে না, কিন্তু গভীর নিশ্চয়তা তার অনন্ত জীবনের ঘর হিসাবে চেয়েছিল।

চার মাস পরে, ভিক্টর মারা গিয়েছিল। তার বিছানার পাশে দাঁড়িয়েছিল যখন তার পার্থিব জীবন শেষ হয়েছিল। আইডা অনুভব করেছিল সে তার (ভাইয়ের) ইচ্ছা ছিল তার (আইডা) জন্য যেন সে জানতে পারে সে বলছেনা, "বিদায়" কিন্তু বলছে, "পরে দেখা হবে"।

আইডা চেয়েছিল একই দৃঢ়তা (আস্থা) একই নিশ্চয়তা। ভিক্টরের জীবন-এবং তার মৃত্যু-তার অনেক প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিল। সে ভিক্টরের প্রার্থনার ঘরের বাকি বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করেছিল। শেষে তার সিদ্ধান্ত স্পষ্ট হয়েছিল। সে বিশ্বাসে খ্রীষ্টকে অনুসরণ করবে।

সেই যুবতী স্ত্রীলোকের জন্য এই সিদ্ধান্ত খুবই মূল্যবান ছিল, কিন্তু একটা ছিল, যার জন্য সে কখনও অনুশোচনা করবেনা।

বই পুস্তকের বিনিময়-এবং বাইবেলের বাক্য

জজ জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "তোমার বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ আনা হয়েছে তার ব্যাখ্যা কি কোর্টকে দিতে চাও?"

"হ্যাঁ, আমি চাই" আইডা উত্তর দিয়েছিল, এটা জেনে যে বিচারক নিজেই প্রথম প্রশ্নগুলি করবেন। এই বিচারের জন্য তিনি, তার অভিযোগকারী, বিচারকও জুরি হিসাবে কাজ করবেন। "বই পুস্তক বিতরণ করা ও প্রাপ্তির বিষয়ে যে অভিযোগ বলা হয়েছে তা আমি মেনে নিচ্ছি।"

সে সত্য বলে মেনে নিয়েছে। এই কেস, আমি যে আশা করেছিলাম তার থেকে দ্রুতগতিতে চলছে। তার উকিল রাখা ভাল ছিল, পরিচালনাকারী আইনজীবি নিশ্চয় তার নিজের কথা ভেবেছিল।

যখন জজ জেরা করছিল, আইডা আবার গণনা করছিল প্রত্যেক মানুষকে যাদের প্রত্যেককে সে দিয়েছিল-যা অভিযোগের মধ্যে সংক্ষেপে জানান হয়েছিল। সে কথার মারপ্যাঁচে একটা অভিযোগ এড়িয়ে গিয়েছিল যখন একটা জার্নালের মাত্র ২-৩ পাতা ছিল, কিন্তু সে স্বীকার করেছিল যে সেটা দিয়েছিল এবং এমন কি বিদেশীদের দিয়েছিল।

"এটি ছাড়া অভিযুক্ত করণের প্রতিটি জিনিস কি সত্য"? জজ জিজ্ঞাসা করেছিলেন, যখন সে কথা বলা শেষ করেছিল।

"হ্যাঁ" সে উত্তর দিয়েছিল। "আমার বই পুস্তক বিতরণের সব কিছুই সত্য ঘটনা।" কিন্তু এইসব পুস্তকে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা কথা, সোভিয়েত রাষ্ট্রকে, সমাজ ব্যবস্থাকে নিন্দা করে কিছু নাই, অর্থাৎ সংসদের ১৯০/১ ধারায় দোষী অভিযুক্ত করা যাবে এরূপ কিছুই নাই এবং পুস্তক বিতরণ করা নিজের থেকে কোন দোষ না। এজন্য আমি নিজেকে নির্দোষ বলছি।"

তার নিজ অধিকারের স্বীকৃতির মোকাবেলার চরম অবস্থায় পৌছাবার আগে, জজ সুইডেনের মিস জারসমারের কথা জিজ্ঞাসা করেছিল যাকে আইডা জিনিস পত্র দিয়েছিল যার মধ্যে সোভিয়েত কোর্টের খ্রীষ্টিয়ান বিচারের দুইটি নকল ছিল। কোথায় মিস জারসমারের সঙ্গে দেখা করেছিল, যেটা বলতে আইডা অস্বীকার করেছিল- বলছিল যে, "এটা ব্যক্তিগত ব্যাপার"।

আইডা যেভাবে তার কেসকে তুলে ধরেছিল, তা শুনে, আইনজীবি চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, আশ্চর্য হয়ে, যদি সম্ভবতঃ যুবতী খ্রীষ্টিয়ান আরও বেশী যুদ্ধ উপস্থিত করবে, যার জন্য তাকে স্বীকৃত দেওয়া হয়েছে।

বিরক্তভাবে আইডা আরও বিশদভাবে বলেছিল। সে এবং মিস জারসমারের উভয়ের বন্ধু হিসাবে সুইডেনে একজন আছে এবং সেই বন্ধু তাদের সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেছিল। মিস জারসমার ৫০টি নতুন নিয়ম, যা আইডা পরিকল্পনা করেছিল, গোপন চার্চের একজনকে দিবে----- যখন পুলিশ সেগুলি বাজেয়াপ্ত করেছিল। তার পরিবর্তে আইডা, মিস জারসমারকে কতগুলি বই পুস্তক, চিঠি এবং বিচারের নকল দিয়েছিল তার নিয়োগকর্তা, সালভিক মিশন এর কাছে নিয়ে যেতে, সেখান থেকে এগুলি ছাপা হবে এবং সমস্ত পৃথিবীতে বিতরণ করা হবে।

"তুমি কেন জারসমারকে "*Herald of Salvation*" এবং "*Faternal leaflet*" এর কপি দিয়েছিল সেই সঙ্গে মস্কো এবং রায়াজানের বিচারের নকল এবং খোরেভ এবং মাখোডিইস্কির চিঠির কপি দিয়েছিল?" জজ কর্কশভাবে জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

"যেন সে সেসব পড়তে পারে এবং আমাদের চার্চের জীবন কি জানতে পারে" আইডা বাস্তবিক পক্ষে উত্তর দিয়েছিল"। "*Herald of Salvation* আমার প্রিয় জার্নাল এবং *Faternal leaflet* আমাদের চার্চের জীবনের কথা বলে। বিচার সকল আমাদের চার্চের এত বড় একটা অংশ যে রাশিয়ার চার্চ সম্বন্ধে জানতে হলে, আপনি নিশ্চয় বিচার সম্বন্ধে জানবেন।"

বাস্তবিক, যারা খ্রীষ্টকে সম্পূর্ণভাবে অনুসরণ করতে স্থির করেছে, বিচার তাদের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নে জীবনের একটি গ্রহণীয় অংশ ছিল। গ্রেফতার, প্রহার করা এবং

বন্দীদশা এখানে খ্রীষ্টকে অনুসরণ করার মূল্য এবং গোপনীয় চার্চের ম্যাগাজিনে সেই সত্য গ্রহণ করত, প্রচার করত।

জর্জ বিশ্বাস করতে পারেননি, আইডা এক স্ত্রীলোককে বিশ্বাস করবে যার সে কেবল মাত্র সাক্ষাৎ করেছে, এইসব গুরুত্বপূর্ণ গোপনীয় খবরা খবর দিতে।

আইডা ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করেছিল, "বিশ্বাসীদের সঙ্গে সাধারণভাবে বন্ধুত্ব গড়ে উঠে।" আমি একটা অপরিচিত শহরে যেতে পারি, বিশ্বাসীদের সঙ্গে দেখা করতে পারি, যাদের আমি আগে জানতাম না এবং কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা ঘনিষ্ট বন্ধু হতে পারি। বিশ্বাসীরা সকলে একটা বড় পরিবারের এবং আমরা পরস্পর সব কিছুতে আকর্ষিত হতে পারি।

আইনজীবি মাঝে মাঝে জজের প্রশ্নের মধ্যে তার প্রশ্ন করেছিল, আইডাকে জিজ্ঞাসা করে, তার ঠিকনা লেখার বই এ সমস্ত বিদেশীদের ঠিকানা সম্বন্ধে। সে জানতে চেয়েছিল, সে তাদের সকলকে লিখে কিনা।

"তাদের কয়েকজনকে", আইডা উত্তর দিয়েছিল, তারপর কিছু তিক্তভাবে যোগ করেছিল, "আমি জানি না, কোন আইন, কোন সোভিয়েত নাগরিককে বিদেশে বন্ধুদের সঙ্গে চিঠির আদান প্রদান করতে নিষিদ্ধ করে কিনা।"

কিছু বিশ্বাসী, যারা বিচার দেখতে এসেছিল, তাদের হাসি চেপেছিল যখন আইনজীবি তক্ষ্ণীভাবে তাকিয়েছিল, আইডার মন্তব্যে। তারপরে সে ঠিকানার বইয়ের প্রতিটি ঠিকানা পড়তে আরম্ভ করেছিল।

সুসমাচারের জন্য বিশেষ সাহস

আইডা, সোভিয়েত চার্চের প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে চিঠিপত্রের সংবাদ দাতা ছিল না। যখন সে খ্রীষ্টকে গ্রহণ করেছিল, সে ২১ বৎসর বয়স্কা সুন্দরী যুবতী ছিল, তার নতুন সব চেয়ে ভাল বন্ধু (যীশু) সম্বন্ধে পূর্ণ উত্তেজনা ছিল এবং যার সঙ্গে তার দেখা হতো তাকেই তাঁর (যীশুর) সম্বন্ধে বলতে চাইত।

তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যখন সোভিয়েত ইউনিয়নের ব্যাপ্টিষ্ট চার্চের উদ্দীপনা এসেছিল। "কিছু সময়ের জন্য বিশ্বাস দুর্বল হয়েছিল", সে পরে বলত এবং তারপরে হঠাৎ একটা জাগরণ এসেছিল। আমি যা দেখেছিলাম তা যথেষ্ট আশ্চর্যজনক ছিল। আমি দেখেছিলাম, মৃত-আত্মিকভাবে মৃত-আবার উঠছে এবং দূর্বলেরা বড় কৃতিত্বপূর্ণ কাজ

করতে সক্ষম হচ্ছে। আমি জেনেছিলাম নম্রতা ও ধৈর্যের মহানুভবতা, চার্চের সংগ্রামের বিপুলতা। এই উদ্দীপনা আমার আত্মাকে ও ত্বরান্বিত করেছিল এবং সেই সময় থেকে, আমি সম্পৃক্ত না হয়ে থাকতে পারিনি।"

ভিক্টরের প্রার্থনার ঘর থেকে তার নতুন বন্ধু, তাকে উৎসাহিত করেছিল, সাক্ষ্য দিতে। সে লক্ষ্য করেছিল যখন তারা বাইবেলের পদ ও শিক্ষা সম্বলিত কার্ড ছাপিয়ে ছিল এবং পাঠকদের জেরা সম্মলিত কার্ড, "অনুতাপ কর এবং সুসমাচার বিশ্বাস কর।" তারা কার্ডগুলি চিঠির বাক্সে রেখেছিল, যা লেলিনগ্রদকে নাড়া দিয়েছিল, এমনকি স্থানীয় সংবাদ পত্রে খবর হয়েছিল।

খ্রীষ্টিয়ান পদক্ষেপের প্রথম দিন থেকে, আইডার বিশেষ সাহসিকতা ও উৎসাহ হয়েছিল অন্যদের তার বিশ্বাসের ভাগী করা। খ্রীষ্টিয়ান হবার মাত্র কয়েক মাস পরেই, আইডা একটা বিশেষ পথ আবিষ্কার করেছিল, ১৯৬২ সালের প্রথম দিনকে স্বাগতঃ জানাতে। সে কতগুলি পোষ্ট কার্ড কিনেছিল যাতে "Claude lorrain" এর বন্দরে সূর্য্যদয়ের ছবি আঁকা ছিল। কয়েকদিন সে ব্যস্তভাবে হাতে প্রত্যেকটি কার্ডে সহজ শিক্ষা লিখেছিলঃ

শুভ নব বর্ষ ১৯৬২।

নতুন বৎসরের শুভেচ্ছা

আমাদের বৎসর উড়ে যাচ্ছে,
একের পর এক, বিনা দৃষ্টিপাতে
দুঃখ এবং বেদনা অদৃশ্য হচ্ছে,
তারা জীবনের দ্বারা রহিত (নীত) হচ্ছে।
এই জগৎ, পৃথিবী, এত ক্ষণস্থায়ী
এর প্রতিটি জিনিস শেষ হচ্ছে।
জীবন গুরুত্বপূর্ণ আনন্দ এবং সৌভাগ্য চলো না।
তোমার সৃষ্টিকর্তাকে কি উত্তর দিবে?
আমার বন্ধু, কবরের পর কি অপেক্ষা করছে?
প্রশ্নের উত্তর দিন, যখন আলো আছে।
হয়ত আগামী কাল, ঈশ্বরের কাছে,
তুমি উপস্থিত হবে, সব কিছুর উত্তর দিতে।
গভীরভাবে এই বিষয়ে চিন্তা করেন।
কারণ অনন্তকাল আপনি এই পৃথিবীতে থাকবেন না।
হয়ত, আগামীকাল আপনি ভেঙ্গে যাবেন
চিরকালের জন্য এই পৃথিবীতে আপনার সম্বন্ধ।
ঈশ্বরের অনুসন্ধান করেন, যখন তাঁহাকে পাওয়া যায়।

পোষ্ট কার্ডের পদ্য একটা সাধারণ আহবানে শেষ হয়েছিল, সেই এক ব্যক্তি যাকে সে আগে দেখেছিল কার্ডে যা তার বন্ধুদের দ্বারা ছাপা হয়েছিল, "অনুশোচনা কর এবং সুসমাচার বিশ্বাস কর।"

সব কার্ড পূর্ণ করার পর, আইডা সেগুলি বোঝা বেঁধে বাইরে বরফ ঠান্ডা বাতাসে গিয়েছিল। বড় স্কোয়ারে (রাস্তা) মিউজিয়াম অব হিষ্ট্রি অব রিলিজিয়ন এন্ড এথিজিয়ম এর উল্টা দিকে, কাল চুলওয়ালা যুবতী মেয়ে, কার্ডগুলি বিলি করতে আরম্ভ করেছিল সে খুব তাড়াতাড়ি গোছার মধ্যে কাজ করেছিল, সেগুলি পথিকদের দিয়েছিল, যখন সে নতুন বৎসরের শুভেচ্ছা জ্ঞাপনে অংশ গ্রহণ করেছিল।

প্রায় সব কার্ডগুলি বিলি হয়েছিল যখন একটা শক্ত হাত তার বাহু আঁকড়ে ধরেছিল। "এটি কি"? একজন ক্রোধান্ধ মানুষ দাবী করেছিল, তার মুখের সামনে কার্ডটা নেড়ে।

একটা নববর্ষের কার্ড, "সে উত্তর দিয়েছিল এবং সড়ে যাবার চেষ্টা করেছিল। সেই উত্তেজিত মানুষটির কাছে তাকে খুব ছোট দেখাচ্ছিল এবং সে স্নায়ুবিক চাপ অনুভব করেছিল, যখন তার আঁকড়ে ধরাটা আরও শক্ত হচ্ছিল। সে তার পর তাকিয়ে ছিল এবং কোণে দাঁড়ান পুলিশ অফিসারকে ডাকতে আরম্ভ করেছিল।

"আমরা এটা এখানে চাইনা", সে দাঁত কটমট করে তাকে (আইডা) বলেছিল। সে তাকে যেতে দেয় নি যে পর্যন্ত পুলিশ তার অন্য বাহু আঁকড়ে ধরে তার মোটর গাড়ীর দিকে নিয়ে গিয়েছিল।

যা ঘটতে যাচ্ছিল তা একটি পরীক্ষা

এটি আইডার প্রথম জোর করে স্থানীয় পুলিশ ষ্টেশন সাক্ষাত ছিল। তাকে কয়েক ঘন্টা ধরে রাখা হয়েছিল, তারপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু ততক্ষণ পর্যন্ত না, যে পর্যন্ত তার নামে একটা ফাইল খুলেছিল এবং তার সব খবরাখবর, "পোষ্ট কার্ডের প্রচার" লিখা হয়েছিল। আইডা শান্তভাবে বসেছিল, তাদের প্রশ্নগুলির উত্তর দিচ্ছিল, নীরবে আশ্চর্য্য হয়েছিল, যে নিশ্চয়তা সে অনুভব করেছিল। ঈশ্বর তার সঙ্গে ছিলেন, সে জেনেছিল, তার কর্তৃপক্ষদের ভয় করার প্রয়োজন নাই। সে আশ্চর্য হয়েছিল যদি কেউ অফিসারকে বলে, তার জন্য খ্রীষ্টের প্রেম।

আইডাঃ স্বর (রব) হীনদের জন্য একটি স্বর (রব)

পুলিশ ঘটনাটি তার নিয়োগকর্তা এবং ডরমেটরীতে, যেখানে সে বাস করত, উভয়কে জানিয়ে ছিল। তার প্রথম সংঘর্ষ এসেছিল বৈধভাবে এপ্রিল মাসে, যখন তথাকথিত, "কমরেড্স কোর্ট", তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য শুনেছিল। আইডা তিন "কমরেড্স" এর সামনে একটা বেঞ্চে বসেছিল যারা তার ভাগ্যকে শাসন করত। "অভিযুক্তকারী", স্থানীয় লোকেরা কম্যুনিটি থেকে তার বিরুদ্ধে কথা বলার জন্য এনেছিল। একজন বৃদ্ধ লোক যে মনে হচ্ছিল রাগে কাঁপছে, যখন সে চিৎকার করছিল, "আমি এই বাতাসে নিঃশ্বাস নিতে চাই না। আমি তার মত এক পৃথিবীতে বাস করতে চাই না।"

অন্যান্য সাক্ষীরা দাবী করেছিল, ভিক্টর মারা গিয়েছিল, কারণ ব্যাপ্টিষ্টরা তাকে ডাক্তার ঔষধ-পত্র করতে দেয়নি (একটা আশ্চর্য জিনিস বলতে, আইডা চিন্তা করেছিল, কারণ ভিক্টর হাসপাতালে মারা গিয়েছিল)। তার অভিযুক্তকারীদের কথা আইডাকে অন্যভাবেও আশ্চর্য করেছিল। খ্রীষ্টিয়ান কার্ড দেওয়া কি তার বিরুদ্ধে অভিযোগ না? তার ভাইয়ের সঙ্গে এর কি সম্পর্ক? আইডা চেষ্টা করেছিল কথা বলতে এবং নিজেকে রক্ষা করতে এবং এমনি ভিক্টরের বিধবা স্ত্রী বলতে চেষ্টা করেছিল কিন্তু কোর্টের কামরার ভীড় করা লোকেরা চিৎকার করে তাদের থামিয়ে দিয়েছিল। বিচারের শেষে দর্শকগণ দাবী করেছিল যে আইডার বিচারটি আরও উচ্চ আদালতে নিবার জন্য যেখানে আরও বেশী শাস্তি আদায় করা যাবে। "লোকদের (সরকারী) কোর্টে! সরকারী কোর্টে! তারা সুর করে বলে উঠেছিল।

আইডা আশ্চর্য হয়েছিল কেমন করে একটা সাধারণ পোষ্ট কার্ড, জনতার মতে এরূপ ঘৃণার কারণ হয়েছিল।

তিন কমরেড্স কোর্টের কর্মকর্তাগণ আইডার লেলিনগ্রাদের বসবাসকারী পারমিট বাতিল করেছিল এবং কাজ থেকে জোর করে ছাড়িয়ে দিয়েছিল। সাক্ষীদের সাক্ষ্য অনুসারে, দর্শকদের জনতা মনে করেনি যে শাস্তিটা যথেষ্ট কঠোর না। তারা দাঁড়িয়ে ছিল, দ্রুত পদ সঞ্চালন করছিল, ছোট মেয়ের দিকে চিৎকার করছিল যে তাদের সামনে দাঁড়িয়েছিল, আরও কঠিন শাস্তি দাবী করে। তার নিজের নিরাপত্তার জন্য, গার্ডরা তার সঙ্গী হয়েছিল এবং বিল্ডিং এর পিছনের দরজা দিয়ে বের হয়েছিল।

অনেক মাস কোর্টের সিদ্ধান্ত পাঠান হয়নি, পুলিশকে আরও বেশী সময় লক্ষ্য করবার এবং সাক্ষ্য সংগ্রহ করার জন্য সময় দেয়া হয়েছিল-----যুবতী খ্রীষ্টিয়ানের বিরুদ্ধে অপরাধের কার্যকলাপের সাক্ষ্য নয় কিন্তু তার খ্রীষ্টিয়ান কাজের বিষয়ে সাক্ষ্য। আইডা লেলিনগ্রাদের বাস করছিল, কাজের খোঁজ করছিল। তার জীবন আরও অসুবিধার হয়েছিল কিন্তু সেই সব প্রথম দিকের কষ্ট কেবলমাত্র একটা পরীক্ষা ছিল, যা আসছিল।

"আমাদের আইন মানতে (গণ্য করতে) তুমি অস্বীকার করছ"

এখন, তার বর্তমান বিচারে, প্রশ্ন করা অব্যাহত ছিল, জজ এবং আইনজীবি আইডাকে প্রশ্নবানে জর্জরিত করেছিল, প্রত্যেক বিদেশীর সংযোগ সম্বন্ধে, প্রত্যেক খবরের অংশ যা কখনও হাত বদল হয়েছে।

পরবর্তীতে তারা খ্রীষ্টিয়ান প্রকাশনার দিকে অনুসন্ধান করেছিল, আইডা যা বিতরণ করেছিল। জড়ো করা সাক্ষ্য থেকে জজ একটা ম্যাগাজিন নিয়েছিল এবং আস্তে আস্তে পাতা উল্টাছিল এবং অংশের দিকে দৃষ্টিপাত করেছিল যা সে আগে দাগ দিয়েছিল। সবচেয়ে দোষারোপ করা অংশ পেয়ে, সে জোরে জোরে লাইনের পর লাইন পড়েছিল। প্রত্যেক বাক্য শেষে তিনি ক্রুদ্ধভাবে (স্থির দৃষ্টিতে) আইডার দিকে চেয়েছিল তার কথা ব্যাখ্যা করতে অথবা সত্যতা যাচাই করতে তাকে দ্বন্দ্বে আহবান করেছিল।

জজ বিভিন্ন খ্রীষ্টিয়ান সম্প্রদায় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছিল, এটা নির্দেশ করে যে কিছু সম্প্রদায় মিলিত হয়েছিল কোনরূপ তাড়না ছাড়া।

আইডা ক্লান্তভাবে উত্তর দিয়েছিল, "আমি অন্য সম্প্রদায়ের বিশ্বাসীদের অত্যাচার সম্বন্ধে জানিনা।" আমরা কেবল মাত্র ইভেনজেনিক্যাল খ্রীষ্টিয়ান এবং ব্যাপ্টিষ্ট চার্চের বিশ্বাসীদের অত্যাচারের কথা লিখি।"

আইনজীবি দাবী করেছিল, যে কেউ দেশের বাইরে, যারা বই পুস্তিকা পড়ে, মনে করবে যে সোভিয়েত ইউনিয়নের সব খ্রীষ্টিয়ানগণ অত্যাচারের সন্মুখীন হচ্ছে। যেখানে জজ থেমেছিল, সেখানে সে তুলে ধরেছিল, ম্যাগাজিন পড়ে এবং আইডার দিকে দৃষ্টি দিয়ে কোন বাক্য যা সে বিরোধিতা মনে করছিল। সে সেই দাবী তুলে ধরেছিল যে একটি ম্যাগাজিনে, সোভিয়েতের স্কুলে প্রণালীতে খ্রীষ্টিয়ান ছেলে-মেয়েরা নিপীড়িত হচ্ছে। সে প্রস্তাব করেছিল (বলেছিল) স্কুল চেষ্টা করছে বাতিল করতে, তাদের গোঁড়া বাবা-মার যে ক্ষতি করেছে তাদের ছেলে-মেয়েদের বোকামির কুসংস্কারের মধ্যে রেখে।

"আইন নিষিদ্ধ করে সেই সমস্ত কম বয়স্ক ছেলেদের উপর এই সমস্ত বিশ্বাস চাপিয়ে দিতে।" সে বলেছিল, এদিকে লক্ষ্য রেখে যে জজ খুব ঘনিষ্ঠ ভাবে অনুসরণ করছে, এই বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে।

আইডা প্রত্যুত্তরে বলেছিল, "নাস্তিকবাদ চাপিয়ে দেওয়া আইন নিষেধ করে না।"

আইডাঃ স্বর (রেব) হীনদের জন্য একটি স্বর (রেব)

"নাস্তিকবাদ কোন ধর্ম না। একজন শিশু বড় হয় এবং তারপর সে নিজেই সিদ্ধান্ত নিবে বিশ্বাসের প্রতি তার আচরণ। নাস্তিকবাদ চাপান হয় না"।

"তাহলে একটি শিশুকে কি বলবে"? "আইডা জিজ্ঞাসা করেছিল, জজ থেকে আইনজীবির দিকে তাকিয়ে?" "একটি আইনের দ্বারা নিষিদ্ধ এটা বলতে যে, ঈশ্বর আছেন কিন্তু আরেকটি আইন অনুমতি দিচ্ছে এটা বলতে যে কোন ঈশ্বর নাই?"

কেউ কথা বলেনি এবং জজ বিষয়টা পরিবর্তন করেছিলেন, এটা জেনে যে তার কোন উত্তর নাই। তিনি দাবী করেছিলেন, প্রতিবাদী মূল বিষয় থেকে অপ্রাসঙ্গিক কিছু বলতে পারবেনা।

আইনজীবি পড়ে যেতে লাগল, আরেকটি ম্যাগাজিন থেকে আরও মন্তব্য। সে প্রতিবাদী (আইডা)কে জিজ্ঞাসা করেছিল, "তুমি কি জান যে একটি ধর্মীয় সংস্থা নিশ্চয় নিবন্ধনকৃত (রেজিষ্টার্ড) হতে হয়।"

"হ্যাঁ" আইডাও জানত' একটি চার্চ নিবন্ধনের দ্বারা কমিউনিষ্ট গর্ভমেন্টের নিয়ন্ত্রণে আসে-একটি সরকার, যা সেই ঈশ্বরের অস্তিত্বে অস্বীকার করে যাঁকে চার্চ সেবা করে।

"তোমার প্রতিষ্ঠান নিবন্ধনকৃত না, এজন্য তোমাকে সভা করা থেকে বাঁধা দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু এই জন্য না যে আমাদের দেশে বিশ্বাসীদের উপর অত্যাচার করা হচ্ছে, "সে অধৈর্য হয়ে বলেছিল যেন একজন শিশু শ্রেণীর শিশুকে শিক্ষা দিচ্ছে।"

আইডা শান্তভাবে উত্তর দিয়েছিল, "আমাদের প্রতিষ্ঠান নিবন্ধনের জন্য অনুরোধ করেছিল। আমরা দরখাস্ত করেছিলাম, কিন্তু আমাদের অস্বীকার করা হয়েছিল।"

"তোমাদের অস্বীকার করা হয়েছিল কারণ তোমরা আইন মানতে অস্বীকার করেছিলে"।

সে জিজ্ঞাসা করেছিল, "কোন আইন আমরা পালন করিনি।"

"তোমরা সানডে স্কুল খুলতে দাবী করেছিলে এবং তোমরা কম বয়স্ক ছেলে-মেয়েদের জন্য ধর্মীয় কার্য কলাপ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল।"

"আমি মনে করতে পারছিনা আমাদের সমাজ (জনগোষ্ঠী) একটা সানডে-স্কুল দাবী করেছিল কিনা, আইডা বিপরীতে বলেছিল। আইন অনুসারে বাবা-মা যেভাবে ইচ্ছা, ছেলে-মেয়েদের প্রতিপালন করতে পারে।

"না, তারা পারে না"। আইনজীবি তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলেছিল। "এটি আইনে নিষিদ্ধ, যে কম বয়স্ক ছেলে-মেয়েদের ধর্মীয় সমাজে সম্পৃক্ত করা। (নিয়ে আসা) কিন্তু তুমি আমাদের আইনকে মান্য করতে *অস্বীকার* কর।"

সংবিধান অনুসারে ধর্মীয় বিশ্বাসে আমাদের স্বাধীনতা আছে। "শব্দটি বিশ্বাসের স্বীকারোক্তির সূচনা করে", আইডা উত্তর দিয়েছিল। এর মানে, "প্রত্যেককে ঈশ্বরের সম্বন্ধে বলা সম্ভব- এক জনের বিশ্বাস স্বাধীনভাবে স্বীকার করা। এটা কি সেটা না"?

এখানে আইডা তার বিচারের মর্মবস্তু উপস্থিত করেছিল। সোভিয়েত শাসন তন্ত্র বলে, তারা যে রকম পছন্দ করে, স্বাধীনভাবে তা বিশ্বাস করতে পারে এবং সেই সব বিশ্বাস অভ্যাস করতে পারে। তবুও সোভিয়েত নেতারা, খ্রীষ্টিয়ানদের বিশ্বাসকে ভয় করেছিল, তারা চেয়েছিল সমস্ত নিশ্চিয়তা এবং নির্ভরতা কম্যুনিষ্ট পার্টির উপর স্থাপন করতে। ধর্মীয় বিশ্বাস মুছে ফেলে, তারা যুক্তি দেখিয়েছিল পার্টিকে আরও আবেগপূর্ণভাবে বিশ্বাস করতে লোকদের পরিচালিত করবে।

তবু আবার আইডার প্রশ্নে জজের কোন উত্তর নাই। সে জন্য তিনি আরেকবার তার বিষয়ের পরিবর্তন করেছিলেন, এটা বলে, "যদি সব বই পুস্তকের বস্তু সত্যি থাকে (হয়) তাহলে আইডার কেন বিষয়টি গোপন রাখার প্রবণতা?"

কারণ, যারা অত্যাচার করে, এটা পছন্দ করে না, যখন এই সত্য জানাজানি হয় যে তারা অত্যাচার করছে। "আইডা উত্তর করেছিল, তার কথা একজন সাধারণ কর্মজীবির চেয়ে ক্রমাগত বেশী করে শিক্ষাপ্রাপ্ত আইনজীবির মত হয়েছিল। "আমি জানি, আমি যে বই পুস্তক ফিরে জারসমারকে দিয়েছিলাম, সেখানে ইচ্ছাকৃত কোন মিথ্যা কথা ছিল না। *"হেরাল্ড অব সালভেশন"* এবং *"ফ্যাটারনাল লিফলেটের"* মধ্যে যেখানে বিশ্বাসীদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে, যা হচ্ছে সত্য। "আমি আপনার সঙ্গে একমত যে এটি চিত্তকর্ষক ছিল না, কিন্তু এটি প্রকৃত জীবন এবং এই সম্বন্ধ নিয়ে বলতে হবে। আমি যখন মিস্ জারসমারকে বই পুস্তক দিচ্ছিলাম, আমি জানতাম যে সেই সব জিনিস গুলি আমাকে কারারুদ্ধ করতে পারে। আমি এটি বুঝেছিলাম কিন্তু এতে, বই পুস্তকে যা লেখা আছে সেই সব সত্যের পরিবর্তন হতো না।"

আইনজীবি তার নোটগুলি তন্ন তন্ন করে দেখেছিল এবং তারপর বসে পড়েছিল। শেষে আইডাকে সোজাসুজি প্রশ্ন করা শেষ হয়েছিল। কিন্তু বিচার শেষ হয়নি। সাক্ষীরা এসেছিল। প্রথম সাক্ষী তার প্রতিবেশীনি, আনাতলি আল্লা ল্যাভ্যরেন ঢেভা। জজ এবং আইনজীবি প্রশ্ন করে তাদের জর্জ্জরিত করেছিল, "সে কি তোমাদেরকে তার বিশ্বাসের কথা বলেছিল?" সে কি তোমাদের কোন বই পুস্তক দিয়েছিল"? "তার কি কোন টি ভি বা

রেডিও আছে?" সে কি তার আয়ের মধ্যে চলত?" "সে কিভাবে কাপড় পড়ত?" সে কি রান্না করত?"

আনাতলি অথবা আল্লা কেউ বলেনি, আইডা অপরাধী।

আনাতলি বলেছিল, "প্রত্যেকের সঙ্গে আইডার সদ্ভাব ছিল। আপনি তার সম্বন্ধে শুধু ভাল কথা বলতে পারেন।"

আরেকজন প্রতিবেশীকে ডাকা হয়েছিল সাক্ষ্য দিতে আরও প্রশ্নে, আইডার পোষাক, চালচলন এবং নিয়োগ (কাজ) এর সম্বন্ধে।

শেষে একজন সঙ্গীনি বিশ্বাসী, মারজা আকিকভনা সুরলোভা-কে ডাকা হয়েছিল সাক্ষীর চেয়ারে। সে আইডাকে পাঁচ বৎসর ধরে জানত। তারা দু'জনে একসঙ্গে আরাধনা ও প্রার্থনা করত এবং যখন আইডা এক বৎসর জেল খেটে বের হয়ে এসেছিল, মারজা তাকে থাকার জায়গা দিয়েছিল।

মারজা স্বীকার করেছিল যে বাদীকে সাহায্য করেছিল।

জজ জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "এখন তুমি বলছ আইডা তার কাজ থেকে বরখাস্ত হয়েছিল কারণ সে একজন বিশ্বাসী ছিল। তাহলে তুমি কেন চাকুরী থেকে বরখাস্ত হও নি? নিশ্চয় তুমি কাজ করছ"।

"আমার পালা এখনও আসে নি, মারজা সাধারণভাবে উত্তর দিয়েছিল। মারজা স্বীকার করেছিল, সে আইডার সঙ্গে যে এপার্টমেন্টে থাকত' যেখানে বিদেশীরা আসত কিন্তু সে জানত না, আইডা তাদের কিছু দিত কিনা।"

যখন আইডা দাঁড়িয়েছিল, তার বন্ধুকে প্রশ্ন করতে, সে মারজাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, খ্রীষ্টিয়ান বিশ্বাসীদের প্রতি অত্যাচারের বিষয়। মারজা মুখস্থ বলে ছিল সেইসব খ্রীষ্টিয়ানদের নাম যাদের প্রশ্ন করা হয়েছিল অথবা যাদের বাড়ী পুলিশে অনুসন্ধান করেছিল এবং অন্যদের সম্বন্ধে যারা গ্রেফতার হয়েছিল।

মারজা সাক্ষ্য দিয়েছিল, "আমি জানি বিশ্বাসীদের জরিমানা করা হয়েছিল। "সুকোভিৎসিনকে জরিমানা করা হয়েছিল।"

"কেন তাকে জরিমানা করা হয়েছিল।" আইনজীবি আইডার প্রশ্নের মধ্যে বাঁধা দিয়েছিল।

"কারণ সে প্রার্থনা করেছিল।"

কোথায় সে প্রার্থনা করেছিল?"

"লুকাস ফ্লাটে সে প্রার্থনা পরিচালিত করেছিল। সেখানে একটা মিটিং ছিল।"

আইনজীবি উল্লাসে প্রায় চিৎকার করে বলেছিল, "এটি ঠিক"। একটি অনির্দিষ্ট স্থানে সভা হয়েছিল। তোমার একটি প্রার্থনা গৃহ আছে, সেখানে গিয়ে প্রার্থনা কর। পরে আইনজীবি আবার বাঁধা দিয়েছিল যখন মারজা সাক্ষী দিয়েছিল যে তাকে জরিমানা করা হয়েছিল যখন সে একটি খ্রীষ্টিয়ান মিটিং এ যোগ দিয়েছিল সে জানতে চেয়েছিল- খ্রীষ্টিয়ান সভা কোথায় হয়েছিল?

"জঙ্গলে"?

"একটি প্রকাশ্য জায়গা সভা করা নিষিদ্ধ। সে জন্য তোমার জরিমানা হয়েছিল।" সে জজকে সায় দিয়েছিল, একটা আত্ম তৃপ্তির হাসি তার মুখে ছড়িয়ে গিয়েছিল।

জঙ্গলে আর কেউ ছিল না, আমরা একা ছিলাম। আমরা সভা করেছিলাম এবং চলে গিয়েছিলাম। কিন্তু তারপর মঞ্চের উপর কয়েকজনকে ধরা হয়েছিল যখন আমরা বাড়িতে যাচ্ছিলাম।" মারজা আরও ঘটনার বিষয় বলেছিল যেখানে খ্রীষ্টিয়ানদের পুলিশ দ্বারা দূর্ব্যবহার এবং বাঁধা দেওয়া হয়েছিল। তারপর তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল।

বিচারে শেষ সাক্ষী ছিল ই-ক্যাটারিনা আন্দ্রীইভানা বাইকো, আন্দ্রীইডার বন্ধু ও সঙ্গী বিশ্বাসী। সে আইডাকে সনাক্ত করেছিল তার বন্ধু হিসাবে এবং সাক্ষ্য দিয়েছিল, "সে ভাল ও দয়ালু।"

ই-ক্যাটারিনা খুব স্পষ্ট একজন সাক্ষী ছিল যে অত্যাচারের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ছিল। এক এক সময় তার উত্তর এক কথা বিশিষ্ট ছিল। অন্য সময়, সে চুপ করেছিল যখন তাকে প্রশ্ন করা হচ্ছিল।

"সুইডিস ট্যুরিষ্ট স্ক্রিপনিকডার সঙ্গে সাক্ষাতের সম্বন্ধে কি জান"? আইনজীবি জানতে চেয়েছিল।

"আমি এ সম্বন্ধে কিছু জানি না। আমি পরদিন এ সম্বন্ধে জেনেছিলাম। পুলিশ আইডার সঙ্গে ফ্ল্যাটে দেখা করেছিল, যখন আমি সেখানে ছিলাম। পুলিশ বলেছিল যে বই পুস্তক একজন বিদেশীর কাছ থেকে নেওয়া হয়েছিল এবং আইডা সেগুলি দিয়েছিল"।

সাইডাঃ স্বর (রব) হীনদের জন্য একটি স্বর (রব)

আইনজীবি জিজ্ঞাসা করেছিল কেন তার পড়াশুনা দশম গ্রেডে শেষ হয়েছিল। "তুমি কেন আরও পড়াশুনা করনি"?

"আমি মেডিকেল স্কুলে যেতে চেয়েছিলাম", ই-ক্যাটারিনা উত্তর দিয়েছিল, কিন্তু আমার চারিত্রিক সনদপত্রে তারা লিখেছিল যে আমি একজন বিশ্বাসী ছিলাম এবং বিভেদ প্রবল ব্যপ্টিষ্ট মণ্ডলী সভ্য। সুতরাং আমি স্কুলে ঢুকেনি। যেভাবে হোক আমাকে বহিঃস্কার করা হতো।"

"এমনকি তুমি চেষ্টা পর্যন্ত করোনি?" "আইনজীবি!" কণ্ঠস্বর বিদ্রুপ মাখান ছিল।

"অন্যদের উদাহরণ থেকে আমি জেনেছিলাম-যে তারা কোনভাবে আমাকে সেখানে পড়তে দিত না।"

যখন আইডার পালা এসেছিল সাক্ষীকে প্রশ্ন করার, সে তার বন্ধুর দিকে চেয়েছিল। সে সাধারণ প্রশ্ন দিয়ে আরম্ভ করেছিল তারপর খ্রীষ্টিয়ান বিশ্বাসীদের প্রতি সোভিয়েত স্টেটের ব্যবহার শানিয়ে বলেছিল। আইডা জিজ্ঞাসা করেছিল নির্দিষ্ট বিশ্বাসীদের সম্বন্ধে যাদের পুলিশ জরিমানা করেছিল এবং ই-ক্যাটারিনা তাদের তালিকা দিয়েছিল এবং কিছু কিছু বিচারের বিশদ বিবরণ দিয়েছিল।

"তোমরা কেন জঙ্গলে প্রার্থনা সভা কর?" জজ কথার মধ্যে বাঁধা দিয়ে ছিলেন। তোমাদের পকন্যায়া পাহাড়ে পাহাড়ে প্রার্থনার ঘর আছে তোমরা কেন সেখানে যাও না? তোমার কম্যুনিটি রেজিষ্টার্ড না। তোমরা অনির্দিষ্ট স্থানে প্রার্থনা সভা কর এবং সাধারণ আইন ভঙ্গ কর। এ জন্য তোমাদের জরিমানা করা হয়।"

"আমরা রেজিষ্ট্রেশনের জন্য দরখাস্ত করেছিলাম। জঙ্গলে আমাদের প্রার্থনা সভা লাভরিকির কাউকে কোন অসুবিধায় ফেলেনি।"

আইনজীবি জিজ্ঞাসা করেছিল সে কি নিজেকে একজন বাধ্য (অনুগত) নাগরিক মনে করে, দেশের নিয়ম কানুনের প্রতি বাধিত (বাধ্য) আছে কিনা।

ই-ক্যাটারিনা দৃঢ়ভাবে বলেছিল, "আমি নিশ্চয় পালন করি।"

আইনজীবি সমুচিত (উচিত) জবাব দিয়েছিল, "তোমরা জঙ্গলে এবং লুকামের ঘরে মিলিত হও এবং তোমাদের কম্যুনিটি রেজিষ্টার্ড না।" সুতরাং তুমি আইন মান না।

"লুকানের ঘরে প্রার্থনা সভা আইনের বিপরীতে না"। সে সাহস করে লেলিনের উদ্ধৃতি দিয়েছিল যিনি বিশ্বাসের বিপরীতে আইন ডেকেছেন। "লজ্জাকর" (নিন্দনীয়) একজন কম্যুনিজমের প্রতিষ্ঠাতার বিষয়ে তর্ক যেতে চায়নি বলে আইনজীবি হঠাৎ সাক্ষ্য মুলতবি করেছিল।

ভেঙ্গে যাবার বিন্দু

আইডা তার খ্রীষ্টিয়ান বিশ্বাস অভ্যাস করতে চেয়েছিল সোভিয়েত আইনের মধ্যে বদ্ধ থেকে। খ্রীষ্টিয়ান হিসাবে প্রথম মাসে, সে নিয়মিত প্রার্থনা গৃহে গিয়েছিল যা রেজিষ্ট্রিকৃত এবং সোভিয়েত গর্ভমেন্টের অনুমোদিত ছিল। সে সঙ্গী বিশ্বাসীদের সঙ্গে উপাসনা করে আনন্দিত ও সন্তুষ্ট ছিল- এবং রেজিষ্টার্ড চার্চের মধ্যে রাজনৈতিক বিষয়ে কি আছে, সে বিষয় সচেতন (ওয়াকিবহাল) ছিল না।

যখন সে উপাসনা ও প্রচার চালিয়ে যাচ্ছিল, বিধিনিষেধ তার কাছে অসহ্য মনে হয়েছিল। সে সভা থেকে যুবকদের সঙ্গে বাইবেল অধ্যয়ণে নিয়োজিত (সম্পৃক্ত) হয়েছিল কিন্তু তাকে সাবধান করা হয়েছিল যেন চার্চ নেতারা সেটা না জানে। কম্যুনিষ্ট আইনে ১৮ বৎসরের নিচে "ধর্মীয় কুসংস্কার" এ অংশ গ্রহণ করা নিষিদ্ধ ছিল এবং রেজিষ্টার্ড চার্চের নেতাদের কাছে মনে হয়েছিল কম্যুনিষ্ট আইনকে বেশী যত্ন নেওয়া, হারানো আত্মাদের চেয়ে।

আইডা মনে করেছিল গৃহের চার্চ যেখানে সে মায়ের সঙ্গে যেত। সে মনে করেছিল, সেখানে ঈশ্বরের উপস্থিতি সম্বন্ধে চেতনা (জ্ঞান) এবং সত্যতা জানার জন্য সেখানে ছোট ছেলে মেয়ে, যুবক যুবতীদের স্বাগত জানান হতো এবং প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। যুবক যুবতীদের সুসমাচার শুনা থেকে বিরত রাখা বিষয়টা আইডার কাছে ঠিক বলে মনে হতো না এবং এটা বাইবেলের শিক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্য ছিল না।

সম্পর্ক ছিন্ন করার সময় এসেছিল, যখন আইডা খ্রীষ্টিয়ানদের পক্ষে কাজ করতে আরম্ভ করেছিল, যারা তাদের বিশ্বাসের জন্য জেলখানায় বন্দী ছিল। প্রথম দিকে তার অর্ন্তদৃষ্টি ছিল সংবাদ আদান প্রদান করা এবং তাদের জন্য প্রার্থনার সংযুক্তিকরণ গড়ে তোলা ও তাদের আর্থিক সাহায্য করা। রেজিষ্টার্ড চার্চের নেতাদের কাছে যারা জেলে আছে, তাদের তালিকা ছিল, কিন্তু তালিকা সম্বন্ধে রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা ছিল এবং অন্য খ্রীষ্টিয়ানদের কাছে এই খবর জানার প্রয়োজন ছিল না।

আইডাঃ ঘুর (রেব) হীনদের জন্য একটি ঘুর (রেব)

আইডার কাছে এটা সঠিক খবর ছিল যা অন্যদের জানার প্রায়াজন *ছিল*। সোভিয়েত ইউনিয়ন অথবা চারিদিকের পৃথিবীতে কেমন করে খ্রীষ্টিয়ানগণের প্রার্থনা করা এবং সাহায্য করা সম্ভব তাদের ভাই বোনদের জন্য যারা জেলখানায় বন্দী আছে, তাদের দুঃখের কথা যদি না জানে?

আইডা কাজ করেছিল বাইরে খরব পাঠাতে, এই চেষ্টা তাকে রেজিষ্টার্ড চার্চের নেতাদের সঙ্গে সরাসরি বিরোধে এনেছিল।

অল্প কথায় এই বিষয়টি হচ্ছে, কর্তৃপক্ষ চার্চের মধ্য থেকে পালকদের মধ্য দিয়ে এই বিষয়টির উপর কাজ করতে চেষ্টা করেছিল।"

আইডা পরে বলেছিল। "তারা বিধি নিষেধ আরোপ করতে, প্রবর্তিত করতে, চেষ্টা করেছিল যা চার্চের আধ্যাত্মিক জীবন দাবিয়ে রাখে। এবং প্রকৃতপক্ষে ১৯৬০ সালের দ্বারা, এই সম্বন্ধে তাদের যথেষ্ট সফলতা এসেছিল।"

নেতাদের অবস্থান, আইডার চেষ্টার ঠিক বিপরীতে ছিল জেলবন্দী বিশ্বাসীদের খবর বাইরে পাঠানোর ক্ষেত্রে। সুতরাং তাকে একটি পছন্দের সম্মুখীন হতে হয়েছিলঃ রেজিষ্টার্ড চার্চের মধ্যে থাকা এবং তাকে রক্ষা করা অথবা গোপনীয় চার্চে যোগ দেওয়া এবং কাজ করা তার ভাই বোনেরা যে জেলখানায় আছে তাদের রক্ষা করা। রেজিষ্টার্ড চার্চের টানটা সত্য ছিল। বিশেষ করে এটি সেই দল যে দলে তার ভাই মরার আগে ছিল এবং তার অনেক বন্ধু সেখানে ছিল।

কিন্তু আইডা সোজা ও অপ্রতিরোধী পছন্দ পরিত্যাগ করেছিল। সে নেতাদের অনুসরণ করতে প্রত্যাখান করেছিল, যারা (নেতারা) সরাসরি গর্ভমেন্টের অনুমোদনের জন্য বেশী চিন্তিত, সঙ্গী খ্রীষ্টিয়ানগণ, যারা জেলে আছে, তাদের চেয়ে। তার ব্যক্তিত্বের সম্পূর্ণ ওজন সে ছুড়ে দিয়েছিল এবং গোপনীয় চার্চে তার কঠোর পরিশ্রম, সে জানত, যে তার সিদ্ধান্তের জন্য তাকে চরম মূল্য দিতে হবে।

৪ঠা জুন ১৯৬২, একটি প্রবন্ধ *স্মিনাতে* এসেছিল, যেটা একটি খবরের কাগজ এবং সোভিয়েত গর্ভমেন্টের মুখপাত্র হিসাবে ব্যবহৃত হত। প্রবন্ধটির নাম, "জীবিতদের মধ্যে মৃত হয়ো না"। এতে বিশ্বাসীদের জন্য সাধারণ ভাবে এবং গোপন মণ্ডলীর সম্বন্ধে বিশেষভাবে কলঙ্ক আরোপ করা হয়েছে। সরকারী নীতি বলে, ঈশ্বর নাই এবং প্রবন্ধটি ঠাট্টা ও হাস্যাস্পদ করেছে তাদের যারা একজন কাল্পনিক মশীহকে অনুসরণ করতে পছন্দ করে।

যখন আইডা প্রবন্ধটি দেখেছিল, সে একটি উত্তর তৈরী করতে আরম্ভ করেছিল, তার বিশ্বাসের আত্মরক্ষা এবং তাদের জন্য যারা এটি অনুসরণ করে। সেই উত্তর সে *স্মিনাতে* পাঠিয়েছিল, কিন্তু নিশ্চয় এটি প্রকাশ করতে প্রত্যাখান করেছিল। এই বিষয় হয়ত সেখানে শেষ হতো কিন্তু আইডা সেমিনারে প্রবন্ধটি দেখিয়েছিল এবং যে উত্তর সে তৈরী করেছে তা তারা অনুসারী বিশ্বাসীদের দেখিয়েছিল।

মনে ছাপ ফেলে (মনে ধরা) তারা একটি কপি চেয়েছিল। তারপর কিছু বিশ্বাসী ইউক্রেন থেকে দেখা করতে এসেছিল, তারা কপি চেয়েছিল। সেগুলি বাড়ী (দেশে) নিয়ে গিয়েছিল। শীঘ্র শতশত কপি তৈরী হয়েছিল এবং বিশ্বাসী থেকে বিশ্বাসীর হাতে হাতে দেওয়া হয়েছিল, সমস্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন ব্যাপী। গোপন চার্চের সভ্যাগণ হুঁশিয়ার হয়েছিল, তাদের বিশ্বাসের উপর আক্রমণের জন্য-এবং তারপর সাহস করে পড়তে উৎসাহি হয়েছিল, একজন সঙ্গী বিশ্বাসীর কারণ দেখিয়ে উত্তর দেওয়াটা। আইডা *"জামাইজডাটের"* সম্মুখ সারিতে ছিল-একটি নতুন অভ্যাস-আত্ম প্রকাশনার। সরকারী কর্মচারীগণ দেশের প্রত্যেকটি মিমিও গ্রাফ যন্ত্র, ফটোকপিয়ার অথবা ছাপাখানার প্রতি লক্ষ্য রাখতে পারত না।

তার লেখার মধ্য দিয়ে আইডা স্কিপনিকভার নাম হাজার হাজার বিশ্বাসীদের কাছে পরিচিত হয়েছিল, যাদের সে কখনও দেখেনি। আরেকটি জায়গায় বিশেষ পরিচিত হয়েছিলঃ গোপন পুলিশদের কাছে।

মূলবস্তু

অন্যান্য সাক্ষী আইডার বিচারে সাক্ষ্য দিবার জন্য নির্দ্ধারিত ছিল, কিন্তু তারা আসেনি। জজ আদেশ করেছিলেন-বিচার যেভাবে হোক চলবে।

হতাশাগ্রস্ত আইডা অভিযোগ করেছিল যে কোর্ট বেশী করে সময় নিয়েছে তার বাড়ি, পোষাক এবং এমনকি রান্না বান্না অনুসন্ধান করতে, বিচারের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি বিবেচনা করার থেকে।

"আমি কোর্টকে বলি, কেসের মূলবস্তুর প্রতি আরেকটু বেশী মনোযোগ দিতে" সে অনুরোধ করেছিল। উদাহরণস্বরূপ, আমি ব্যাখ্যা দিতে চাই কেন আমাদের কম্যুনিটি রেজিষ্টার্ড না। শুরুতে আমাকে অনুগ্রহ করে বলুন, কোন্ আইন আমরা ভঙ্গ করেছি যার জন্য আমাদের রেজিষ্ট্রেশন অস্বীকার করা হয়েছে?"

"বাদী", বিচারক খিট্‌খিটে মেজাজে উত্তর দিয়েছিলেন, "কোর্ট তোমাকে জিজ্ঞাসা করছে, তুমি কোটকে না"।

বিচারকের আত্ম সন্মানে আঘাত লেগেছে দেখে, আইনজীবি রিনিরিনি কণ্ঠে বলেছিল, "আমি এমনকি বুঝতে পারছিনা, বাদী কি জিজ্ঞাসা করছে"।

আইডা একটি গভীর নিঃশ্বাস নিয়েছিল, নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে, আমি কোর্টকে জিজ্ঞাসা করি (বলছি) অভিযোগের প্রয়োজনীয় প্রশ্নগুলির প্রতি আরও বেশী মনোযোগ দিতে এবং অনুরোধ করে যে পাশ্ববর্তী (ছোট খাট) বিষয়গুলি, বিচারের জরুরী বিষয়গুলি অস্পষ্ট না করে-এটি আমি কোর্টকে বিবেচনার জন্য বলছি। এটি আমার প্রথম আবেদন। আমার দ্বিতীয় আবেদন আমি আপনাকে, কোটকে বলছি, ঠিক তারিখ বের করতে যখন আমার আবাসিক পারমিট বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।"

জজ জিজ্ঞাসা করেছিলেন- এই খবরটা গুরুত্বপূর্ণ কেন। আইডা ব্যাখ্যা করেছিল, বিচারটা প্রকাশ করেছে পুলিশ তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহ করছে, তার আবাসিক পারমিট শেষ হবার বহুপূর্ব থেকে। যদি আবাসিক পারমিট শেষ হবার জন্য, আমার খ্রীষ্টিয়ান কার্যকলাপের জন্য না, আমার বিচার করা হচ্ছে, তাহলে কেন আমার তদন্ত করা হচ্ছে, এমন কি আমার *আবাসিক পারমিট শেষ হবার পূর্ব থেকে।*

সে আরও বলেছিল, "আমি বলতে পারি কেন আমার বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়েছিল। আমাদের প্রার্থনার ঘরে দুইবার, আমি বিদেশীদের কাছে এগিয়ে একটা বাইবেল চেয়েছিলাম। এই দুই অনুরোধ কর্তৃপক্ষের জানা ছিল।

বিচারক বলেছিলেন, "এ বিচারের সঙ্গে আবাসিক পারমিটের কোন সম্পর্ক নাই। তোমাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে কারণ স্বেচ্ছাকৃত ভাবে সোভিয়েত স্টেটের এবং সামরিক শাসনের মিথ্যা প্রচারণা এবং কুৎসা দিবার জন্য।"

"কিন্তু কাজ এবং আবাসিক পারমিট এই বিচারে যথেষ্ট মনোযোগ আকর্ষণ করেছে," আইডা কথা ছুঁড়ে দিয়েছিল।

এই সব প্রশ্নগুলি কোর্টের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল, আইডা কথা ছুঁড়ে দিয়েছিল।

এই সব প্রশ্নগুলি কোর্টের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল, এই কারণে তোমাকে দোষী সাব্যস্ত করেছে বলে না, কারণ কোট তোমার ব্যক্তিত্ব নিরূপণ করার জন্য। এটা তোমার কাছে আশ্চর্য মনে হতে পারে, এমনকি কোর্ট তোমার চরিত্র সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করবে।

কোর্ট নিশ্চয় জানবে তুমি কি ধরণের মানুষ। শাস্তি দিতে হলে কোর্ট বাদীর ব্যক্তিত্বের খবরা খবর গ্রহণ করে।"

আইডা বলেছিল, কোর্ট যদি সত্যি করে তার চরিত্র জানতে চায়, এটি আরও বেশী গুরুত্বপূর্ণ জানা তার গল্পের সত্যতা। জজের কাছে তার শেষ অনুরোধ একজন শেষ সাক্ষীকে ডাকতেঃ মিস জারসমার সুইডিস-যাকে সে বই পুস্তকাদি দিয়েছিল। "এই স্ত্রীলোকের নোট বই আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রমাণের বিরুদ্ধে ব্যবহার হয়েছে।" আইডা কারণ দেখিয়েছিল, "এটি সঠিকভাবে বুঝার জন্য, আমরা নিশ্চয় তাকে এখানে আনব-তার নোটগুলি ব্যাখা করার জন্য।"

জজ তার অনুরোধের বিবেচনায় একটা লোক দেখান ব্যবস্থা করেছিল, আইনজীবিকে তার মতামত জিজ্ঞাসা করেছিল এবং তারপর তিনি জারী করেছিলেনঃ "পরামর্শ করে কোর্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, বাদীর আবেদন বাতিল বলে ঘোষনা করা হল।"

আরও কতগুলি শেষ প্রশ্নের পর, বিচার সেই দিনের জন্য মূলতবী করা হয়েছিল। আর যা বাকী ছিল, শেষ জেরা। আইনজীবির জন্য, এটি সোভিয়েত রীতিনীতিকে রক্ষা করার সুযোগ-ব্যাখ্যা করতে, খ্রীষ্টিয়ানদের, সত্যি বিশ্বাস করার স্বাধীনতা আছে, *যদি* তারা আইন মেনে চলতে ইচ্ছুক থাকে।

আইডার জন্য এটা তার শেষ সুযোগ তার নিজের পক্ষে এবং চার্চের ভাইবোনদের জন্য বলবার শেষ সুযোগ। এই কাজের ভারে সে ভার গ্রস্ত অনুভব করেছিল এটা জেনে আবার বন্দী হবার ঝুকি আছে, কিন্তু সে তার স্বর্গস্থ পিতার সান্ত্বনায় উৎসাহিত হয়েছিল।

পুনরায় শিক্ষার জন্য একটি চেষ্টা

আইডার জন্য বন্দী হওয়া একটা অলস ভয় ছিল না। সেখানে সে আগে ছিল না। ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে কমরেড কোর্ট তার লেলিনগ্রাদের আবাসিক পারমিট বাতিল হবার পর, সে কিছু সময় ব্যয় করেছিল, ইউক্রেনে তার বোনের সঙ্গে দেখা করার জন্য, যেখানে বিশ্বাসীদের ধৈর্য ও সাহস দেখে মুগ্ধ (অভিভূত) হয়েছিল। সে লেলিনগ্রাদে ফিরে এসেছিল নবায়নকৃত দৃঢ়সঙ্কল্প নিয়ে। পুলিশ তার প্রতি লক্ষ্য রাখছিল, কিন্তু আইডা শহরে প্রবেশ করে, ধরাপড়া এড়াতে সক্ষম হয়েছিল। আবাসিক পারমিট ছাড়া, যে কোন সময়ে সে গ্রেফতার হতে পারত? তবু তার খ্রীষ্টিয়ান কাজ সে চালিয়ে যাচ্ছিল।

আইডাঃ ম্বর (রেব) হীনদের জন্য একটি ম্বর (রেব)

আইডা এবং তার বন্ধুরা, শহরের বাইরে জঙ্গলে একত্রিত হওয়া, চালিয়ে যাচ্ছিল, গোয়েন্দাদের থেকে পালাবার জন্য ১৯৬৫ সালে জঙ্গলে, তার প্রথম সাধারণ গ্রেফতার এসেছিল। আইডার বয়স ২৫ বৎসর ছিল।

একজন সাক্ষী সাক্ষ্য দিয়েছিল, "পুলিশ এসেছিল এবং আমাদের ধাওয়া করেছিল, তারা আমাদের ধাক্কা দিয়েছিল এবং চুলের মুঠি ধরেছিল। তারা কয়েকজন মানুষকে নিয়ে গিয়েছিল, কাউকে কাউকে জরিমানা করেছিল এবং কাউকে কাউকে ২ সপ্তাহের জন্য জেলে বন্দী করেছিল।"

আইডা গ্রেফতার হওয়ার মধ্যে একজন এবং পুলিশ তার বিচারের ব্যবস্থা করেছিল। কাগজে কলমে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ধর্মের সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিল না। যদিও তাকে শহরের বাইরে গ্রেফতার করা হয়েছিল, আইডাকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল, লেলিনগ্রাদের জন্য তার উপযুক্ত আবাসিক পারমিট নাই।

রোন কোর্ট বিল্ডিং এর একটা ছোট হল কামরায়, সেই বিচারে, এমনকি আইডাকে কথা বলতেও দেওয়া হয়নি।

বিচারটা স্পষ্টতঃ বিভ্রান্তকর ছিল, ন্যায়পরায়নতা দেখাবার প্রয়াস যেখানে সত্যি করে (ন্যায়) ছিলনা। যখন এটা শেষ হয়েছিল, আইডার শাস্তি পড়ে শুনান হয়েছিল, ১ বৎসরের কারাদন্ড।

মামলার ফলাফলে সে (আইডা) বিধ্বস্ত হয়নি। বিশ্বাসী যারা জেলখানায় ছিল এবং অনেকে যারা প্রস্তুত ছিল, খ্রীষ্ট তাদের যেখানে পরিচালনা করেন যেতে, তাদের সঙ্গে নিয়মিত সহভাগিতা রক্ষা করত। এখন এটা তার পালা।

সোভিয়েত নেতাদের কাছে, জেলখানার উদ্দেশ্য ছিল, যারা সেখানে থাকবে তাদেরকে পুনরায় শিক্ষা দেওয়া। "এইসব হতভাগ্য লোকদের ভুল পথে চালান হয়েছিল"। কর্মচারীগণ ব্যাখ্যা দিয়েছিল, "এখন তারা নিশ্চয় দেখবে এবং বুঝবে সোভিয়েত প্রণালী সত্য এবং মাতৃভূমির গৌরব।"

একঘেয়ে পুনরায় শিক্ষার সেশন ছাড়াও, আইডাকে অনেক ঠান্ডায় রাত্রি কাটাতে হতো, একটা শক্ত সিমেন্টের মেঝে। কখনও যথেষ্ট খাবার ছিল না, এমন কি যা ছিল তা পশুদের উপযুক্ত না। তার বন্দীদশায়, আইডাকে জোর করে মনস্তাত্বিক সুবিধায় আনা হয়েছিল। ৩০ দিন "মূল্যায়ণ" করার পর, ডাক্তার বলেছিল সে স্বাভাবিক আছে এবং তার সেলে তাকে ফেরৎ আনা হয়েছিল। একটা নিষ্ঠুর কম্যুনিষ্ট জেলখানা প্রণালীতে মাসের পর মাস বছরের বেদনা যোগ হয়েছিল এবং স্পষ্ট বক্তা একজন যুবতী ধর্ম দ্রোহীকে ভয় পাইয়ে ছিল।

আইডা "সোভিয়েত পুনর্বার শিক্ষা" গ্রহণ করেনি। তার বিশ্বাসকে দুর্বল করার পরিবর্তে, অভিজ্ঞতা, খ্রীষ্টে তার বিশ্বাসকে, আরও শক্তিশালী করেছিল। সুসমাচার প্রচার থামানোর পরিবর্তে, সে জেলখানা ছেড়েছিল, এমনকি আরও আবেগপূর্ণ হয়ে-যীশুর সত্যের প্রচারে অংশ গ্রহণ করতে। এখন সে ভালভাবে জানে, এটি করার মূল্য কি এবং সে কখনও তার সিদ্ধান্তের দোদুল্যমান হয়নি।

"রাষ্ট্র বাঁধা দেয় না"

আইডার দ্বিতীয় বিচারে এটি ছিল শেষ বিতর্ক। প্রথমে আইনজীবির সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা এবং সে আরম্ভ করতে বেছে নিয়েছিল, রাশিয়ায় চার্চের ইতিহাসের বিবরণ দিতে।

"আমাদের দেশে মহান অক্টোবরের সোসালিষ্ট রিভ্যুলিশন এর পর রাষ্ট্র থেকে চার্চ আলাদা হয়ে যায় এবং সব ধর্মের বিশ্বাসীগণ বিশ্বাস করার স্বাধীনতা পেয়েছিল।" সে অহঙ্কার করে বলেছিল। তারপর আইনজীবি প্রচার মুখী খ্রীষ্টিয়ানদের এবং ব্যাপ্টিষ্ট এবং চার্চ কাউন্সিলকে দোষ দিয়েছিল এই বলে যে, বিশ্বাসীদের রাষ্ট্রের আইনের কাছে নতি স্বীকার না করার জন্য উৎসাহিত করেছে।

"কম্যুনিটি সকল, যা চার্চ কাউন্সিলকে সাহায্য করে তা নিবন্ধনকৃত না," আইনজীবি দোষারোপ করেছিল। "তাদের অবৈধ সভা ব্যক্তিগত বাড়িতে এবং প্রকাশ্য স্থান সমূহে করা হয়। কিছু বিশ্বাসীদের অভিযুক্ত করা হয়েছে ধর্মীয় প্রথা ভাঙ্গার জন্য। চার্চ কাউন্সিল এটাকে তাদের বিশ্বাসের জন্য নিপীড়িন করা বলছে। সাত বৎসর যাবৎ চার্চ কাউন্সিল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এই দানবীর (বিশাল) সংগ্রাম চালাচ্ছে।"

চার্চের ইতিহাস এবং বিশ্বাসীদের সাধারণ অবস্থা থেকে, আইনজীবি শেষে বিশেষভাবে আইডার বিচারে এসেছিল। "সারা দেশে স্ক্রিপনিকোভার সংযোগ আছে, কিন্তু তার প্রধান কাজ বিদেশের সঙ্গে সংযোগ সংঘটিত করা। এটি নিশ্চত করে বলা যায় যে সে এই কাজে বেশরপ্ত।" সে কটাক্ষ পূর্ণভাবে বলেছিল।

তারপর তার স্বর আর বেশী উৎসাহ ব্যঞ্জক ছিল। "দূর্ভাগ্যবশতঃ আইডার জীবন আরম্ভ হয়েছিল, যে সে একটি ব্যাপ্টিষ্ট পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিল। অবশ্য এটি দুঃখজনক যে আমরা একজনকে পদস্খলিত করেছি, কিন্তু আমরা আইডার সঙ্গে অনেক কথা বলেছি এবং তার কার্যকলাপের অসামাজিক চরিত্র স্পষ্ট করেছি।"

তার স্বর ক্রমাগত চড়েছিল, যখন সে তার শেষ মন্তব্য দিয়েছিল, কিছু বই পুস্তক যা আইডার ঘরে পাওয়া গিয়েছিল, তার থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে। একটি প্রবন্ধে ক্রিউচোকভের নাম উল্লেখ আছে, এই বলে, মস্কোতে তার বিচারে, "সেইসব ভাই যারা জেলখানায় এবং ক্যাম্পে আছে, সোভিয়েত আইন ভঙ্গ করেছে বলে কষ্ট করে নি, তারা কষ্ট সহ্য করেছে কারণ তারা প্রভুতে (খ্রীষ্ট) বিশ্বাসী ছিল।"

আইনজীবি, গম্ভীরভাবে তার মাথা নেড়েছিল। "এই সমস্ত ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা কথা, যা সোভিয়েত রাষ্ট্রের এবং সামাজিক শাসনের পক্ষে কুৎসা রটনা। সোভিয়েত ইউনিয়নে অনেক ধর্ম আছে, চার্চগুলি উন্মুক্ত এবং কেউ তার বিশ্বাসের জন্য নিপীড়িত হয় না। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপে রাষ্ট্র মাথা গলান না (বাঁধা দেওয়া) যদি তারা ধর্মীয় বিধি নিষেধ ভঙ্গ না করে। বাদী স্কিপনিকোভার দোষ, সুনিয়ন্ত্রিতভাবে মিথ্যা প্রচারণা করা যা সোভিয়েত রাষ্ট্র এবং সামাজিক শাসনের কুৎসা রটায়, তা নিশ্চিতভাবে প্রমানিত। ক্রিমিনাল কোডের ১৯০/১ ধারা এই সমস্ত কার্যকলাপ উল্লেখ আছে। এজন্য আমি অনুরোধ করছি, কোর্ট বাদী আইডা স্কিপনিকোভাকে আড়াই বৎসর জেল দিক।"

এই বলে সে বসে পড়েছিল, তার মুখে একটা আত্মাতৃপ্তির নিশ্চয়তা এনে।

"খ্রীষ্টিয়ানের জন্য কেবলমাত্র একটি পথ আছে"

জজ আইডার দিকে ফিরে নির্দেশ দিয়েছিলেন সে এখন তার পালা তার আত্মপক্ষ সমর্থনের শেষ কথা বলার।

আমার বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ আনা হয়েছে সেই সব সম্বন্ধে কথা বলার আমি ইচ্ছা প্রকাশ করছি" সে আরম্ভ করেছিল, তার স্বর স্পষ্ট এবং শান্ত ছিল, "কিন্তু অন্যান্য প্রশ্নগুলি এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, সুতরাং আমি সেগুলির সম্বন্ধে বলব, যদিও যেমন বলা হয়েছে সে সবের সঙ্গে এই বিচারের কোন সংযোগ নাই।"

কতগুলি ছোটখাট বিষয়, যা আইনজীবি উত্থাপন করেছিল তা খন্ডন করে (ভ্রান্ত বলে প্রমান করে) শুরু করেছিল একটা চিঠি থেকে প্রতিধ্বনি তুলে, যা সে ১৯৫৮ সালে প্রাভাদাকে লিখেছিল, তার কাজ সম্বন্ধে একটা নির্মাণ গবেষণাগারে। তারপর সে আরম্ভ করেছিল, আরও বেশী বাস্তব বিষয়ে।

যখন আমি বলি, আমার বিশ্বাসের জন্য, আমার চাকুরী থেকে বরখাস্ত করা হয়েছিল, আমাকে বলা হয় 'এটি ইচ্ছাকৃত মিথ্যা কথা।' "কিন্তু এখানে কি ঘটেছিলঃ জেলখানা থেকে আমার মুক্তির পর, আমি একটা ছাপাখানায় চাকুরী পাই। কাজ আরম্ভ করার ১ সপ্তাহ পরে, আমি একটা প্রার্থনা সভায় ছিলাম যখন পুলিশ এসেছিল এবং আমার নাম লিখে নিয়েছিল অন্য কয়েক জনের সঙ্গে। আমি জেনে ছিলাম, তারা আমার কাজের জায়গা রির্পোট করেছিল।" আইডা বলেছিল

ছাপাখানার সকলে সাবধান হয়েছিল যখন তারা বুঝে ছিল যে আমি একজন বিশ্বাসী এবং কাজ আরম্ভ করার পর থেকে তারা আমাকে বলতে আরম্ভ করেছিল, যদি আমি আমার মতামত পরিবর্তন না করি, আমাকে চাকুরীচ্যুত করা হবে। তারা এই সত্য আমার থেকে গোপন করেনি। তারা স্পষ্টভাবে আমাকে বলেছিলঃ "ছাপাখানা একটা রাজনৈতিক শিক্ষালয়। প্রত্যেকে এখানে কাজ করতে পারে না। তারা এটি বলেছিল, এমনকি যদিও সেই বিশেষ ছাপাখানা রেলওয়ে প্রশাসনের অধীন এবং গোপন কোন কিছু সেখানে ছাপা হয় না-রেলের রাস্তার ফরম, বোর্ডিং পারমিট, ট্রেনের টাইম টেবিল। আমি জানি না সেখানে কি ছিল, আমাকে বিশ্বাস না করার মত।" সে বলে যাচ্ছিল।

এইভাবে ৩ সপ্তাহ চলেছিল। তারপর আমাকে ম্যানেজারের অফিসে ডেকে পাঠান হয়েছিল (শমন দিয়েছিল) এবং আমাকে বলা হয়েছিল যে আমাকে বরখাস্ত করা হয়েছে। অবশ্য তারা আমাকে বলেনি যে আমার বিশ্বাসের জন্য আমাকে বরখাস্ত করা হয়েছে, কারণ এরূপ কোন আইন নাই যা অনুমতি দেয় যে মানুষের বিশ্বাস হেতু বরখাস্ত করা হবে। সুতরাং তারা আমাকে চাকুরীচ্যুত করল কর্মচারী কমাবার জন্য। যখন আমি দোকানে গিয়েছিলাম এবং বলেছিলাম, কর্মচারী কমাবার জন্য আমাকে বরখাস্ত করা হয়েছে, শ্রমিকদের চোখ দ্রুত প্রায় তাদের মাথার মধ্যে ঢুকে গিয়েছে (চোখ ছানাবড়া হয়েছে)। একটা মেশিন চলাছিল না কারণ সেটা চালাবার কেউ ছিল না।

"ম্যানেজার আমাকে বলেছিল, আমরা তোমাকে নিয়োগ করতে পারি না কারণ তোমার পারমিট কেবল শহরের বাইরে কার্য্যকর- যেন তারা আগে দেখেনি যে আমার শহর ছাড়া একটা আবাসিক পারমিট আছে এবং মনে হয় ম্যানেজার পূর্বে আমার কাগজ পত্র দেখেনি।"

আইডা কোর্টকে বলেছিল, একবার যখন পুলিশ প্রশ্ন করা আরম্ভ করেছিল, সে জানত "এটি দেরী হবে না, তার আবার গ্রেফতার হবার।" "আমার মুক্তির কেবলমাত্র ৬ মাস পরে এবং আমি চেয়েছিলাম আবার জেলে যাবার আগে প্রয়োজনীয় কিছু করতে। আমার কাজ ছিল, যা আমাকে শেষ করতে হতো।"

সে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়েছিল। তার কেসে তর্ক করা চরম ক্লান্তিকর ছিল, এর জন্য প্রয়োজন ছিল আবেগপূর্ণ এবং আধ্যাত্মিক দৃষ্টিপাত যা লম্বা সময়ের জন্য ধরে রাখা শক্ত ছিল। সে জজকে বলেছিল ১০ মিনিটের বিরতি এবং তিনি রাজী হয়েছিলেন।

যখন বিচার আবার শুরু হয়েছিল, আইডা তার মন্তব্য বিশেষ করে, তার বিরুদ্ধে যে সমস্ত বিচার, সেগুলির প্রতি লক্ষ্য করেছিল। "যে কোন প্রকাশনা বিতরণ, কোন দোষের না এবং যদি আইনজীবি দেখেনি ইচ্ছাকৃতভাবে *Herald of Salvation* এবং *Faternal lecaflet* ম্যাগাজিনে কোন মিথ্যা কথা, কোন কারণ থাকে না যার উপর আমার বিচার করবে। এজন্য আমি নিশ্চয় এইসব পত্র পত্রিকার কি আছে তা বলব।" তারপর সে খ্রীষ্টিয়ান এবং খ্রীষ্টিয়ান নেতাদের একটা গোপন সভার কথা বলেছিল যা এইসবে লেখা হয়েছিল যা সে দিয়েছিল। ১৯২৯ সালের আইনে বলে যে, বিশ্বাসীদের কংগ্রেসকে সংগঠিত করার অধিকার আছে, কিন্তু অনুমতি দিবার পরিবর্তে, কর্তৃপক্ষ তাদের নিপীড়িত করতে আরম্ভ করেছিল, যারা কংগ্রেস চেয়েছিল।

তারপর আইনজীবির তদন্ত দেখিয়েছিল ১৭টি রাজবৈরীর (রাষ্ট্রের শত্রু) সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদ যা সে পত্র পত্রিকা থেকে নিয়েছিল। এই তদন্ত অনুসারে, এইসব অনুচ্ছেদ ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা কথা ছিল, সোভিয়েত রাষ্ট্র এবং সামাজিক শাসনের কুৎসা রটান।

এখন আইডা জজের দিকে ঘুরে তাকে সোজাসুজি সম্বোধন করেছিল। তার সাক্ষ্য দিবার সময়, মিস্ বয়কো লেলিন থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছিলঃ "সে আরম্ভ করেছিল, আমি উদ্ধৃতিটি শেষ করবঃ কেবলমাত্র রাশিয়া এবং তুরস্কে ধর্মীয় লোকদের বিরুদ্ধে লজ্জাজনক আইন এখনও বলবৎ আছে। এই সব আইন হয় সোজাসুজি নিষিদ্ধ করেছে বিশ্বাসের প্রকাশ্য স্বীকার অথবা এর বৃদ্ধি (প্রসার) নিষিদ্ধ করেছে। এই সমস্ত আইনগুলি সর্বাপেক্ষা অন্যায়, লজ্জাজনক এবং অসহনীয়। এখন আমি কোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, *Propagation* শব্দ এর উপর। লেলিন নিজেই বলেছেন যে বিশ্বাসের নিষিদ্ধ করণ অন্যায় এবং লজ্জাজনক।"

সে আরেকবার নিঃশ্বাস নিয়ে বলে চলেছিল। "আমি আপনাদের এখন বলব, কিভাবে আমি গ্রেফতার হয়েছিলাম। ১১ই এপ্রিল আমি একটি প্রার্থনা সভায় গিয়েছিলাম। আমি লক্ষ্য করেছিলাম, আমাকে অনুসরণ করা হচ্ছে, কিন্তু আমি এতে কোন গুরুত্ব আরোপ করিনি। যাহা হোক, পরের দিন পুলিশ আমার ফ্ল্যাটে এসেছিল এবং আমাকে গ্রেফতার করেছিল। অন্যান্য বিশ্বাসীদের ঘরেও তল্লাসী চালান হয়েছিল। কেবলমাত্র আমার ক্ষেত্র ১১ জন তল্লাসকারী ছিলঃ ৩ জন লেলিন গ্রাদের, ৪ জন পারম, ৩ জন কিরোভগার্ড এবং ১ জন আমার বোনের বাড়ি, ম্যাগনিটোগরস্ক থেকে। কেউ কম বেশী বুঝতে পারে, আমার ফ্ল্যাটে এবং আমার বোনের ফ্ল্যাটের তল্লাসীর বিষয়। কিন্তু অন্যান্য বিশ্বাসীদের

(খ্রীষ্টিয়ান) ঘরে কেন? সেগুলি কেবলমাত্র করা হয়েছিল, কারণ তাদের ঠিকানা আমার নোট বইয়ে পাওয়া গিয়েছিল। এই সমস্ত জায়গার কোথাও আমার বোনের সঙ্গে যোগ আছে এমন কিছু পাওয়া যায় নি।"

তারপর আইডা এই প্রশ্ন করেছিল, আমরা কিসের জন্য নির্যাতিত হচ্ছি। আমরা বলি আমাদের বিশ্বাসের জন্য নির্যাতিত হচ্ছি কিন্তু আমাদের বলা হয়েছে, "এটি ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা কথা, তোমরা সোভিয়েত বিধি নিষেধ ভঙ্গ করার জন্য বিচারিত হচ্ছ। আমি একটি অনিবন্ধনকৃত কম্যুনিটির সদস্য, যা নিবন্ধনের জন্য অনুরোধ করেছে- আমাদের সমস্ত কম্যুনিটি এই দরখাস্ত পাঠিয়েছে- যার মধ্যে আমাদের সংবিধি আছে- কখন আমরা দরখাস্ত করি, আমাদের না বলা হয়। তোমরা এটা করবেনা- ঐটা করবে না, এটি আইন বিরুদ্ধ, তার পরিবর্তে আমাদের বলা হয়েছিল, একটা প্রতিশ্রুতি (অঙ্গীকার) স্বাক্ষর করতে যাতে আমরা আইন ভঙ্গ না করি। "নিবন্ধনের জন্য এটি ঠিক কার্যপ্রণালী না!"

আইডা দেখেছিল জজ অস্থির হচ্ছেন, সুতরাং সে তাড়াতাড়ি তার তর্ক গুটিয়ে ফেলতে চেয়েছিল। বিশ্বাসীগণ প্রতিজ্ঞা করতে পারে না সেই আইন পূর্ণ করতে যা তাদের নিষেধ করে ঈশ্বরের সম্বন্ধে কথা বলতে এবং বাবা মাকে নিষেধ করে বিশ্বাসে ছেলে মেয়েদের মানুষ করতে। কারণ কর্তৃপক্ষের কাছে তাদের যার বশ্যতা, খ্রীষ্টিয়ান বাবা মা একটা আইন গ্রহণ করবে যা তাদের আদেশ দেয়, ঈশ্বরের বিশ্বাসী (আস্তিক) হিসাবে ছেলে মেয়েদের গড়ে তোলে। তারা যে কোন দুঃখ কষ্টের মধ্যে যাবে যা আপনি পছন্দ করেন- তারা আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াবে-এ রকম নিয়ম পালন করার চেয়ে।

খ্রীষ্ট আমাদের বলেছেন, "সুসমাচার প্রচার করতে প্রত্যেক সৃষ্টির কাছে, "আইডা বলে চলল" এবং বিশ্বাসীরা একটা আইনের কাছে সঁপে দিতে পারে না-যা তাদের নিষেধ করে, ঈশ্বরের ও পরিত্রাণের বিষয়ে বলতে। একজন বিশ্বাসী এটি করবেনা, যদিও সে একজন মিশনারী বা প্রচারক নয়। এমন কি একজন লোক যদি প্রচার করতে অক্ষম হয়, সময় সময় সুযোগ হবে কাউকে পরিত্রাণের বিষয় বলতে। এজন্য বিশ্বাসীগণ প্রতিজ্ঞা করবেনা- এই ধরণের আইন পালন করতে। কর্তৃপক্ষের জন্য তাদের ভক্তিশ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও তারা এই নিয়ম ভঙ্গ করবে।

আমি এটি আরেক বার বলব। বিশ্বাসীগণ একটি আইন রক্ষা করতে পারে না যা তাদের পূর্বে দেখায় সুসমাচারকে অস্বীকার করতে। সুতরাং আমাদের যখন বিচার হয়-এসব আইন ভঙ্গ করার জন্য, আমরা সত্যভাবে বলতে পারি যে বিশ্বাসের জন্য আমরা বিচারিত হচ্ছি "আমি জানি যে, *Herald of Salvation* এবং *Faternal leaflet*" মধ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মিথ্যা সংবাদ (খবর) নাই। কিন্তু সেই সঙ্গে সেগুলি বিদেশে পাঠানোর

কি মানে। আমি জানি এই কাজ আমাকে কাঠগড়ায় আনতে পারে। "আমি কাউকে কখনও বলবনা বিদেশে *Herald of Salvation*" পাঠাতে। আমি জানি এটি বিপজ্জনক, সেজন্য আমি নিজেই এটি করি"।

আইডা থেমেছিল, শক্তি সংগ্রহ করতে, বাড়ির জন্য, যা বিস্তৃত হয়েছে তার আত্মরক্ষার জন্য, শেষ অনুভূতি চিন্তা যা সে তাদের কাছে রাখতে চায় যারা তার শাস্তি নির্ধারিত করবে। "একসময় লোকেরা উপলব্ধি করেছিল, একটি বিশ্বাস প্রসার (বৃদ্ধি) করা নিষেধ করা, অন্যায়, এখন তারা এটি বুঝেনা। এখন তারা বলে, নিজেকে বিশ্বাস কর ও প্রার্থনা কর, কিন্তু কাউকে ঈশ্বরের সম্বন্ধে সাহস করো না। জোর করে একজনের আদর্শের বিরোধিতা করে নিশ্চুপ করা (থামিয়ে দেওয়া) কোন আদর্শগত বিজয় না। এটাকে সব সময় বর্বরোচিত বলা হয়েছে।"

জজ তাকে বাঁধা দিয়েছিলেন, হতাশাগ্রস্ত হয়ে যে এই অপরাধী তার কোর্টে প্রচার করছে। "তুমি চার্চের সম্বন্ধে বলতে পার না, কেবলমাত্র তোমার বিষয়ে বল।" তার দিকে নির্দেশ দিয়ে ক্ষান্ত দিয়েছিলেন।

আইডা নির্ভীক ছিল। "খ্রীষ্টিয়ানদের জন্য একটি মাত্র পথ", সে বলেছিল। মুখোমুখি সংঘর্ষ মূলক ছাড়া খ্রীষ্টিয়ানরা আর কিছু হতে পারে না। একবার যখন আপনি সত্য জানবেন, এর মানে এটি অনুসরণ করবেন, এটি ধরে রাখবেন এবং যদি প্রয়োজন হয়, এর জন্য দুঃখভোগ করবেন। আমি এর ব্যতিক্রম হতে পারি না। আমি স্বাধীনতা ভালবাসি এবং আমার পরিবার ও বন্ধুদের সঙ্গে স্বাধীনভাবে চলতে ভালবাসি। কিন্তু আমার বিবেকের বিরুদ্ধে কাজ করতে চাই না। আমার কাছে স্বাধীনতা কি ভাল, যদি আমি পিতা ঈশ্বরকে ডাকতে না পারি? এই জ্ঞান যা আমার আত্মা এবং চিন্তাকে মুক্ত, আমাকে উৎসাহিত করে, শক্তি যোগায়। এটি সব যা আমি বলতে চেয়েছি।

আইডা বসেছিল, তার বিচার উপস্থিত করেছিল এবং তার হৃদয়কে পরিস্কার করে।

সমাপ্তির অংশ

তার তেজস্বীতা এবং এক বির্তকে বিচলিত না হয়ে জজ সোভিয়েত জেলে ৩ বৎসরের জন্য জেল দিয়েছিলেন, একটা শাস্তি যা আরও ৬ মাস বেশি যা আইনজীবি চেয়েছিল তার চেয়ে বেশি। দুই জন লম্বা গার্ড দ্বারা বেষ্টিত হয়ে, আইডা কোর্ট রুম ত্যাগ করেছিল।

কিন্তু তাকে বন্দী করে তার কাজ বন্ধ করতে পারিনি। সঠিকভাবে, আইডার বিচারের নকল (প্রতিলিপি) কষ্টকরে কপি করা হয়েছিল, ২০ টুকরা বিছানোর চাদর বা সেই রকম কাপড় দিয়ে, তারপর সেগুলি সোভিয়েত ইউনিয়নের বাইরে পাচার করা হয়েছিল। সমস্ত পৃথিবীতে বিশ্বাসীগণ "লেলিনগ্রাদের আইডার" কথা পড়েছিল এবং এই বিশ্বস্ত বোনের জন্য প্রার্থনা করেছিল।

আইডা এপ্রিল ১২, ১৯৭১ সালে জেলখানার লেবার ক্যাম্প ত্যাগ করেছিল। যখন তাকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল, কর্মচারীরা তাকে বলেছিল, তার শাস্তি থেকে সে কিছু শিখেনি। সত্যি বলতে, সে অনেক শিখেছিল, কিন্তু সেটা না যা তার সোভিয়েত বন্দীকর্তা চেয়েছিল। সে শিক্ষা পেয়েছিল, গভীর জ্ঞান, ঈশ্বরের বিশ্বস্ততার, এমন কি আরও বেশি জানা-গভীর আনন্দ এবং সন্তুষ্টি যা তাঁর কাছ থেকে এসেছিল। সে একটি ভ্রাতৃ সংঘের পূর্ণ সভ্য হয়েছিল, যা প্রেরিত পৌল বলতেন, "তাঁর দুঃখ ভোগের সহভাগিতা।"

এখন আইডা স্কিপনিকোভা সেন্ট পিটার্স বার্গে বাস করে। তার বিশ্বাস শাসন ব্যবস্থাকে ছাড়িয়ে বেঁচে আছে, যারা এটি ধ্বংস করতে চেয়েছিল। আজকে তার মত খ্রীষ্টিয়ানদের জন্য বৈধ, একত্রিত হয়ে উপাসনা করা এবং প্রচার করা। তার চার্চ সম্প্রতি, একটি বিশেষ সময়ের জন্য সমবেত হয়েছিলঃ চার্চ মিনিষ্ট্রির ৪০ বৎসর পূর্তি উদযাপন করতে এবং এর মেম্বারদের প্রতি ঈশ্বরের বিশ্বস্ততার স্মরণে। একটি বিশেষ প্রদর্শনী সম্মান দেখিয়েছিল, সেইসব লোকদের জন্য যারা তাদের বিশ্বাসের জন্য সাক্ষ্যমর (শহীদ) হয়েছিলেন।

সাবিনাঃ
খ্রীষ্টের ভালবাসার সাক্ষী

রুমানিয়া
১৯৪৫

রুশরা নাৎসিদের (জার্মান) রুমানিয়া থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল এবং তারা পদক্ষেপ নিয়েছিল রুমানিয়ার গর্ভমেন্ট ও সমাজের সকল দিক নিয়ন্ত্রণ করতে। ইদানীং চেষ্টা, সমস্ত ধর্মের পাদ্রীদের একটা সভায় জড়ো করা যা রুশরা বলত, "ধর্মীয় কংগ্রেস"। তাদের উদ্দেশ্য, পুরোহিতদের জন্য ভরণপোষন পরিবেশন করা (দেওয়া) কিন্তু, সাবিনার কাছে এই কৌশলটা আর কিছু না-নিয়ন্ত্রণ লাভ করার একটা চেষ্টা এবং রুমানিয়ার ধর্মীয় নেতাদের রাষ্ট্রের পুতুল করা।

সাবিনা খাটো ছিল, তার স্বামী রিচার্ডের থেকে প্রায় দেড় ফুট ছোট ছিল, কিন্তু তার খ্রীষ্টের জন্য একটি তীব্র অনুরাগ ছিল। সভায় রিচার্ডের সাথে বসে এবং আরেকজন পালকের কথা শুনে, যিনি প্রকাশ্য কম্যুনিষ্টদের প্রতি বশ্যতা স্বীকার করছে, যারা তাদের মাতৃভূমিতে অভিযান চালিয়েছে।

সাবিনা তার স্বামীর বাহু হেঁচকা টান দিয়ে, সে বিনতি করেছিল, রিচার্ড, তুমি কি এই কলঙ্ক খ্রীষ্টের মুখমণ্ডল থেকে ধুয়ে দিবেনা? "তোমাকে কিছু বলতে হবে। তারা খ্রীষ্টের নামে থুথু ছিটাচ্ছে।"

রিচার্ড পার্লামেন্ট ভবন থেকে চারিদিকে তাকিয়ে জড়ো হওয়া প্রতিনিধিদের দেখেছিল। এটা জাকজমকপূর্ণ বড় সমারোহ ছিল। "পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা"। কম্যুনিষ্টদের স্বঘোষিত মূলমন্ত্র ছিল। তারা প্রচার করত ঈশ্বর এবং কম্যুনিষ্ট মতবাদের একটি শান্তিপূর্ণ সহ অবস্থান-অথবা ঈশ্বর এবং কংগ্রেসের সন্মান জনক প্রেসিডেন্ট, যোষেফ স্ট্যালিনের। "কত সহজে পৃথিবীকে বোকা বানান যায়"। রিচার্ড আস্তে আস্তে বলেছিল।

রিচার্ড এবং সাবিনা চাপাচাপিতে পড়েছিল, চার হাজার অন্য বিশপ, পালক, রব্বি (ইহুদী ধর্মনেতা) এবং মোল্লা (মুসলিম ধর্মনেতা) যারা বড় হলের গ্যালারি ও মেঘ পূর্ণ করেছিল। মুসলিম এবং যিহুদী, প্রটেষ্টট্যান্ট এবং অর্থডক্স, সব বিশ্বাসের মানুষ প্রতিনিধিত্ব

করছিল। কংগ্রেসের শুরু হবার পূর্ণ চার্চের বাসস্থানে একটি ধর্মীয় উপাসনা হয়েছিল। কম্যুনিষ্ট নেতারা পরস্পর অতিক্রম করেছিল এবং আইকন ও ক্যাথলিক চার্চের বিশপের হাত চুম্বন করেছিল। তারপর বক্তৃতা আরম্ভ হয়েছিল। পেট্রু গ্রোজা, যে ছিল মস্কোর পুতুল, ব্যাখ্যা করেছিল যে নতুন রুমানিয়া গর্ভমেন্ট ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর পূর্ণ সমর্থন আছে এবং যে কোন বিশ্বাসের পুরোহিতদের তারা মাইনে দিবে, যা পূর্বে করা হয়েছিল। এমন কি তারা তাদের বেতন বাড়িয়ে দিবে। এই সংবাদে উষ্ণ (তুমুল) করতালি (হর্ষধ্বণী) উঠেছিল।

গ্রোজার বক্তৃতার পর পুরোহিত এবং পালকেরা উত্তর দিয়েছিল। একের পর একজন বলেছিল ধর্মের এই সমর্থনে প্রত্যেকে কত খুশী। যদি চার্চ রাষ্ট্রকে বিবেচনা করে তবে রাষ্ট্র ও চার্চকে বিবেচনা করবে। এটি একটি সাধারণ বিষয়। একজন বিশপ মন্তব্য করেছিল, সমস্ত রাজনৈতিক রং এর স্রোত, চার্চকে এর ইতিহাসে যুক্ত হয়েছে এখন কম্যুনিষ্ট প্রবেশ করবে এবং এ জন্য সে আনন্দিত। তাদের আনন্দ পৃথিবীতে রেডিও মারফৎ প্রচারিত হবে, এই হল থেকে সরাসরি।

"ঠিক আছে", রিচার্ড বলেছিল, "আমি যেতে পারি এবং বলবো। কিন্তু আমি যদি তা করি, তোমার আর স্বামী থাকবেনা।"

সাবিনা জেনেছিল, সে ঠিক বলছে এবং অন্যান্য ধর্মীয় নেতারা তাঁদের পরিবারের, কাজ এবং বেতনের ভয়ে বলছে। কিন্তু সে আরও বুঝেছিল, কারও সাহস করতে হবে কম্যুনিষ্টদের প্রকাশ করা-তোষামোদ এবং মিথ্যায় বাতাস পূর্ণ করার পরিবর্তে। রিচার্ডের চোখে সোজাসুজি তাকিয়ে, সে উত্তর দিয়েছিল, আমার কাপুরুষ স্বামীর প্রয়োজন নাই।

রিচার্ড চুপ করে মাথা নেড়েছিল। সে একটা কার্ড পূর্ণ করেছিল এবং সামনে পাঠিয়েছিল, এটা প্রকাশ করে যে সে কথা বলতে চায়। কম্যুনিষ্টরা আনন্দিত হয়েছিল। পাষ্টর রিচার্ড ওয়ার্মব্যাণ্ড, একজন লুথারেন মিনিষ্টার (পালক) যিনি সমস্ত দেশে সুপরিচিত ছিলেন, একজন সরকারী প্রতিনিধি, ওয়ার্ল্ড কাউন্সিল অব চার্চের, সভাতে কথা বলতে চায়। এখন তারা সত্যিকার উন্নত হয়েছে!

একটি সাহস এবং সত্যের সময়

যখন রিচার্ড মঞ্চে যাবার জন্য পথ করে নিচ্ছিল, একটা টানটান উত্তেজনার নিঃস্তব্ধতা হলে বিরাজ করছিল। সাবিনা চিন্তা করছিল জনতা (মানুষের ভীড়) কি চিন্তা করছে যখন সে ব্যগ্রভাবে তার স্বামীর জন্য প্রার্থনা করছিল।

সাবিনাঃ খ্রীষ্টের ভালবাসার সাক্ষী

"আপনাদের ধন্যবাদ, এক সঙ্গে মিলিত হয়ে স্বাধীনভাবে এই কথা বলার সুযোগ দিবার জন্য", রিচার্ড আরম্ভ করেছিল। "যখন ঈশ্বরের সন্তানগণ মিলিত হয়, স্বর্গদূতগণ জড়ো হয় ঈশ্বরের জ্ঞানের বিষয় শুনতে। সুতরাং প্রত্যেক বিশ্বাসীর কর্তব্য, পৃথিবীর মানুষদের ও নেতাদের প্রশংসা না করা, যারা আসে ও চলে যায়, কিন্তু সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরকে এবং ত্রাণকর্তা খ্রীষ্টকে, যিনি আমাদের জন্য ক্রুশে মরেছেন।"

হলের ভিতরের আবহাওয়ার পরিবর্তন হতে আরম্ভ করেছিল এবং সাবিনার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত, কম্যুনিষ্টদের স্বপ্রচার থেকে খ্রীষ্টের প্রচারণার প্রতি কেন্দ্রীভূত হয়েছিল।

"তোমার কথা বলার অধিকার শেষ করা হয়েছে"। বারডুক্কা ধর্মের মিনিষ্টার, হঠাৎ বিস্ময় প্রকাশ করেছিল, লাফিয়ে উঠেছিল, তাকে গ্রাহ্য না করে রিচার্ড তার সঙ্গী নেতাদের উৎসাহিত করছিল, তাদের বিশ্বাস এবং বাধ্যতা ঈশ্বরের উপর রাখতে, মানুষের উপর না। দর্শক করতালি দিয়ে সমর্থন জানিয়ে ছিল। তারা জানত, রিচার্ড ঠিক, কিন্তু সে কেবলমাত্র যথেষ্ট সাহসী-তা বলার যা বলা প্রয়োজন সেজন্য।

বারডুক্কা তার অধস্তনদের চিৎকার করে বলেছিল, "মাইক্রোফোন সড়িয়ে নাও।" "এখনই। মঞ্চ থেকে সড়িয়ে নাও"।

যখন রিচার্ডের স্বর নিঃস্তব্ধ হয়েছিল, জনতা এক সুরে ঢেউয়ের মত বলে উঠেছিল, পাষ্টরুল। পাষ্টরুল ।

একটা সম্পূর্ণ হৈচৈ এর মধ্যে সভা শেষ হয়েছিল, রিচার্ডের জন্য একটা আর্শীবাদ ছিল, সে চুপি চুপি পিছন দিয়ে সরে গিয়েছিল, কেউ তাকে বুঝতে পাবার আগে।

সাবিনা চুপ করে বসে ঘটনাগুলি লক্ষ্য রাখছিল। সে তার স্বামীর জন্য গর্বিত ছিল। তার সাহসে খ্রীষ্টের জন্য দাঁড়াতে গর্বিত ছিল। কিন্তু তার গর্বিত হওয়া একটি উদ্বিগ্নের সঙ্গে মিশ্রিত ছিল যখন সে চিন্তা করছিল- সেই মূল্যের কথা যা তাকে দিতে হবে, রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে কথা বলার জন্য।

সাবিনা এবং রিচার্ড এর সব সময় রাশিয়ানদের জন্য অন্তঃকরণ ছিল। তারা প্রায় আলোচনা করত রাশিয়াতে রুমানিয়ার মিশনারী পাঠাতে, সুসমাচার প্রচার করার জন্য। "এখন ঈশ্বর রাশিয়ানদের আমাদের নিকটে এনেছেন।" রিচার্ড এবং সাবিনা ঘোষণা দিয়েছিল।

১৯৪৪ সালের গ্রীষ্মে যখন রাশিয়ানগণ রুমানিয়াতে পৌছেছিল, রিচার্ড এবং ৩১ বৎসর বয়স্কা সাবিনা বের হয়েছিল, ফুল ও সুসমাচারের ট্রাক্ট নিয়ে তাদের অভিনন্দন জানাতে। রুমানিয়ার যিহুদী হিসাবে তারা উভয়ে নাজিদের থেকে অপরিমেয় ক্ষতি সহ্য করেছে। সাবিনার সমস্ত পরিবার কনশেনটেশন ক্যাম্প সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়েছিল এবং রিচার্ডকে এর মধ্যে তিন বার গ্রেফতার করা হয়েছিল যখন সাবিনা এবং রিচার্ড প্রথম খ্রীষ্টিয়ান হয়েছিলেন তারা নিজেদের অঙ্গীকারাবদ্ধ করেছিলেন সেই সকলের মধ্যে কাজ করতে যারা হারিয়ে গিয়েছিল (পাপে আবদ্ধ), তাদের পাপ যা হোক না কেন। ১৯৪৪ সালে এই দৃঢ় বিশ্বাস পলায়ণপর এই নতুন আগত কম্যুনিষ্টদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া।

নাৎসিদের অবরুদ্ধের সময় রিচার্ড এবং সাবিনার পালাতে হয়েছিল, তারা যিহুদীদের তাদের ঘরে লুকিয়ে রাখত তারপর নাৎসিরা পালাতে আসত, তাদেরও লুকিয়ে রেখেছিল। একজন নাৎসি সৈন্য সাবিনাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, সে একজন ইহুদী, তার শত্রু এক জজ নাৎসিকে লুকিয়ে রাখবে। সাবিনা শুধুমাত্র তাকে বলেছিল যে তার কোন শত্রু নাই এবং ঈশ্বর সব পাপীদের ভালবাসেন। সে তাকে ধন্যবাদ দিয়েছিল- একটা প্রতিজ্ঞা করে, যে সে তাকে জেলখানায় পাঠাবে যদি নাৎসিরা আবার ক্ষমতায় যায়।

সময় কেনা

১৯৪৪ সালের গ্রীষ্মকালে, সাবিনা এবং রিচার্ড আনন্দ উপভোগ করেছিল, অস্থায়ীভাবে ধর্মীয় স্বাধীনতার। পূর্বের রুমানিয়ার একনায়ক, আয়ন এনটোলেসকে, মস্কোতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তারপর ফেরৎ এনে গুলি করে মারা হয়েছিল। অর্থডক্স চার্চের ধর্মীয় যাজকগণ, যারা ইহুদী ও প্রটেষ্ট্যান্টদের অত্যাচার করত, তারা তাদের পরিপূর্ণ (একছত্র) আধিপত্য হারিয়েছিল।

বেশির ভাগ রুমানিয়া মনে করেছিল, যে শেষে তাদের একটি গণতান্ত্রিক গর্ভমেন্ট আছে, কিন্তু সাবিনা আরও ভাল জেনেছিল। ধর্মীয় কংগ্রেসের পর, রিচার্ডের বিরদ্ধে কোন সরকারী অভিযোগ আনা হয়নি, কিন্তু শীঘ্র কম্যুনিষ্টগণ, উত্যক্তকারীগণ নিয়মিত আসত, চার্চ উপসনা ভাঙ্গতে, যা সে পরিচালিত করত।

সপ্তাহের পর সপ্তাহ, দেখতে কর্কশ যুবকগণ তাদের লাইন করে নিয়েছিল চার্চের পিছনে যেতে, সিটি দিতে, ঠাট্টা করতে এবং বাঁধা দিতে।

সাবিনাঃ খ্রীষ্টের ভালবাসার সাক্ষী

চার্চের সিনিয়র পাষ্টর সলহিম বলেছিলেন, "আমাদের আনন্দিত হওয়া উচিত।" উশৃঙ্খল (হৈ চৈ কারী) দর্শক যা যত্ন নেয়, একজন নিঃস্তব্ধকারী থেকে, যে শুধু শুনার ভান করে।"

তারপর তারা তাদের প্রথম হুঁশিয়ারী পেয়েছিল। একদিন সাবিনা রিচার্ডের পাশে চার্চ মিশনে কাজ করছিল যখন একজন সাদা পোষাকধারী হেঁটে ভিতরে এসেছিল এবং তার স্বামীকে সম্বোধন করেছিল।

সে নিজেকে "ইন্‌সপেক্টর বায়োসানু" বলে পরিচয় করেছিল, "তুমি কি ওয়ার্মব্যাণ্ড? তাহলে তুমি সেই মানুষ যাকে আমি আমার জীবনে সবচেয়ে ঘৃনা করি"। রিচার্ড এবং সাবিনা অবিশ্বাস্যে তার দিকে চেয়েছিল। "কিন্তু তোমাকে কেবলমাত্র দেখাতে যে কোন কাঠোর অনুভূতি নাই"। "সে বলে চলেছিল। আমি এসেছি তোমাকে একটা আভাস দিতে যে তোমার উপর একটি বড় চওড়া ফাইল আছে, গোপন পুলিশের ঘাঁটিতে। আমি দেখেছি দেরীতে কেউ তোমার বিরুদ্ধে জানিয়েছে। অনেক রাশিয়ানদের সঙ্গে কথা বলতে, সেটা কি তুমি কর নি?"

বায়োসানু তার সিরিশ কাগজের হাতে খ্যাঁস খ্যাঁস শব্দ করে। "কিন্তু আমি মনে করেছিলাম, আমরা একটা মীমাংসায় আসতে পারি!"

কিছু ঘুষের বিনিময়ে, সে বলেছিল, সে রিপোর্টটি ধ্বংস করবে।

সাবিনা, আলোচনায় যোগ দিয়েছিলেন এবং তারা একটা টাকার অঙ্কে রাজী হয়েছিল। তার পকেটে টাকা ভরে, বায়োসানু বলেছিল, তোমার একটা দর কষাকষি আছে। সংবাদ দাতার নাম- "না"।

সাবিনা তাড়াতাড়ি বাঁধা দিয়েছিল। "আমরা জানতে চাই না"।

ইন্‌সপেক্টর কৌতুক ভরে ছোট মেয়েটির দিকে চেয়েছিল। কিন্তু সাবিনা তার মাথা নেড়েছিল। সে জেনেছিল, তারা জানতে চায় না, কে তাদের বিরুদ্ধে জানিয়েছে। যদি তারা জানে সে কে, তারা হয়ত, সেই মানুষকে ঘৃণা করবে- তারপর তাদের পাপ হবে।

তবুও, রিচার্ড এবং সাবিনা জেনেছিল, টাকা দেওয়া তাদের নিরাপত্তা কিনতে পারে না। সেটা ঈশ্বরের হাতে। কিম্বা হয়ত- তাদের জন্য অল্প সময় কিনেছে- একটা সুযোগ- আরও গোপন চার্চ প্রতিষ্ঠা করার।

১৯৪৭ সালের শেষের দিকে, প্রায়ই খ্রীষ্টিয়ানদের ধরা হচ্ছিল এবং সাবিনা অনেক বন্ধুকে জেলখানায় হারিয়েছিল। শীতকালের এক বিকালবেলা সাবিনা বাড়িতে ছিল, সে ব্রঙ্কাঁইটিসে পীড়িত ছিল, যখন সে দরজায় আঘাতের শব্দ শুনেছিল। সে দরজা খুলেছিল এবং আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল, ভেরা একোভলিনা একজন রাশিয়ান ডাক্তারকে অপেক্ষা করতে দেখে যাকে সে অল্পই জানত। ডাক্তার সাবিনার অসুস্থতার চিকিৎসা করতে আসেনি- কিন্তু একটা সঙ্কটপূর্ণ খবর দিতে। তার মুখমণ্ডল দুঃখে ঢাকা পড়েছিল এবং সে সাবিনাকে তার গল্প বলেছিল।

ভেরা ইউক্রেনের একটা শহর থেকে এসেছিল, যেখানে অসংখ্য খ্রীষ্টিয়ান নেতা (চার্চের), সাধারণ মানুষ, সেও সাইবেরিয়ার লেবার ক্যাম্পে নির্বাসিত হয়েছিল, যেখান থেকে অল্প কয়েকজন ফিরে এসেছিল।

"আমরা জঙ্গল পরিস্কার করার কাজ করেছিলাম, পুরুষ এবং স্ত্রীলোক একসঙ্গে।" ভেরা বলেছিল আমাদের একই দাবী আছেঃ আমরা অনাহারে মরতে পারি অথবা বরফ জমে মরতে পারি।"

ডাক্তার এগিয়ে এসেছিল, সাবিনার বাহু আকঁড়ে ধরছিল সেই হাত দিয়ে যাতে পুরু সাদা দাগ ছিল এবং স্মৃতিতে শিহরিত। "প্রত্যেক দিন লোকেরা মরছিল, বরফে বেশী কাজ করার জন্য মরে যাচ্ছিল।" সে (ভেরা) বলেছিল।

একদিন, অন্য একজন কয়েদীর সঙ্গে কথা বলার সময় ভেরা ধরা পড়েছিল। শাস্তি স্বরূপ, ঘন্টার পর ঘন্টা তাকে খালি পায়ে বরফের উপর দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল। যেহেতু শাস্তির জন্য তার জন্য বরাদ্দকৃত কাজ, সে করতে পারে নি, তাই গার্ড তাকে মেরেছিল।

ক্যাম্পের বেশীরভাগ কয়েদী মারা গিয়েছিল অমানবিক অবস্থার জন্য অথবা প্রায় সময় অত্যাচারের জন্য, কিন্তু ভেরা বেঁচে থাকতে পেরেছিল। এখন সে সাবিনার কাছে এসেছে, শুধু মাত্র দুঃখের কথা বলার জন্য না, কিন্তু ঈশ্বরের বিশ্বস্ততার কথা বলার জন্য, এমন কি লেবার ক্যাম্পে তার দুঃখ এবং প্রয়োজনের সময়, ঈশ্বর তাঁর পরাক্রম দেখিয়েছেন।

সাবিনার মাথা ব্যথা করেছিল, আর্শ্চয্য কাজের কথা চিন্তা করার পরিবর্তে, সে কোন কিছুই চিন্তা করতে পারছিলনা, কিন্তু চিন্তা করছিল তার ঐরকম দুঃখ ভোগের ঘটনা। *এর মানে কি? সে (সাবিনা) চিন্তা করেছিল, সে (ভেরা) কেন তাকে এসব কথা বলতে এসেছে?*

সাবিনাঃ খ্রীষ্টের ভালবাসার সাক্ষী

যখন ভেরা চলে যাবার জন্য দাঁড়িয়েছিল, সাবিনা তাকে রাতে থাকার জন্য অনুরোধ করেছিল, অথবা কমপক্ষে রিচার্ড ফিরে আসা পর্যন্ত, যাতে সে (রিচার্ড) তার (ভেরার) সাক্ষ্য শুনতে পারে এবং জানে, তার ভাই ও বোনদের প্রতি কি ঘটেছে। কিন্তু ভেরা দরজা পেরিয়ে গিয়েছিল। অল্প সময় সে থেমেছিল, বলতে "আমার স্বামীকে গোপন পুলিশরা নিয়ে গিয়েছে। এখন ১২ বৎসর ধরে সে জেলখানায় আছে। আমি চিন্তা করি, এই পৃথিবীতে আমরা আবার মিলিত হতে পারব কিনা।" তারপর সে চলে গিয়েছিল।

"১২ বৎসর!" সাবিনা এটি আবার উচ্চারণ করেছিল ভয়ে ঠক্‌ঠক্ করে কেঁপে। "একজন কেমন করে এত দীর্ঘ সময় সহ্য করতে পারে?"

কম্যুনিষ্টদের খ্রীষ্টিয়ানদের প্রতি অত্যাচার বাড়াবার সঙ্গে পালানো বিবেচনা করতে হবে। এখনও খুব দেরী হয় নি, সাবিনা। "রিচার্ড আরম্ভ করেছিল।" আমরা এখনও চলে যেতে পারি। অনেকে চলে যাওয়া কিনছে।" (অর্থে বিনিময়ে ব্যবস্থা করেছে)।

কিন্তু বিপদটা সত্য এবং তাদের মিহাই এর কথা চিন্তা করতে হবে, তাদের বুকের ধন (মূল্যাবান) ৮ বৎসর বয়স্ক ছেলে-তাদের একমাত্র শিশু।

রিচার্ড বলে চলেছিল "যখন পূর্বে নাসিরা আমাকে গ্রেফতার করেছিল, আমাকে কয়েক সপ্তাহ পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল"। কিন্তু কম্যুনিষ্টের কাছে এটি অনেক বৎসর স্থায়ী হবে। সাবিনা, তোমাকেও তারা নিয়ে যেতে পারে। তখন মিহাইয়ের কি হবে?

সাবিনার নরম জায়গায় রিচার্ড স্পর্শ করছিল। সে জানত, সে এবং রিচার্ড (যদি) এক সঙ্গে গ্রেফতার হয়, মিহাইয়ের কোন জায়গায় যাবার নাই। তাকে (মিহাই) রাস্তায় বাস করতে হবে এবং খাবার ভিক্ষা করতে হবে। এটা একটা মায়ের জন্য উপলব্ধি করা খুব বেশি। তবু সাবিনা উত্তর দেয়নি।

শেষে রিচার্ড তাকে মনে করিয়ে দিয়েছিল, যা অন্য একজন বন্ধু তাদের বলেছিল, "জীবন বাঁচাতে পালাও, সে বলেছিল, লোটের কাছে, স্বর্গদূতের কথা উদ্ধৃতি করে। পিছনে ফিরে তাকিও না।"

তখন সাবিনা উত্তর দিয়েছিল। "কোন জীবনের জন্য পালান?" সে জিজ্ঞাসা করেছিল। তারপর সে তাদের শোবার ঘরে গিয়েছিল এবং তার বাইবেল এনেছিল উচ্চস্বরে যীশুর কথা পড়তে, "কেননা যে কেহ আপন প্রাণ রক্ষা করতে ইচ্ছা করে, সে তাহা হারাইবে, আর যে কেহ আমার নিমিত্তে আপন প্রাণ হারায়, সে তাহা পাইবে (মথি ১৬ঃ২৫ পদ)।" খুব ক্ষয়প্রাপ্ত বাইবেল বন্ধ করে সে রিচার্ডকে জিজ্ঞাসা করেছিল, "যদি তুমি চলে যাও, আর কখন কি এই পদ প্রচার করতে পারবে?"

কিছু সময়ের জন্য-চলে যাবার প্রশ্ন স্থির হয়েছিল। এবং কয়েক মাস পরে এটি আবার স্থির হয়েছিল। .....

টিকে থাকায় বিরত হওয়া (থামা)

২৯শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪৮, রবিবার সকালে রিচার্ড চার্চে রওনা দিয়েছিল, দরজা দিয়ে যাবার সময় সাবিনাকে ডেকে বলেছিল, তোমার সঙ্গে সেখানে আমার দেখা হবে।

কিন্তু ৩০ মিনিট পর যখন সাবিনা চার্চে পৌছেছিল, যে ছোট অফিসে পাষ্টর সোলাইমানকে দেখেছিল, বিপর্যস্ত দেখাচ্ছিল। "রিচার্ড এখনও আসেনি," সে বলেছিল। কিন্তু তার মনে অনেক কিছু আছে। তার নিশ্চয় মনে আছে, "চার্চের পূর্বে কতগুলি জরুরী সাক্ষাৎকার আছে।"

"কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা করেছিল, আধ ঘন্টার মধ্যে সে আমার সঙ্গে এখানে দেখা করবে," সাবিনা বলেছিল, তার গলার স্বরে ভয় করছিল।

সোলাইমান বলেছিল, "সম্ভবত রাস্তায় কোন বন্ধুর দেখা পেয়েছিল তার কোন সাহায্যের প্রয়োজন ছিল। সে আসবে।

পাষ্টর সোলাইমান উপাসনা পরিচালনা করছিল, যখন সাবিনা বন্ধুদের টেলিফোন করছিল, কেবলমাত্র এটি জানতে যে রিচার্ড তাদের সঙ্গে নাই। তার ভয় তীব্রতর হয়েছিল।

সেইদিন বিকাল বেলা রিচার্ড চার্চে এক যুবতী ছেলে-মেয়ের বিয়ে দিবে।

পাষ্টর সোলাইমান সাবিনাকে উৎসাহিত করেছিল- "উদ্বিগ্ন হইও না। তুমি রিচার্ডকে কখনও জান না। মনে কর সেই সময়ে যখন আমরা গ্রীষ্মকালীন ক্যাম্প করেছিলাম, সে সকালে একটা সংবাদপত্র কিনতে গিয়েছিল এবং দুপুরে খাবার সময় টেলিফোন করেছিল বলতে যে সকালের নাস্তা খাবার জন্য আসবে না।"

এই কথা মনে করে সাবিনা হেসেছিল। রিচার্ডের মনে পড়েছিল কতগুলি জরুরী বিষয় এবং গাড়ী ধরে বুখারেষ্ট এ গিয়েছিল। আপনি ঠিক বলেছেন, সে নিশ্চয় আগের মত আরও কিছু করেছে। সে বলেছিল, নিজেকে আবার নিশ্চিত করতে।

সাবিনাঃ খ্রীষ্টের ভালবাসার সাক্ষী

ব্রাঙের ছোট এ্যপার্টমেন্টে রবিবারের দুপুরের খাবার সাধারণতঃ একটি ভীড় বহুল আনন্দের ঘটনা ছিল। সেখানে কখনও প্রচুর খাবার থাকত না, কিন্তু খ্রীষ্টিয়ানগণ সেখানে মিলিত হত কথা বলতে ও গান করতে। যারা সেটাতে যোগ দিত, তাদের সপ্তাহের প্রধান অংশ হয়ে থাকত।

এখন তারা সকলে নিঃস্তব্ধ ঘরের চারিদিকে বসেছিল, রিচার্ডের জন্য অপেক্ষা করে। কিন্তু সে তখনও আসেনি। পাষ্টর সোলহাইমকে সেই বিকালের বিয়ে পড়াতে হয়েছিল। সাবিনা সমস্ত হাসপাতালে টেলিফোন করেছিল এমনকি চারিদিকে জরুরী বিভাগে গিয়েছিল- এটি মনে করে যে তার কোন দুর্ঘটনা হতে পারে। সে তাকে পায়নি। তার পরে সে স্থির করেছিল তার কি করা উচিতঃ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে যাবে। নিশ্চয় রিচার্ডকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

তারপর ঘন্টা, সপ্তাহ এবং বৎসরের পর বৎসর অনুসন্ধান আরম্ভ হয়েছিল..... অফিস থেকে অফিসে অনুসন্ধান করা হয়েছিল...., যে কোন দরজায় ঠেলা দেওয়া যা খুলতে পারে।

সাবিনা ভেরার কথা চিন্তা করেছিল, সে তার স্বামী থেকে ১২ বৎসর ব্যাপী আলাদা রয়েছে। সে চিন্তা করেছিল অত্যাচারের কথা যা ভেরা সহ্য করছে, অন্য একজন কয়েদীর সঙ্গে খ্রীষ্টের বিষয়ে অংশগ্রহণ করে, একটা অপরাধ যা নিশ্চয় রিচার্ডকেও দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। সাবিনা মনে করেছিল, সে এবং রিচার্ড কেমন করে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়েছিল যাতে তারা সশস্ত্র বাহিনী দিয়ে প্রবেশ করা রাশিয়ান সৈন্যদের কাছে সাক্ষ্য দিতে পারে..... একই সৈন্যদল, যারা এখন তার স্বামীকে বন্দী করেছে।

একটা গুজব রটান হয়েছে যে, রিচার্ডকে মস্কোতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, যেমন আরও অনেকের জন্য তা ঘটেছিল। কিন্তু এটা সাবিনা বিশ্বাস করতে অস্বীকার করেছিল যে সে (রিচার্ড) চলে গিয়েছে! রাতের পর রাত, সে খাবার প্রস্তুত করেছে এবং জানালার ধারে বসেছে, মনে করে, *আজ রাতে সে বাড়ী আসবে। রিচার্ড কোন দোষ করেছিল। সে শীঘ্র ছাড়া পাবে। কমিউনিষ্টরা নাৎসিদের চেয়ে খারাপ হতে পারে না, যারা সর্বদা এক বা দুই সপ্তাহ পরে তাকে যেতে দিত।* সে মিহাইকে সান্ত্বনা দিত যখন সে বাবার জন্য কাঁদত। সে তার ছেলেকে বলতঃ ঈশ্বর রিচার্ডকে দেখছিল এবং তাদের সকলকে। তারা দুজনে একসঙ্গে প্রার্থনা করত, যেন রিচার্ড নিরাপদে থাকে এবং তাড়াতাড়ি ফিরে আসে।

কিন্তু সে আসেনি। সে সব কথোপকথন যা সে এবং রিচার্ড কয়েক মাস পূর্বে করেছিল, প্রায়শঃ তার স্বপ্নে উদয় হত, *"যখন আমি পূর্বে গ্রেপ্তার হই, মাত্র কয়েক সপ্তাহ পরে আমি মুক্ত হয়েছিলাম। কমিউনিষ্টদের সঙ্গে এটা বৎসরের পর বৎসর স্থায়ী হতে পারে....."।*

সাবিনার হৃদয় বিশৃঙ্খলাপূর্ণ ছিল। সে এবং রিচার্ড একটা ভালবাসার অংশ গ্রহণ করেছিল, যা অনেক প্রতিদ্বন্দ্বী সহ্য করেছিল, কিন্তু এই সময়, সে জানত না তাকে (রিচার্ড) ছাড়া সে এবং মিহাই কিভাবে চলবে। কয়েক সপ্তাহ পরে, পাষ্টর সোলাইমান সাবিনাকে সুইডিস রাজদূতের কাছে নিয়ে গিয়েছিল যে, পূর্বে তাদের মিত্র ছিল, সাহায্যের জন্য বলতে। রাজদূত রুষ্টারসর্ভাড বলেছিল তিনি এখন বিদেশী মন্ত্রী আনা পাউকারের সঙ্গে কথা বলবেন।

মিসেস পাওকারের উত্তর স্পষ্টতঃই লেখা দেখে পাঠ করার মতঃ আমাদের ঘরে পাষ্টর ব্যাণ্ড একটা টাকায়পূর্ণ সুটকেস হাতে দেশ থেকে পালিয়েছেন, যা তাকে দুর্ভিক্ষের রিলিফ কাজের জন্য দেওয়া হয়েছিল। তারা বলে, সে এখন ডেনমার্কে আছে।

তারপর রাষ্ট্রদূত, প্রধানমন্ত্রী গ্রোজারের কাছে রিচার্ড এর কেসটা নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তিনি একই কথা বলেছিলেন এবং তার সঙ্গে একটা হাসিখুশীভাবে প্রতিজ্ঞা যোগ করেছিল, "সুতরাং মনে হয়নি ব্যাণ্ড আমাদের কোন একটা জেলে আছে? তুমি যদি সেটা প্রমাণ করতে পার, আমি তাকে ছেড়ে দিব।"

কমিউনিষ্টরা নিজেদের সম্বন্ধে এত নিশ্চিত ছিল। সম্ভবতঃ এজন্য লোকেরা বলাবলি করত, "এক বার রুমানিয়ার গোপন পুলিশের বজ্রমুষ্টিতে পড়লে, একজন মানুষের টিকে থাকা বন্ধ হয়ে যায়।"

রিচার্ডের জীবন রেখা

কয়েক মাস ব্যর্থ চেষ্টার পর, একরাতে সাবিনা চার্চে ছিল যখন তাকে বলা হয়েছিল, একজন অপরিচিতের সঙ্গে দেখা করতে সে দরজায় অপেক্ষা করছে। মানুষটির দাড়ি কামান ছিল না এবং গা থেকে প্লাম ব্রান্ডির (মদের) তীব্র দুর্গন্ধ বের হচ্ছিল। সে সাবিনার সঙ্গে একা কথা বলতে পীড়াপিড়ী করছিল।

"আমি তোমার স্বামীর সঙ্গে দেখা করেছি", সে সাধারণ ভাবে বলেছিল। সাবিনার হৃদয় আন্দোলিত হয়েছিল। এটি প্রথমবারের মত তার স্বামীর সম্বন্ধে শুনছে। "আমি একজন গার্ড- কোন জেলখানা জিজ্ঞাসা করো না- শুধু জান, আমি সেই গার্ড- যে তার (রিচার্ড) খাবার নিয়ে যাই। সে বলেছিল, এই খবরের জন্য তুমি আমাকে ভাল টাকা দিবে।"

"কত টাকা?" সাবিনা জিজ্ঞাসা করেছিল, সে ঠিক খবর পেয়েছে কিনা, সে সম্বন্ধে অনিশ্চিত ছিল। অনেক মিথ্যা খবর শোনা যাচ্ছিল।

"আমি আমার জীবন ঝুকি নিচ্ছি জান।"

যে টাকার কথা সে বলেছিল, তার পরিমাণ অনেক ছিল- এবং সে দরাদরি করবে না।"

পাষ্টর সোলাইমান সাবিনার মত সন্দেহ করেছিল। সে গার্ডকে বলেছিল ব্রাণ্ডের হাতে লেখা কিছু কথা আনতে। সে দুর্ভিক্ষের রিলিফ স্টোর থেকে তাকে একটা চকলেট দিয়েছিল। "এটি ব্যাণ্ডের কাছে নিয়ে যাও এবং তার সাক্ষর করা খবর নিয়ে ফিরে এস।"

গার্ড চলে গিয়েছিল এবং সোলাইমান সাবিনার দিকে ঘুরে বলল, "এটি সব, যা আমরা করতে পারি, সে বলেছিল, "আমাদের কোন ধারণা নাই, সে সত্যি বলছে কিনা এবং সে যথেষ্ট টাকা চাচ্ছে।"

সাবিনা জানত, পাষ্টর সোলাইমান তার আশাকে উড়িয়ে দিতে চাচ্ছে না যা সাবিনার মনে ঝলক দিয়ে এসেছে। কিন্তু দুইদিন পর মানুষটি ফিরে এসেছিল। সে তার টুপি নাড়িয়েছিল, লাইনিং এর তার আঙ্গুল ঢুকিয়ে ছিল এবং চকলেট জরানো কাগজ সাবিনার হাতে দিয়েছিল। সাবধানে এটি খুলে, সে পড়েছিল, "আমার সবচেয়ে প্রিয় স্ত্রী, তোমার মিষ্টির জন্য ধন্যবাদ দিচ্ছি। আমি ভাল আছি। রিচার্ড"।

সাবিনার হৃদ স্পন্দন লাফিয়ে উঠেছিল। সে বেঁচে আছে। এটি তার লেখা। সাহস এবং স্পষ্ট, সিদ্ধান্ত যুক্ত, তবু দুঃশ্চিন্তায় ফেলা। ঐসব লাইনের মধ্যে প্রবল উত্তেজনাপূর্ণ আশার ভুল হবার কোন সম্ভাবনা নাই।

গার্ডটি বলেছিল, সে (রিচার্ড) সম্পূর্ণ ভাল আছে। কেউ এটাকে একাকী নিতে পারে না। তারা তাদের নিজের সঙ্গীকে পছন্দ করে না। "তার থেকে আবার ব্রান্ডির গন্ধ বের হচ্ছিল। সে তার ভালবাসা তোমাকে জানিয়েছে।"

সাবিনা টাকা দিতে রাজি হয়েছিল, যদি সে ক্রমাগত খবর দেওয়া নেওয়া (বহন করা) করে। শেষে সে বলেছিল, ঠিক আছে। কিন্তু আমি বড় ঝুকি নিচ্ছি, তুমি জান। কিছু কিছু লোক এসব করার জন্য ১২ বৎসরের সাজা পেয়েছে।

তার স্বাধীনতার ঝুঁকি নিতে সে রাজী হয়েছিল- বিভক্ত ভালবাসার জন্য। সে টাকা ভালবাসত এবং পান করতে ভালবাসত, যা এটি টাকা এনেছিল। কিন্তু মনে হয় সে রিচার্ডের প্রশংসা করেছিল এবং মাঝে মাঝে সে বাড়তি রুটি চুপি চুপি দিত।

সাবিনা মানুষটির ত্যাগের জন্য কৃতজ্ঞ ছিল, কারণ সে ক্রমাগত তার জন্য খবর আনত। একজন মাতাল গার্ড রিচার্ডের সঙ্গে তার জীবনের রেখা হয়েছিল। এখন এটা করতে হবে।

কয়েদীর পরিবারকে শাস্তি দেওয়া

কম্যুনিষ্টদের আইন খুব কঠিন। একজন রাজনৈতিক বন্দীর স্ত্রী রেশন কার্ড পায় না। কার্ড কেবল মাত্র "শ্রমিকদের" জন্য। রাজনৈতিক বন্দীর স্ত্রী কাজ করতে পারে না। কেন? কারণ যেহেতু তার কোন রেশন কার্ড নাই, এজন্য সে বেঁচে থাকতে পারে না।

সাবিনা কর্তৃপক্ষদের বিনতি (অনুনয়) করেছিল। "আমি কিভাবে বাঁচব? আমি কিভাবে আমার ছেলেকে খাওয়াব?"

"সেটা তোমার সমস্যা, আমাদের না।"

সাবিনা মিহাই এর জন্য উদ্বিগ্ন ছিল। রিচার্ডের গ্রেপ্তারের পর থেকে, সে লক্ষ্য করেছিল, ভাল খাবারের অভাবে সে (মিহাই) রোগা হয়ে যাচ্ছে। সে জানত যে তার ভাইদের ও বোনদের হারিয়ে তখনও দুঃখিত ছিল। পূর্ব রুমানিয়ার নাৎসিদের ধ্বংস যজ্ঞের পর সাবিনা ও রিচার্ড এতিম ছেলে মেয়েদের গ্রহণ করেছিল।

কিন্তু তারপর, এটা শুনে রাশিয়ানরা সিদ্ধান্ত নিয়েছে শরণার্থীদের দিয়ে পুনরায় বসতি স্থাপন করবে, দুইটি পূর্ব প্রদেশ, তারা যুদ্ধ করেছে, বেঘারাবিয়া এবং বুকোভিনা, সাবিনা এবং রিচার্ড জানত, আগে পরে ছেলে-মেয়েদের তাদের কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া হবে এবং পূর্বে পাঠান হবে। শতশত অন্য এতিমরা একই বিপদের মুখোমুখি হয়েছিল। সাবিনা মনে করেছিল, যদি তারা তাদের প্যালেস্টাইনে নিতে পারে, সেখানে ইস্রায়েলের নতুন রাষ্ট্র জন্ম লাভ করতে যাচ্ছে, সব কিছুই সুন্দর হবে। সুতরাং এক চরম দিনে তারা দুঃখিত হৃদয়ে ছেলে-মেয়েদের নিয়ে একটা ছোট শরণার্থী দলের সঙ্গে যোগ দিতে নিয়ে গিয়েছিল, বিদেশে যাবার তুরস্কের স্টীমার বুলবুল এ। তাদের চলে যাওয়া দেখা তাদের জন্য খুব কষ্টকর ছিল, কিন্তু তাদের প্যালেস্টাইনে পাঠান অনেক ভাল মনে হয়েছিল- একটা অজানা ভাগ্য, রাশিয়ানদের তাদের ধরার চেয়ে।

সাবিনাঃ খ্রীষ্টের ভালবাসার সাক্ষী

সপ্তাহ পেরিয়ে গিয়েছিল, জাহাজ পৌছাবার কোন খবর ছিল না। প্রত্যেক দিন সাবিনা বেশী করে উদ্বিগ্ন হচ্ছিল। একটি আন্তর্জাতিক অনুসন্ধান, কৃষ্ণসাগর থেকে পূর্ব ভূমধ্য সাগর পর্যন্ত আরম্ভ হয়েছিল। কিন্তু জাহাজটি অদৃশ্য হয়েছিল, ক্রমে ক্রমে, আশা বিলীন হয়েছিল। মনে করা হয়েছিল যে, "বুলবুল" একটা যুদ্ধের মাইনকে আঘাত করেছিল এবং সবকিছু নিয়ে ডুবে গিয়েছিল।

যে কষ্ট তারা অনুভব করেছিল, ভীষণ ছিল। সাবিনা ও রিচার্ড তাদের নিজেদের ছেলে-মেয়েদের মত ভালবাসত এবং মিহাই তার নিজের ভাইবোনদের মত তাদের সঙ্গে আনন্দ করত। যখন শেষে সাবিনা তাদের হারিয়ে যাওয়া জেনে নিয়েছিল, তাদের ঘরের বাইরে কারও সঙ্গে দেখা করত না বা কথা বলত না। তার সব বিশ্বাস একটা কঠিন পরীক্ষার মধ্যে ছিল। *ঈশ্বর কিভাবে এটা ঘটার অনুমতি দেন? ঈশ্বর কিভাবে আমার ছেলে মেয়েদের নিতে পারেন?* সে বার বার নিজেকে জিজ্ঞাসা করেছিল।

অবশ্য সাবিনা তার অন্তরে জানত, সে ঈশ্বরকে দোষী করতে পারে না, মানুষের যুদ্ধতো খ্রীষ্টের জন্য, যা সম্ভবতঃ ঘটেছে, দুর্ঘটনাকালে জাহাজ ডুবি হবার। কিন্তু সে ছেলে-মেয়েদের ভালবাসত, সে চিন্তা করত'। কিভাবে তারা ব্যথাকে কাটিয়ে উঠবে।

তার নিজের দুঃখে, সাবিনা মিহাইকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করেছিল, যে তিক্তভাবে কেঁদেছিল, যখনই সে ছেলে-মেয়েদের কথা চিন্তা করেছিল, যারা তার জীবন জুড়ে ছিল এবং তার দিনগুলোকে উজ্জ্বল করেছিল। সে (সাবিনা) তাকে বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরে একটা গল্প বার বার বলত, যা রিচার্ড প্রায় বলত।

এটা বলা হয়, একজন বিখ্যাত রাবাই (ইহুদী ধর্ম নেতা) এর অনুপস্থিতিতে তার দুই ছেলে মারা গিয়েছিল, তাদের উভয়ে অসাধারণ সুন্দর ছিল এবং আইনএ আলোক প্রাপ্ত ছিল। তার বিহ্বল স্ত্রী তার শোবার ঘরে তাদের নিয়ে এবং তাদের দেহের উপরে সাদা চাদর বিছিয়ে দিয়েছিল। সেইদিন সন্ধ্যা বেলা রাবাই ঘরে ফিরে এসেছিল।

"আমার ছেলেরা কোথায়?" সে জিজ্ঞাসা করেছেন, আমি বার বার উঠানের চারদিকে দেখেছি এবং আমি তাদের সেখানে খেলতে দেখিনি।" সে এক পেয়ালা জল এনেছিল, তাকে সতেজ করতে, কিন্তু সে ক্রমাগত জিজ্ঞাসা করেছিল, আমার ছেলেরা কোথায়?"

সে (স্ত্রী) বলেছিল, "তারা দূরে নাই," তার সামনে খাবার রাখা হল যেন তিনি খেতে পারেন।

খাবার পর সে (স্ত্রী) তাকে বলেছিলঃ তোমার অনুমতি নিয়ে আমি তোমাকে একটি প্রশ্ন করতে চাই।"

"অনুগ্রহ করে জিজ্ঞাসা কর।"

"কিছু দিন আগে একজন বন্ধু দুইটি সুন্দর হীরা আমার কাছে জমা রেখেছিল যেন সেগুলি আমার নিজের। এখন সে তাদের ফেরৎ চায়, আমি কি তাদের ফেরৎ দিব?"

"কী?" রাবাই বলেছিল, "তুমি কি ইতঃস্ততঃ করছ ফেরৎ দিতে যা তার (বন্ধু) নিজের?"

"না", সে উত্তর দিয়েছিল। "তবু আমি এটা সবচেয়ে ভাল মনে করেছিলাম সেগুলি ফেরৎ দিতে, প্রথম তোমাকে জিজ্ঞাসা না করে।"

তারপর সে তাকে সেই কামরায় নিয়ে গিয়েছিল, তাদের মৃত দেহ থেকে সাদা বিছানার চাদর সড়িয়ে দিল। আমার ছেলেরা! আমার ছেলেরা!" বাবা জোরে জোরে শোক প্রকাশ করেছিল। "আমার ছেলেরা, আমার চোখের আলো?" আকড়ে ধরে নিদারুণভাবে কেঁদেছিল।

কিছুক্ষণ পরে, সে তার স্বামীর হাত ধরে বলেছিল, তুমি কি আমাকে শিক্ষা দাওনি যে আমরা নিস্পৃহ হবো না সেটা পূরণ করতে যা আমার কাছে গচ্ছিত রাখা হয়েছে? ঈশ্বর দিয়েছিলেন এবং প্রভু ফেরৎ নিয়েছেন, প্রভুর নাম ধন্য হোক।"

গল্পটা মিহাই এর কাছে অল্প সান্ত্বনা দিয়েছিল, কিন্তু সে বুঝেছিল, তার মা কি বলছে, সে তার মায়ের সাহস থেকে শক্তি পেয়েছিল। তার বয়স এখন ১০ বৎসর বয়সের তুলনায় সে লম্বা ছিল, চোখের নিম্নাংশের হাড় খাঁড়া ছিল এবং উজ্জ্বল প্রতিবোধক চোখ ছিল। স্কুলে সে শক্ত শিক্ষা নিচ্ছিল কিভাবে একজন সামাজিক ভাবে নিপীড়িত (বিতাড়িত), লোকের পুত্র হতে হয়। মিহাই তার বাবার প্রশংসা করত এবং সাবিনার জন্য ব্যাখ্যা দেওয়া সোজা ছিল না যে তাকে তাদের কাছ থেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং সেলে বন্দী করে রাখা হয়েছে, কেবলমাত্র তিনি একজন পাষ্টর ছিলেন বলে।

এখন, প্রত্যেকদিন, আরও বেশী লোক অদৃশ্য হচ্ছিল।

এক সময়, অনেক সুপরিচিত কয়েদীদের মুক্ত করা হয়েছিল। তারা এ্যম্বুলেন্সে বাড়ী ফিরে এসেছিল এবং তাদের ক্ষত চিহ্ন এবং দাগ দেখিয়েছিল, অত্যাচারের কথা বলেছিল। যখন তাদের অত্যাচারের কথা যথেষ্ট ছড়িয়ে পড়েছিল, তাদের সকলকে আবার গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

সাবিনাঃ খ্রীষ্টের ভালবাসার সাক্ষী

সাবিনা চিন্তা করতে আতঙ্কিত হতো, সেসব আতঙ্ক যা তার প্রিয় স্বামী সম্মুখীন হচ্ছে। সে (সাবিনা) প্রার্থনা করেছিল যেন সে (রিচার্ড) ভেঙ্গে না পড়ে এবং বন্ধুদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা না করে। সে প্রতিজ্ঞা করেছিল, সে মরবে- তবু এরকম করবে না, কিন্তু কে বলতে পারে- একজন মানুষ কতটা সহ্য করতে পারে? সাধু পিতর প্রতিজ্ঞা করেছিল, খ্রীষ্টকে সে অস্বীকার করবে না, তবু সে তিনবার তা করেছিল।

দরজায় আঘাত

সাবিনা সান্ত্বনা পেয়েছিল এটা জেনে যে, রিচার্ড যদি মারা যায় তারা পুনরায় পরবর্তী জীবনে মিলিত হবে। তারা রাজী হয়েছিল, স্বর্গের ১২টি দরজার মধ্যে একটা দরজায় একে অন্যের জন্য অপেক্ষা করবে, বেনজামিন গেটে। যীশু একই ধরণের সাক্ষাৎকার তার শিষ্যদের সঙ্গে করেছিলেন তাঁর মৃত্যুর পর গালীলে দেখা করার জন্য। তিনি সেটা রক্ষা করেছিলেন।

কিন্তু এখন পরবর্তী জীবন না যা সাবিনা মনে করতে পারে। ভোর ৫টায় তার দরজায় ধাক্কা দিচ্ছিল।

কিন্তু পূর্বের সন্ধ্যা বেলায় সাবিনা দেরী করে কাজ করেছিল, চার্চে সেচ্ছায় কাজ করা এবং বাড়ী পরিদর্শন করা। মিহাই তার বন্ধুদের সঙ্গে দেশে ছিল, এবং সাবিনার একবন্ধু তাদের ছোট এ্যপার্টমেন্টে তার সঙ্গে ছিল। কর্কশ স্বর উভয় মহিলাকে চমকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দিয়েছিল এবং সেটা (স্বর) নিস্তব্ধ ভোর বেলায় ক্রমাগত পট পট শব্দ তুলেছিল সাবিনা ব্রাণ্ড দরজা খোল। আমরা জানি তুমি এখানে আছ।"

সাবিনা দরজার কাছে গিয়েছিল, ভয় করছিল যে বাইরের লোকেরা যে কোন মুহূর্তে (দরজা) ভেঙ্গে ভিতরে আসবে।

"সাবিনা ওয়ার্মব্রাণ্ড" বৃষস্কন্ধ লোকটি, যে তাদের কর্তৃত্বে ছিল, সে চিৎকার করেছিল, যখন সে দরজা খুলে দিয়েছিল।" আমরা জানি, তুমি এখানে অস্ত্র লুকিয়ে রেখেছ। এখনই আমাদের দেখাও, সেগুলি কোথায় আছে।"

সে তর্ক করার আগেই, তারা ট্রাঙ্ক টেনে খুলেছিল, হাঁড়ি পাতিল রাখার আলমারী খুলেছিল, ড্রয়ার খুলে সব জিনিস মেঝে ছিটিয়েছিল। একটা বুক সেলফ ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিয়েছিল এবং সেগুলি উদ্ধার করতে সাবিনার বন্ধু ছুটে গিয়েছিল।

এটা কিছু মনে করো না, একজন মানুষ ঘেউ ঘেউ করে উঠেছিল। "তোমাদের কাপড় পড়"।

দুজন স্ত্রীলোক ছয়জন পুরুষের সামনে কাপড় পড়তে হয়েছিল- যারা সবকিছু পদদলিত করেছিল যখন তারা এ্যাপার্টমেন্টকে আবর্জনায় পরিপূর্ণ করেছিল। মাঝে মাঝে তারা চিৎকার করে উঠছিল, যেন তারা একে অন্যকে উৎসাহিত করছে- সেই অর্থহীন অনুসন্ধান বজায় রাখতে।

সুতরাং তুমি বলবে না, কোথায় অস্ত্র লুকান আছে? আমরা এই জায়গাকে ছিঁড়ে ফেলব!"

সাবিনা শান্তভাবে বলেছিল, "এই ঘরে একটি মাত্র অস্ত্র আছে, সেই এই।" সে হাঁটু গেড়ে এবং সাবধানে তার বাইবেলটা তুলে ধরেছিল, একজন সৈন্যের পায়ের কাছ থেকে।

অফিসার বৃষস্কন্ধ গর্জ্জন করে উঠেছিল, "তুমি আমাদের সঙ্গে আস, একটা পূর্ণ বিবৃতি দিতে।"

সাবিনা বাইবেলটি টেবিলে রেখে বলেছিল, "আমাদের কয়েক মিনিট সময় দাও, প্রার্থনা করতে। তারপর আমি তোমাদের সঙ্গে যাব।"

বের হবার সময় সাবিনা একটা প্যাকেট ছিনিয়ে নিয়েছিল- যা তার বন্ধু তাকে দিয়েছিল-একজোড়া মোজা এবং কতগুলি অর্ন্তবাস। সেগুলি মূল্যবান বস্তু হবে- যেখানে তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।

স্বাধীনতার (মুক্তির) দিন

একজন গার্ড সাবিনার চোখ বেঁধেছিল, যেন সে দেখতে না পায়, সে দৌড়ে এ্যাপার্টমেন্টের বাইরে গিয়েছিল। গাড়ী চড়ে অল্প যাবার পর, তাকে একটা গাড়ী দাঁড়াবার জায়গা দিয়ে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং চোখ বাঁধার কাপড় সড়িয়ে ফেলা হয়েছিল, যখন মানুষেরা তাদের নতুন বন্দীকে ধাক্কা দিয়ে একটা লম্বা কামরায় নিয়ে ছিল, যেখানে অন্যান্য স্ত্রীলোকদের ভীড় ছিল। মাঝে মাঝে একটা নাম ডাকা হচ্ছিল। অন্যথা, কয়েদীরা চুপ করে অপেক্ষা করছিল। সামাজিক ভাবে পচা রুমানিয়ারা তাদের নামের জন্য অপেক্ষা করছিল, যা ডাকা হবে যেন তাদের ভাগ্য জানতে পারে।

এটি ছিল আগষ্ট ২৩, স্বাধীনতা দিবস, অথবা কম্যুনিষ্টরা যেভাবে বলত।

রাতের আগে কাল রুটি ও জলীয় স্যুপ দেওয়া হয়েছিল এবং আরও একটি দিনের অপেক্ষায়। শেষে সাবিনার নাম ডাকা হয়েছিল। আবার গাড়ী চড়ে যাবার সময় চোখ বাঁধা হয়েছিল। এই সময়, সাবিনা শেষে পৌঁছেছিল যা সে পরে জেনেছিল, গোপন পুলিশের প্রধান দপ্তর। আরও কয়েকজন স্ত্রীলোকের সঙ্গে ঠেসে তাকে একটা ছোট সেলে রাখা হয়েছিল।

গোলকধাঁধার (হত বিহ্বল) শেষে প্রশ্নগুলি

কিছুদিন গত হয়েছে, সাবিনাকে সাধারণ সেল থেকে নিয়ে একাকী বন্ধ করা হয়েছিল। ছোট কামরাটি তন্ন তন্ন করে দেখে, সে তাড়াতাড়ি বুঝেছিল, কি নাই। বালতি। তার কারারুদ্ধের অল্প সময়ে, ইতিমধ্যে সে জেনেছিল, যে বালতি সঙ্কটপূর্ণ (অভাব) এখন, এমনকি সেটা নাই।

সাবিনা গার্ডের ভারী বুটের আওয়াজ শুনতে পেত, প্রায় সরু হল ঘরের রাস্তায় জোরে জোরে হাঁটা এবং সে প্রত্যেকবার চিন্তা করত, তারা তার জন্য আছে। শেষে তার পালা এসেছিল। সেলের দরজা ঢং ঢং শব্দে খুলে গিয়েছিল, গার্ড চিৎকার করেছিল, "পিঠ ফিরাও!"

পিছন দিয়ে চোখ বাঁধা হয়েছিল।

"হাঁট! ডান দিকে ঘুর, এখন বাম দিকে! আরও একটু বামে চল।"

হঠাৎ সাবিনার একটু ভয় এসেছিল যখন গার্ড তাকে তাড়াতাড়ি যার মধ্য দিয়ে ঠেলা দিয়েছিল- একটা গোলকধাঁধার মত মনে হয়েছিল। সে চিন্তা করতে আরম্ভ করেছিল যদি তীক্ষ্ণ ঘোরা হঠাৎ একটা ফায়ারিং স্কোয়ার্ডে শেষ হয়, কি অন্ধকারে, কোন হুঁশিয়ারী ছাড়া মরে যাবে। সে চেষ্টা করেছিল তার পালিয়ে যাবার অনুভূতিকে থামাতে, যখন গোলক ধাঁধাঁ হঠাৎ শেষ হয়েছিল এবং চোখ বাঁধা সড়ান হয়েছিল।

সে নিজেকে তার প্রায় বয়সী একজন লম্বা, সোনালী চুলওয়ালা গার্ডের সম্মুখে দেখেছিল। "রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তোমার অপরাধ তুমি জান, তুমি জাননা, মিসেস ওয়ার্মব্যাণ্ড?" সাবিনা বিহবল হয়েছিল, অফিসারের অদ্ভুত মিল। একজন মানুষের সঙ্গে যার সঙ্গে সে প্যারিসে "ডেট" করেছিল।" এখন তুমি তার বিশদ বিবরণী লিখবে, "মানুষটি আদেশ দিয়েছিল, একটি কলম ও নোট পেপার এর দিকে তার মনোযোগ আকর্ষণ করে।

সাবিনা প্রশ্ন করেছিল, "কিন্তু কি লিখব?" "আমি জানি না কেন আমাকে এখানে আনা হয়েছে।"

আদেশ চলছিল। "রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তোমার দোষ লিখ।"

সাবিনা কলমটি নিয়ে লিখেছিল-আবার বলে, যে সে তার কোন দোষের কথা ওয়াকিবহাল (জানা) না। অফিসার পড়েছিল, সে কি লিখেছে এবং রাগ করে সেলে ফেরৎ পাঠিয়েছিল। যখন সজোরে আবার দরজা বন্ধ হয়েছিল, গার্ড তাকে বলেছিল, "এখন তুমি বসে থাকবে যে পর্যন্ত না লেফটেন্যান্ট তোমাকে যা বলেছে, তুমি লিখতে রাজী না হও। তুমি যদি তা না কর তুমি উপযুক্ত ব্যবহার পাবে!"

সাবিনা ভেবেছিল- কি রকম ব্যবহার পাবে, ভয় দেখিয়ে কথা আদায় করা হাসিঠাট্টা? অসম্মান? অত্যাচার, খ্রীষ্টিয়ানরা কম্যুনিষ্ট জেলখানায় কিসের সম্মুখীন হন, এর সম্বন্ধে এত বলা হয়েছে, সে ভালভাবে জানে- যা করতে তারা সক্ষম। কিছু আগের কয়েদী বলেছে মানসিক দিক অত্যাচার (নিপীড়ন) যা পরিকল্পিত হয়েছে কয়েদীদের আর্দ্র (নরম) করতে, আরও সফল জেরার (প্রশ্ন) জন্য। কম্যুনিষ্টরা চিৎকারপূর্ণ স্বরের টেপ রেকর্ডিং বাজাবে এবং কয়েদীদের বলবে এটা তার ছেলে বা মেয়ের কান্না- যখন তারা নিপীড়িত হচ্ছে। কিভাবে একজন সুস্থ মস্তিষ্কের বাবা মা সেটা সহ্য করবে?

লেফটেন্যান্ট সঙ্গে পরবর্তী অধিবেশন সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছিল- রিচার্ডের গ্রেপ্তারের চারিদিকের ঘটনাসমূহ। সে বলেছিল, "মিসেস ওয়ার্মব্যাণ্ড" তোমার স্বামী বিদ্রোহমূলক কার্যকলাপে দোষী সাব্যস্ত হয়েছে। তাকে গুলি করে মারা হতে পারে। তার সহকর্মীরা বলেছে এবং তার বিরুদ্ধে যে দোষ, তারা তা সমর্থন করেছে।

সাবিনার অন্তঃকরণ বিশেষভাবে আঘাত করেছিল। নিশ্চয় মানুষটি মিথ্যা বলছে এবং তার (সাবিনার) প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করছে। সে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল, শূণ্য দৃষ্টিতে তাকাতে যখন লেফটেন্যান্ট বলে চলেছিলঃ "তারা হয়ত তাদের রক্ষা করতে চেষ্টা চালাচ্ছিল। হয়ত, তারা প্রকৃত বিদ্রোহী। আমরা এটি বিচার করতে পারি না, যে পর্যন্ত না তুমি আমাদের সব কিছু বল, লোকেরা, যারা মিশনে কাজ করছে, কি বলেছিল, সবকিছু বল। বল, প্রকৃত বিদ্রোহীদের ঘৃণা করে, তোমার স্বামীকে কালকে মুক্ত করা হবে।"

সাবিনা এই চিন্তায় খুব প্রলোভিত হয়েছিল, কিন্তু সে কম্যুনিষ্টদের বিশ্বাস করতে পারছিল না। আমি কিছুই জানিনা, সে বলেছিল। লেফটেন্যান্টের একদৃষ্টে চেয়ে থাকার সঙ্গে মিল রেখে।

সেই রাতে সে গার্ডদের আঘাত থেকে পাওয়া কালশিরা শুশ্রূষা যা মাত্র শুরু, ছোট খাটে শুয়েছিল এবং অনুভব করেছিল তার পা দুটি খাটের প্রান্তদেশ স্পর্শ করেছে। সে চিন্তা করেছিল, *হতভাগ্য রিচার্ড সে এত লম্বা, তার পা খাটের শেষ প্রান্ত ঝুলে থাকবে।*

এখন তার প্রতি তারা কি করছে? এক মুহূর্তে, সে যে কিছু বলার জন্য প্রস্তুত ছিল তার সঙ্গে আবার নিরাপদ হওয়া, পরমুহূর্তে সে স্থির করেছিল প্রলোভনের কাছে নিজেকে সমর্পণ না করা। দুটি প্রায় পরস্পর বিরোধী ইচ্ছা, তার হৃদয়ে উম্মাদের মত সংগ্রাম করছে। সে চেয়েছিল রিচার্ড বেঁচে থাকুক এবং সে চেয়েছিল সে বিরোধীতা করুক।

একটা সাদা প্লাস্টারের খন্ড সেলের দেওয়াল থেকে খসে পড়েছিল। সাবিনা এটি কুঁড়িয়ে নিয়েছিল এবং তার কাল কম্বলের উপর একটি বড় ক্রুশ এঁকেছিল। তারপর সে ধন্যবাদ দিয়েছিল।

কি মনে হয় একটা চুপিচুপি (ফিসফাস) উত্তরের, একজনের কাজ থেকে যে তার প্রার্থনা শুনেছিল, একটা চিন্তা ফট করে তার মনের মধ্যে ফুটেছিলঃ *"সাত"*। সাবিনা বুঝেছিল, সে একটি *সাত নম্বর* সেলে আছে। একটা পবিত্র নম্বর। সৃষ্টির দিনের সংখ্যা।

এটা মনে হয়েছিল, উৎসাহের এরূপ দান, সাবিনা খাটের উপর দিয়েছিল এবং ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল। তার শরীর অন্ধকারে ছিল, কিন্তু তার আত্মা কাল্পনিক আলোতে উঠেছিল যা জেলখানার বন্দী দশাকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। সে ক্রুশের উপর তার হতে ঘষেছিল যা সে তার কম্বলের উপর রেখেছিল এবং যখন সে ঘুমিয়ে গিয়েছিল, সে চুপিচুপি বলেছিল, "আমরা খ্রীষ্টের সঙ্গে ক্রুশারোপিত হয়েছি।"

"উঠ! লাল মুখো, প্রধান গার্ড মিলু পরদিন ভোর বেলা দরজার রাস্তায় ছিল। সাবিনা উঠেছিল এবং দেওয়ালের দিকে মুখ করেছিল,যেমন করতে সে শিখেছিল। চোখ বাঁধা কাপড় খুব অগোছাল ভাবে তার মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং আবার তাকে অন্ধকার গোলক ধাঁধার মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

এই সময় মিলু, যে সাবিনার থেকে অনেক বড়, তাকে এক ঘন্টা ধরে আটকে রেখেছিল। "কাদের সঙ্গে তুমি ঘুমিয়েছিলে। তাদের সঙ্গে তুমি কি করেছিলে? আমি জানতে চাই কার সঙ্গে এবং কতবার- সবকিছু।"

মানসিক ও শারীরিক ভাবে বিধ্বস্ত, কান্তে সাবিনা হতবাক হয়েছিল যখন প্রশ্নের পালা এসেছিল। সে শান্ত ভাবে উত্তর দিয়েছিল, "তুমি যা চাও, আমি তোমাকে বলব না।" "সবচেয়ে খারাপ যৌন ইতিহাস এক ব্যক্তিকে বাঁধা দিবে না একজন বড় সাধু হতে, যদি

ঈশ্বর এটি ইচ্ছা করেন, সে তাকে বলেছিল। মেরী মগদলিনী- এক সময় বেশ্যা ছিল। কিন্তু তাকে পবিত্রভাবে শ্রদ্ধা করা হবে- যখন অনেক পূর্বে আমাদের ভুলে যাওয়া হবে।"

মিলু ঘোঁত ঘোঁত করে অশ্লীল ভাবে বিরক্তি প্রকাশ করেছিল এবং সাবিনাকে সেলে ফেরৎ পাঠিয়েছিল।

"আমাকে ইতিপূর্বে কেনা হয়েছে"

পরবর্তী অধিবেশনে সাবিনাকে জোর করা হয়েছিল, বিভিন্ন লোকের ছবি দেখার জন্য। সে তাদের একজনকে চিনেছিল, একজন রাশিয়ানকে, যাকে তারা গোপনে তাদের বাড়ীতে বাপ্তাইজিত করেছিল। তুমি এদের কাউকে চিন?" একজন টাক মাথা জেরাকারী জিজ্ঞাসা করেছিল। সাবিনা জানত- কি ঘটবে, যদি সে একজনের নাম দেয়। তারপর জেরাকারী মিষ্টিভাবে প্রস্তাব দিয়েছিল ঃ "আমাদের বল, যা আমরা জানতে চাচ্ছি এবং আমরা তোমাকে এবং তোমার স্বামীকে মুক্ত করব।" "প্রলোভনটা সত্য ছিল- কিন্তু এটাও ছিল তার ভাই এর জন্য জীবন দেওয়া। আমি এদের কাউকে চিনি না"।

টাকমাথা লোকটা সন্দেহ করছিল- সে মিথ্যা বলছে এবং শেষে তাকে বলেছিল এর মুল্য কি হবে। "প্রত্যেক স্ত্রীলোকের একটা মূল্য আছে। তোমার কি? মুক্তি? তোমার স্বামীর জন্য একটি ভাল পালকীয় অবস্থা? টাকা? তোমার মূল্য বল।"

সাবিনা ক্লান্ত হয়েছিল তার (লোকটার) ক্রমাগত শক্তির বড়াই এবং নিষ্ফল প্রতিজ্ঞায়। তার কেবলমাত্র স্বার্থ আরও গ্রেপ্তার এবং সাবিনা তাতে কোন ভূমিকা রাখবেনা। "আমাকে আগেই কেনা হয়েছে!" সে বিস্ময়ে বলেছিল। "যীশুকে অত্যাচার করা হয়েছিল এবং আমার জন্য মারা গিয়েছেন। তুমি কি আমাকে উচ্চ মূল্য দিতে পার?

তার মুখ রক্তবর্ণ হয়েছিল এবং সাবিনা মনে করেছিল সে তাকে মারতে যাচ্ছে। তার পরিবর্তে সে আদেশ দিয়েছিল, তাকে সেলে ফেরৎ নিতে।

সাবিনাকে ক্রমে ক্রমে একটা সাধারণ সেলে রাখা হয়েছিল। মাসের পর মাস অতিবাহিত হয়েছিল এবং শীতকালের ঠান্ডা শুরু হয়েছিল। মিহাই এর জন্য সে সর্বদা চিন্তিত ছিল। তার জন্য কে যত্ন নিচ্ছে? সে কি রাস্তায় বাস করছে? সে কি ঠান্ডায় আছে? অসুস্থ? হয়তঃ কমিউনিষ্টরা তাকেও তাদের হেফাজতে নিয়েছে। প্রত্যেক জেগে থাকার মুহূর্তে, শত শত সন্দেহ ও উদ্বিগ্নতা তার হৃদয়কে বিদ্ধ করছিল।

নভেম্বর মাসে জেল খানার পরিচালক, যে সেলে সাবিনাকে রাখা হয়েছিল, সেখানে এসেছিল। পরিচালক ব্যাখ্যা দিয়েছিল, আমরা একটি নামের তালিকা পড়ব যাদের নাম পড়া হবে, দশ মিনিটের মধ্যে চলে যাবার জন্য প্রস্তুত হবে।

আর কোন বেশী সংবাদ নাই। কয়েদীরা নড়ে চড়ে উঠেছিল যখন গার্ডরা পরিচালকের সঙ্গে নামগুলি ডাকছিল যার মধ্যে সাবিনাও ছিল।

"তুমি কি মনে কর?" তার কাছের এক স্ত্রীলোককে সাবিনা চুপিচুপি বলেছিল, যে চলে যাবার জন্য তার জিনিসপত্র জড়ো করেছিল। "আমি মনে করি, হয় আমাদের মুক্তি দেওয়া হবে- অথবা আমাদের গুলি করে মারা হবে," সে নির্মমভাবে বলেছিল।

"ঈশ্বর তোমাকে সাহায্য করেন যদি তুমি জিলাভাতে সমাপ্ত কর"

কিন্তু তাদের মুক্ত করা হয়নি অথবা গুলি করে মারা হয়নি- অন্তত তখন পর্যন্ত না। সাবিনা ও অন্যান্যদের জিলাভাতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, সবচেয়ে ভয়ঙ্কর জেলখানা, সমস্ত রুমানিয়ার মধ্যে। অন্যদের কথা শুনে সাবিনার মনে এই কুখ্যাত জেলখানা সম্বন্ধে মনে করেছিল। সেখানে একটা বিশেষ সেল ছিল যা ছিল ভয়ঙ্কর জায়গা, যার বর্ণনা দেওয়া যায় না। ঈশ্বর তোমাকে সাহায্য করুন যদি তুমি জিলাভার সেল নম্বর ৪এ শেষ না কর।" গুজব তাকে সাবধান করেছিল।

একজন গার্ড নিজেকে সার্জেন্ট আস্প্রা বলে পরিচয় দিয়েছিল, কয়েদীদের পরিচালিত করেছিল অন্ধকার, খিলানযুক্ত প্যাসেজার রাস্তা যা ভুগর্ভস্তের দিকে গিয়েছিল। শেষে তারা একটা বড় ইস্পাতের দরজার সামনে, যার মাথা থেকে নীচ পর্যন্ত বিস্তৃত মরচে ধরা শিকড় ছিল, দাঁড়িয়ে ছিল আস্প্রা গর্ব্ব ভরে ঘোষণা দিয়েছিল- সেল ৪ এ স্বাগতমঃ।

যখন তারা পৌছেছিল, তখন সকালের মধ্য ভাগ, কিন্তু সেল প্রায় সম্পূর্ণ অন্ধকার ছিল। একটি দুর্বল আলোর বালব, সিলিং থেকে ঝুলছিল। দুই সারি কাঠের বাঙ্ক (খাট) সারি করে ভূগস্থ কুঠরীতে ছিল। অনেক উপরে, সেলের শেষপ্রান্তে একটা শিক ওয়ালা জানালা ছিল যা রং লাগান ছিল।

নতুন যারা পৌছেছিল, তাদের দিকে শতশত চোখ এক দৃষ্টে চেয়েছিল। সাবিনা, বাতাসের অভাবে শ্বাসরূদ্ধ ছিল, (তাকে) শেষ বাঙ্ক দেওয়া হয়েছিল যা ঠিক বালতির উপরে ছিল।

একটি ক্ষণস্থায়ী রাত্রির পর ভোর পাঁচটায় জেগে উঠার জন্য ডাকার কর্কশ শব্দে সাবিনা ঘুম থেকে জেগে উঠেছিল। সঙ্গে সঙ্গে, ৫০ জন স্ত্রীলোক সারি বেধেছিল ছোট বালতির সামনে। পরে সাবিনা জেনেছিল যে ২০০জন স্ত্রীলোক সেল ৪এ রাখা হয়েছে এবং ৩ হাজার পুরুষ জেলখানার বাকী অংশে গাদাগাদি করে আছে।

জিলাভাতে মোট ৬০০ জনের থাকার ব্যবস্থা আছে। ১১টার সময়ে মেয়েরা সারি বেঁধে দাঁড়াত যখন ১টি ছোট পিপায় স্যুপ আনা হতো। সাবিনা খুব আশ্চর্য হতো যে তার সেলের সঙ্গীরা কত চুপচাপ থাকত যখন এক স্লাইস রুটির সঙ্গে স্যুপ দেওয়া হতো। কিন্তু যে মুহূর্তে পিপা সড়িয়ে ফেলা হতো, নিস্তব্ধ কামড়া একটা বন্য কলধ্বনিতে গলে পড়ত। স্ত্রীলোকেরা চিৎকার করতে আরম্ভ করত। একে অন্যকে অভিশাপ দিত যখন তারা খাবারের জন্য যুদ্ধ করত। অল্প সময়ের মধ্যে গার্ডরা ফিরে আসত এবং মেয়েদের রাতের লাঠি দিয়ে মারতে আরম্ভ করত, বোলগুলি বামে এবং ডান আঘাত করত যে পর্যন্ত না মেঝ পুকুর বড় পুকুরে ঢুকে যেত। এসপ্রা রেগে প্রতিজ্ঞা করত, আগামীকাল স্যুপ দেওয়া হবে না।

আরেকবার সেল নিস্তব্ধ হতো যখন মেয়েরা চিন্তা করত পরের দিন কোন খাবার পাবে না। ক্রমে ক্রমে বচসার কথাবার্তা আরম্ভ হতো। একজন কয়েদী সাবিনাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, কেন তাকে জেলখানায় বন্দী করা হয়েছে। সে বলেছিল, "তোমাকে বিপজ্জনক দেখায় না "সকলে সাবিনার দিকে মাথা ঘুরিয়ে ছিল এবং নতুন কয়েদীকে পরিমাপ করেছিল।

সাবিনা হেসেছিল, "আমি একজন পালকের স্ত্রী", সে বলেছিল।

তার উত্তর শুনে, কয়েকজন কয়েদী থুতু ফেলেছিল অভিশাপ দিয়ে এবং ফিরে গিয়েছিল। অন্যরা কৌতুহলপূর্ণ হয়েছিল। তাহলে কিন্তু তুমি বাইবেলের গল্প জান, "একজন কয়েদী, নাম এলিনা বলেছিল, মেঝে সাবিনার পাশে বসে।"

সাবিনা আবার হেসে উত্তর দিয়েছিল, হ্যাঁ আমি জানি। তুমি কি একটি শুনতে চাও"?

পরবর্তী কয়েক ঘন্টা সাবিনার একটি বন্দী শ্রোতার কাছে সে একটার পর একটা গল্প বলছিল। তার চার্চে, সবাই বলত, সাবিনার মত আর কেউ গল্প বলতে পারে না। মন্ত্রমুগ্ধের মত জীবন্ত গল্পগুলি শুনে, স্ত্রীলোকেরা কিছুক্ষণের জন্য ভুলে গিয়েছিল ৩৬ ঘন্টার মধ্যে কোন স্যুপ পাওয়া যাবে না।

সাবিনা উৎসাহিত হয়েছিল, তার সেলের সঙ্গীদের বাইবেলের গল্পের উপর মনোযোগের জন্য, কিন্তু সে দেখতে আরম্ভ করেছিল, জিলাভা জেলের সম্বন্ধে গুজব সব খুব সত্য।

মেয়ে গার্ডরা তাদের আদেশ পালন করছিল, অন্ধ বাধ্যতার সঙ্গে। যদি তাদের আদেশ করা হতো একজন কয়েদীকে মারতে, তারা লাঠি দিয়ে নির্দয়ভাবে মারত- আস্তে-আস্তে, ভীষণভাবে। তারা কোন অনুতাপ, কোন দয়া দেখাত না বন্দীরা কয়েদীরা একটা কার্পেটের মত হয়ে যেত।

"অল্প আশা দাও ..... তারপর এটি ফিরিয়ে নাও"

"আস এবং এটি লও। গাজরের স্যুপ, আমার মহিলারা।" গার্ডের শ্লেষাত্মক আমন্ত্রণ এবং বাষ্পভূত পাত্র থেকে দুর্গন্ধ খাবার আসার পূর্বে আনা হয়েছিল। কিন্তু অনেক বয়স্কা স্ত্রীলোক নড়েনি। তারা খুবই দুর্বল ছিল, এমনকি খাবারের জন্য লাইন এ দাঁড়াতে। যদিও সাবিনা তখন এটি জানত না প্রাণঘাতী অতিরিক্ত খাবার লেবার ক্যাম্পের জন্য প্রস্তুতির অংশ ছিল। এবং এটা তার কাজ করেছিল, দুর্বল স্ত্রীলোকদের অসংরক্ষিত করে।

"অবশ্যই এটি দাসদের পরিশ্রম," একজন যুবতী শিক্ষিকা তাকে বলেছিল। কিন্তু খালে তুমি দিনে ১ পাউন্ড এবং অর্ধেক রুটি পাবে এবং ম্যাকারনী।"

জেলখানায় একটি গুজব উপচে পড়েছিল দানিয়ুব খালে সবচেয়ে নতুন লেবার ক্যাম্প। প্রত্যেক নতুন কয়েদীকে বড় প্রজেক্টে কিছু যোগ করা, যার মূল্য বিলিয়ন পাউন্ড। যদিও অনেক লোকজন জেলখানা থেকে আসে- জোর করে কাজ করান হয়। খালটি রুমানিয়ার দক্ষিণে উন্মুক্ত সমভূমির ৪০ মাইল বিস্তৃত, যা দানিয়ুব নদীকে কৃষ্ণ সাগরের সঙ্গে যোগ করেছে।

"খালের জায়গায়, তুমি বাড়ী থেকে যা পেতে চাও পাবে!" একজন জেলখানার কর্মচারী কয়েদীদের বলেছিল।

"এমনকি চকলেট?"

সাবিনা আশ্চর্য হয়েছিল। স্বাধীনতা বিসর্জন দেওয়ার পর, চকলেট এখন সবচেয়ে বড় স্বপ্ন হয়েছে।

গুজবে আরও বলা হয়েছিল, গরম কাপড় যা খালের জায়গায় বিনামূল্যে পাওয়া যায় সেইসঙ্গে চিকিৎসা। কিন্তু এটি ছিল শেষ অঙ্গীকার যা সাবিনার মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। যা চকলেট অথবা বস্ত্রের চেয়ে ভাল ছিল। এটা বলা হয়েছিল খালের কয়েদীরা সারা দিন তাদের পরিবারের লোকদের সঙ্গে দেখা পেতে অনুমতি পায়।

সাবিনা আশাকে আকড়ে ধরেছিল যে আবার মিহাইকে দেখতে পাবে এবং ছোট কিছুর জন্য চিন্তা করেছিল।

"কিন্তু সকলের খালে যাবার ও কাজ করবার অধিকার নাই," ভাত্তারিকা একজন কয়েদীদের ওয়ার্ডেন সাবধান করেছিল যা একজন রাজনৈতিক অফিসার আমাকে অন্য দিন বলেছিল। একটি সমাজতান্ত্রিক সমাজে, কাজ করা একটি সুবিধা, ডাকাতদের জন্য পুরষ্কার পাওয়া না"।

জেলের সংস্কৃতির একটি বিশেষ অংশঃ একটু আশা দাও তারপর এটি নিয়ে নাও। পরে, এটি আবার দাও অন্য একটা আলোচ্যসূচীর সঙ্গে। মিহাই এর ১২তম জন্মদিনে, জানুয়ারী ৬, ১৯৫১, সাবিনা তাদের নতুন আলোচ্যসূচী আবিস্কার করেছিল।

একদিন সকালে ক্যাপ্টেন জাহারিয়া আয়ন বলেছিল আমি তোমাকে একটা প্রস্তাব দিচ্ছি।

খালে কাজ করার পরিবর্তে, তুমি একটি বিশেষ রাজনৈতিক বন্দী হিসাবে আরও বেশী আরামে থাকতে পার। খালের যা সুবিধা তা তুমি এখানে পাবে কিন্তু শ্রম দিতে হবে না। "এটি সত্যিকারে একটা উদার প্রস্তাব।"

সাবিনা জানে, একটি মূল্য ছাড়া জেলখানায় কোন সুবিধা পাওয়া যায় না, সে চুপ করে অপেক্ষা করেছিল, ওয়াডেনের হাতুরী ফেলা পর্যন্ত। যেসব তোমাকে করতে হবে আমাকে সময়ে সময়ে অন্যান্য কয়েদীদের বিষয়ে বিবরণী দিতে হবে- নিশ্চয় সম্পূর্ণ নিশ্চিত ভাবে। এটি সত্যি খুব সাধারণ এবং এই ক্ষুদ্র ব্যবস্থা, কেউ কখনও জানবে না।"

এক মুহূর্তের কোন দ্বিধা না করে সাবিনা তার উত্তর দিয়েছিল। সে শ্রদ্ধাভরে উত্তর দিয়েছিল, "তোমাকে ধন্যবাদ", "কিন্তু বাইবেলে তুমি দুইজন বিশ্বাসঘাতদের কথা পড়তে পার, একজন, যে রাজা দায়ূদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল এবং একজন যে যীশুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। উভয়ে নিজেরা ফাঁসী দিয়েছিল। আমি এইরকম ভাবে শেষ হতে চাই না, সুতরাং আমি সংবাদ দাতা হতে চাইনা।"

এক মুহূর্তে আয়নের আচরণ বদলে গিয়েছিল- সুন্দর থেকে হুমকী দেওয়া, "তাহলে তুমি আর মুক্তি পাবে না।" সে গর্জন করেছিল। সাবিনা চিন্তা করেছিল- তাহলে সে কি খালে যাবার সুযোগ হারিয়েছে? সে জানত যাবার তালিকায় তার নাম আছে এবং সে জানত মনোনীত কয়েদীরা যে কোন দিন যেতে পারে। সে জোর করে কাজ করা ভয় করেছিল, কিন্তু মিহাইকে আবার দেখবার জন্য সে সব কিছু করতে পারত- বিশ্বাসঘাতক হওয়া ছাড়া।

কিছুদিন পরে, সাবিনাকে দানিয়ূবের ক্যাম্পে পাঠান হয়েছিল। খুব তাড়াতাড়ি সে এবং অন্যান্য কয়েদীরা বুঝেছিল, তাদের প্রতারণা করা হয়েছিল।

খাল

প্রথম দিন সাবিনা ইঁদুরের পায়খানার কটু (ঝাঁঝানো) গন্ধে জেগে উঠেছিল। সে একটা স্বর শুনেছিল- তার প্রতিবেশীনিকে বলছে, "রাতে তুমি তাদের জন্য কিছু রুটি রেখে দিবে। এতে তারা (ইঁদুর) তোমাকে কামড়াবেনা।"

প্রত্যেক দিন সাবিনা ছেলে ও মেয়ে কয়েদীদের সঙ্গে কাজ করছিল। তারা একটা বাঁধ তৈরী করছিল এবং সাবিনার কাজ ছিল ২০০ গজ দূরে নৌকায় বড় পাথর বয়ে নেওয়া সেখানে ফেলা এবং পরে আরও পাথর নিবার জন্য ফিরে আসা। সে মনে করত সর্বদা ওজনের চাপে তার পিঠ ভেঙ্গে যাবে। এমনকি তার জন্য সোজা হওয়া শক্ত ছিল।

প্রত্যেক মজুর দলের একজন ব্রিগেড প্রধান ছিল যার সাহায্যকারীরা যাচাই করত কয়েদীরা কতটা কাজ করছে। সাধারণ প্রয়োজন ছিল আট **ঘনগজ পর্যন্ত**। যদি মজুররা তাদের নির্ধারিত পরিমান অংশ পূর্ণ করতে সক্ষম না হতো তবে, তাদের শাস্তি দেওয়া হতো।

সাবিনা কখনও কল্পনা করেনি- অবস্থা, যা তারা ক্যাম্পে সহ্য করেছিল। যখন সে বেশী সুবিধার কথা বলত, যা তাদের কাছে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল, তাকে ঠাট্টা করা হতো।

খালে কাজ করার জন্য আরও বেশী করে স্ত্রীলোকরা আসছিল। সাবিনার মত, প্রত্যেকে আকাঙ্খা করছিল, তাদের পরিবারের সঙ্গে থাকবে, বিশেষ করে তার ছেলে মেয়েদের সঙ্গে। নতুন খালের প্রজেক্টের পরিধি উপলব্ধি করে, বেশীরভাগ স্ত্রীলোক তাদের আশা হারাতে আরম্ভ করেছিল। কিন্তু সাবিনা আশায় দোদুল্যমান ছিল যা কোন খালের প্রজেক্টের অথবা জেলখানার প্রণালীর চেয়ে বড় ছিল। শীঘ্র অন্য কয়েদীরা লক্ষ্য রাখতে আরম্ভ করেছিল। তার যেরূপ আশা ছিল, তারা সেইরকম আশা পোষণ করেছিল।

লম্বা দিনের পরিশ্রমের পর তারা সাবিনার কাছে ভিক্ষা চাইত, "সাবিনা, দয়া করে বাইবেল থেকে আরও গল্প বল।

সাবিনা বিপদ জানত, সে জানত কি ঘটবে, যদি তারা ধরা পড়ে। কিন্তু সে তার সঙ্গীদের কাছে সুসমাচার প্রচারের প্রত্যেক সুযোগ গ্রহণ করত। আরও বেশী বেশী কয়েদীরা তার কাছে আসত, তাদের পাপ সকল স্বীকার করে এবং চাইত তাদের পাপ ক্ষমা করা সম্ভবপর কিনা। সাবিনা তাদের নিশ্চিত করত, এটা সম্ভব এবং সে তাদের কিছু বলত, যা রিচার্ড বলেছিল।" নরক একাকী অন্ধকারে বসে থাকে, এটা মনে করে যে পাপ তুমি করেছিলে"। নিশ্চয় এইসব স্ত্রীলোকেরা এই স্থানে নরক ভোগ করছে।

যখন সাবিনা অস্বীকার করেছিল খবর সরবরাহকারী হবার প্রস্তাব গ্রহণ করতে, অন্যরা হয়নি। সময় সময়, কয়েদীরা জানত, সংবাদ দাতারা কারা কিন্তু তারা কখনও একেবারে নিশ্চিত ছিল না। এটা ক্রমাগত উভয় সঙ্কটের অবস্থা ছিল। আরেকজন কয়েদী সাবিনাকে বলতে পারত, খ্রীষ্টের সম্বন্ধে আরও বেশী জানার একটা ফাঁদ হতে পারত, সাবিনার বিশ্বাসে অংশ গ্রহণ করার জন্য ভয়াবহ ফল হিসাবে, একটি নিষিদ্ধ প্রতিক্রিয়া এসেছিল। অথবা স্ত্রীলোকেরা হয়ত সত্যই জানতে চাইত। সাবিনার পক্ষে বাস্তবিক কোন পথ ছিল না, জানতে কোন অনুরোধ সত্য এবং কোনটি ফাঁদ। কিন্তু বেশীরভাগ সে কথা বলতে পছন্দ করত।

একটার বেশীর সময়ে (অবস্থায়) একজন সংবাদ দাতা তাকে বলার পর, সাবিনাকে "কারাগারে" তালা দিয়ে বন্ধ করা হয়েছিল- যেটা ছিল একটা ছোট আলমারী যাতে কেবলমাত্র একজন দাঁড়াতে পারত। ঠিক সারাদিন কাজের পর তাকে "কারাগারে" পাঠানো হয়েছিল, সেখানে তাকে সারা রাত রাখা হয়েছিল এবং সকালে বের করা হয়েছিল ঠিক সেই সময়ে যখন কাজের জন্য যেতে হয়েছিল। যখন সে খালে ছিল, "কারাগার" সাবিনার জন্য সাধারণ জায়গা হয়েছিল।

একটি ক্ষীণ আশার আলো

সে সব সময় নতুন কয়েদীদের জিজ্ঞাসা করত, তারা রিচার্ডের সম্বন্ধে কোন খবর জানে নাকি। মাত্র একজন কয়েদী সাবিনাকে বলেছিল একজন প্রচারকের সম্বন্ধে থাকে সে ভিকারেষ্টিতে সাক্ষাৎ পেয়েছিল। সত্যিকরে তার সঙ্গে তার দেখা হয়নি, সে বলেছিল। সে কেবল তাকে কথা বলতে (প্রচার করতে) শুনেছিল। তার সেলটা টয়লেটের কাছে ছিল, এবং কয়েদীগণ লাইনে অপেক্ষা করেছিল, কারাগারের প্রচারক তাদের উৎসাহিত করেছিল খ্রীষ্টকে অনুসরণ করতে এবং তাঁর ভালবাসা পেতে। জেলখানার প্রত্যেকে জিজ্ঞাসা করেছিল সে কে, কিন্তু কেউ জানত না। নতুন কয়েদী সাবিনাকে বলেছিল সে নিশ্চিত, তিনি রিচার্ড।

সাবিনাঃ খ্রীষ্টের ভালবাসার সাক্ষী

সাবিনার মুখমন্ডল আনন্দে জ্বলে উঠেছিল। তার রিচার্ড বেঁচে আছে। জেলের প্রচারক তাকে হতে হবে। কিন্তু তার আশা ভেঙ্গে চূড়মার হয়েছিল যখন ভিজিটর তার গল্প শেষ করেছিল। "একদিন আমরা শুনেছিলাম, প্রচারক খুব অসুস্থ। তারপর, আমরা তার সম্বন্ধে অল্প শুনতাম এবং ক্রমে ক্রমে আর শুনতাম না। গুজব শোনা গিয়েছিল তিনি মারা গিয়েছেন। আমি দুঃখিত।"

সাবিনার মুখমন্ডল দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল, কিন্তু সে কথা বলতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। সে তার দুঃখ ঈশ্বরকে জানাবে। সে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছিল, তাঁর বিশ্বস্ত দাসের (রিচার্ডের) জীবন বাঁচাতে, যদি সে তখনও জীবিত থাকে।

সে মিহাই এর জন্য প্রার্থনা করতো, এটা বলে ভয় পেয়ে, যে তাকেও গ্রেপ্তার করা হতে পারে এবং খালে পাঠান হতে পারে। একদিন তার হৃদয় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল যখন সে একটা ছেলেকে দেখেছিল, মিহাই এর বয়সী এবং খালে পরিশ্রম করছে। যদিও সে আশ্বস্ত হয়েছিল, এটি মিহাই ছিল না, সে তবু ছেলেটার জন্য কেঁদেছিল এবং তার মায়ের জন্য, সে যেখানে থাকে এবং তার প্রার্থনায় সে তাদের অর্ন্তভুক্ত করেছিল।

শেষে একটা নিভু নিভু আশা এসেছিল। সেই রবিবারে এক দর্শনার্থীর দিনে, সাবিনা তার কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। ওহ, মিহাইকে আবার দেখে- কত গৌরবপূর্ণ! যখন দিন এসেছিল, অন্য একজন কয়েদী সাবিনাকে একটা পোষাক ধার দিয়েছিল, তারটা ইতিমধ্যে ছিঁড়ে গিয়েছিল- বড় পাথর বইবার জন্য জীর্ণ বস্ত্রে পরিণত হয়েছিল। সে ব্যগ্রতায় পূর্ণ হয়েছিল, অপেক্ষা করে, মিনিট গুনে যে পর্যন্ত না সে তার ছেলেকে নিজের বাহুতে ধরে ছিল। কিন্তু যখন কয়েদীরা মিলিত হয়েছিল, দর্শনের জন্য, তাদের বলা হয়েছিল, তাদের দর্শনার্থীদের জন্য তারা কামরার মধ্যে দাঁড়াবে এবং মাত্র ১৫ মিনিটের জন্য তারা কথা বলতে পারবে।

তারপর সে তাকে দেখেছিল এবং তার মাতৃ হৃদয় তাকে আলিঙ্গন করেছিল এবং তার অশ্রুসিক্ত চোখ, তার ভালবাসা কামরায় প্রবাহিত হয়েছিল তাকে (মিহাই) উত্তপ্ত করতে। সে কত রোগা হয়েছে, কত গম্ভীর! সময় মা ও ছেলের উচ্ছল আবেগ মুছে ফেলেছিল। উভয়ে খুব অল্পই কথা বলতে পেরেছিল, অবশ্য গভীরভাবে কিছু বলা অসম্ভব ছিল। যখন তাদের সময় শেষ হয়েছিল, সাবিনাকে সেই স্থানে ডাকা হয়েছিল, যা তাদের আলাদা করেছিল। মিহাই! ওহ, মিহাই, তোমার সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়ে যীশুকে বিশ্বাস কর!"

এটি সবচেয়ে ভাল পরামর্শ (উপদেশ) ছিল, যা সে (সাবিনা) মনে করতে পেরেছিল।

সাবিনার কথা বাঁধাপ্রাপ্ত হয়েছিল, ওর্য়াডেন একটা কর্কশ ধাক্কায়। তারপর গার্ডরা তাকে পরিচালিত করেছিল।

তার ব্যারাকে ফিরে অন্য সঙ্গীরা তাকে ঘিরে ধরেছিল, জিজ্ঞাসা করেছিল, মিহাই কি বলেছে, তাকে কেমন দেখেছে। কিন্তু সে কেবল মাথা নেড়েছিল। কয়েক ঘন্টা সে কথা বলতে পারেনি, সে উচ্ছাসে অভিভূত হয়েছিল যা তার অন্তরকে পূর্ণ করেছিল যখন সে তার "বুকের ধন" ছেলের কথা চিন্তা করেছিল।

দুঃখার্ত হয়ে অনেক কয়েদী দিনটি কাটিয়েছিল- কারও জন্য অপেক্ষা করে যার আসার কথা ছিল কিন্তু আসেনি। সাবিনা কেবলমাত্র তাদের জন্য সেই রাতে প্রার্থনা করতে পেরেছিল যখন তারা জোরে কেঁদেছিল তাদের ঘরের তোষকে শুয়ে।

শীত এসেছিল, সাবিনা ও অন্যান্য কয়েদীদের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়েছিল। সে বরফ জমা দানিয়ুবে কাজ করছিল, নৌকায় ভারী পাথর বোঝাই করতে। শীতকালে যদিও অবস্থার কঠোরতা বেড়েছিল, কারণ বাতাসে একটা ঠান্ডা জল ছিটান ছাড়া নৌকায় পাথর ফেলা অসম্ভব ছিল, যা শ্রমিকদের ভিজিয়ে দিত। দিনের কাজ আরম্ভ করার কয়েক মিনিটের মধ্যে, সাবিনা ভিজে গিয়েছিল। তারপর বরফের বাতাসে, তার কাপড়কে শক্তভাবে জমিয়ে ছিল এবং তারপর সে ঢাকা পড়ত একটা বরফের আবরণে যা অস্ত্রের কোটের মত শক্ত ছিল। কাজ করতে করতে তার আঙ্গুল ফেটে ও ফুলে যেত, ঠান্ডায় অসাড় হয়ে যেত যে পর্যন্ত না ভারী এক পাথর দ্বারা সেটা আবার জাগিয়ে তুলত (সঞ্চালিত করত)।

সন্ধ্যা বেলায়, যখন সে ঘরে ফিরে আসত, সে তার ভিজে কাপড় নিয়ে বিছানায় যেত। সেগুলি শুকানোর কোন জায়গা ছিল না এবং কোন কাপড় টাঙ্গান হলে, সেটা নিশ্চিতভাবে চুরি হয়ে যেত। সুতরাং সে সাধারণত ঘুমাত, তার ভিজা সেঁতসেঁতে পোষাক তার মাথার বালিশ করে, এবং সকালে সেটা পড়ত যা তখনও ভিজা থাকত। যদি তার ভাগ্য ভাল থাকত, এটি অল্প শুকনো হতো, তার কাজে যাবার সময়, তখন সে আবার ভিজ'ত'। এখন সে রেলের পাতের মত সরু হয়েছে এবং ঠান্ডা বাতাস মনে হতো তার ঠিক শরীরের মধ্য দিয়ে বইছে।

"কাজের জন্য উপযুক্ত"

সাবিনার পরবর্তী কাজের দায়িত্ব- ঠেলাগাড়ীতে পাথর ভরা। অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা তারপর গাড়ী ঠেলে দানিয়ুবের নৌকায় নিয়ে যেত। এই কাজ সাবিনার আঙ্গুলের গাঁটে

দগদগে ঘাঁয়ের এর সৃষ্টি করেছিল, তার আঙ্গুল ভেঙ্গে গিয়েছিল এবং রক্তাক্ত করেছিল। একটি নিষ্ঠুর মনোভাবের মধ্যে একেবারে দম ফুরিয়ে যাওয়া, তাকে রক্ষা করেছিল, কিছু ব্যথা অনুভব করা যা তার শরীরকে বিধ্বস্ত করেছিল।

শেষে, সাবিনা একদিন সকালে জেগে উঠেছিল, কুঁড়ে ঘরের ছাদের একপ্রান্ত দিয়ে জল পড়ার শব্দে। বসন্ত ঋতু এসেছে। কিন্তু এই সঙ্গে একটা নতুন প্রতিদ্বন্দ্বিতা এসেছিলঃ আগের লোহার মত শক্ত হয়ে যাওয়া মাটি কাদা হয়েছে।

পুরুষ গার্ডরা, যারা শ্রমিকদের সঙ্গে যেত ক্যাম্প থেকে, খেতে আসতে, কেবলমাত্র পুরুষ, যাদের স্ত্রীলোকেরা দেখেছিল এবং কিছু কিছু স্ত্রীলোক অশ্লীল হাসি তামসা করত পুরুষদের সম্বন্ধে যখন তাদের নিয়ে যাওয়া হতো।

এ্যনি, একজন কটুভাষী (মুখরা) ছোট বেশ্যা এবং তার বন্ধু জিলাইদা সাধারণতঃ এইসব রসাল মন্তেব্যের ভাষা বিনিময় করত। একদিন জিলাইদা বলেছিল, "পিটারের গোরিলার মত হাত আছে।" তার স্বর নীচু ছিল, যাতে মানুষেরা শুনতে না পায়।

পিছনের চুলের দিকে দেখ। আমি নিশ্চিত তার মাথা থেকে পায়ের বুড়ো আঙ্গুল চুলে আবৃত, যেন সবাই দেখতে পারে।

ওহ, এখানে যাদের স্ত্রীলোকেরা আছে, তারা আছে।" এ্যনি হাসতে হাসতে ফেটে পড়ছিল, মুখজোড়া সোনার দাঁত দেখিয়ে। কিছু স্ত্রীলোক জোরে হেসেছিল।

"ওহ!" জিলাইদা গোঙ্গায়ে উঠেনি, শুধু আতঙ্ককে ছল করে বলেছিল, "যদিও তারা আমাদের মধ্যে যা দেখে, তা তাদের আকর্ষণ করে, আমি চিন্তা করতে পারি না। তুমি কি ছবি আঁকতে পার, একটি আমাদের চেয়ে আরও বেশী ক্ষুধা উদ্রেক করে না এবং যা যৌন শূণ্য জীব।"

জিলাইদার মন্তব্য, এ্যনির ধর্মবিদ্বেষী প্রতিবাদে তাদের বন্ধুদের কাছ থেকে, তীব্র চিৎকারের হাসি এনেছিল। এদিক ওদিক আরও অশ্লীল কথাবার্তা হয়েছিল। সাবিনা সোজাসুজি একদৃষ্টে চেয়েছিল, তাদের ভ্রুক্ষেপ না করে।

"আমাদের ছোট সাধ্বী মহিলা আমাদের খারাপ কথাবার্তা পছন্দ করে না" এ্যনি বলেছিল, "সে মনে করে আমরা ভয়ঙ্কর।"

সাবিনা চুপ করে ছিল, একটা সাড়া যা অন্যদের আরও উন্মত্ত করেছিল। এবং এইবার এ্যনি, যার (অসংলগ্ন) অশ্লীল কথাবার্তা নগ্ন ছিল, কিন্তু বিরলভাবে বিদ্বেষপূর্ণ ছিল, যা সাবিনাকে আরও নিষ্ঠুর করেছিল, যা সে হতে চেয়েছিল।

দিনের কাজের শেষে, স্ত্রীলোকেরা প্রতিদিনের মত সারি বেধে দাঁড়িয়ে ছিল, নিঃশেষিত এবং ব্যথাযুক্ত, দানিয়ুব ,কর্দমাক্ত পথে পা টেনে টেনে চলেছিল। পিটার, গার্ডদের একজন, তার সঙ্গীকে কনুই দিয়ে স্পর্শ করেছিল, যে হাবাগোছের যুবক, চওড়া নাকের, তারপর এক পায়ে সাবিনাকে ল্যাং মেরেছিল, যখন সে পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। যে চিৎপাত হয়ে পিচ্ছিল কাদায় পড়ে গিয়েছিল।

অন্যান্য গার্ডরা হাসিতে ফেটে পড়েছিল।

পিটার গিয়ে সাবিনাকে তার পায়ের উপর টেনে তুলেছিল। সে মাথা থেকে পায়ের আঙ্গুল পর্যন্ত কাদায় লিপ্ত হয়েছিল।

সে (পিটার) গর্জন করেছিল, আমার মহিলা, তোমার এখন স্নানের প্রয়োজন।

একজন স্ত্রীলোক চিৎকার করে বলেছিল, "তাকে দানিয়ুবে ছুড়ে ফেল"।

মানুষটির তাকে আঁকড়ে ধরার বিরুদ্ধে সে সংগ্রাম করেছিল। কিন্তু অন্য একজন গার্ড তাড়াতাড়ি সাহায্য করতে গিয়েছিল। যখন পিটার তার কব্জা ধরেছিল, অন্য গার্ড তার গোঁড়ালি আকড়ে ধরেছিল। তার পায়ে ধাক্কা দিয়েছিল। তাকে তারা একবার দুলিয়ে শূন্যে ছুড়ে দিয়েছিল। সে একটা প্রস্তরময় অল্প জলে পড়েছিল, তার নিঃশ্বাস বের হয়ে গিয়েছিল। সাবিনা হত চেতন হয়েছিল তবু তার জ্ঞান (চেতনা) ছিল যখন বরফগলা জল, তার উপরে পড়ছিল। স্রোত তার ছোট শরীরকে টেনে নিয়েছিল পাথরের উপর দিয়ে। তীর থেকে চিৎকার হয়েছিল, কিন্তু সে তাদের চিৎকার বুঝতে পারছিল না। প্রত্যেকবার সে উঠার চেষ্টা করেছিল, জলের স্রোত তাকে নীচে নামাচ্ছিল। কোন লাভ হচ্ছিল না। সাবিনা নিজেকে বাঁচাতে পারত না।

হঠাৎ দুইটি শক্ত হাত তার বাহুর নীচ থেকে ধরে তাকে তীরে টেনে এনেছিল। আরেকজন তাকে জোর করে বসিয়েছিল এবং তার পিঠে চড় মেরেছিল। সে শূণ্য এবং অসুস্থ মনে হয়েছিল, শ্বাস রোধ হয়ে আসছিল যখন একটা তীব্র যন্ত্রণা তার পাশকে বিদ্ধ করেছিল। মাথা ঘোরান তাকে গ্রাস করছিল এবং একটা গর্জনকারী শব্দে তার কান পূর্ণ করেছিল। এটা কি জীবন জল যা স্বর্গ থেকে প্রবাহিত হচ্ছিল? সে আশ্চর্য হয়েছিল। কিন্তু তারপর সে চোখ খুলেছিল এবং কাদা, গার্ডদের এবং রোগা, বৃষ্টি কাদাতে ভিজে নোংরা স্ত্রীলোকদের দেখেছিল, যারা তীরে সারি বেঁধে ছিল এবং সে বুঝেছিল এখনও স্বর্গে যায়নি।

"সে ঠিক আছে! উঠ," একজন স্ত্রীলোক চীৎকার করে বলেছিল, শক্তভাবে সাবিনার দিকে চেয়ে। তারপর সে আর মৃদু ভাবে বলেছিল, "চলতে থাক, না হলে তুমি জমে যাবে।"

একটা কর্কশ হাত পালকের স্ত্রীকে তার পায়ের উপর টেনে তুলেছিল। সাবিনা শীতে কাঁপছিল, কিন্তু সে ঠান্ডার চেয়ে তার আঘাত থেকে আরও বেশী কষ্ট সহ্য করেছিল। সাবিনা তার বুক চেপে ধরেছিল, শরীরের তীব্র যন্ত্রনার কারণ তার পাশের ব্যথা প্রতি মিনিটে প্রবল হচ্ছিল।

পরিশেষে তারা তাদের কুঁড়ে ঘরে ফিরে গিয়েছিল, সাবিনা তার ক্ষত পরীক্ষা করেছিল। তার পাশ ভীষণ ভাবে থেঁতলে গিয়েছিল এবং তার হাতের ও পায়ের চামড়া ভীষণ ভাবে ছিলে গিয়েছিল। তার বাহু তুলতে খুব তীব্র যাতনা হচ্ছিল যা তাকে শ্বাসরুদ্ধ করছিল। সে হামাগুড়ি দিয়ে তার বাঙ্কে উঠতে সক্ষম হয়েছিল এবং ঘুমাতে চেষ্টা করেছিল সারা রাত মিনিটে মিনিটে এপাশ ওপাশ করছিল কোনভাবে আরাম পাওয়া পাওয়ার জন্য। কিন্তু কোন ভাবেই আরাম পাচ্ছিল না।

পরদিন সকালে সে ক্যাম্পের ডাক্তারকে দেখেছিল, একজন খারাপ স্ত্রীলোক নাম ক্রেটজিয়াওন। একটা বড় বেগুনে এবং হলুদ কালশিরা আফ্রিকার মানচিত্রের মত, ছিল সাবিনার শরীরে একদিকে বিস্তৃত ছিল এবং এটা এখন প্রায় অসম্ভব ছিল কোমরের থেকে উপরে তার বাহু তোলা।

"কাজের জন্য উপযুক্ত" ক্রেটজিয়াওন উচ্চারণ করেছিল।

সাবিনা প্রতিবাদ করতে আরম্ভ করেছিল কিন্তু মনে করেছিল এটি ভাল। তর্ক করা তার আরও শাস্তির কারণ হবে, সম্ভবত "কারাগারের" সে স্ত্রীলোকদের দিকে সড়ে গিয়েছিল যাদের কাজের জায়গায় পাঠান হবে কিন্তু একদিকে সড়ে দাঁড়িয়ে ছিল, যখন লাইনটি সামনে এগিয়ে যাচ্ছিল।

"তোমার কি হয়েছে?" সুপারভাইজার ঘেউ ঘেউ করে উঠছিল তার ঝুকে পড়া শরীরের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে দেখে।

সাবিনা বলেছিল, "আমি আজকে কাজ করতে পারছি না। আমার খুব ব্যথা। আমি মনে করছি আমার পাজড়ের হাঁড় ভেঙ্গে গিয়েছে।"

সুপারভাইজার হয়ত একটা বিবেচনা করতে পারত, কিন্তু পিতর বিষয়টা শেষ করেছিল। সে সাবিনার কোমর এবং সারি থেকে তাকে বাইরে ধাক্কা দিয়েছিল, তীব্রযন্ত্রণাদায়ক ব্যথায় সে কঁকিয়ে উঠেছিল। "তার যা ভুল ছিল, সে গতদিন তার কাজের পরিমাণ পূর্ণ করতে পারেনি। এখন চল!" সে তাকে ঘুরিয়েছিল এবং তার পিঠে একটা বড় বুটজুতা দিয়ে আঘাত করেছিল। তাকে এত বেশী লাথি মারা হয়নি যতটা স্ত্রীলোকদের সারিতে সামনের দিকে করা হয়েছিল।

সাবিনা সেইদিন এবং পরবর্তী দিনগুলোতে কাজ করতে গিয়েছিল, ভাল থাকার জন্য সংগ্রাম করতে যদিও, ডাক্তার পরে নিশ্চিত হয়েছিল তার পাজরের দুটি হাঁড় ভেঙ্গেছিল।

ডায়না এবং ফোরিয়া

হতাশাপূর্ণ কম্পাউন্ডে অবশেষে গ্রীষ্মকাল এসেছিল, এবং সাবিনা ক্রমবর্ধমান আশা অনুভব করেছিল। নতুন মেয়েরা এসেছিল এবং সাবিনার কুঁড়েঘরে তাদের থাকতে দেওয়া হয়েছিল। তারা পরিচিত ছিল, তাদের কয়েকজন রাস্তার মেয়ে ছিল, কিন্তু তাদের সম্বন্ধে খুব অল্প কথা বলা হতো। লজ্জা করে তারা অনেক দূরে কোনায় বিছানা দাবী করেছিল। পরে, সাবিনা জেনেছিল, তারা পরস্পর বোন, ডায়না এবং ফোরিয়া। কৃষ্ণবর্ণ এবং তীব্র আবেগ প্রবণ, উভয় মেয়ের সুন্দর ব্যবহার এবং শান্ত স্বর ছিল। কিন্তু বেশ্যা ছিল, একজন বলেছিল, যে তাদের জানত। এবং অন্যদের মত তাদের ঝেটিয়ে খালে "প্রশাসনিক" শাস্তিমূলক কাজ দেওয়া হয়েছিল।

একটি দুঃখের আভা এবং রহস্য দুইবোনকে ঘিরে রেখেছিল। তাদের কাছ থেকে কেউ বেশী জানতে পারত না- তাদের পূর্ব জীবন, যদিও অনেকে নাক গলাত এবং নতজানু হতো। বোনেরা দাসত্ব করত, ঘুমাত এবং রহস্যে থাকত যদি ডায়না সাবিনার নাম না শুনত- একজন গার্ডের ডাকার কারণে। সঙ্গে সঙ্গে ডায়না দ্রুত সাবিনার কাছে গিয়েছিল। সে জিজ্ঞাসা করেছিল, "তুমি কি রিচার্ড ওয়ার্মব্রাণ্ডকে জান?"

সাবিনা উত্তর দিয়েছিল, "আমি তার স্ত্রী"।

"ওহ! সে বলেছিল। "তুমি আমার সম্পর্কে কি মনে করতে পার"?

"তুমি কি বলতে চাও?" সাবিনা জিজ্ঞাসা করেছিল।

সাবিনাঃ খ্রীষ্টের ভালবাসার সাক্ষী

"আমার বাবা একজন সাধারণ প্রচারক ছিল", ডায়না বলেছিল, তার স্বর কাঁপছিল। "তিনি আমাদের কাছে রিচার্ডের বই থেকে পড়ত, তিনি তাদের (সেগুলিকে) "আধ্যাত্মিক খাবার বলত"। বাবাকে তার বিশ্বাসের জন্য কারাগারে পাঠান হয়েছিল, তার রুগ্ন স্ত্রী এবং ৩ জন ছেলে মেয়েকে ছেড়ে। ফোরিয়া এবং আমি সবচেয়ে বড়। আমরা উভয়ে আমাদের ফ্যাক্টরীতে কাজ হারিয়েছিলাম যখন বাবা জেলে গিয়েছিল। আমাদের পরিবার উপোসের সম্মুখীন হয়েছিল।"

যখন সে হৃদয় ভাঙ্গা (দুঃখভরা) গল্প করেছিল, সাবিনা তার সান্ত্বনার হাত মেয়েটির বাহুতে রেখেছিল। "একদিন একজন মানুষ আমার সঙ্গে "ডেট" করতে চেয়েছিল। আমরা সিনেমায় গিয়েছিলাম এবং তারপর রাতের খাবার। সে বলেছিল, সে আমার জন্য "ওয়ার্ক পারমিট" যোগাড় করে দিবে। এবং তারপর ....ডায়না মাথা ঝুলিয়ে ছিল এবং চোখের অশ্রু মুছে ছিল যা তার চোখ ভাসিয়েছিল। "আমরা অনেক বেশী মদ খেয়েছিলাম এবং তারপর সে আমাকে ভ্রষ্ট করেছিল।"

এটা আবার শীঘ্র ঘটেছিল, সে বলেছিল, কিন্তু এইবার ওয়ার্ক পারমিট সম্বন্ধে কিছুই বলা হয়নি। যাহোক মানুষটি তাকে টাকা দিয়েছিল। এটা জেনে যে তার মার এটা কত গুরুতর ভাবে প্রয়োজন তার পরিবারের খরচ চালাতে। ডায়না নগদ টাকা গ্রহণ করেছিল। এক সপ্তাহ পর লোকটা তার এক বন্ধুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল- এবং তাদের উভয়কে ছেড়ে চলে গিয়েছিল। যখন মানুষটি তার সঙ্গে ভালবাসা করতে চেয়েছিল, সে প্রচন্ড রাগ করেছিল। তারপর সেও ভীষণভাবে প্রয়োজনীয় টাকা দিয়েছিল এবং বলেছিল- সে কেবলমাত্র তার বন্ধুর প্রস্তাব মত কাজ করেছে। ডায়না অনিচ্ছুকভাবে সুযোগ দিয়েছিল।

শীঘ্র ডায়নার নিয়মিত "মক্কেলদের" আগমন হয়েছিল এবং যে লজ্জাকে তুচ্ছ করেছিল সেই জীবনে অভ্যস্ত হয়েছিল, পরিশ্রমের ফ্যাক্টরী একঘেয়ে কাজের চেয়ে বেশী পছন্দ করত।

ডায়নার গল্পটি যেমন ভয়ঙ্কর ছিল, সাবিনা অনুভব করেছিল, সে কিছু গোপন করছে। হঠাৎ ডায়না থেমেছিল এবং সাবিনার মুখমন্ডল অনুসন্ধান করেছিল। "আমি মনে করেছিলাম তুমি বিরক্ত হবে, "সে বলেছিল। এটা কি তোমাকে বির্পযস্ত করবে যে আমি খ্রীষ্টিয়ান ঘর থেকে এসে .... একজন বেশ্যা হয়েছি।"

সাবিনা আস্তে আস্তে বলেছিল, "তুমি বেশ্যা না, তুমি একজন কয়েদী। এবং যে কোন ভাবে, সব সময়ের জন্য কেউ বেশ্যা, অথবা একজন সাধু অথবা এমনি রাধুনি অথবা একজন ছুতোর থাকে না। যেসব জিনিসগুলি তুমি কর তা কেবলমাত্র চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যা

তোমার মনুষত্বের একটি অংশ। সে সব যে কোন সময়ে পরিবর্তন হতে পারে। এবং আমি বিশ্বাস করি তোমার ইতিমধ্যে পরিবর্তন হয়েছে, তোমার গল্প আমাকে বলাতে।"

ডায়না সাবিনার কথা বিশ্বাস করতে চেয়েছিল, কিন্তু সে স্পষ্টতই সম্ভাবনা পায় নি। শূণ্য কুঁড়ে ঘরে সে তার সরু খাটে বসেছিল, তার হাত তার হাঁটু চেপে ধরেছিল, তার মুখমন্ডল দুঃখ এবং দোষ (পাপ) এ উত্তেজিত ছিল।

সে শেষে ফেটে পড়েছিল, "এটা যদি কেবল মাত্র আমি হতাম, এটা এত খারাপ হতো না। কিন্তু আমি আমার বোন যে আমার সঙ্গে তাকে যোগ দিইয়ে ছিলাম। আমার ছেলে বন্ধু এই প্রস্তাব দিয়েছিল। সে বলেছিল এটা ভাল না যে আমি আমার পরিবারের সব দায়িত্ব বহন করি। শেষে আমি তাকে ফোরিয়ার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই এবং তাকে বাইরে নিয়ে যেতে দিই।"

শীঘ্র ফোরিয়া বেশ্যার জীবন আরম্ভ করেছিল। বোনের প্রধান অসুবিধা ছিল, তার ভাইয়ের থেকে গোপন রাখতে পারত না, পনর বৎসরের ছেলে, যে তার উভয়ের (বোনদের) প্রশংসা করত। তার বাবার মত সে শক্তিশালী (ভীষণ) ধার্মিক ছিল, একটা ব্যগ্র সংবেদনশীল প্রকৃতি, কিন্তু পৃথিবীর সম্বন্ধে কোন জ্ঞান ছিল না। "সে দুঃখ কষ্টের মধ্যে ঝাপ দিতে চাইনি," ডায়না বলেছিল, তার মাথা নেড়ে। আমরা জেনেছিলাম (জানতাম) সে যদি জানতে পারে, সে নিজেকে দুঃখ ও রাগে নিয়ে যাবে। আমরা এসবের থেকে তাকে সড়িয়ে রেখেছিলাম।"

কিন্তু বোনদের জীবনের নতুন পথ- তাদের দেরী করে এবং পরিবারে হঠাৎ টাকা আসার চিহ্ন প্রতিবেশীদের সন্দেহে ফেলেছিল। তাদের একজন নিশ্চিত করেছিল কি ঘটছিল এবং তাদের ভাইকে বলেছিল।

"এই আঘাত তাকে পাগল করেছিল", ডায়না দুঃখে বলেছিল। সে একটা মানসিক হাসপাতালে গিয়েছিল।

তারপর তাদের বাবা জেল থেকে মুক্ত হয়েছিল। যখন সে আবিস্কার করল তার মেয়েরা পাপের পথে কতটা নিমজ্জিত হয়েছে, সে বলেছিল, "আমি ঈশ্বরের কাছে শুধু একটা জিনিস চাই, তিনি আমাকে আবার জেলে পাঠাবেন, যাতে আমাকে দেখতে না হয়, আমার পরিবারে কি ঘটছে।" এখন ডায়নার মুখমন্ডল দিয়ে অবিরত ধারায় চোখের জল পড়ছিল। "তিনি তার পথে চলেছিলেন", সে (ডায়না) বলেছিল। তিনি ছেলে মেয়েদের সুসমাচার শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেছিলেন এবং শীঘ্র পুলিশের কাছে অপরাধী হয়েছিলেন। সংবাদদাতা পরে আমাকে বলেছিল- সে এটা করেছিল যেন তার (ডায়নার) বাবাকে তাদের

ব্যবসায় থেকে সড়িয়ে রাখতে, যাতে তিনি বাঁধার সৃষ্টি না করতে পারেন। সে ছিল সেই মানুষটি যে আমাকে প্রথম ভ্রষ্টা করেছিল।"

সাবিনা এই দুঃখের গল্পে হতবুদ্ধি এবং দুঃখার্ত হয়েছিল, সড়ে গিয়ে ডায়নাকে জড়িয়ে ধরেছিল। "তুমি যা করেছ, তার জন্য লজ্জা অনুভব করছ এবং সেটা ঠিক, "সে বলেছিল একটা কষ্টের জগতে, যেখানে, এমনকি ঈশ্বর ক্রুশে পেরেকের আঘাত পেয়েছিলেন, তুমি তাঁর নামে অনুমতি দিতে পার না অশুচি হতে, যা তুমি খ্রীষ্টিয়ান হিসাবে বহন কর। কিন্তু দুঃখ এবং পাপের অনুভূতি তোমাকে উজ্জ্বল ধার্মিকতার পথে চালিত করবে। মনে কর, কালভেরীতে সৈন্যরা খ্রীষ্টের কুক্ষিদেশ এফোঁড় ওফোঁড় করেনি, শুধু খুলে ছিল, যাতে তোমার ও আমার মত পাপীরা সহজে তার হৃদয়ে প্রবেশ করতে পারে এবং ক্ষমা পেতে পারে।"

ডায়না তার (সাবিনার) কথা চিন্তা করেছিল এবং আস্তে আস্তে উত্তর দিয়েছিল, "লজ্জা এবং দুঃখ ভোগ- হ্যাঁ, আমি তাদের জানি। কিন্তু আরও কিছু আছে স্বীকার করার। আমি সব সময় সে কাজ করেছিলাম, তাকে সব সময় ঘৃণা করেনি। কিন্তু এখন খারাপ চিন্তা আমার মাথায় সর্বদা আসে। আমি তাদের বার করতে পারছিনা।"

প্রত্যেক দিন সাবিনা যাতনা গ্রস্ত ডায়নার জন্য প্রার্থনা করত এবং ক্রমে ক্রমে হতভাগ্য মেয়েটি পাপমুক্ত হয়েছিল। সাবিনা চিন্তা করেছিল, কিভাবে ডায়না এবং তার বোন পাপ করেছিল তাদের পরিবারের রুটির জন্য। সে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সম্ভবতঃ আরও বেশী পাপ মুক্ত জগতের খ্রীষ্টিয়ানরা করে যারা সময় নেয় না খাবার পাঠাতে যা তাদের রক্ষা করে।

"তোমার চোখে, আমি নিজেকে দেখি"

কয়েক সপ্তাহ পরে সাবিনাকে সহকারী ক্যাম্প আদেশকর্তার সামনে হাজির করা হয়েছিল, একজন লালমুখো স্ত্রীলোক, ভারী কনুইথেকে আঙ্গুলের ডগা পর্যন্ত এবং বড়, সুন্দর দাঁত। তার ভারী ইউনিফরম মনে হয়ে ছিল, তার চলাচলকে ব্যহত করছে যেন সেগুলি ধাতব বর্ণ। "তুমি কয়েদীদের ঈশ্বরের বিষয় প্রচার করছ। এটা নিশ্চয় থামবে," সে হুঁশীয়ারী করেছিল।

সাবিনা উত্তর করেছিল, "আমি দুঃখিত, কিন্তু কিছুই এটি বন্ধ করতে পারবে না।"

প্রচন্ড (ভীষণ) ক্রোধে সহকারী শাসনকর্তা, সাবিনাকে মারার জন্য তার মুষ্টি তুলছিল। তারপর সে থেমেছিল ও বলেছিল। "তুমি কিসের জন্য হাঁসছ। সে দাবী করেছিল, রাগে তার রক্ত শুষে নিয়েছিল। সাবিনা বলেছিল, "যদি আমি হাসি, এর কারণ- আমি তোমার চোখে যা দেখেছি"।

"এবং সেটা কি"?

সাবিনা উত্তর দিয়েছিল, "আমার নিজেকে"। যখন মানুষেরা পরস্পর কাছে আসে, তারা নিজেদের, পরস্পর পরস্পরের চোখ দেখে। তোমার চোখে আমি নিজেকে দেখি। আমি আবেগপূর্ণ ও হই। আমি প্রচন্ড রাগে তীক্ষ্ন বাক্য এবং স্বার্থপর চিন্তার দ্বারা অন্যদের আঘাত করতাম- যে পর্যন্ত না আমি শিখেছিলাম, ভালবাসা মানে কি। যখন তুমি ভালবাসতে সক্ষম হবে, তুমি সত্যের জন্য উৎসর্গকৃত হতে সক্ষম হবে। যেহেতু আমি সেটা শিখেছি, আমার হাত মুষ্টিবদ্ধ হয় না।"

সাবিনার সাহসীকতায় অফিসার মনে হয়েছিল বিস্ময়াভূত হয়েছিল, নিস্তব্ধতায় সে আরও বলেছিল, "যদি তুমি আমার চোখের দিকে তাকাও তুমি নিজেকে দেখবে, যা ঈশ্বর তোমাকে বানাতে পারেন।"

এটা এরূপ হয়েছিল সে সহকারী প্রশাসক পাথর হয়ে গিয়েছে। তার ক্রুদ্ধ আচার আচরণ পরিবর্তন হয়নি, কিন্তু সে আস্তে বলেছিল, "চলে যাও"।

সাবিনা কয়েদীদের মধ্যে খ্রীষ্টকে সাক্ষ্য দেওয়া, চালিয়ে গিয়েছিল।

মুক্তি

তারপর অপ্রত্যাশিতভাবে তাকে মুক্ত করা হয়েছিল। সাবিনা চেষ্টা করেছিল, কাগজটি পড়তে, যাতে তার মুক্তির আদেশ ছিল। "স্বাধীনতার সার্টিফিকেট" শিরোনাম ছিল, কিন্তু সূর্যঅস্ত গিয়েছে এবং এটি বেশী অন্ধকার ছিল, বাকী অংশ পড়তে যখন তাকে একটা ট্রাকে উঠান হয়েছিল এবং ক্যাম্প থেকে বের করা হয়েছিল। অল্প সময় পরে, তাকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল, বুখারেষ্ট প্রান্ত সীমানার বহু পরে।

সে ঘন্টার পর ঘন্টা হেঁটেছিল তার তেল চিটচিটে গন্ধযুক্ত পোঁটলা বহন করে, শহরতলীর মধ্য দিয়ে। কাজের পর প্রথমবারের মত, প্রায় ৩ বৎসর পর, সে দেখেছিল, লোকেরা কাজের পর তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরছে, পরিবার নিয়ে বাজার করছে, প্রতিদিনের সেই জীবন যাপন করছে, যা সে জেলখানায় বন্দী হবার পূর্বে করত।

সাবিনাঃ খ্রীষ্টের ভালবাসার সাক্ষী

সাবিনা তাড়াতাড়ি করছিল, বাড়ীতে যাবার জন্য ব্যগ্র হয়ে- চিন্তা করছিল- তার বাড়ী তখনও আছে কিনা।

সে চিন্তা করছিল তাকে কত পরিবর্তনের সঙ্গে কাজ করতে হবে। সে জানত না তার আত্মীয় স্বজন এবং বন্ধুদের কি হয়েছে। মিহাই এর এখন ১৪ বৎসর বয়স। বৎসরগুলিতে সে কি করছে? সে প্রায় ভয় করেছিল, বের করতে, তবু সে আকাঙ্খা করছিল তাকে দেখতে।

সাবিনা ভিক্টোরিয়া স্ট্রীটের নিকটে অতিক্রম করেছিল, পুলিশ স্টেশনের কথা দুঃখিত ভাবে চিন্তা করে- যেখানে তাকে প্রথমে আটকে রাখা হয়েছিল। কোন কিছুই পরিবর্তন হয়নি। বিরাট প্রতিকৃতি, কম্যুনিষ্ট মানুষের যাদের বলা হয়, মনুষ্যজাতির ৪জন- প্রতিভাবান ব্যক্তি মার্কন, ইঙ্গেল, লেলিন এবং স্ট্যালিন- তখনও নীচে জনতার দিকে তাকিয়ে আছে যারা রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে।

ক্রমে ক্রমে সে একটা অ্যাপার্টমেন্ট অট্টালিকার সামনে এসেছিল যা সে জানত এবং সিঁড়ি দিয়ে উঠেছিল। সে একটা দরজায় ধাক্কা দিয়েছিল, আশা করেছিল, এটাও অপরিবর্তিত আছে। সে প্রায় মারা যাচ্ছিল, আশ্বস্ত (মনের ভাবনা মুক্ত হয়েছিল) যখন একজন বন্ধু দরজা খুলেছিল।

"সাবিনা"। তার বন্ধু চিৎকার করেছিল, তার মুখে তার হাত ধরে এবং পিছনে অগ্রসর হয়েছিল তাকে দেখতে। "এটি কি সম্ভব?"

দুজন স্ত্রীলোক আলিঙ্গন করে এবং কাঁদতে আরম্ভ করেছিল। তারপর মিহাই কামরার মধ্যে প্রবেশ করেছিল। সাবিনা অনুভব করেছিল, যেন তার হৃদয় বিস্ফোরিত হবে, যখন তাকে দরজা দিয়ে আসতে দেখেছিল। সে ফ্যাকাশে (বিবর্ণ) হয়েছিল, যখন জেলখানায় এসেছিল তার থেকে লম্বা দেখাচ্ছিল এবং খুব রোগা। সে লক্ষ্য করেছিল, যে এখন সে একজন যুবক।

যখন তারা আলিঙ্গন করেছিল, তার গাল বেয়ে অশ্রু গড়াচ্ছিল। মিহাই ঝুকে তার আঙ্গুলের ডগা দিয়ে আস্তে আস্তে সেগুলি মুছে দিয়েছিল।

সে বলেছিল, "মা বেশী কেঁদনা।"

সাবিনা এত খুশী ছিল যে আবার বাহু দিয়ে ছেলেকে ধরেছিল, সে মনে করেছিল যদি সে তার কান্না থামাতে পারত, তার আর কখনও কান্নার প্রয়োজন ছিল না।

কেবলমাত্র একটা কথা প্রয়োজন

সেইসব প্রথম কয়েকদিন, সাবিনা একজন স্ত্রীলোকের মত ছিল, যে মৃত্যু থেকে ফিরে এসেছে। মুক্ত হয়ে এত উত্তেজিত হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে শীঘ্র নিজেই প্রকাশিত হয়েছিলঃ যদিও সে আর জেল বন্দী ছিল না, তবু সে সমাজচ্যুত্য কারণ সে কেবল একজন কয়েদীর স্ত্রী না, সে নিজেই একজন কয়েদী ছিল।

রেশন কার্ড ছাড়া এমন কি সে রুটি পর্যন্ত কিনতে পারত না। কার্ড পাওয়া অসম্ভব ছিল। একদিন সকালে সে সরকারী অফিসে চার ঘন্টা দাঁড়িয়ে ছিল যখন সে ছোট জানালার কাছে পৌছেছিল, মেয়েটি তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলেছিল, "তোমার ওয়ার্ক কার্ড কোথায়? সেটা ছাড়া রেশন কার্ড পাবে না।"

"কিন্তু আমি একজন পূর্ব কয়েদী। আমার ওয়ার্ক কার্ড পাবার কোন উপায় ছিলনা।" সাবিনা ব্যাখ্যা করেছিল।

"আমি সাহায্য করতে পারি না। ওয়ার্ক কার্ড ও নম্বর ছাড়া কোন রেশন বই নাই।" মেয়েটি বলেছিল, ইতিমধ্যে সাবিনার পিছনে লাইনের লোকটিকে বলেছিল, "পরের জন"।

আরও একবার সাবিনা ও মিহাই বাধ্য হয়েছিল, অন্যের দয়ায় বেঁচে থাকবার।

ওয়ার্ম্ব্রাণ্ড এর বাড়ী তাদের সমস্ত জিনিসপত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। সৌভাগ্য বশতঃ বন্ধুরা এখন সেই ঘরে বাস করে যেখানে তাদের ফ্লাট ছিল এবং তারা সাবিনা ও মিহাইকে নিমন্ত্রণ দিয়েছিল, ক্ষুদ্র, দুই কামরা বিশিষ্ট চিলে কুঠরীতে থাকার জন্য। আসবাবপত্র অতি অল্প ছিল, পুরানো খাটের স্প্রীং ভাঙ্গা এবং কোন ট্যাপের জল ছিল না এবং কোন স্নান ঘর ছিল না। কিন্তু সাবিনা খুব কৃতজ্ঞ ছিল, তার ছেলেকে আবার তার সঙ্গে থাকার এবং সে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এখানেই থাকবে।

সাবিনার মুক্তির কয়েক মাস পর একদিন সকাল বেলা একজন কর্মচারী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রালয় থেকে এসে চিলে কুঠরীর দরজায় তাদের সঙ্গে দেখা করেছিল। সে একজন মোটা মানুষ ছিল এবং গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর ছিল এবং মাঝামাঝি সিঁথি কাটা কালো চুল ছিল। সে একটি ব্রীফকেস বহন করেছিল যা এত কাগজে ঠাসা ছিল, যে মনে হচ্ছিল ফেটে যাবে।

মানুষটি চিৎকার করেছিল যে সাবিনা একজন খারাপ মা, যে ঠিকভাবে তার ছেলের যত্ন নেয়নি। সাবিনা শান্তভাবে তার দিকে চেয়ে বলেছিল। সে জানত কি ঘটতে যাচ্ছে।

সাবিনাঃ খ্রীষ্টের ভালবাসার সাক্ষী

শেষে মানুষটি বলেছিল এটাকি সম্ভবপর তার স্বামীর সঙ্গে যুক্ত থাকা, যে একজন রাষ্ট্রদোহী, যার সঙ্গে আর কখনও দেখা হবে না? সাধারণ জ্ঞানে যা বলে একজন বুদ্ধিমতি যুবতী স্ত্রীলোক নিজেই তার নিকট থেকে ত্যাগ (পত্র) নেওয়া উচিত যে একজন রাষ্ট্রের শত্রু। এখন যদি সেটা না করে, সে নিশ্চয় বুঝবে, সে এটা পরে করবে। কত দিন সে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে, এইরূপ, অন্ধ, নির্বোধ অবাধ্যতায়?

মানুষটি যুগপৎ ভয় দেখিয়েছিল যা বলেছিল যখন সে সাবিনার শেষ পরিস্থিতির মর্ম বিদারী ছবি এঁকে ছিল। ভালবাসা? সে ঠাট্টা করেছিল, ভালবাসা? এটি সব আবর্জনা। ভালবাসা বলে কিছু নেই। সাবিনার যা প্রয়োজন, একজন নতুন স্বামী, তার ছেলের জন্য একজন নতুন বাবা, সে বলেছিল। রাষ্ট্রদ্রোহীর জন্য কোন ভালবাসা নাই।

ভিতরে ক্রোধে ফুঁসছিল, সাবিনা মনে করেছিল। *আমার বাড়ীতে বসে তুমি একথা বলার সাহস পাও? আমি আমার স্বামীকে বিয়ে করিনি কেবলমাত্র আনন্দের সময়ের জন্য। আমরা চিরদিনের জন্য মিলিত হয়েছি এবং যা কিছু হোক না কেন, আমি তাকে ত্যাগ পত্র দিব না।*

আরও আধঘন্টা ধরে মানুষটি তর্ক এবং পীড়াপীড়ি করেছিল এবং সেই সময় সাবিনা কিছুই বলেনি। সে পুরানো প্রবাদ বাক্য মনে করেছিলঃ এমনকি ঈশ্বরও বিরোধিতা করেন না, যে চুপ করে থাকে।

শেষে মানুষটি ফিরে গিয়েছিল, তার গোল মাথা নেড়ে, যখন সে গিয়েছিল। "আগে পরে তুমি আমাদের কাছে আসবে।" সে বলেছিল যখন তার পিছনে দরজা বন্ধ হয়েছিল। "তারা সকলে করে, তুমি জান।"

মানুষটির অসন্তুষ্টি সত্ত্বেও, মেঘের একটা রূপালী রেখা ছিল। সাবিনা বিষন্নতার সঙ্গে চিন্তা করেছিলঃ যেহেতু কমুন্যিষ্টরা চায় তাকে ত্যাগ পত্র জমা দিতে, তাহলে রিচার্ড নিশ্চয় এখনও বেঁচে আছে!

সাবিনা শুনেছিল তাকে (মানুষটিকে) বকবক করতে করতে সিঁড়ি দিয়ে নামতে। সে গম্ভীরভাবে চিন্তা করেছিল, *তার পরবর্তী শিকার, যেখানে হয়তঃ তার ভাল ভাগ্য হবে।*

কর্তৃপক্ষ সব চেষ্টা করেছিল কয়েদীর স্ত্রীকে ত্যাগপত্র জমা দিতে- প্রথম কারণ, একজন কয়েদীর বাঁধা দেওয়া, এমন কি বাঁচতে, প্রায় ভেঙ্গে চূড়মার হয়েছিল যখন সে শুনেছিল, সে পরিত্যক্ত হয়েছে তার দ্বারা, যে প্রতিজ্ঞা করছিল, তার পাশে দাঁড়াবে, যা কিছু ঘটুক না কেন। দ্বিতীয়তঃ একটা বিচ্ছেদ সাহায্য করবে স্ত্রীকে কম্যুনিষ্টদের জীবন

ধারায় সংস্পৃক্ত করতে। একবার বিচ্ছেদ চূড়ান্ত হলে, শ্রীলোকেরা ব্যগ্র হয়ে, তাদের স্বামীকে ভুলে যেতে, সম্ভবতঃ দোষের জন্য এবং সেটা করতে সবচেয়ে সহজ উপায় পার্টিকে (কম্যুনিষ্ট) গ্রহণ করা। সাবিনা জানত ভুরি ভুরি শ্রীলোকেরা যারা তোতা পাখীর মত সরকারী স্লোগান (বুলি) আওড়ায়, রাজনৈতিক বন্দীদের ঠাট্টা করে, মানুষদের, যাদের তারা একসময় ভালবাসত এবং যাদের ছেলে মেয়ে তারা গর্ভে ধারণ করেছে। তৃতীয়তঃ পিতৃহীন ছেলে-মেয়েরা, রাষ্ট্রের দয়ায় থাকে, খুব ছোট বয়স থেকে প্রতিবুদ্ধ হতে।

এই সমস্ত সব ঘটার জন্য কেবলমাত্র একটা কথার প্রয়োজন ছিল। যখন একজন স্ত্রী তালাকের কর্মচারীকে হ্যাঁ বলে, সে একাই আর সব কিছু করে। কয়েক দিন পর, স্বামীকে বলা হয়, সেলের সঙ্গীদের সামনে, "তোমার স্ত্রী তোমাকে তালাক দিচ্ছে"। তখন মানুষটি (স্বামী) চিন্তা করবে, আমার জন্য এখন কে চিন্তা করে? আমি একটা বোকা, আমি দিচ্ছি না ও স্বাক্ষর করছি না যা নিবুদ্ধিতা তারা চাচ্ছে, যাতে আমি মুক্ত হতে পারি। কিন্তু যদিও সে স্বাক্ষর না করে, তাকে হয়ত কয়েক বৎসরের জন্য মুক্তি দেওয়া হবে না। ইতিমধ্যে তার স্ত্রী আবার বিয়ে করে এবং তার নতুন স্বামী দিয়ে ছেলে পুলে হয়। এইভাবে গৃহ, পরিবার এবং জীবন ধ্বংস হয়।

সাবিনা স্ত্রীলোকদের উৎসাহিত করেছিল, যাদের স্বামীরা জেলে বন্দী আছে- সরকারী দর্শনের জন্য তৈরী করতে এবং তাদের স্বামীদের পাশে দাঁড়াতে, তাদের মানুষদের ভালবাসতে, তারা যেরকম আছে, তাদের যা হওয়া উচিত তাদের জন্য না। সে স্ত্রীলোকদের পরামর্শ দিয়েছিল তাদের বিবাহ জীবনের আনন্দ মুহূর্তগুলি মনে করতে এবং সে সব দিয়ে প্রলোভনকে জয় করতে। কিন্তু প্রায় সকলে তার চেষ্টা সফল করেনা। কয়েদীদের স্ত্রীদের উপর চাপ খুব সাংঘাতিক।

আরেকটি প্রলোভন

তারপর সময় এসেছিল, সাবিনা যখন তার ৪৩ বৎসর। আরেকটি প্রলোভন এসেছিল মোকাবিলা করতে। তার নাম পল এবং সে (সাবিনা) জানত যে সে (পল) তার প্রেমে পড়েছে। সে তার জীবনে এসেছিল যখন সে মাসের পর মাস রিচার্ডের কোন খবর পায়নি এবং সে মনে করতে আরম্ভ করেছিল, বছর পেরিয়ে যাবে। আবার সে প্রশ্ন করেছিল, সে (রিচার্ড) জীবিত আছে কিনা। অনেকে তার দরজায় এসেছিল, বলেছিল, তারা জেলে পাষ্টর ব্যাণ্ডের সাথে ছিল এবং সে মরে গিয়েছে। এটাকি সত্য- না কমিউনিষ্টদের একটা চাল?

যখন সে পলের কথা চিন্তা করত সাবিনার অসুবিধা হতো তার নিজের জ্ঞানের কথা শুনতে যা সে প্রায় অন্যদের বলত। পল দয়ালু এবং নম্র ছিল, তারমত আরেকটি ইহুদী খ্রীষ্টিয়ান। সে তার বৃদ্ধ বাবা মার সঙ্গে একটা কামরায় থাকত এবং মাঝে মাঝে সে মিহাইকে সিনেমায় নিয়ে যেত অথবা তার পড়াশুনায় সাহায্য করত। সাবিনা প্রায় ভাবত, *এখানে এমন একজন আছে যার সঙ্গে একজন স্ত্রীলোক ভালবাসা ও বিশ্বাসে বাস করতে পারে।*

সময় সময় পল তার হাত ধরত, যখন তারা কথা বলত এবং সাবিনা তার মুষ্টি থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করত। তাদের সম্পর্ক যে বিন্দুতে পৌঁছেছিল তা চার্চ বা আইন কখনও ব্যভিচার বলতে পারত না। তবু সাবিনা মনে করত এটা দোষের।

একদিন সাবিনার পালক তার কাছে এসেছিলেন গম্ভীর মুখে, "সাবিনা তুমি জান তোমাকে আমি কত ভালবাসি এবং তোমার প্রশংসা করি।" তিনি বলেছিলেন, "এবং সেটার পরিবর্তন হবে না, যা কিছু ঘটুক না কেন। আমি তোমাকে এবং রিচার্ডকে বহু বছর জানি। আমি আশা করি তুমি জান, তুমি পাপ কর আর না কর, তুমি বিশ্বাস হারাও না ও রক্ষা কর, আমি একইভাবে তোমার যত্ন নিব, কারণ আমি জানি তুমি কি, তুমি কি কর তা নয়।" তিনি বিরল উচ্ছাস ও আন্তরিকতার সঙ্গে বলেছিলেন, তারপর তিনি থেমেছিলেন এবং প্রশ্ন করেছিলেন, "সুতরাং আমাকে ক্ষমা কর, যদি আমি জিজ্ঞাসা করি।" তিনি বলেছিলেন, সোজাসুজি সাবিনার দিকে চেয়ে। তোমার ও পলের মধ্যে কি সম্পর্ক?"

এক মুহূর্তের জন্য সাবিনা চুপ করেছিল।

তিনি (পাষ্টর) বলে চলেছিলেনঃ "মনে করোনা আমার এইরকম পরীক্ষা হয়নি। কিন্তু অনুগ্রহ করে সাবিনা আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।"

"সে আমাকে ভালবাসে", সে বলেছিল, এই কথায় তার মাথা নীচু হয়েছিল।

এবং তুমি কি তাকে ভালবাস?"

"আমি জানিনা", সে সাধুতার সঙ্গে উত্তর দিয়েছিল। "সম্ভবত"।

পাষ্টর বলে চলেছিলেন, "আমি কিছু কথা মনে করি, যা রিচার্ড বলতো কারণের শিকে (বার) কোন অনুভূতিকে বাঁধা দিতে পারে না। তুমি যদি দেরী কর, যদি তোমাকে চিন্তা করতে সময় দাও, তুমি দেখবে সব ক্ষতি তোমার স্বামীর প্রতি, তোমার স্ত্রীর প্রতি এবং তোমার ছেলে-মেয়ের প্রতিও।" সাবিনা, আমি এখন চাই তবু একটি কঠিন সিদ্ধান্ত কর, সবচেয়ে শক্ত সিদ্ধান্ত যা হতে পারে। এই মানুষটিকে কখনও আর দেখবে না।"

পাষ্টর ঠিক বলেছেন। এটি সবচেয়ে "কঠিন সিদ্ধান্ত।" সাবিনা তার বিপথগামী উচ্ছাসের নিয়ন্ত্রণ নিতে চেয়েছিল এবং পলের জন্য তার অনুভূতি অস্বীকার করতে চেয়েছিল, কিন্তু যে একজন মা ও স্ত্রীলোক সে জানত পল একজন ভাল স্বামী হবে একজন বিবেচক সঙ্গী যে সার্বক্ষণিক একাকীত্বের অনুভূতি দূর করতে পারবে। মিহাইয়ের জন্য একজন ভাল বাবা হবে। এই প্রলোভন বেশী ছিল যা সাবিনা সহ্য করতে পারে (বাঁধা দিতে পারে) তার থেকে। বিশেষ করে যখন তার নিজের চার্চের বন্ধুরা বলেছিল, "তোমার স্বামী মৃত। তুমি যথেষ্ট শক্ত জীবন যাপন করেছ। এই মানুষটিকে তোমার যত্ন নিতে দাও। সে একজন ভাল খ্রীষ্টিয়ান এবং তোমাকে ভালবাসে।"

কেবলমাত্র তার পাষ্টর যথেষ্ট সাহসী ছিলেন এবং তার প্রতিযথেষ্ট অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিল সেটা বলতে যা বলার প্রয়োজন ছিল। সাবিনা জানত তিনি (পাষ্টর) ঠিক। সে জানত শয়তান তার সাক্ষ্যকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল। সুতরাং খুব অসুবিধার সঙ্গে, সে পলকে বলেছিল, তারা নিশ্চয় আর কখনও একজন অন্য জনকে দেখবে না। সে পুনরায় নিজেকে উৎসর্গ করেছিল রিচার্ডের জন্য অপেক্ষা করতে।

একটি পোষ্ট কার্ডের উপর লেখা

কয়েক সপ্তাহ পরে সাবিনা চার্চে ছিল, মেঝ ঘষে পরিষ্কার করছিল যখন তার বন্ধু মেরিয়েট্টা দৌড়ে ঢুকেছিল একটা পোষ্ট কার্ড নাড়ছিল। তার গাল বেয়ে অশ্রু গড়াচ্ছিল। "সাবিনা, আমি মনে করি এটি থেকে ....."।

সে আর বলতে পারেনি, কিন্তু হাঁটু গেড়ে, শ্বাসরুদ্ধ সাবিনার পাশে ভিজা বোর্ডের উপর।

সাবিনা ছোট কার্ডটি উল্টাছিল। এতে ভাসাইল জিওরগেজকিউ" এর স্বাক্ষর ছিল। কিন্তু রিচার্ডের হাতের লেখা, বড়, অনিয়মিত এবং সুন্দর, এটি ভুল হবার নয়। সাবিনার দৃষ্টি ঝাপসা হয়েছিল এবং কার্ডটি সে বুকের মধ্যে চেপে ধরেছিল।

সে জানত রাজনৈতিক বন্দীরা কেবল মাত্র ১০ লাইন, পরীক্ষা করে ছোট কেটেবাদ দেওয়া চিঠি লিখতে পারে- যখন তাদের লিখার অনুমতি দেওয়া হয়। রিচার্ড কি বলতে পারে, এত বৎসর পর, তার স্ত্রী এবং ছেলে বেঁচে আছে কিনা? সাবিনার শ্বাসরুদ্ধ হয়েছিল এবং কথাগুলি পড়েছিল, তার অশ্রুসিক্ত চোখ দিয়ে।" সময় এবং দূরত্ব একটা ছোট

ভালবাসাকে নিবারণ করে, কিন্তু বড় ভালবাসাকে আরও শক্তিশালী করে" সে লিখেছিল। তারপর সে আরও লিখেছিল, আসতে এবং একটি নির্দিষ্ট দিনে দেখা করতে জেলের হাসপাতাল..... তিরগুল। ওকনা রিচার্ডের পোষ্ট কার্ড সবচেয়ে ভাল খবর, যা সাবিনা পেতে পারে। যদি এটি তার হৃদয়কে ভেঙ্গেছিল, সে জানত সে যেতে পারবে না। প্রত্যেক সপ্তাহে বুখারেষ্টের পুলিশ স্টেশনে তাকে রিপোর্ট করতে হতো এবং তারা ক্রমাগত শহর ছেড়ে যাওয়ার নিষেধ আজ্ঞা বাতিল করার অনুরোধ প্রত্যাখান করেছে। সুতরাং স্থিরীকৃত দিনে সে সেখানে থাকতে পারবেনা, তার সযত্নে লালন করা স্বামীর মুখ দেখতে। কিন্তু সে আনন্দিত হয়েছিল, এটা জেনে যে মিহাই তার জায়গায় যেতে পারবে।

তিরগুল-ওকনা কার্পাথিয়ান পর্বতের অন্য পাশে উত্তর রুমানিয়ায় অবস্থিত ছিল। বুখারেষ্ট থেকে ট্রেন কয়েকশ মাইল পর্বত ঘুরে ছোট শহরে পৌছাত। সাবিনা একজন বন্ধুর সঙ্গে ব্যবস্থা করেছিল, যাকে তারা বলত, "আন্টি এলিস", মিহাই এর সঙ্গে কারাগারে যেতে। কিন্তু কেবল মিহাইকে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল রিচার্ডকে দেখতে।

সাবিনা পিছনে থেকে উদ্বিগ্ন ভাবে অপেক্ষা করেছিল। গত ২ দিন হলো মিহাই এবং আন্ট এলিস গিয়েছিল এবং সেই সময় লক্ষ লক্ষ চিন্তা ও ভাবনা সাবিনার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল। মিহাই কি তার বাবাকে দেখবে? রিচার্ডকে কি অনুমতি দেওয়া হবে কতগুলি গরম কাপড় গ্রহণ করতে, যা সে পাঠিয়েছিল? যেহেতু সে একটি জেলখানার স্বাস্থ্যনিবাসে আছে, সে নিশ্চয় খুব অসুস্থ। সে কি বাঁচবে? সে কি মিহাই এর সঙ্গে কথা বলতে পারবে? তিন বৎসর পর তার বাবাকে দেখে মিহাই এর সাড়া কি হবে? তার সন্দেহাতীত দুর্বল স্বাস্থ্যে রিচার্ডকে দেখে সে কি বিধ্বস্ত হবে না?

তারা একটা ডিসেম্বরের শেষ সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরেছিল। সাবিনা তাদের সিঁড়ি বেয়ে উঠার শব্দ শুনেছিল। তারপর সে দরজায় যাবার আগে, এলিস বলেছিল, "আমরা তাকে দেখেছি। আমরা তাকে দেখেছি। সে বেঁচে আছে। সে সুস্থ ও সবল আছে।"

তারা ভিতরে এসেছিল, তাদের কাঁধে বরফ লেগেছিল।

"মিহাই"। সে তাকে জড়িয়ে ধরেছিল এবং ঠান্ডার বিপরীতে তার গাল চেপে ধরেছিল, তার কোর্টের বরফ জমা পশমের।

"মা। বাবা ভাল আছে, সে তোমাকে বলতে বলেছে, সে জানে আমাদের কাছে শীঘ্র ফিরে আসবে। যদি ঈশ্বর একটা আশ্চর্য কাজ করেছেন যে, আমি তাকে দেখেছি। সে বলেছিল, তিনি দুটি আশ্চর্য কাজও করতে পারেন, আমাদের সকলকে আবার একত্রিত করে।"

শীঘ্র তারা সকলে কেঁদেছিল। এলিস বলেছিল, "আমাদের ঘন্টার পর ঘন্টা বরফের মধ্যে অপেক্ষা করতে হয়েছিল। তারা প্রধান গেট দিয়ে আমাদের ঢুকিয়েছিল, তার পর আমরা একটা বেড়া দেওয়া কম্পাউন্ডে দাঁড়িয়ে ছিলাম যা স্যানাটোরিয়া ঘর থেকে বাইরে ছিল। কয়েদীদের একটা খোলা জায়গা অতিক্রম করতে হয়েছিল একটা বড় টিনের কুঁড়ে ঘরে আসার জন্য যেখানে তারা দর্শনার্থীদের সঙ্গে দেখা করবে। তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করাটা ভয়ানক করেছিল। ভয় পাওয়া! তাদের অন্ধকার ডাকাতের মত ছিল, উজ্জ্বল বরফের মধ্যে কাপড়ে জড়ান- ধূসর বর্ণের ভূতের মত দেখাচ্ছিল এবং তাদের সঙ্গে চলছিল, আমি রিচার্ডকে দেখেছিলাম। তুমি তাকে হারাতে পার না, সে এত লম্বা। আমি একটা পাগলের বন্ধুর মত হাত নাড়িয়ে ছিলাম, কিন্তু সে আমাকে আলাদা করতে পারেনি। আমরা গাদাগাদি করে ছিলাম এবং প্রত্যেকে কাঁপছিলাম। আমি তাকে দেখেছিলাম- কিন্তু কেবলমাত্র মিহাইকে তার সঙ্গে কথা বলতে দেওয়া হয়েছিল।"

এই অবস্থায়, তারা পরস্পর বেশী কথা বলতে পারেনি, কিন্তু মিহাই বলেছিল। তার বাবার সাথে শেষ কথা ছিল। "মিহাই, বাবা হিসাবে যে কেবলমাত্র দান আমি দিতে পারছি, তোমাকে এটি বলতেঃ সর্বদা সবচেয়ে উচু খ্রীষ্টিয় গুণাগুণ অনুসন্ধান কর, যা সব কিছুর মধ্যে সঠিক মূল্য রাখবে।"

সাবিনা বাইবেলের পাতার মধ্যে সুন্দরভাবে রিচার্ডের পোষ্টকার্ড ভাজ করে রেখেছিল। মাঝে মাঝে সেটা সে বের করত এবং আবার পড়ত। পরে সে (রিচার্ড) তাকে (সাবিনাকে) বলেছিল, জেলখানায় এবং স্যানাটেরিয়ামে সে একটা পারদর্শী হয়েছিল- পিচ্ছি (ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র) চিঠিতে অনেক বড় কিছু লিপিবদ্ধ করতে- যা কয়েদীরা অনুমতি পেত লিখার জন্য- এটা এত বেশী যে অন্যেরা তার কাছে আসত, সাহায্যের জন্য, প্রত্যেকে তাদের দেওয়া ১০ লাইনের মধ্যে তারা পরস্পর জিজ্ঞাসা করত, যা রিচার্ড প্রস্তাব করত, সুতরাং এই সুযোগের কথা সব জায়গায় ছড়িয়ে গিয়েছিল।

এর ফলে ডজন ডজন কয়েদীরা তাদের পোষ্ট কার্ড আরম্ভ করেছিল "সময় এবং দূরত্ব এটা ছোট ভালবাসাকে নিবাড়িত করে, কিন্তু মহত্ত্ব ভালবাসাকে আরও শক্তিশালী করে।" এইভাবে রিচার্ডের ভালবাসার প্রচার পড়া হচ্ছিল এবং দূরে এবং প্রসারিতভাবে লালিত হচ্ছিল। কয়েদী প্রচারক তার ব্যবসায় ফিরে এসেছিল।

সাবিনাঃ খ্রীষ্টের ভালবাসার সাক্ষী

একটি সুন্দর সকাল

১৯৫৬ সাল শুরু হয়েছিল, সমস্ত কম্যুনিষ্ট ব্লক একটি বিদ্রোহ ভাবাপন্ন মেজাজে ছিল। সোভিয়েত পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার কিছুই হয়নি। তখনও খাদ্যের সরবরাহ অপ্রতুল, মজুরী অল্প ছিল। স্ট্যালিনের মৃত্যুতে যা আশার সঞ্চার হয়েছিল তা বিলীন হয়েছিল।

তারপর, ফেব্রুয়ারীতে কম্যুনিষ্ট পার্টির ২০তম কংগ্রেস চলাকালে, সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী নিবিতা ক্রুশ্চেভ একটা গোপন বক্তৃতা দিয়েছিল স্ট্যালিন ও তার কাজকে অভিযুক্ত করে। রাশিয়ানরা কখনও এটি প্রকাশ করেনি, কিন্তু শীঘ্র, প্রত্যেক পূর্ব ইউরোপের লোকেরা অনুভব করেছিল একটি উষ্ণ বাতাসময় রাজনৈতিক ভাবে অধিকতর বন্ধুত্বপূর্ণ হওয়া, যা মস্কোর বাইরে ক্ষীণ ধারায় প্রবাহিত হচ্ছিল।

"স্ট্যালিনকে বরবাদ" করার চিহ্ন খুব তাড়াতাড়ি এসেছিল। বিরাট সৈন্য ও গোপন পুলিশের দল আয়তনে ছোট করা হয়েছিল। অর্থনীতি উদ্ধারের জন্য লক্ষ লক্ষ ডলারের ব্যবসার চুক্তির কথাবার্তায় পশ্চিমা দেশগুলির সঙ্গে চালান হচ্ছিল। ব্যক্তি মালিকাধীন থেকে রাষ্ট্রীয় যৌথ মালিকাধীনে আনা শিথিল হয়েছিল। সবচেয়ে বেশী, শত শত রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতিদিন মুক্ত করা হয়েছিল সাধারণ ক্ষমার মাধ্যমে।

সাবিনা আশা করতে সাহস করত না যে বিচার্ড তাদের মধ্যে থাকবে। সে কোন ইঙ্গিত, কোন খবর পায়নি যে তাকে শীঘ্র মুক্ত করা হতে পারে। তার শাস্তির আরও কয়েক বৎসর বাকী আছে। তারপর ১৯৫৬ সালের জুন মাসের এক সুন্দর সকালে সে বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বের হয়েছিল এবং যখন সে বাড়ী ফিরে এসেছিল, সেখানে সে (রিচার্ড) ছিল। মাথা নাড়া এবং জীবন্ত মানুষের চেয়েও একটা কঙ্কালের মত দেখাচ্ছিল, অবশেষে রিচার্ড বাড়ী এসেছিল। সাবিনা প্রায় অজ্ঞান হচ্ছিল যখন সে তাকে জড়িয়ে ধরেছিল। এটি একটি আলিঙ্গন ছিল, সে ভয় করেছিল, এরূপ অনুভূতি আর হবে না। সেই সন্ধ্যা বেলায় সমস্ত বুখারেষ্ট থেকে বন্ধুরা এসেছিল তাকে অভিনন্দন জানাতে এবং একসঙ্গে তারা হাসি ও অশ্রু উভয় ভাগাভাগি করেছিল- আরও বেশী হাসি এবং আরও বেশী কান্না।

জেলখানায় রিচার্ড ভীষণভাবে কষ্ট সহ্য করেছিল। তাকে বিভিন্ন প্রকার অত্যাচারের যন্ত্র দিয়ে মারা হয়েছিল এবং তাকে মাদকদ্রব্য দিয়ে নেশা করানো হতো। তার নষ্ট শরীরে ১৮টি অত্যাচারের দাগ ছিল এবং পরে ডাক্তাররা দেখেছিল তার ফুসফুস সেড়ে যাওয়ার পরও যার দাগ আছে। তারা কেবল মাত্র বিশ্বাস করতে পারছিল না। সে সাড়ে আট বৎসর

বেঁচেছিল (তার মধ্যে প্রায় ৩ বৎসর একাকী ভূগর্ভস্থ সেলে বন্দী), প্রায় বিনা চিকিৎসায়। এখন হাসপাতালের ওয়ার্ডের সবচেয়ে ভাল বেড তাকে দেওয়া হয়েছিল। এটা আশ্চর্যের বিষয় মুক্তিপ্রাপ্ত কয়েদীরা লোকদের কাছে সদয় ও উদার ব্যবহার পাচ্ছে। রুমানিয়ায় তারা সবচেয়ে সুবিধা প্রাপ্ত দল, এই সামাজিক অবস্থা কমিউনিষ্টদের ক্রোধে ক্ষিপ্ত করেছে।

রিচার্ড কিছু সুস্থ হবার পর সে এবং সাবিনা তাদের ২০ বৎসর বিবাহ বার্ষিকী উদযাপন করেছিল। তাদের পরস্পরের জন্য প্রেজেন্টেসান কিনার একটা পয়সাও ছিল না, কিন্তু রিচার্ড একটি সুন্দর বাঁধান নোট বই পেতে সক্ষম হয়েছিল। যাতে সে প্রত্যেক দিন সন্ধ্যা বেলায় পদ লিখেছিল- সাবিনাকে সম্বোধন করে প্রেমের কবিতা, তার জীবনের ভালবাসা।

তারা উভয়ে প্রলোভন ও অত্যাচার জয় করে বেঁচেছিল। ঈশ্বর তাদের শক্তি ছিলেন। ভালবাসা তাদের চালিকা শক্তি ছিল। কিন্তু যখন তারা দুঃখের যুগ ফেলে এসেছিল, আরেকটি দুঃস্বপ্ন তাদের দরজায় অপেক্ষা করছিল।

"তার চারধারে তোমার দূতগণ রাখ।"

১৯৫৯ সালের ১৩ই জানুয়ারী, সাবিনার চার্চের একজন স্ত্রীলোক কাঁদতে কাঁদতে ওয়ার্মব্যাণ্ডের দরজায় এসেছিল। তার এক সপ্তাহ আগে, সে রিচার্ডের প্রচারের কয়েক কপি ধার করেছিল এবং সমস্ত রুমানিয়ায় কয়েকশ ফটোকপি পাঠানো হয়েছিল, একটা অবস্থায় যা সম্পূর্ণ আইন বিরোধী। এখন ক্ষমা প্রার্থী স্ত্রীলোকটি এসেছিল রিচার্ডকে হুশীয়ারী করতে, যে পুলিশ তার এপার্টমেন্ট ঝটিকা হামলা করেছে এবং সব বাকী কপিগুলি নিয়ে গিয়েছে। সে (স্ত্রীলোকটি) ভয় করেছিল যে শীঘ্র তারা রিচার্ডের জন্য আসবে।

তারা আরেকজন বন্ধুর মধ্যদিয়ে জেনেছিল যে রিচার্ড একজন যুব পালক কর্তৃক অভিযুক্ত হয়েছে যে তার বন্ধু বলে দাবী করেছিল। তারা জানত যে মানুষটিকে ভয় দেখান হয়েছিল, জেলখানায় ভয় দেখিয়ে অভিযোগটি স্বাক্ষর করার জন্য।

পরদিন রাত ১টায় ক্রুদ্ধ পুলিশ অফিসাররা ওয়ার্মব্রাণ্ডের দরজায় আঘাত এনেছিল এবং তাদের চিলে কুঠরীতে ঢুকে পড়েছিল।

ক্যাপ্টেন চিৎকার করে বলেছিল, "তুমি রিচার্ড ওয়ার্মব্রাণ্ড?" "অন্য ঘরে যাও- তোমরা সকলে। এবং সেখানে থাক।"

আবার ক্ষুদ্র এপার্টমেন্টটি মানুষে পূর্ণ হয়েছিল, খাবার আলমারী খোলা, ড্রয়ার টেনে খোলা, কাগজপত্র মেঝে ছিটান। রিচার্ডের ডেস্কে তারা নোটের পাতা টাইপ রাইটারে লেখা সারমন (প্রচার) এবং জীর্ণ বাইবেল। সবকিছু জব্দ করা হয়েছিল। যেখানে তারা সাবিনার দেওয়া প্রেজেন্টেশান নোটবই পেয়েছিল যাতে রিচার্ড তার প্রতি প্রেমের কবিতা লিখেছিল।

"অনুগ্রহ করে এটি নিবেন না। এটি একটি ব্যক্তিগত জিনিস, একটা প্রেজেন্ট। এটি আপনার কোন কাজে আসবে না," সাবিনা ভিক্ষা চেয়েছিল। তারা সেটি নিয়ে গিয়েছিল।

ক্যাপ্টেন রিচার্ডকে হাত কড়া পড়িয়েছিল এবং পিছনের ঘর থেকে তাকে নিয়ে গিয়েছিল।

সাবিনা সাহস ভরে বলেছিল, "একজন নিষ্পাপ লোকের সাথে এইভাবে ব্যবহার করতে আপনাদের লজ্জা করে না?"

রিচার্ড তার দিকে সড়ে গিয়েছিল, কিন্তু তারা তার বাহু ধরে টেনে পিছনে এনেছিল। সে (রিচার্ড) সাবধান করেছিল, "আমি সংগ্রাম ছাড়া এই ঘর ছেড়ে যাবো না- যে পর্যন্ত না আমার স্ত্রীকে আলিঙ্গন করতে দেন।"

ক্যাপ্টেন বলেছিল- তাকে যেতে দাও। একজন পুলিশ তার হাত কড়া খুলে দিয়েছিল।

তারা প্রার্থনায় হাঁটু গেড়ে ছিল, যখন গোপন পুলিশেরা তাদের চারিদিক ঘিরেছিল। তারপর তারা মৃদু স্বরে ধর্মের গান করেছিল, গানের কথার মধ্যে তাদের স্বর গলে যাচ্ছিল, "চার্চে তার প্রভু খ্রীষ্টে একই ভিত্তি।"

একটি বড় হাত রিচার্ডের কাঁধে পড়েছিল। "আমাদের যেতে হবে। এখন প্রায় ৫টা," ক্যাপ্টেন শান্তভাবে বলেছিল। সে স্পষ্টতঃই রিচার্ড ও সাবিনার অবিশ্বাস্য ভালবাসার চমকে উঠেছিল। তার চোখ অশ্রুসিক্ত হয়েছিল।

আবার রিচার্ডকে হাত কড়া পড়ান হয়েছিল এবং পুলিশেরা রিচার্ডকে বাইরে এনেছিল। সাবিনা তাদের সিঁড়ি বেয়ে অনুসরণ করেছিল। নীচে, রিচার্ড মাথা ঘুরিয়ে বলেছিল, "মিহাইকে আমার ভালবাসা জানিও।" তারপরে সে এক মুহূর্তের জন্য থেমেছিল, কিছু বলার আগে এবং পাষ্টরকে যে আমাকে অভিযুক্ত করেছে।" তারপর সে চলে গিয়েছিল। যখন পুলিশের গাড়ী চলে যাচ্ছিল, বরফের রাস্তা সাবিনা ভ্যানের পিছনে দৌড়াচ্ছিল, ডেকে এবং কেঁদে যখন সে নরম গলন্ত তুষারে কাদায় পিছলে পড়েছিল, "রিচার্ড, আমার প্রিয় রিচার্ড।"

তারপর এক কোনায় ভ্যান অদৃশ্য হয়েছিল এবং সে থেমেছিল, শ্বাসরুদ্ধ এবং ভগ্ন হৃদয়। চিলে কুঠরীতে ফিরে, খোলা দরজায় সাবিনা মেঝে পড়ে, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে প্রার্থনা করেছিল, "প্রভু আমার স্বামীকে তোমার হাতে দিই, সে কেঁদেছিল। আমি কিছুই করতে পারি না, কিন্তু তুমি বন্ধ দরজা দিয়ে যেতে পার। তুমি তার চারিদিকে স্বর্গদূতদের রাখতে পার। তুমি তাকে ফিরিয়ে আনতে পার।"

সে অন্ধকারে বসেছিল, প্রার্থনা করছিল যে পর্যন্ত না সূর্য উঠে। এ্যান্টি এলিস সকালে এসেছিল এবং তখনও সে মেঝের উপর ছিল। সাবিনা তার দিকে লাল অশ্রুসিক্ত চোখে তাকিয়েছিল এবং বলেছিল, আবার তারা আমার রিচার্ডকে চুরি করে নিয়ে গিয়েছে।"

বিশেষ সংলাপ (উপসংহার)

ছয় বৎসর হলো রিচার্ড গিয়েছে এবং এর মধ্যে সাবিনার মাত্র একবার সুযোগ হয়েছিল তার (রিচার্ডের) সঙ্গে দেখা করার। সে নিরলস ভাবে গোপন চার্চে তার কাজ করেছিল এবং বিশ্বস্তভাবে তার স্বামীর জন্য অপেক্ষা করেছিল, কখনও তাকে বিশ্বাস করতে দেয়নি যে ঈশ্বর তাকে ঘরে আনবেন না।

১৯৬৫ সালের ডিসেম্বরে রিচার্ডের মুক্তির মূল্য স্বরূপ Norwegian Mission to the Jewish and Webrew Christan Allionce ১০ হাজার ডলার দিয়েছিল। সেই সময় রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তির মূল্যবাবদ ১৫০০ ডলার ছিল। রিচার্ড এবং সাবিনা তাদের জন্মভূমি রুমানিয়া ছেড়ে যেতে চায়নি, কিন্তু গোপন চার্চের বিশ্বাসীগণ তাদের বুঝিয়েছিল যাবার জন্য যাতে তারা তাদের জন্য একটা কণ্ঠস্বর হয় যারা তাদের বিশ্বাসের জন্য অত্যাচারিত হচ্ছে এবং ঈশ্বরের অবিশ্বাস্য ভালবাসার সাক্ষী হতে পারে, কঠোরতম সময়ে। পরবর্তী বৎসরে রিচার্ড, সাবিনা এবং মিহাই আমেরিকায় পৌঁছেছিল। কম্যুনিষ্টদের মৃত্যু ভয় থেকে, ব্রাণ্ড পরিবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের ভাই এবং বোনদের জন্য কণ্ঠস্বর হয়েছিল যাদের বিশ্বাস অগ্নির ভিতরে ছিল।

১৯৬৭ সালের অক্টোবরে, কেবলমাত্র ১০০ ডলার এবং একটি পুরানো টাইপ রাইটার যা রান্নাঘরের টেবিলে স্থাপিত ছিল, ব্যাণ্ড দি ভয়েস অব দি মারটারস্ নিউজ লেটারের প্রথম সংখ্যা লিখেছিল। সেই প্রথম সংখ্যা থেকে, নিউজলেটার ক্রমাগত এবং নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছিল এবং সমস্ত পৃথিবীতে প্রায় ১০ মিলিয়ন কপি, ডজন ডজন ভাষায় বিতরণ করা হয়েছে।

সাবিনাঃ খ্রীষ্টের ভালবাসার সাক্ষী

রিচার্ড এবং সাবিনা যে সময় থেকে আমেরিকায় পৌছেছিল, তারা অক্লান্ত ভাবে পরিশ্রম করেছিল, অত্যাচার এবং সাক্ষ্যমরের সামনা সামনি আশা ও ভালবাসার বাণীতে অংশগ্রহণ করতে।

পরীক্ষা এবং সহ্যের মধ্য দিয়ে তাদের জীবন সমৃদ্ধশালী হয়েছিল। ২০০০ সালের আগষ্ট মাসের ক্যান্সারে সাবিনার মৃত্যুর কিছু পূর্বে সে তার প্রিয় স্বামী রিচার্ডকে বলেছিল (সেও খুব পীড়িত ছিল) তার বিছানার কাছে আসতে। বন্ধুদের একটা ছোট দলের উপস্থিতিতে, সাবিনা রিচার্ডকে বলেছিল, সে তাকে কতটা ভালবাসে এবং তাকে বলেছিল তার জীবনের ত্রুটি বিচ্যুতি (ব্যর্থতা) ক্ষমা করতে। সেই সময় সাবিনার ভয়ানক যন্ত্রনা ছিল, কিন্তু সে চিকিৎসা করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল যেন সে সুস্থ মস্তিষ্কে প্রস্তুত থাকে যখন সে ক্ষণিক জীবনকে বিদায় জানাতে যা তার উপর এত দুঃখকষ্ট চাপিয়েছে, তবু তাকে এত আনন্দে এনেছে।

এখানে একটি জীবন যা খ্রীষ্টের ভালবাসার দ্বারা লালিত হয়েছে এবং সকলকে ভালবাসা দেখিয়েছে, যারা তাকে জানত।

তারাঃ
বিতাড়িত জীবন

পাকিস্তান
জুন ১৯৮৫

ডাক পিয়ন পরিচিত অট্টালিকাতে হেঁটে গিয়েছিল এবং জানালা দিয়ে উঁকি দিয়েছিল। প্রবেশ পথ এত বড় যে পাকিস্তানের গ্রামের অনেক সম্পূর্ণ বাড়ীর সমান। ডাকপিয়ন বলেছিল, "তারার জন্য আমার কাছে একটা প্যাকেট আছে", যখন একজন চাকর দরজার কাছে উত্তর দিয়েছিল। "আমার তার দস্তখত (স্বাক্ষর) প্রয়োজন। আমি কি ভিতরে আসতে পারি?" তার বাহুর নীচে একটি মধ্যম আকারের ব্রাউন কার্ড বোর্ডের বাক্স ছিল। সে তার কলম বের করেছিল।

চাকরটি কাঠোর ভাবে উত্তর দিয়েছিল, "না তুমি ভিতরে আসতে পারবে না।" "আমাকে প্যাকেটটি দাও এবং আমি তারার কাছে নিয়ে যাব। তার বাবা তাকে দরজায় আসতে অনুমতি দিবে না।"

"ঠিক আছে", পিওনটি অনিচ্ছুকভাবে রাজী হয়েছিল। "কিন্তু আমি নিশ্চয় তারা বা কর্তৃত্বাধীন কারও দস্তখত নিব। তা না হলে আমি প্যাকেটটা ছেড়ে যেতে পারব না, তুমি বুঝেছ?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ," চাকরটি অধৈর্যভাবে বলেছিল, সে তার হাত বাড়িয়ে দিল। এখন অনুগ্রহ করে প্যাকেটটি আমাকে দাও।"

তারা কোণা থেকে লক্ষ্য করেছিল, আশ্চর্য হয়ে, এটা কি তামাসা এবং কে তাকে প্যাকেটটা পাঠাবে। "এটা কি?" সে চাকরকে জিজ্ঞাসা করেছিল, এটা কোথা থেকে এসেছে? চাকরটি কাঁধ ঝাকিয়ে ছিল এবং তারাকে কাগজ দিয়েছিল স্বাক্ষর করার জন্য। সে তার নাম লিখেছিল এবং প্যাকেটটি গ্রহণ করেছিল। যা সে আশা করেছিল, তার থেকে ভারী ছিল। সে দুই বাহুতে এটি জড়িয়ে ধরে, পা টেনে টেনে হেঁটে নিজের কামরায় গিয়েছিল, দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল।

যদিও তারার পরিবার বড় ছিল, তার একটি ভাল আসবাবপত্রে সাজান কামরা ছিল। তার বড় জানালার বিপরীত দিকে স্থায়ী (দৃঢ়বদ্ধ) কাপড় পরিধান করার জায়গা এবং বিছানার প্রত্যেক পাশে সুন্দর (চিত্তাকর্ষক) রাতের স্ট্যাণ্ড ছিল, প্রত্যেকটির মাথায় রুচিশীল (সজ্জিত) স্পটিকের বাতি ছিল। তারার বাবার তার যুবতী মেয়ের জন্য দরদ ছিল এবং তার কামরা পর্যাপ্ত দানের দ্বারা পূর্ণ ছিল যা সে (বাবা) যথেচ্ছা দিয়েছিল।

এখন সে যেকোন ১২ বৎসরের শিশুর মত উত্তেজিত হয়েছিল, ডাকযোগে একটা অপ্রত্যাশিত প্যাকেট পেয়ে। সে বাক্সটি মেঝের উপর রেখেছিল, তার সম্মুখে হাঁটু গেড়েছিল, টেপ খুলেছিল- যা কার্ড বোর্ডের ঢাকনাকে নিরাপদে রেখেছিল। বাক্সের মধ্যে উঁকি মেরে, তারার শ্বাসরুদ্ধ অবস্থা হয়েছিল। তার আনন্দপূর্ণ উৎসুক্য শীঘ্র সচকিত হয়েছিল। সে লাফিয়ে উঠেছিল এবং দরজার কাছে দৌঁড়ে গিয়েছিল, দরজাটি অল্প খুলেছিল যাতে মাথা গলাতে পারে এবং হলে উপর নীচু উঁকি মেরেছিল এবং নিশ্চিত হতে চেয়েছিল, কাছে পিঠে কেউ নাই। আবার সে দরজা বন্ধ করেছিল, কিন্তু এইবার তালাচাবি দিয়েছিল। তার শোবার ঘরের মাঝের মেঝের উপর রাখা খোলা বাক্সটার কাছে।

তার মনে হয়েছিল, সে বাক্সটা তার বাবার হাতে দিবে। সেটা করলে কি নিরাপদ হবে, সে নিজে নিজে বলেছিল। সে শুধু তার বাবাকে বলবে, তার কোন ধারণা নাই, কেন এটা তার নামে এসেছে। কিন্তু সত্য বলতে কি, তারা জানেনা কেন বাক্সটা এসেছে। এতে কিছু আছে যা সে চেয়ে পাঠিয়েছে। কয়েক সপ্তাহ আগে, স্থানীয় সংবাদ পত্রের একটা ছোট কুপন পূর্ণ করেছিল এবং ডাকে পাঠিয়েছিল। এখন অর্ডার দেয়ার জিনিসটি এসেছে এবং সে ভয় পাচ্ছে, তার কি হবে, যদি সে এটি শুদ্ধ ধরা পরে। তার ছোট মন দৌঁড়াচ্ছিল। তাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, সে এটি লুকিয়ে রাখবে কিনা অথবা তার বাবাকে বলবে।

উৎসুক্য তার ভয়কে জয় করেছিল, সে বাক্স থেকে একটি ছোট বই বের করেছিল। বইটি সাদা নরম মলাটে এক বাক্যের শিরোনাম ছিল। আদিপুস্তক। তার বিছানায় বসে, সে মলাট খুলে পড়তে আরম্ভ করেছিল।

বাইবেল পাঠ্যসূচীর আসার প্রথম দিন থেকে, তারা নিবিষ্ট চিত্তে বিষয়গুলি পড়েছিল। প্রত্যেক সপ্তাহে দুইটি বা তার বেশী কোর্স (পাঠ) শেষ করেছিল। সে তার শেষ হওয়া পরীক্ষার উত্তর- যা পাঠ্যসূচীতে এসেছিল তা খামে বন্ধ করে ঘরের চাকরকে ডাকযোগে পাঠাতে বলেছিল।

কিছুদিন পর একটা নতুন সার্টিফিকেট ডাক যোগে আসবে, তারাকে তার .... অভিনন্দন জানিয়ে। তারা যে একটি বিখ্যাত গোঁড়া মুসলমান পরিবার থেকে এসেছিল যা সমস্ত পাকিস্তানে পরিচিত ছিল, তার বিশ্বাস পরিবর্তন করার কোন উদ্দেশ্য ছিল না। সে

সাধারণভাবে বাইবেল পাঠের কোর্সে জড়িয়ে পড়েছিল এবং বিশেষভাবে সুন্দর সার্টিফিকেটগুলি পেতে আনন্দিত ছিল। এটি সোজা ও মজার ছিল এবং এটি আবার দিয়েছিল একটি উত্তেজনাপূর্ণ বিপদের উপাদান, যখন সে সাবধানে প্রতিদিন তার বিছানার তলায় বাক্স ও তার ভিতরের জিনিস সমেত ঠেলে দিত। চাকর যে সাহায্য করত ডাক পাঠাতে এবং পেতে, তাকে গোপনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করা হয়েছিল। প্রত্যেকে জানত তার বাবা প্রচন্ড রাগ করবে যদি সে জানতে পারে। কিন্তু সকলে এটাও জানত তারা তার বাবার প্রিয় কন্যা। সে উন্মত্ত হবে, হ্যা এবং খুব সম্ভব, সে শুধু তাকে বকবে এবং পাঠ্যসূচী নিয়ে নিবে। সে শুধু মজা করছে। তাহলে অধ্যায়ন করাতে কি ক্ষতি? সে নিজে নিজে জিজ্ঞাসা করেছিল।

আড়াই বৎসর পর, তার শেষ পরীক্ষার কাগজ ডাকে পাঠিয়েছিল। সে সব কোর্সগুলি শেষ করেছিল, বাইবেলের প্রত্যেক পুস্তক শেষ করেছিল। সে সন্তুষ্টি অনুভব করেছিল, এরূপ একটি বড় পাঠ্যসূচী শেষ করতে পেরে এবং আশ্চর্য হয়েছিল যে এসব বিনামূল্যে হয়েছিল এবং তার গোপনীয়তা ফাঁস হয়নি। কয়েক সপ্তাহ পরে, সে আরও বেশী আশ্চর্য হয়েছিল যখন আরও একটি বাক্স এসেছিল। এটা কোর্সগুলি যাতে এসেছিল, এটা তার থেকে অনেক ছোট ছিল এবং আয়তন অনুসারে ভারী ছিল। তারা জানত এটা সেই একই লোকদের থেকে, যারা কোর্সগুলি পাঠিয়েছিল এবং শেষ করার পর সার্টিফিকেট দিয়েছিল, কিন্তু সেই ছোট বাক্সে কি আছে সে সম্বন্ধে তার কোন ধারণা ছিল না। সে আর্শ্চান্বিত হয়েছিল এটি একটি নীল রংএর সুন্দর বাইবেল ছিল। পাতার কিনারায় সোনালী জলে চকচক করছিল। এটি সবচেয়ে সুন্দর বই ছিল যা তারা কখনও দেখেনি। সামনের মলাট খুলে, তার নাম খুব সুন্দর অক্ষরে লেখা ছিল এবং সমস্ত বাইবেল কোর্স সফলতার সঙ্গে শেষ করার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন হিসাবে এটি তাকে দেয়া হয়েছে। তারা সাবধানে পেঁয়াজের খোসার মত পাতলা পাতাগুলি উল্টেছিল, তার নতুন দান আগে তার বিছানার নীচে অন্যান্য বইগুলির সঙ্গে লুকাবার আগে। পাঠ্যসূচীগুলি যথেষ্ট বিপজ্জনক ছিল। যদি সে বাইবেল সমেত ধরা পড়ে, সে জানত তাকে নরকে টানবে।

সত্যি করে (কি হবে) তার অর্ধেকও জানত না।

খ্রীষ্টিয়ানগণ

পরের বৎসর, স্কুলে তার দশম বৎসর উচ্চ সম্মানের সহিত শেষ করার পর, তারাকে নিমন্ত্রণ দেওয়া হয়েছিল ইরানে একটা তুলনামূলক ধর্ম অধ্যয়ন করার জন্য। তার পরিবার

প্রায় ইরানে তীর্থ যাত্রায় যেত এবং তারা ব্যগ্র ছিল প্রতিদ্বন্দ্বীতা গ্রহণ করতে যেখানে অধ্যয়ন করার জন্য। সে আবার বিশ্বাস করত তার গোপন বাইবেল অধ্যয়ন করা খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম সম্বন্ধে পড়াশুনার একটি সুন্দর সুযোগ আরম্ভ হবে। অধ্যয়নের জন্য তার ভ্রমনে, তার পরিবারের লোকেরা তার সঙ্গে গিয়েছিল এবং যখন তারা ইরানে ছিল, তারা একজন খ্রীষ্টিয়ানের দেখা পেয়েছিল, প্রথম বারের মত। এরূপ ঘটেছিল, একদিন বিকাল বেলা, যখন সে তার হোটেল ছেড়েছিল, পরিকল্পনা করেছিল স্থানীয় মসজিদের বাইরে উঠানের ছবি নিতে, একটা উপহারের জন্য, যা ক্লাশের জন্য তার উপর ভার দেওয়া হয়েছিল। একজন যুবতী বিদেশী মেয়ের জন্য এটা বিপজ্জনক ছিল, একাকী চলাফেরা করা, কিন্তু তারা তার বড় ভাইয়ের যে সেইদিন তার দেখাশুনা করছিল, কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিল, সে (তারা) হোটেলের কাছাকছি থাকবে এবং সে অনিচ্ছুক ভাবে রাজী হয়েছিল সে যেতে পারে।

যখন সে উঠানের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল, ছবি তুলে তুলে, সে একটা আশ্চর্য দৃশ্য দেখেছিল। একজন লোক মাটির উপর বসেছিল, একজন মেয়ের পাশে, যে তারার চেয়ে কয়েক বৎসরের ছোট। তার হাত শক্তভাবে গুটান ছিল এবং সে আকাশের দিকে চেয়েছিল, মনে হচ্ছিল কারও সঙ্গে কথা বলছে।

"আপনি কি করছেন?" তারা জিজ্ঞাসা করেছিল, মানুষটির সম্বন্ধে একটা আশ্চর্য অনুভূতি ছিল।

"আমি ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলছি", সে সাধারণভাবে উত্তর দিয়েছিল।

"আপনি ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলতে পারেন না," তারা তর্ক করেছিল, তার মন্তব্যকে থামিয়ে ছিল একটা নিষ্পাপ হাসি দিয়ে। তিনি আপনার সঙ্গে কথা বলতে নীচে আসবেন না এবং আপনিও উপরে তার কাছে যাবেন না, না মরা পর্যন্ত। সুতরাং আপনি এটা কিভাবে বলতে পারেন আপনি তার সঙ্গে কথা বলছেন?

লোকটি ধৈর্য ধরে, তারার দিকে চেয়েছিল এবং হেসে সে বলেছিল, "আমি কেবল ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলেছিলাম না, আমি একটা উত্তর পেয়েছি।"

এখন তারা নিশ্চিত হয়েছিল, মানুষটা পাগল। "আপনি উত্তর পেয়েছেন? আপনি একজন নবী অথবা স্বর্গদূত নন। আপনার পক্ষে ঈশ্বরের উত্তর পাওয়া, কিভাবে সম্ভব?"

"তুমি কি জানতে চাও, কেমন ভাবে তুমি ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলতে পার?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়, আমি জানতে চাই।" তারা উত্তর দিয়েছিল। সে তাকে এক মিনিটের জন্য বিশ্বাস করেনি, কিন্তু সে তার ব্যাখ্যা শুনতে চেয়েছিল, নিষ্ফল, সম্ভবত তাই।

তাহলে আমার সঙ্গে কালকে ৪টায় দেখা কর। এখানে, আমি তোমার জন্য জায়গাটা লিখে দিব। "একটা খালি (সাদা) কাগজের টুকরা টেনে, মানুষটি তার চার্চের ঠিকানা এবং সেখানে পৌছাবার নির্দেশ লিখেছিল।" তুমি এখানে আস এবং তুমি যে ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলতে পারবে তাই জানবে না, কিন্তু তুমি জানবে যে তিনি তোমাকে ভালবাসেন।

যখন তারা তার হোটেলে ফিরে গিয়েছিল এবং তার অভিজ্ঞতার অংশ গ্রহণ করেছিল, তার ভাই ক্রোধে উন্মত্ত হয়েছিল। "তুমি কি চিন্তা করছ? তুমি সেই জায়গায় যেতে পার না। এটি একটি খ্রীষ্টিয়ান গির্জাঘর। এটি ইরান এবং তুমি একজন মুসলমান। এই স্থানে ধরা পড়লে তোমার ফাঁসি হতে পারে।"

আমাকে বিভিন্ন ধর্ম সম্বন্ধে পড়ার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কিভাবে আমি আমার অধ্যয়ন (পড়াশুনা) শেষ করতে পারি, আমি যদি গবেষণা না করি? তারা প্রতিবাদ করেছিল।

তর্ক শেষ হয়েছিল, যখন তারার ভাই রাজী হয়েছিল, স্থানীয় পুলিশ স্টেশনে একটি সরকারী আবেদন করতে চার্চে গমন করার জন্য। সেখান থেকে তাকে (ভাই) কোর্ট হাউসে পাঠান হয়েছিল। যেখানে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সরকারী আদেশ মতে তাকে (তারাকে) ১২ জন নিরাপত্তা অফিসার এবং তার বড়ভাই তার সঙ্গে থাকবে যখন সে চার্চ দর্শন করবে।

তার ভাই বলেছিল, "তোমার ভয় পাবার কারণ নাই, আমি পুলিশের সঙ্গে ঠিক দরজার বাইরে থাকব, যদি কিছু ঘটে।" তারা আশ্চর্য হয়েছিল, একটা চার্চের মধ্যে কি হয় যে এত বেশী নিরাপত্তার প্রয়োজন হয়।

পরের দিন বেলা ৪টায় তারা চার্চে প্রবেশ করেছিল। সে আস্তে হেঁটে গিয়েছিল, তার শরীর ঈষৎ কেঁপেছিল, যখন নিরাপত্তার গার্ড ও তার ভাই বাইরে অপেক্ষা করেছিল। মসজিদের উঠানে ছাড়া তারা কখনও এমন মানুষকে দেখেনি, যে মুসলমান না। সে চিন্তা করেছিল, খ্রীষ্টিয়ানগণ কেমন দেখতে তারা কিভাবে কাজ করে। তারা কি বিপজ্জনক?

চার্চের পিছন দিকে সে বসবার একটা জায়গা পেয়েছিল। সে একটা জায়গা পছন্দ করেছিল যা প্রধান প্রবেশ পথের কাছে ছিল, যাতে সে তাড়াতাড়ি বের হয়ে আসতে পারে, যদি তার প্রয়োজন হয়। বেশীরভাগ কাঠের বেঞ্চ ইতিমধ্যে পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল এবং গান আরম্ভ হয়েছিল। চার্চের লোকেরা বিভিন্ন কোরাস গেয়েছিল, তারা মনে করেছিল সে গানের কিছু কিছু পদ চিনেছিল যা সে বাইবেলের পাঠ্যসূচীতে পড়েছিল। গানের পর, একজন মানুষ মঞ্চে উঠে প্রার্থনা সম্বন্ধে বলতে আরম্ভ করেছিল। সে বলেছিল, যে কোন ব্যক্তি যার প্রার্থনার অনুরোধ আছে, এখন এগিয়ে আসুন।

কয়েকজন লোক সামনে এগিয়ে এসেছিল। তারা সেই মানুষটিকে দেখেছিল যাকে সে আগের দিন মসজিদের উঠানে দেখেছিল। সে আট বৎসরের একটা মেয়েকে সাথে করে নিচ্ছিল। তারা মনে করেছিল, এটি তার মেয়েদের অন্য একজন। এটি মনে হয়েছিল সম্পূর্ণ খোঁড়া। তার বাহু তার বাবার পিঠে অসহায়ভাবে নাড়াচাড়া করছিল যখন সে তাকে বহন করছিল। সে দৃষ্টি শূণ্য ছিল এবং তাকে প্রায় জীবন্ত মনে হচ্ছিল না।

মানুষটি সামনে হেঁটে গিয়েছিল এবং জোরে জোরে প্রার্থনা করতে আরম্ভ করেছিল, ঈশ্বর যেন তার মেয়েকে সুস্থ করে। চার্চের অন্যান্যরা তার সঙ্গে যোগ দিয়েছিল এবং ঈশ্বরের কাছে আবেদন জানাচ্ছিল মেয়েটিকে সুস্থ করতে। তারা মনে করেছিল একজন মানুষকে উদভ্রান্ত (পাগল) হতে হয়, ঈশ্বরের সঙ্গে এইভাবে কথা বলার জন্য। কেন ঈশ্বর নীচে নেবে আসবেন এই শিশুটিকে সাহায্য করার জন্য? তারার কাছে এটার কোন মানে হয় না। কিন্তু তার সন্দিহান চিত্ত স্বত্বেও, সে সেটার কার্যকলাপে সম্মোহিত হয়েছিল এবং সেই সব যা ঘটেছিল মনে রাখতে চেয়েছিল যেন তার গবেষণায় এই বিষয় লিখতে পারে।

তারপর তারা লক্ষ্য করেছিল, খোঁড়া মেয়েটি নড়তে আরম্ভ করেছে। তারপর আস্তে আস্তে সোজা হয়েছিল এবং বাবা আস্তে আস্তে তাকে মেঝে নামিয়ে ছিল তাকে দাঁড়াতে। *হে ঈশ্বর!* তারা মনে করেছিল, *আমি বিশ্বাস করতে পারছিনা কি ঘটছে?*

চার্চের সকলে আবার ঈশ্বরের কাছে প্রশংসার গান করছিল কারণ ছোট মেয়েটি এখন যন্ত্রণা থেকে সুস্থ হয়েছে, মেয়েটির খোঁড়া রোগ ছেড়ে গিয়েছে। চার্চের মাঝখানের চলাচলের পথে হেঁটে গিয়েছিল এবং তারার ঠিক চোখে দৃষ্টি দিয়েছিল। যখন সে, তারা যে বেঞ্চে বসেছিল, সেখানে এসেছিল, সে শুধু বলেছিল, *"ইম্মানুয়েল"*, এবং হেঁটে তার বাবার কাছে ফিরে গিয়েছিল।

যা ঘটেছিল, তাতে তারা ভীষণভাবে ভয় পেয়েছিল- এবং সমস্ত চিন্তা তার মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল। চার্চের সমস্ত লোককে ছেড়ে, কেন এই ছোট মেয়েটি তার কাছে এসেছিল? কিভাবে তার পা ভাল হয়েছিল? এবং *"ইম্মানুয়েলের"* মানে কি? ধর্মের অধ্যয়ন, যা তারা শুরু করেছিল, উত্তরের চেয়ে তাকে বেশী প্রশ্নের মধ্যে ফেলেছিল। সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়েছিল, যা ঘটছে তা বুঝার জন্য।

সে সাহস পাইনি, কাউকে বলতে, যা সে চার্চে দেখেছিল। কিন্তু সে নিশ্চয় এটি ভুলতে পারেনি। কিন্তু পরে, যখন সে তার বাড়ী পাকিস্তানে ফিরে এসেছিল, সে কেবল মাত্র একটা জায়গায় গিয়েছিল যা সে মনে করেছিল কিছু প্রশ্নের জবাব পাবে। সে নীল বাইবেলের কাছে গিয়েছিল। এইবার তারা কেবলমাত্র একটা পরীক্ষায় সফল হবার জন্য

পড়েনি, সে সত্যকে খুঁজার জন্য পরিশ্রম করেছিল। প্রতিদিন সে নিজেকে বাইবেলে ঢেলে দিয়েছিল, চেষ্টা করেছিল কোরআন এবং বাইবেলের কি পার্থক্য বুঝতে এবং মুসলমানগণ কেন খ্রীষ্টিয়ানদের বিরুদ্ধে তা বের করতে।

সে মনে করেছিল, *খ্রীষ্টিয়ানদের ঈশ্বর নিশ্চয় খাঁটি (সত্য)। কিভাবে তিনি তাদের শুনেন, যখন তারা প্রার্থনা করে?*

প্রতারিত হওয়া

শেষে তারা মেনেছিল, সে নিজের চেষ্টায় এতদূর এগিয়েছে। কারও সঙ্গে তাকে কথা বলতে হবে। ধর্মের কোর্স, তাকে জ্ঞান দানের পরিবর্তে- যা সে চার্চে প্রত্যক্ষ দেখেছিল এবং বাইবেলে পড়েছিল- তাকে আর অনেক প্রশ্ন ফেলেছিল, সে মরিয়া হয়ে জানতে ও বুঝতে চেয়েছিল কি ঘটছে।

যখন সে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল, তারা তার বাবাকে বলেছিল, "বাবা আমি কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে বাইরে যাচ্ছি"। এটা ছিল মিথ্যা, যা তার ১৬ বৎসর বয়সের মধ্যে কখনও বাবাকে বলেনি এবং তার নিজেকে বড় অপরাধী মনে হয়েছিল, যখন সে তার পরিবারের বিলাসবহুল বাড়ী থেকে তাড়াতাড়ি বের হয়েছিল। কিন্তু বের করতে হবে খ্রীষ্টিয়ান বিশ্বাসে কি আছে। একটা চার্চে ফিরে যাওয়াই সেটা বের করার একমাত্র উপায়।

সে শহর অতিক্রম করে একটা গির্জায় গিয়েছিল এবং আবার বেদীর পিছনে একটা বেঞ্চের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল, যখন উপাসনা শুরু হচ্ছিল। তারপর সে নিজেকে একটা মানুষের সঙ্গে পরিচয় করিয়েছিল, যে উপাসনা পরিচালনা করছিল এবং তাকে বলেছিল, সে তাকে কতগুলি প্রশ্ন করার আশা করছে। পালক রাজী হয়েছিল। তারা মনে করেছিল, একটি চার্চ, একটি চার্চই, একজন খ্রীষ্টিয়ান, খ্রীষ্টিয়ানই এবং তাদের যে কেউ তাকে সাহায্য করতে সক্ষম হবে। দুর্ভাগ্যবশতঃ এক্ষেত্রে সে ভুল করেছিল।

পালক অসস্তি বোধ করছিল তারার অনেক প্রশ্নের দ্বারা যখন সে সপ্তাহের পর সপ্তাহ এসে তার সঙ্গে বসেছিল। সে তার নিরাপত্তার জন্য উদ্বিগ্ন ছিল এবং তাকে একবারের বেশী বলেছিল, এটা ভাল হবে যদি সে আর না আসে। তারা উত্তর করেছিল, "আর কোথায় গেলে আমি এইসব উত্তর পাবে।

তার অনড় অবস্থান কিছু সময়ের জন্য তাকে জিতিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু পরিশেষে পাষ্টর অনুভব করেছিল, ঝুকি নেওয়া খুব বড় হয়ে যাচ্ছে। ভবিষ্যতে কোন বিপদ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে এই চিন্তা করে, সে তারার বাবার সঙ্গে দেখা করেছিল এবং জানিয়েছিল সে (তারা) তার চার্চে এসে বাইবেল সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করছে। কয়েক মিনিটের মধ্যে পালক একজন "টিনএজ" মুসলমান মেয়ের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করল, সে জানতে চেয়েছিল, ঈশ্বর প্রকৃত পক্ষে কে ছিলেন?

"তুমি চুলায় যাও, তুমি কি মনে কর, তুমি কি করছ?" তারার বাবা চিৎকার করে বলেছিল, যখন সে বিকাল বেলায় ফিরে এসেছিল। "তোমার কি কোন ধারণা আছে- তুমি আমাকে ও পরিবারে কত দ্বিধা সংশয়ে ফেলেছ? সেই মানুষটির সঙ্গে দেখা করা কিভাবে সম্ভব। সে মুসলমান না। সে খ্রীষ্টিয়ান! তুমি কত নির্বোধ? তুমি কি এখন তাদের একজন?"

বাবার প্রচন্ড রাগে তারা আঘাত পেয়েছিল, সে কখনও তার (বাবার) এদিকটা দেখেনি। সে ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করেছিল, সে কেবলমাত্র প্রশ্ন করেছে এবং খ্রীষ্টিয়ান হবার কোন ইচ্ছাই তার নাই। কিন্তু তিনি (বাবা) তার কথায় কান দেন না। তিনি রাগ করে আদেশ দিয়েছিলেন তার কাছ থেকে দূর হতে এবং তারা অশ্রুসজল নয়নে সেই কামরা ছেড়ে পালিয়েছিল। তার কোন ধারণা ছিল না সে কিসের মধ্যে প্রবেশ করেছে এবং কিভাবে তার বাবার রাগ প্রশমিত করবে।

তার তখন উত্তর বিহীন প্রশ্ন ছিল। তার কামরায় ফিরে গিয়ে, যে দৃশ্য সে কেবলমাত্র সহ্য করেছে তা সত্ত্বেও তারা নিজেকে আকর্ষিত করেছে চামড়ায় বাঁধন ছোট নীল বইটির কাছে। তার চোখের জল মুছে, সে বাইবেল খুলে পড়ার জন্য সংগ্রাম করেছিল, যখন তার বাবার ক্রোধদীপ্ত কথাবার্তা তার মনের মধ্যে উচ্চস্বরে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল।

আস্তে আস্তে পুরানো কথা তাকে আকর্ষিত করেছিল, তার উদ্বিগ্নকে শান্তির প্রলেপ দিয়ে এবং ঈশ্বরের ভালবাসায় উৎসাহিত করে। সে এত তার বাইবেল পড়ায় নিমগ্ন হয়েছিল যে সময়ের প্রতি তার খেয়াল ছিল না এবং লক্ষ্য করতে ভুলে গিয়েছিল যে তার বাবা তার কামরার মধ্যে প্রবেশ করেছে। প্রথমে তার চেহারা একজন মানুষকে দেখাচ্ছিল যে তার সবচেয়ে ছোট মেয়ের প্রতি, আক্রোশপূর্ণ ভাবে তীব্র স্বরের চিৎকারের জন্য দুঃখিত। কিন্তু যখন সে দেখেছিল, সে (তারা) কি পড়ছে, তার অনুতপ্ত মুখমণ্ডল ক্রোধে ফেটে পড়েছিল।

"তুমি একজন খ্রীষ্টিয়ান! এখন আমি জানি তুমি তাই।" সে চিৎকার করেছিল "বাবা, আমি প্রতিজ্ঞা করছি, আমি খ্রীষ্টিয়ান না। আমার শুধুমাত্র কৌতুহল। তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পার!"

"আমার কাছে মিথ্যা বল না! তুমি কিসের জন্য বাইবেল পড়ছ?"

"অনুগ্রহ কর, বাবা! একটা সাধারণ বই আমি পড়ছি। তুমি জান আমি ইদানিং অনেক কিছু পড়ছি।" তারা বেপরোয়া হয়ে তার নিরপরাধের অবস্থায় তাকে বুঝাচ্ছিল তখন সে (বাবা) হাত দিয়ে তার (তারার) মুখে আঘাত করেছিল।

"আমাদের পরিবারে তুমি কিভাবে এটা করতে পার? আমরা মুসলমান!" সে (তারা) আঘাত ও ব্যথায় তার থেকে পিছিয়েছিল, তার চোখে অবিশ্বাস ছিল সে যে তাকে মেরেছিল। এখন সে তার পিছনে এসে আবার চড় মেরেছিল। "আমরা মুসলমান হয়ে জন্মগ্রহণ করেছি এবং মুসলিম হিসাবে আমরা মরব। তুমি- তুমি আর আমার মেয়ে না।"

তারার কান্নার ফোঁপানি তার সবচেয়ে বড় ভাইকে তার কামরায় দৌড়ে নিয়ে এসেছিল, কি ঘটছে, তা দেখার জন্য। "তোমার বোন একজন খ্রীষ্টিয়ান হয়েছে! সে একজন পাষ্টরের সঙ্গে দেখা করছে এবং আমি এখন দেখছি সে বাইবেল পড়ছে।"

দোষারোপের কথা শুনে, তারার ভাই তৎক্ষনাৎ তার দেখাশুনা থেকে ক্রোধে উন্মত্ত হয়েছিল এবং সে দোলনার মত তারার দিকে ছুটে গিয়েছিল এবং তার বাবার মারার সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। তার চোখ নীল বাইবেলের উপর পড়েছিল এবং সে আক্রোশপূর্ণ ভাবে সোনালী ধার ওয়ালা পাতা ছিড়তে আরম্ভ করেছিল। তারার বাবা একটা কাপড়ের বেল্ট এনে দুভাজ করে এবং উন্মত্তভাবে তারার মুখের উপর ঘুরাচ্ছিল যখন সে (তারা) ভীত হয়ে মেঝের উপর পড়েছিল এবং পাগলের মত ফোঁপাচ্ছিল। "বাবা তোমার প্রয়োজন তার জন্য একজন স্বামী ঠিক করা। এটি তাড়াতাড়ি করবে, এটা আরও এই বিষয়ে অগ্রসর হবার পূর্বে," তার ভাই বলেছিল, ক্রোধ প্রদর্শন করার জন্য তার মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হয়েছিল। পরিশেষে দুজন মানুষ যখন কামরা ছেড়ে চলে গিয়েছিল, তার বাবা মাথা নাড়াচ্ছিল।

"ইম্মানূয়েল, ইম্মানূয়েল"

যখন তারা মেঝের মধ্যখানে শুয়ে কাঁদছিল, সে তার প্রথম প্রার্থনা উচ্চারণ করেছিলঃ "ঈশ্বর, আমি জানিনা, আমার বাবা ও ভাই কি বলছে। আমি একজন খ্রীষ্টিয়ান না, আমি মুসলমান। কিন্তু এখন আমি জানিনা কোন পথে যাব। অনুগ্রহ করে আমাকে দেখিয়ে দাও এবং আমি অনুসরণ করব।"

তারা প্রার্থনা করার পর আশ্চর্যজনকভাবে শান্তি অনুভব করেছিল এবং সেখানে মেঝের উপর শুয়ে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়েছিল।

কিছুক্ষণ পরে সে অনুভব করেছিল কেউ তার মাথা তুলছে এবং নরমভাবে সস্নেহে তার গাল স্পর্শ করছে। সে একটা কণ্ঠস্বর শুনেছিল, এটা মনে হয়েছিল, কেউ পিছনে কথা বলছিল এবং তার দিকে এগিয়ে এসেছিল। কণ্ঠস্বরটা বলছিল, "ইম্মানূয়েল", "ইম্মানূয়েল"। তারা তাড়াতাড়ি উঠে বসেছিল এবং কামরার চারিদিকে তাকিয়েছিল, কিন্তু এটা শূণ্য ছিল। যখন সে আশ্চর্য স্বপ্ন মনে করেছিল- এটা একটা স্বপ্ন, তা নয়কি?- সে সেই অদ্ভুত কথা আবার বলতে চেষ্টা করেছিল, যা সে দ্বিতীয়বার এই মাত্র শুনেছেঃ "ইম্মানূয়েল!"

তারা তার বিছানায় শুয়েছিল, ইরানের সেই ঘটনার কথা চিন্তা করে। "এর মানে কি?"? সে চিৎকার করেছিল। "এবং কেন এই কথা শুনছি?"

সে মৃদুভাবে তার মুখমণ্ডল স্পর্শ করেছিল, ব্যথায় কুঁচকে উঠেছিল। তার সমস্ত জীবনে, তার বাবা তাকে কখনও আঘাত করেনি এবং তারা বিধস্ত হয়েছিল তার ক্রোধে এবং তাকে মারার জন্য তার (বাবার) ইচ্ছার জন্য। সে এবং তার বাবা সবসময়ের জন্য খুব ঘনিষ্ঠ ছিল। এখন সে জেনেছিল তারা আর ঘনিষ্ট হবে না। সে জেনেছিল বাবার প্রচণ্ড ক্রোধ সহজে নিয়ন্ত্রণে আসবে না।

এবং সত্যের জন্য তার নিজের একগুঁয়ে অনুসন্ধানও হবে না।

কয়েকদিন পরে, তারার বাবা তার মেয়ের সঙ্গে বসেছিল, তার মুখে আঘাতের জন্য কালশিরে ছিল। আবার সে তার কাছে এসেছিল, তার চোখে একটা বেদনার্ত দৃষ্টি ছিল। "তারা তোমার প্রতি যা করেছি, তাতে আমি খুব দুঃখিত। সে বলেছিল, "একজন বাবা তার মেয়েকে মারা এটা লজ্জার ব্যাপার।" "তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারছ, আমি তোমাকে আঘাত করতে চাই নি। তুমি যে ধারণা আমাকে দিয়েছিলে, যা আমার সহ্যের অতীত ছিল। আমাকে দয়াকরে ক্ষমা কর।"

তারা চুপ করে বসেছিল, তার বাবার নতুন করে পাওয়া নমনীয়তা সে বিশ্বাস করতে পারছিল না। "আমি জানি এখনই সময়," সে বলে চলেছিল, "তোমার বিয়ে করা উচিত।"

তারা মনে করেছিল, মারার পর তার ভাই কি বলেছিল। কিন্তু তারার বয়স কেবলমাত্র ১৬ বৎসর এবং বিয়ে করার তার কোন ইচ্ছা নাই। "বাবা, বিয়ের জন্য আমার বয়স খুব কম। আমি আমার পড়াশুনা শেষ করতে চাচ্ছি। সে চুপ করে থাকতে চেষ্টা করেছিল।

তার বাবা দাঁড়িয়েছিল, তার স্বর একটু শক্ত হয়েছিল, "আমি বলি, এটা সবচেয়ে ভাল হবে, যদি তুমি বিয়ে কর। এটি শুধু প্রস্তাব না।"

তারা কেঁপে উঠেছিল, তার বাবার কণ্ঠস্বরে শীতলতা বৃদ্ধি পেয়েছিল, কিন্তু সে ইচ্ছুক ছিল না তা সহজে স্বীকার করবে। "না, বাবা আমি চাই না। আমি এত ছোট এবং আমি প্রথমে আমার শিক্ষা শেষ করতে চাই। আমি ঠিক করা বিয়ে করতে চাই না, বাবা। সে কে? তার নাম কি? তার কি ধর্ম?"

এই সব কথা তার মুখ থেকে বের হয়েছিল, সে কি বলছে, তা বুঝার পূর্বে। একজন মুসলিম মেয়ের জন্য এসব বলা নির্বুদ্ধিতা। তাদের পরিবারের জন্য কেবলমাত্র একটা ধর্ম আছেঃ ইসলাম। তার বাবা আবার ক্রোধে উন্মত্ত হয়েছিল, চিৎকার করেছিল, "তুমি কি বলতে চাও, তার ধর্ম কি? আমাদের এখানে কেবল একটা ধর্ম আছে। আমরা মুসলিম!" সে তার বাহু আঁকড়ে ধরেছিল এবং তাকে কাছে টেনে ঝাকানি দিয়েছিল যাতে সে জলন্ত দৃষ্টিতে তার দিকে চাইতে পারে। "তুমি একজন খ্রীষ্টিয়ান। তুমি তাই। এখন আমি নিশ্চিত ভাবে জানি।"

তারা তার প্রতিরক্ষাতে কিছু বলার পূর্বে, সে আবার অনুভব করেছিল তার মুখে বাবার দ্রুত শক্ত হাত চালান। সে শক্তভাবে বুঝেছিল যে তার মেয়ে খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম গ্রহণ করেছে এবং তার সারা দেওয়া স্বরূপ, সে তাই করেছিল যা সে ভেবেছিল, তার কর্তব্য।

কামরার মধ্যে এসে, আরও একটা আঘাত, তারার মুখে পড়েছিল, তার এক বোন চিৎকার করে উঠেছিল, মনের আঘাতে এবং দুঃখে।

পরিবারের লোকদের এবং চাকরদের, যারা নিকটে ছিল, অনুরোধ সত্ত্বেও, তারার বাবা এবং ভাই তাকে (তারার) কামরায় টেনে নিয়ে গিয়েছিল এবং দরজায় তালাচাবি দিয়েছিল। তার একটা কোনায় পিছু হটে এবং ভয়ে কেঁপে উঠেছিল, তারার ভয়ের যথেষ্ট কারণ ছিল তার জীবনের জন্য।

তার বাবা এবং ভাই হাতের কাছে যা পেয়েছিল তা দিয়ে তাকে মেরেছিলঃ একটা স্পটিক বাতির ইলেকট্রিকের তার এবং তারার কাপড় রাখার আলমারীর লাঠি দিয়ে। তারপর তার সবকিছু আকড়ে ধরে, ঠেলা দিয়ে- তার কম্বল, বিছানা, কাপড় চোপড়, ইলেকট্রনিকের যন্ত্রপাতি এবং সবকিছু হল ঘরের রাস্তায় জড়ো করেছিল। যখন সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য শেষ হয়েছিল, তারা একটা রক্তাক্ত স্তুপে পড়েছিল, তার খালি ঘরের মাঝখানে। তার বাবার শেষ কথা তার কাছে, যখন সে সজোরে দরজা বন্ধ করেছিল, "হয় তুমি বিয়ে কর, অথবা তুমি মর। এটি তোমার পছন্দ। যদি তুমি খ্রীষ্টিয়ান হও, তাহলে

তোমার এই শহরে কোন জায়গা নাই। যদি তুমি বিয়ে কর, তুমি আমার মেয়ে হতে পারবে। নইলে তুমি এখানে একাকী মরবে।"

পালিয়ে যাওয়া

তারা টাইলস্ নির্ম্মিত ঠান্ডা মেঝে শুয়েছিল, চেতন ও অবচেতন অবস্থার মধ্যে। তাকে সাহায্য করার জন্য কাউকে অনুমতি দেওয়া হচ্ছিল না। তার পরিবারের লোকেরা মনে করেছিল, তার নিশ্চয় চেতনা হবে, যদি তাকে কোন খাবার ও চিকিৎসা ছাড়া ফেলে রাখা হয়। তৃতীয় দিন, তারা বসতে আরম্ভ করেছিল, কিন্তু এক পুকুর শুকনা রক্ত তার চুলকে মেঝের সঙ্গে সেঁটে রেখেছিল। বিমূঢ় অবস্থায়, কিন্তু তবুও উপলব্দি করার চেষ্টা করেছিল, যা ঘটেছিল। যখন সে তার ক্ষত পরীক্ষা করছিল, বিতৃষ্ণা ও দুঃখ তার মনকে ঢেউ এর মত আন্দোলিত করছিল। সে কখনও কল্পনা করতে পারেনি যে তার ঈশ্বরের অনুসন্ধান তাকে এরূপ ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে। কিন্তু এখন তার কেবলমাত্র একটাই চিন্তা, তার জীবন বাঁচাতে পালিয়ে যাওয়া। পূর্বে সে তার পরিবার থেকে একদিনের জন্য বাইরে কাটায় নি। তার কোন ধারণা নেই, সে কি করবে, কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। সে জেনেছিল তাকে যেতে হবে।

সে হাঁচড়ে পঁচড়ে তার কাপড় রাখার আলমারীর কাছে গিয়েছিল- এটা দেখতে যদি কোন কিছু পরিত্যক্ত থাকে- এবং একটা জিনিস সে পেয়েছিল যা তারা (তার বাবা ও ভাই) পায়নি- এটা একটা ছোট ভ্রমণে ব্যাগ- যা সে তার শেষ ভ্রমণের ইরান থেকে এনেছিল। এর ভিতরে কিছু কাপড় চোপড়, অল্প টাকা এবং গহণাপত্র এবং তার পাসপোর্ট ছিল। তারা আস্তে তার রক্তাক্ত পোষাক বদল করেছিল, প্রতিমুহূর্তে ব্যথায় মুখ বিকৃত করেছিল। যখন সে প্রস্তুত হয়েছিল, সে তার কামরার মধ্যস্থানে দাঁড়িয়েছিল এবং শেষ বারের মত চারিদিকে চেয়েছিল। সে জানত, যদি সে চলে যায়, সে আর ফিরে আসতে পারবে না। তাদের সংস্কৃতিতে, পালিয়ে যাওয়া, খ্রীষ্টিয়ান হবার মত খারাপ এবং সে জানত, তার পরিবার কখনও তাকে গ্রহণ করবে না। এটা নিশ্চিত, যদি তারা তাকে ধরে, তারা তাকে মেরে ফেলবে।

দুঃখে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে সে শোবার ঘরের জানালা দিয়ে বার হয়ে সতর্কভাবে বাস স্টেশনে গিয়েছিল। তারা ব্যথিত (বিষন্ন), অনমনীয় এবং ভগ্ন অন্তঃকরণ ছিল এবং কেবলমাত্র একটা জিনিস, যা তাকে সচল রেখেছিল- একটা ভয়, যদি তার বাবা তাকে পায় তবে তার বাবা কি করবে- এবং তার হৃদয়ে একটা ক্ষুধা খ্রীষ্টিয়ানদের ঈশ্বরের সম্বন্ধে

আরও বেশী জানা। যখন সে বাস টার্মিনালে পৌছেছিল, সে একটি শহরের একদিকের টিকিট কিনেছিল যা কয়েক ঘন্টার পথ ছিল, একটা জায়গায়, যার সম্বন্ধে তার ভাসাভাসা (অস্পষ্ট) ধারণা ছিল। তার পরিবারের সঙ্গে কয়েকবার সেখানে গিয়েছিল এবং সে পরিকল্পনা করেছিল যে একটা চার্চে আশ্রয় খুঁজবে, যা সেখানে সে দেখেছিল। সে মনে করেছিল, সেখানে কোন খ্রীষ্টিয়ান লোক নিশ্চয় তাকে সাহায্য করবে।

বাসের ভ্রমণ খুব লম্বা ছিল, লোকেরা তার দিকে একদৃষ্টে চেয়েছিল এবং রক্তাক্ত "টিন এজারের" সম্বন্ধে চুপি চুপি কথা বলছিল। বিখ্যাত পরিবারের সুন্দরী মেয়ে হিসাবে, তারা অপমানের ভারে নুইয়ে পড়েছিল, এটা জেনে যে তার সহযাত্রীরা কি চিন্তা করছে। এটা তার জন্য নতুন অভিজ্ঞতা এবং সে কেবলমাত্র আশা করেছিল ঈশ্বরের জন্য তার অনুসন্ধান মূল্যবান, যা সে পরিত্যাগ করেছে (বিসর্জ্জন দিয়েছে) তার চেয়ে। যখন সে চেষ্টা করেছিল তার চারিদিকে জলন্ত দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে, সে আরও আশা করেছিল এইসব অপরিচিত লোকেরা তাকে পুলিশের হাতে তুলে না দেয়। তার দেশের মেয়েদের খুব অল্প ক্ষমতা আছে এবং কদাচিৎ প্রকাশ্যে একাকী দেখা যায়- তার পরিবারের পুরুষ সঙ্গী ছাড়া।

যখন বাসটি তার নিরূপিত গন্তব্য স্থানে পৌছেছিল, তারা তাড়াতাড়ি নেমে পড়েছিল এবং ভীড়ের মধ্যে মিশে যাবার চেষ্টা করেছিল এবং তার কালশিরে পড়া রক্তাক্ত শরীরে এটা সোজা ছিল না। কিন্তু সে মনে করেছিল, যেইমাত্র সে চার্চে যাবে- সে পরিষ্কার হতে পারবে।

যখন সে চার্চে পৌছেছিল, সে একজন সালভেশন আর্মির কর্মকর্তার দেখা পেয়েছিল, দরজার বাইরে দাঁড়িয়েছিল। আশ্চর্যের বিষয়, সেই মানুষটি সেখানে কোন সাহায্য পেতে তারাকে বিরত করেছিল। আমি যদি তোমার জায়গায় হতাম, আমি চার্চের নেতার কাছে একা যেতাম না। সে বলেছিল, "গুজব আছে"।

তারা ক্রন্দোম্মুখ ছিল। এটা কেমন? সে জিজ্ঞাসা করেছিল। "আমি মনে করেছিলাম, একজন খ্রীষ্টিয়ান, একজন খ্রীষ্টিয়ান ছিলেন এবং এখন আপনি বলছেন, এই চার্চ আমার জন্য ভাল না? এটা কি তাই, যার জন্য আমি ঘর ছেড়েছি?"

"আমার সঙ্গে বাড়িতে আস, মানুষটি দয়াভাবে বলেছিল। আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি ও রক্ষা করতে পারি।"

যদিও তারা মানুষটির বাড়ি যেতে যথেষ্ট সংশয় (সন্দেহ) ছিল, কিন্তু সে মনে করেছিল, তার কোন উপায় নাই। অনিচ্ছুকভাবে সে তার সঙ্গে গিয়েছিল। সে দেখেছিল, লোকটার স্ত্রী এবং ২টি ছেলে আছে এবং পরিবারের প্রত্যেকে তার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেছিল- দুই সপ্তাহ ব্যাপী। তার পরিবারের গুজব উঠেছিল, স্ত্রী সন্দেহ করেছিল যে, এই

সুন্দরী যুবতী অতিথির সঙ্গে তার স্বামী কোন সম্পর্ক গড়ে তুলতে চায়। শেষে, তারা আর কোন উদ্বিগ্নতাকে ধরে রাখতে পারছিল না, সে লোকটিকে বলেছিল অন্য কোথাও তাকে নিয়ে যেতে। আপনি নিশ্চয় জানেন অন্য কোন শহরে কেউ আছেন, যিনি তাকে সাহায্য করতে পারবেন। "সে ভিক্ষা চেয়েছিল"। "আমাকে শুধু অনুগ্রহ করে সেখানে নিয়ে চলেন এবং আমি একটা কাজ খুঁজে নিব। আমি আপনার সাহায্যের জন্য স্বীকৃতি (মনে মনে উপলব্ধি) দিচ্ছি, কিন্তু আমি চাই না, আমার কারণে আপনার পরিবারে কোন অশান্তি হয়।"

"আমি নিশ্চয় একজন মানুষকে জানি, যিনি তোমাকে সাহায্য করতে পারবে। তিনি তোমার নিজের শহরের লোক," সালভেশন আর্মির লোকটি বলেছিল।

তারা শঙ্কামুক্ত হয়েছিল, যখন সে মানুষটির কথা শুনেছিল। আমি মনে করি না, সেটা কোন ভাল চিন্তা (উপায়), সে বলেছিল। অনুগ্রহ করে আমার বাবা যেন না জানেন, আমি কোথায় আছি- এবং আমি চাইনা তিনি জানুক। অনুগ্রহ করে এটি করবেন না।

"চিন্তা করো না, মানুষটি তাকে নিশ্চিত করেছিল। আমি এই মানুষটিকে জানি। তিনি তোমাকে সাহায্য করবেন।"

অস্বীকৃত কাকা

তার পছন্দ করার ক্ষমতা, তাড়াতাড়ি চলে গিয়েছিল। তারা রাজী হয়েছিল এই মানুষটির সঙ্গে দেখা করতে। পূর্বের স্থির করা একটা জায়গায় অপেক্ষা করতে। তাকে প্রথমবারের মত দেখেছিল, সে প্রায় অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিল। সে আমার বাবা! আপনি আমার সঙ্গে চালাকি করেছেন!" সে চিৎকার করে উঠেছিল।

না, ইনি তোমার বাবা না, আমি প্রতিজ্ঞা করছি, মানুষটি বলেছিল, "যাও, ভিতরে গিয়ে দেখা কর।"

তারা সবচেয়ে বিস্ময়ান্বিতার মধ্যে আবিষ্কার করেছিল মানুষটি তার একজন কাকা, যাকে সে কখনও দেখেনি, একজন মানুষ যার সঙ্গে তার বাবার অস্বাভাবিক চেহারার মিল আছে। তারা জিজ্ঞাসা করেছিল, "কেন আমার বাবা কখনও আপনার সম্বন্ধে বলেনি।"

"আমি ১৯৫২ সালে খ্রীষ্টিয়ান হয়েছি- এটি শরীয়ত আইন প্রবর্তিত হবার পূর্বে," তার কাকা ব্যাখ্যা করেছিল, দেশে ইসলামিক কোড এর সম্বন্ধে উল্লেখ করে। "এর পূর্বে ধর্মান্তঃকরণ বৈধ ছিল, কিন্তু এটি সামাজিকভাবে গ্রহণ যোগ্য ছিলনা। তোমার বাবা আমার প্রতি অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। তখন থেকে পাষ্টর হিসাবে আমি এখানে কাজ করছি। এখন আমি বুঝি ঈশ্বর তোমাকে এখানে পাঠিয়েছেন। চিন্তা করো না, আমি তোমার দেখাশুনা করব, তুমি আমার মেয়ে হতে পারবে।"

তারার উপর সন্তির বন্যা প্লাবিত হয়েছিল, তার মধ্যে একটি আশার আকৃশী লতা বৃদ্ধি পেতে আরম্ভ করছিল, হয়ত সে স্থির হবে, একটা কাজ পাবে এবং তার স্কুলের পড়াশুনা চালিয়ে যেতে পারবে।

সে শীঘ্র জানতে পেরেছিল, তার কাকা একজন দয়ালু, উদার (সহৃদয়) ব্যক্তি এবং সে শীঘ্র তার কাকাকে ভালবাসতে শিখেছিল এবং তার প্রশংসা করত। তিনি (কাকা) দীর্ঘ সময় ধরে, তারার কাছে খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম সম্বন্ধে কথা বলতেন এবং তিনি তার সব প্রশ্নের উত্তর দিতেন। তিনি, এমনকি, "ইম্মানূয়েল" শব্দের ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। দুইমাস তার কাকার সঙ্গে বাস করে এবং তার সঙ্গে পড়াশুনা করে, তারা অনুভব করেছিল, তার একটা শক্ত উপলব্ধি হয়েছে, যীশু কে ছিলেন, এবং শেষে সে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছিল, তার সব পাপের জন্য ক্ষমা চেয়ে এবং সে (তারা) সম্পূর্ণভাবে তার হৃদয় তাঁকে দিয়েছিল।

তারার ঈশ্বরের প্রতি অনুসন্ধান, পূর্ণ হয়েছিল, কিন্তু তার পরীক্ষা সবে আরম্ভ হয়েছিল।

বিপদ আবার আরম্ভ হয়েছিল যখন তারার কাকার এক চাচাতো ভাই একদিন দেখা করতে এসেছিল- সে মনে করেছিল, সে (তারা) একজন বন্ধু, কিছু সময়ের জন্য,বেড়াতে এসেছে।

কিন্তু চাচাতো ভাইকে বুঝান যায়নি এবং যখন সে বাড়ী ফিরে গিয়েছিল সে তারার বাবার সঙ্গে দেখা করেছিল এবং বলেছিল, যে মেয়েটি তার চাচাতো ভাইএর (তারার কাকা) সঙ্গে আছে, সে তারা।

অল্প কয়েকদিন পর, তারা তার কাকার রান্নাঘরে কাজ করছিল যখন সে শুনেছিল তাড়াতাড়ি হেঁটে আসার শব্দ- সামনের কামরা থেকে আসছে। তারা সেইদিকে গিয়েছিল এবং তার কাকার সঙ্গে প্রায় ধাক্কা লাগছিল, যখন সে রান্নাঘরে খুব তাড়াতাড়ি ঢুকেছিল। উন্মত্তভাবে তার হাত নাড়ছিল। "এটি তোমার বাবা! সে আসছে। তুমি এখনই চলে যাও, শহরের বাইরে আমার বন্ধুর ফার্মে যাও, যার সম্বন্ধে তোমাকে বলেছিলাম। এখানে কিছু

টাকা আছে, এখন দৌড়াও। ব্যাকুল হয়ো না। আমি তোমার বাবাকে কিছু বলবো না। কয়েকদিনের মধ্যে আমি তোমার সঙ্গে দেখা করব।"

যখন তারার বাবা ও ভাই সামনের দরজা দিয়ে প্রবেশ করছিল, তখন সে (তারা) পিছনের দরজা দিয়ে উড়ে যাবার মত করে বের হয়েছিল। তার চিন্তা করার সময় ছিল না, কেবলমাত্র দৌঁড়ান। পরিশুদ্ধ আড্রেনালিন (হর্মোন) তাকে ক্রমাগত চালাচ্ছিল, যখন সে যত জোড়ে পারে দৌড়াচ্ছিল। সে তার পকেট হাতড়েছিল ঠিকানার জন্য, যা তার কাকা সর্বদা বহন করতে বলেছিল, ঠিক এই রকম যদি কখনও ঘটে। শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় এবং ব্যথার মধ্যে, তারা শেষে প্রধান রাস্তায় পৌছেছিল এবং দৌড়ান কমিয়ে তাড়াতাড়ি হাঁটছিল। শহরের এই ব্যস্ত অংশে, সে সন্দেহ উঠাতে চায়নি। একটা ট্যক্সী ডেকে, সে অলস ভঙ্গীতে সিটে বসেছিল এবং তার চোখ বন্ধ করেছিল। সে বিশ্বাস করতেই পারছিল না তাকে আবার পালাতে হবে, দুই মাস পরে- তার নতুন পাওয়া কাকার কাছে থেকে। কিন্তু যদিও আড্রেনালীন ছুটা তাকে এত তাড়াতাড়ি দৌঁড়াচ্ছিল যা তার বুকের হৃৎপিন্ডকে সজোরে আঘাত করেছিল। তারা একটা আশ্চর্য শান্ত অনুভূতি লাভ করছিল। সে নিস্তব্দে প্রার্থনা করেছিল তার বাবা এবং ভাই এর জন্য এবং সে প্রার্থনা করেছিল যেন তারা তার কাকাকে খুব বেশী দুঃখ না দেয়।

তারা ফার্মে ১০দিন ছিল এবং সবকিছু ঠিক ঠাক হলে শহরে ফিরে যেতে চেয়েছিল। শেষে তার কাকা তাকে দেখতে এসেছিল এবং তারা তার সঙ্গে ঘরে ফিরে যেতে ব্যস্ত হয়েছিল। কিন্তু যখন সে তার কাকার মুখ দেখেছিল, তার অন্তর দুঃখে ভরে উঠেছিল। "কাকা, কিসের অসুবিধা?" সে জিজ্ঞাসা করেছিল।

"তারা তুমি জান, এই গত দুই মাসে তোমার থাকার জন্য কত আনন্দ পেয়েছি," সে আরম্ভ করেছিল, সে তার মুখ থেকে চোখ সড়িয়ে নেয়নি। "আমি এটা অনুভব করেছিলাম, ঈশ্বর আমাকে মেয়ে দিয়েছিল, যা আমি সর্বদা আকাঙ্খা করেছিলাম- রক্তে মাংসে ও আত্মায় উভয়ে। কিন্তু তুমি আমার সঙ্গে ফিরে আসতে পার না। এটি খুবই বিপজ্জনক। আমি খুবই দুঃখিত, তোমাকে এসব বলার জন্য। কিন্ত তোমার বাবা বলেছেন, তোমাকে মরতে হবে। সে বলেছে এটা তার ও পরিবারের সম্মানের ব্যাপার।"

তারা জানত তার কাকা তাকে সত্যি কথা বলেছে। সে জানত তার বাবা ও ভাই তাকে খোঁজার বিষয়ে কখনও চুপ করে থাকবে না- এবং তার কোন সন্দেহ ছিল না, কি ঘটবে, যদি তারা তাকে ধরে। তার নিজের প্রতি দয়ার জন্য সে তীব্র যাতনা অনুভব করেছিল, তার মনকে ঢেকে রাখতে চেয়েছিল, কিন্তু তার কাকার চোখে বেদনা তার হৃদয়কে টেনেছিল, তার নিজের প্রতি মনোযোগকে সড়িয়ে নিয়েছিল, তার প্রতি এবং তার কাকার দুর্দশার উপর।

"কাকা, দয়া করে দুঃখ করবেন না," সে বলেছিল, তার হাত আঁকড়ে ধরে। আপনাকে এত কষ্ট দিবার জন্য আমারই দুঃখিত হওয়া উচিত। আমি এত কৃতজ্ঞ, ঈশ্বর আপনার কাছে আমাকে পাঠিয়ে ছিলেন। আমি যা খুঁজছিলাম সেই উত্তর আপনি দিয়েছেন এবং এখন আমার শান্তি আছে, যা আমি পূর্বে কখনও অনুভব করেনি। আমি কখনও এটা শোধ দিতে পারব না।

এটি অশ্রুপূর্ণ বিদায় ছিল, যখন তারা আরেকবার প্রস্তুত হয়েছিল, তার অবস্থার রদবদল করে একটি নতুন ঘরে যেতে। তার কাকা একটি দূরবর্তী শহরে একটি পরিবারে থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন। যখন তারা ছাড়াছাড়ি হচ্ছিল, সে তার কাকার কাছ থেকে চিন্তা গোপন রাখার চেষ্টা করছিল। কিন্তু ভিতরে ভিতরে সে আশ্চর্য হয়েছিল সে কি কখনও পালিয়ে যাওয়া বন্ধ করতে পারবে?

একজন বন্দীর আশ্রয়

নতুন ঘরে তারাকে স্বাগতঃ জানান হয়েছিল, বাহু উন্মুক্ত করে। পরিবারটিতে একজন স্থানীয় পালক, তার স্ত্রী এবং তিনজন ছেলে ছিল। ছেলেরা সঙ্গে সঙ্গে তারাকে তাদের বোন বলে গ্রহণ করেছিল। সবচেয়ে বড় ছেলে রুবেন, তারার সাহসের জন্য প্রশংসা করেছিল।

তাকে তার বাবা ও ভাই যারা তাদের নির্দয় অনুসরণ বজায় রেখেছিল তাদের থেকে রক্ষা করার জন্য, তারার নতুন পরিবার তাকে বলেছিল অধিকাংশ সময় ঘরের মধ্যে থাকতে। যখন কেউ সাক্ষাৎ করতে আসে, সে (তারা) সারাদিন এবং সন্ধ্যা বেলা তার ঘরের মধ্যে থাকে। (যেহেতু স্বামী ও বাবা একজন পালক, অনুপ্রায় সব সময় হয় কেউ না কেউ সাক্ষাৎ করতে আসে)

তারার কামরা দুইটি ভাগে বিভক্ত ছিলঃ একটা অংশ ঘুমাবার, অন্য অংশ বসার ও পড়াশুনা করার। দুইটি অংশ মিলে তারা যে শয়নকক্ষে বড় হয়েছিল, তার অর্ধিক ছিল। তারা আশ্বস্থ হয়েছিল, একটি পরিবারের সঙ্গে থেকে, যাদের সে বিশ্বাস করতে পারে, কিন্তু বন্দীদশা তার কাছে পৌঁছেছিল। সে জানত যে সেটা বহুদিন গ্রহণ করতে পারবে না।

তারা একদিন সকালে অনুনয় করেছিল, "অনুগ্রহ করে আমার কামরা থেকে বাইরে আসেত দিন," আমি জানি আপনারা আমাকে নিরাপদে রাখতে চাইছেন, কিন্তু আমি জেলের কেয়দীদের মত অনুভব করছি। এটি বাঁচার পথ না।"

পাষ্টর চেয়েছিল, তারা স্বাধীনভাবে চলাফেরা করুক, কিন্তু তিনি জানতেন, তার বাবা এবং ভাই তখনও তার অনুসন্ধান করছে। সত্যি তারা শহরে এসেছিল, প্রশ্ন করছে এবং তাকে মেরে ফেলার ইচ্ছা প্রকাশ করছে।

"তারা, আর অল্প কয়দিন, তারপর আমরা তোমাকে বের হতে দিব," তিনি তাকে বলেছিলেন। আমাদের সঙ্গে সহ্য কর। এটি তোমার নিজের ভালর জন্য।

তারা জেনেছিল, তার কোন পছন্দ নাই। যদি তাকে প্রকাশ্যে দেখা যায়, সে কেবল নিজেকে বিপদগ্রস্ত করবে না, কিন্তু তাকে গ্রহণ করা পরিবারকেও। সে চেষ্টা করেছিল, লেখাপড়া করে সময় কাটাতে, কিন্তু অনেক দিন ছিল, যা শুধুমাত্র কান্না করতে পারত। তার ছোট কামরাটি সমস্ত বৎসর তার বাড়ি ছিল।

শেষে একদিন সন্ধ্যাবেলায় তারা শুনেছিল, পালক বলছেন, চার্চের একজন সেক্রেটারীর প্রয়োজন। পরদিন তিনি যখন তারার কামরায় এসেছিলেন, তারা কাজটির জন্য অনুনয় করেছিল। সে ভিক্ষা করেছিল, "অনুগ্রহ করে আমাকে এই কাজটি পাইয়ে দিন। আমি আপনার জন্য সব সময় প্রচার টাইপ করছি, আমি জানি, আমি এই কাজ করতে পারব। এক বৎসর হয়েছে আমি এসেছি। নিশ্চয় আমার বাবা এবং ভাই সড়ে দাঁড়িয়েছে।"

সিদ্ধান্তের বিষয়ে পাষ্টর অস্বস্থি অনুভব করছিলেন, কিন্তু তিনি জানতেন তারাকে তার কামরায় চিরদিনের জন্য রাখতে পারবেন না। তিনি সিনিয়র পাষ্টরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তিনি সেই কাজটা তারাকে দিতে ইচ্ছুক কিনা।

পরবর্তী সপ্তাহে তারা চার্চ সেক্রেটারী হয়েছিল। "তারা, খুব ঘনিষ্ঠ ভাবে শুন।" পাষ্টর নির্দেশ দিয়েছিলেন। তুমি আমার ভাগ্নী, অন্য শহর থেকে আমাকে দেখতে এসেছ। আমাকে পালক হিসাবে উল্লেখ করো না। এখন থেকে তুমি আমাকে "কাকা" ডাকবে এবং আমরা তোমাকে "রেবেকা" বলে ডাকব। অন্য কাউকে তোমার গল্প করো না। তুমি বুঝেছ?"

তারা কেবলমাত্র বুঝেনি, সে আনন্দিত হয়েছিল।

তারা তার নতুন কাজে অন্যদের থেকে ভাল করেছিল। সে ইংরেজী পড়েছিল, এবং সিনিয়র পাষ্টর, যিনি একজন বৃটিশ ছিল, খুব তাড়াতাড়ি তাকে পছন্দ করেছিলেন। তাকে চার্চের অর্থনৈতিক অবস্থা দেখাশুনার ভার দেওয়া হয়েছিল এবং এমনকি সান্ডেস্কুল ক্লাশে

সিনিয়র পাষ্টর, তারার আগের অবস্থা জেনে, একে একে গোপনীয়ভাবে ধর্মান্তকরণ মুসলিমদের পরিচর্যা করার অনুমতি দিয়েছিল। তারা অনুভব করতে আরম্ভ করেছিল, এই কাজ তার প্রচারের কেন্দ্র বিন্দু এবং সে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়েছিল তাকে অনুমতি দিবার জন্য, একই ধরণের পরীক্ষায় অভিজ্ঞতার জন্য, ঐ ধর্মান্তকারীদের মত, যারা তার অবিশ্বাস্য সাক্ষ্যের দ্বারা উৎসাহিত না হয়ে পারিনি।

তার নতুন কাজ আরম্ভ করার ৬ মাস পর তারা বাপ্তাইজিত হয়েছিল চার্চের নিচের তালার একটা চৌবাচ্চায়। কেবলমাত্র তার আশ্রয়দাতা পরিবার, সিনিয়র পাষ্টর এবং তার কাকাকে উপস্থিত হবার জন্য অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

প্রচারের জন্য তীব্র অনুভূতি

নতুন পরিবারে ২ বৎসর থাকার পর, তারার বয়স ১৮ বৎসর এবং আকাঙ্খা করেছিল বাইরে যাবার এবং আরও ঈশ্বরের বাক্যের পরিচর্যা করা। চার্চ সেক্রেটারী হিসাবে তার কাজে সে সুখী ছিল, কিন্তু তার আকাঙ্খা ছিল প্রচার করা। বেশীরভাগ মিশনের কার্যকারীরা, খ্রীষ্টিয়ান ঘরে জন্ম গ্রহণ করেছে, কিন্তু তারা মুসলিমদের কাছে, নিজেই একজন পূর্বের মুসলমান হিসাবে বলতে পারত। তারা, তার বাবা এবং ভাইদের নিষ্ঠুরতা থেকে বেঁচে এসেছিল এবং তার পরিবার থেকে সে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল। তার একটা সাক্ষ্য ছিল দিবার এবং সে জানত অন্যেরা তার কথা শুনবে।

"অনুগ্রহ করে, অনুগ্রহ করে রূবেন তোমার সঙ্গে আমাকে যেতে দাও"- সে একদিন অনুনয় করেছিল যখন পাষ্টরের সবচেয়ে বড় ছেলে তৈরী হচ্ছিল একটি প্রচার অভিযানে।

"না, তারা, সে বলেছিল, অস্বীকার করতে ঘৃণা বোধ করছিল, কারণ সে জানত, প্রচার কাজ করার জন্য তার কত তীব্র অনুভূতি আছে।" এটা খুবই বিপজ্জনক। কেউ তোমার সাক্ষ্যে রাগ করবে এবং কর্তৃপক্ষের কাছে তোমার নাম জানাবে। আমাকে গ্রেপ্তার করা হতে পারে, কিন্তু তুমি যদি ধরা পর, তোমাকে নিশ্চয় মেরে ফেলা হবে।

রূবেন বড় হয়েছিল, তারাকে বোনের মত ভালবেসে এবং সে তার কোন বিপদ আনতে চায়নি। কিন্তু সে জানত, তার সঙ্গে আসার জন্য পীড়াপীড়ি করবে- এবং সেও ঠিক। তার (তারার) যুক্তিতর্ক প্রস্তুত ছিল, "রূবেন কোনটা বেশী গুরুত্বপূর্ণ, সে জানতে চেয়েছিল, "আমার নিরাপত্তা অথবা হারানো আত্মাগণ, কোন্‌টি তুমি জয় করতে চাচ্ছ?"

রূবেন পরাজয় মেনে নিয়েছিল এবং তারা তার সঙ্গে ভ্রমণ করছিল, তখন সে (রূবেন) তারাকে প্রচারের কার্যাবলী শিখিয়েছিল।

আরও আড়াই বছর অতিবাহিত হয়েছিল কোন অসুবিধা (ঝামেলা) ছাড়া। তারা, পাষ্টরের ভাগ্নী হিসাবে তার নতুন জীবন প্রতিষ্ঠিত করেছিল এবং সে তার কলেজ জীবনের কিছু অংশ সম্পূর্ণ করেছিল। সে একটি নতুন ভূমিকা পেয়েছিল। আগে যারা মুসলিম এবং হিন্দু ছিল তাদের গোপনে বাপ্তিস্ম দেওয়া। এর বেশীর ভাগই আত্মা জয় করার জন্য তার ও রূবেনের প্রচারের ফলশ্রুতি। সে আরও সাহায্য করেছিল একটি স্বাক্ষরতা প্রোগ্রাম ও ছোট ছেলে মেয়েদের মিনিষ্ট্রি আরম্ভ করতে সাহায্য করেছিল।

তারাকে সর্বদা পাহারা দিয়ে রাখা হতো, কিন্তু এই সমস্ত সময়ের পর, পরিশেষে তার একটি অনুভূতি হয়েছিল যে সে একটা জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যা তার বাবা ও ভাইদের ভয়ভীতি প্রদর্শন থেকে দূরে রেখেছে। তার কেবলমাত্র অসুবিধা ছিল, কিছু চার্চ মেম্বারদের নিয়ে যারা অস্বীকৃতি জানিয়েছিল বিশ্বাস করতে যে তারা পাষ্টরের ভাগ্নী এবং যারা বিদ্বেষপরায়ণ ছিল মিনিষ্ট্রির (পরিচর্যার) বেড়ে উঠা, সেই সঙ্গে চার্চ নেতৃত্বের জন্য। এটি একটা সমস্যা ছিল, যা সে মোকাবেলা করতে পারত। সে সমস্যা সে নিয়ন্ত্রণ করতে পারত না তা চার্চের বাইরে অপেক্ষা করছিল- যখন এক রবিবারের উজ্জ্বল বিকালে তারা দরজার বাইরে হেঁটে গিয়েছিল।

আবার পালান

তারা তাকে সঙ্গে সঙ্গে চিনেছিল, সে ছিল তার চাচাতো ভাই। তার শরীরের মাংসপেশী টান টান হয়েছিল, যখন যুব মানুষটি সোজাসুজি তার চোখের দিকে এক দৃষ্টে চেয়েছিল, কিন্তু তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তাকে হেঁটে অতিক্রম করা কোন রকম লক্ষণ না দেখিয়ে যে সে (তারা) তাকে চিনতে পেরেছে।

সে তাকে ডেকে বলেছিল, "দাঁড়াও! আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই"।

তার গলার স্বরে তারা বুঝেছিল সেই মানুষটি তাকে ঠিক চিনতে পারেনি। চার বৎসরের বেশী অতিবাহিত হয়েছিল এবং তার যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছে। সে তার অনুরোধ উপেক্ষা করেছিল যেন সে তার কথা শুনতে পায়নি। কিন্তু সে তার সঙ্গে চলেছিল। তারপর সে কথা শুনেছিল, যা সে সবচেয়ে ভয় করেছিল....

"তারা"।

তারা ফিরেছিল এবং মিথ্যা ভদ্রতা করে উত্তর দিয়েছিল, "ওহ! হ্যালো, তুমি কি আমার সঙ্গে কথা বলছ? আমার নাম রেবেকা। আমি বিশ্বাস করি না আমি তোমাকে চিনি। আমি আশা করছি, তুমি আমাকে ক্ষমা করবে, আমার একটু তাড়া আছে।"

যদিও তারার মুখ তার পরিচয় দিচ্ছিল না, কিন্তু তার স্বর দিচ্ছিল। সে বুঝেছিল তার চাচাতো ভাই পেয়েছে, যা সে খুঁজছিল। এখন কেবলমাত্র কয়েক ঘন্টার ব্যাপার, তার বাবা ও ভাই দেখা দিবে। সে আতঙ্কগ্রস্ত হয়েছিল, তার অন্তর কেঁদেছিল যখন সে তাড়াতাড়ি তার পথে হেঁটে যাচ্ছিল। এবং লোকদের ছোট্ ভীড়ের মধ্যে হারিয়ে যেতে চেষ্টা করেছিল, যারা ব্যস্ত সমস্ত হয়ে চলাফেরা করছিল। তার হৃৎপিন্ড এত জোরে জোরে চলছিল যে সে মনে করেছিল এটি তার বুক ফেটে বের হবে।

ব্যস্ত রাস্তায় তারা একটা ট্যাক্সী ধরেছিল। "অনুগ্রহ করে এয়ার পোর্ট এ চল", সে বলেছিল। তার ব্যাগে টাকা ছিল, কিন্তু কোথায় যাবে কোন ধারণা ছিল না। আবার স্বেচ্ছায় সে পালাচ্ছে, সে কেবল চলে যেতে চাচ্ছে, যেন তার ভাই বা বাবা তাকে না পায়। এয়ার পোর্টে বাইরে যাবার প্লেন বোর্ডে চোখ বুলিয়েছিল, মরিয়া হয়ে স্থির করতে চেষ্টা করেছিল কোথায় যাবে। দেশের পূর্বদিকে একটা শহরে সে তার যাত্রা শেষ করেছিল, সে মনে করেছিল, সেখানে সে বিপদ মুক্ত হবে, অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য। সে নামার পর কোন ধারণা ছিল না, কোথায় যাবে এবং সে দীর্ঘ সময়ের জন্য অসুবিধার মধ্যে এয়ারপোর্টে কাটিয়েছিল। সে রূবেনের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছিল, যেন পরিবারের সকলে চিন্তা না করে। কিন্তু তাছাড়া, সে একাকী বলে তার চিন্তা ও স্মৃতি নিয়ে এবং নীরব প্রার্থনায় নিজেকে শান্ত করতে চেষ্টা করেছিল। সে তার তীব্র আকাঙ্খাকে বাঁধা দিয়েছিল এবং ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করেছিল, "আমাকে কেন?" সে পলাতক হিসাবে বাস করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল এবং সে চিন্তা করেছিল সে কি কখনও তার জীবনে নিরাপদে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে।

পরদিন একেবারে নিঃশেষ হয়ে এবং আবেগপূর্ণ ভাবে রিক্ত হয়ে, তারা তার গ্রহণকারী পরিবারে ফিরে গিয়েছিল। সে তাদের জন্য দুঃখ অনুভব করেছিল। তারা তাকে এত ভালবাসত ও সাহায্য দিয়েছিল এবং তাকে সাহায্য করে নিজেদের এবং চার্চের লোকদের ঝুকি নিয়েছিল। এখন রূবেন, তাকে বলেছিল- সে তার জন্য ভিসার চেষ্টা করছে যাতে সে দেশ ত্যাগ করতে পারে। তারা শঙ্কিত (উদ্বিগ্ন) ছিল, কিন্তু চলে যাবার জন্য একটু আস্বস্ত হয়েছিল। কম করে, অন্য একটা দেশে তার প্রিয় বন্ধুদের জন্য বিপদের বোঝা তাকে বহন করতে হবে না এবং কেবলমাত্র তার বন্ধুদের না। সে জানত, যদি ধরা পড়ে গর্ভমেন্ট সমস্ত ঘটনাকে ব্যবহার করতে পারে, পাকিস্তানের সমস্ত খ্রীষ্টিয়ান সমাজের কেলেঙ্কারী হিসাবে। হ্যাঁ, এটি সবচেয়ে ভাল, যদি সে চলে যায়।

তারা মনে করেছিল, যদি সে কিছুক্ষণের জন্য নিচু হয়, সে নিরাপদ হতে পারে, কিন্তু (দুইজন) চার্চ মেম্বার, যারা হিংসা পরায়ণ ছিল, তারা পাষ্টরের পরিবারের যে যত্ন তারা পাচ্ছে তার জন্য, তারা দুইজন সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বিষয়টি তাদের হাতে নিবে। তারা সি আই ডি, পাকিস্তান গোয়েন্দা বিভাগকে জানিয়েছিল, যে চার্চে একজন যুবতী মেয়ে প্রচার কাজে নিয়োজিত আছে।

স্ব-ধর্ম ত্যাগী মেয়ে

তারাকে সি আই ডি অফিস থেকে সমন দেওয়া হয়েছিল, যেখানে তাকে বলা হয়েছিল যে সংস্থাটি একটি ফাইল খুলবে সমস্ত সংবাদ জড়ো করতে, যাতে তার বিরুদ্ধে যে সব দোষারোপ করা হয়েছে, তা সত্য কিনা দেখতে। সংস্থার লোকেরা তার পরিবারের সঙ্গেও যোগাযোগ করতে চেয়েছিল। তারা বিশ্বাস করতে পারছিল না সে এতবার পালিয়েছে শুধুমাত্র ফেরৎ আসার জন্য, শুধুমাত্র একজন চার্চ মেম্বারের দ্বারা। সে জানত চার্চের বেশীরভাগ মেম্বারগণ তার প্রতি সদয় ভাবাপন্ন এবং সে বুঝেছিল এটার প্রয়োজন নাই তার বিগত জীবনের সম্বন্ধে চুপ করে থাকা। কিন্তু কেবলমাত্র ২/১ জন আবেগ প্রবণতাকে উল্টে দিল। সে অনুভব করেছিল সে একটা ঘূর্ণিপাকে পড়েছে যা তাকে নীচে গভীরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে- এত গভীর যে সে কখনও মুক্তি পাবে না।

তারা ঈশ্বরের কাছে কেঁদেছিল, তাকে আরও একবার রক্ষা করতে। *"ইস্মানুয়েল"* শব্দ তার মনে এসেছিল। সে এখন জানে যে এর মানে ঈশ্বর তার সঙ্গে ছিলেন এবং এই চিন্তা যথেষ্ট ছিল। সে বিশ্বাস করেছিল যে, যদি ঈশ্বর একটা মাছকে পাঠিয়ে যোনাকে সমুদ্র উপকূলে উগরে দিতে পারে, তিনি তারাকেও সি আই ডির হাত থেকে রক্ষা করতে পারেন।

কিন্তু এটা সহজ ছিল না। সি আই ডি তারার পাসপোর্ট বাজেয়াপ্ত এবং ক্রমাগত প্রশ্ন করেছিল এবং ফরম সকল পূর্ণ করেছিল। রূবেন সাধারণত তার (তারা) সঙ্গে থাকত এবং সি আই ডিকে বুঝাতে চেষ্টা করত যে, সে তার বোন, কিন্তু তারা তাকে অব্যহতি দেয় নি। পাসপোর্টে যে নাম ছিল, তার সঙ্গে মিল ছিল না। তারার পাসপোর্ট তাকে মুসলিম বলে সনাক্ত করা হয়েছিল। সুতরাং সে একটা খ্রীষ্টিয়ান পরিবারে কি করছে?

একটা সম্পূর্ণ দিন সি আই ডি তত্ত্বাবধান এ থেকে, তারাকে ঘরে ফিরার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল- কিন্তু তার পূর্বে তাকে হুঁশিয়ারী করে দেওয়া হয়েছিল, শহর ছেড়ে না যাবার। প্রতিষ্ঠানটি (এজেন্সী) তার সঙ্গে শীঘ্র যোগাযোগ করবে। ঈশ্বরের কাছ থেকে

তারার একটা চিহ্ন প্রয়োজন ছিল, কিন্তু প্রয়োজন ছিল যার উপর সে নির্ভর করতে পারত। তার কোন পাসপোর্ট ছিল না এবং এটা কেবল সময়ের ব্যাপার, সি আই ডি তাকে সংযোগ করিয়েছিল, তার সত্যিকারে পরিবারের সঙ্গে- ঘটনার মোড় ফিরাতে, যা তাকে শেষ করবে। সময় সময় সে চিন্তা করেছিল, তার বাবা কোন্ উপায় অবলম্বন করবে তাকে মেরে ফেলতে.....।

যখন সে সি আই ডি অফিস থেকে বের হচ্ছিল, একজন অফিসার তারাকে চুপি চুপি বলেছিল। সে তার পরিবারকে চিনে, কিন্তু কথা বলেনি, তার বিপদ বুঝে। "তারা, আমার কথা শুন, সে বলেছিল"। আমি তোমার চাচাত ভাই এর একজন বন্ধু। আমি জানি তুমি কে। তুমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দেশ পরিত্যাগ কর। এটা কেবলমাত্র তুমি না, যে বিপদে আছে।"

তারা আশ্চর্য হয়েছিল, কিন্তু আশ্বস্ত হয়েছিল। এটা একটা আশ্চর্য কাজ যে সি আই ডি অফিসার তাকে প্রকাশ করেনি। কিন্তু সে কেবলমাত্র এটা গোপন রাখেনি, সে নিশ্চিতভাবে তাকে বলেছিল কি করতে হবে। সে নিশ্চয় পাকিস্তান ছেড়ে যাবে। কিন্তু কেমন করে? তার কোন পাসপোর্ট নাই। এমন কি যদি তার থাকত, সে কোথায় যেত?

রূবেন একটার পর একটা বিদেশী দূতাবাসে গিয়েছিল তার ভিসার জন্য। সে বারবার প্রত্যাখ্যাত হচ্ছিল। দূতাবাসগুলি বলেছিল যে তার (তারার), তাদের দেশে সম্পর্ক থাকতে হবে, যে কেউ, যে দায়িত্ব গ্রহণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হবে। শেষে মিডলইষ্টের একটি দেশ, একহাজার আমেরিকান ডলারের বিনিময়ে তাকে ৩ মাসের ভিসা দিতে চেয়েছিল। তারা অন্য একটা মুসলিম দেশে যেতে রাজী ছিল না, কিন্তু আরেকবার তার কোন পছন্দ ছিল না। সেইদিন সে টাকাটা দিয়েছিল, সে জেনেছিল, সি আই ডি একটা মলম তৈরী করেছে, তার গ্রেপ্তারের জন্য। এর লোকেরা আবিষ্কার করেছিল যে, সে প্রস্তুত করে পূর্বের মুসলিমদের বাপ্তাইজিত করতে প্রস্তুত করে এবং সে নিজেই মুসলিম ধর্ম থেকে খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম গ্রহণ করেছিল। তাকে একজন স্বধর্ম ত্যাগী বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। তারা আরও জেনেছিল তার বাবা মাও তার বিরুদ্ধে দোষারোপ এনেছে। তারা তার ধর্মান্তকরণ নিশ্চিত করেছে এবং ইসলামের আইন অনুসারে, তারা ব্যক্তিগতভাবে সুপারিশ করেছিল তার ফাঁসী হবে।

গভীর নিরাশার মধ্যে পড়ে, তারা দিনের পর দিন তার কামরায় আবদ্ধ করে রেখেছিল। সে আশা করেছিল যে কোন দিন তার পরিবার তাকে ধরবে এবং মেরে ফেলবে। আরও খারাপ, তারা তার নতুন পরিবারকেও মেরে ফেলবে। এটা তার জন্য হবে। তার প্রার্থনা ছোট হয়েছিল, কিন্তু সর্বদা ঈশ্বরের কাছে তীব্র অনুভূতির কান্না ছিল, তাকে যেন পরিত্যাগ না করেন, তিনি যেন তার ইম্মানুয়েল হন, এমনকি যদি কিছু দিনের মধ্যে সে ফাঁসির সামনে দাঁড়ায়ও।

"ঈশ্বর নিশ্চয় তোমার জন্য একটা উপযুক্ত কাজ রেখেছেন"

যখন তারা আশা ছেড়ে দিচ্ছিল, রুবেন ব্যস্ত ছিল একটি নতুন পাসপোর্ট এবং সনাক্তকরণ কাগজপত্র, ভিসার সঙ্গে যাবে যা তারা পেয়েছে। সে তারার চুল ছোট করে কাটিয়েছিল এবং সানগ্লাস পড়িয়েছিল ছবির জন্য এবং একটা জাল কাগজ যোগাড় করেছিল যা বলছে সে খুবই অসুস্থ এবং গর্ভমেন্ট অফিসে যেতে পারবে না তার কাগজ-পত্র আনতে। ১৯৯৬ সনের পুনরুত্থান রবিবারে, রুবেন তারার কামরায় হেঁটে গিয়েছিল শুভ সংবাদ নিয়েঃ তারা আমার কাছে তোমার সমস্ত যাত্রার কাগজ-পত্র। শুভ পুনরুত্থান!"

তারা বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠেছিল, "আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।" "তুমি এটি কিভাবে করলে? এবং এটা করতে তোমার কত খরচ হয়েছে?"

"তার জন্য চিন্তা করো না", সে দীর্ঘ হেসে উত্তর দিয়েছিল। "আমি তোমাকে বলেছিলাম ঈশ্বর সকল করবেন। তিনি তোমাকে এ পর্যন্ত আনেননি, সি আই ডি-দের হাতে তুলে দিবার জন্য তিনি মিশরে তোমার জন্য একটা উপযুক্ত কাজ দিবেন করার জন্য। তারা বিশেষভাবে তোমার সমস্ত বিপদের (অসুবিধার) কথা বিবেচনা করে।" তার উজ্জ্বল হাসি তাকে বলেছিল যে সেই অসুবিধার অংশত সে গ্রহণ করে আনন্দিত হয়েছে।

তারা তার (রুবেনের) বিশ্বাস ও অধ্যবসায় নিজেকে নম্র করেছিল। সে রুবেন, ভাই এর চেয়ে বেশী, প্রয়োজনের সময় সে একজন বন্ধু এবং সে কখনও তার অসম্মান করেনি। এইসব চিন্তার মধ্যে, একটা নতুন বেদনা (দুঃখ) তারা অনুভব করেছিল- একটা দুঃখ, খ্রীষ্টিয়ান পরিবার থেকে বিচ্ছেদ হওয়া এবং চার্চের সমস্ত প্রজেক্ট থেকে, যা সে করছিল।

"আমি যাবার আগে তোমার কাছে আরও একটা অনুরোধ, সে (তারা) বলেছিল, "আমি বাপ্তিস্ম অংশ গ্রহণ করতে চাই, নতুন কনভার্টদের জন্য আমরা যে পরিকল্পনা করছি।"

রুবেন প্রায় না বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু সে এতবেশী নিঃশেষিত হয়েছিল তারার সঙ্গে তর্ক করতে। সে জানত কে জয়লাভ করবে। "নিশ্চয়", সে বলেছিল, কাঁধ ঝাকিয়ে এবং হেসে, কিন্তু তুমি ঠিক তার পরপর চলে যাবে।"

পরবর্তী রাতে, তারা গোপনীয় বাপ্তিস্মে যোগ দিয়েছিল। সে ছয় জন কনর্ভাটের প্রত্যেককে জানত এবং আরও অবিশ্বাস্য গল্প জানত। তারা জানত সে তাদের বিশ্বাস করতে পারে। তারা প্রত্যেকে একই নৌকায় ছিল।

কনভার্টদের কেউ কেউ পাকিস্তানের, কিন্তু বেশীরভাগ অন্য দেশের। একজন চীন থেকে, আরেক জন আফগানিস্তান থেকে এবং অন্য দুইজন ইরান থেকে। এটা বিরল ছিল না কনভার্টদের বিদেশ থেকে পাকিস্তানে ভ্রমণ করা।

তারা আশ্চর্য হয়েছিল, ঈশ্বর তাকে কিভাবে ব্যবহার করেছেন। সে পরদিন দেশ ত্যাগ করবে, তার পরিবারের জন্য, আবার অন্যেরা তার দেশে এসেছিল এবং বিশ্বাস লাভ করেছে। তার কমিউনিটিতে বেশীরভাগ খ্রীষ্টিয়ান, এর মধ্যে নিজের চার্চের তারা, যারা কখনও জানেনি, কি ঘটছে। এটা খুব শক্ত তাদের বিশ্বাস করতে যারা তাদের নিরাপত্তার জন্য শক্ত করে এঁটে থাকে।

আবার বিশ্বাসঘাতকতা

তারা পাকিস্তানের প্রতিদ্বন্দ্বীতা ছেড়ে গিয়েছিল কেবলমাত্র নতুন একরাশি পরীক্ষার সম্মুখীন হবার জন্য। অল্প সময়ের জন্য সে মুক্ত হয়েছিল, তার পরিবারের পশ্চাৎধাবন (অনুসরণ) থেকে, কিন্তু তাকে সাবধান হতে হয়েছিল তার সনাক্তকরণ বিসর্জন দিতে না। এমন কি একটি অন্য দেশে, সব সময়ের জন্য ঝুকি ছিল, মুসলমান পুলিশের দ্বারা গ্রেপ্তার হওয়া এবং পাকিস্তানে ফেরৎ পাঠান। যদি কখনও তাকে পাকিস্তানে ফেরৎ পাঠান হয়, তাকে সোজাসুজি তার বাবার হাতে দেওয়া হবে। তার ভাগ্য শেষ হয়ে যাবে।

তারা আরও একটা প্রতিদ্বন্দীতার সম্মুখীন হয়েছিল। মুসলিম জগতে, একজন স্ত্রীলোককে ২৫ বৎসরের পূর্বে বিয়ে করতে হয়। যদি সে না করে তবে তাকে বেশ্যা মনে করা হয় এবং বন্দী করা হয়, পুনরায় শিক্ষা দেওয়া হয় এবং সম্বন্ধ করে বিয়ের ব্যবস্থা করা হয়। তারার বিয়ে করার কোন ইচ্ছা ছিল না, কমপক্ষে এরূপ বিশৃঙ্খল জীবনে এবং সে নিশ্চয় তার কোন ইচ্ছা ছিল না ইসলাম কর্মচারীদের দ্বারা সম্বন্ধ করে বিয়ে করা। সর্বপরি সে এখন তার গ্রহণকারী পরিবারের ভরণপোষণ ছাড়া এবং মাত্র ৩ মাসের ভিসা আছে।

সে তাড়াতাড়ি উপলব্ধি করেছিল, তার অবস্থার বাস্তবের দিকে দৃষ্টি দেওয়া, কেবলমাত্র তার আশাকে ভেঙ্গে দেওয়া, যা সে নিয়ে এসেছে। আমি সবকিছু হারিয়েছি, সে নিজে নিজে বলছিল, *কিন্তু আমি ঈশ্বরকে পেয়েছি- একটা বড় আবিষ্কারের তুলনায় এসব তুচ্ছ। ইম্মানূয়েল- ঈশ্বর আমার সঙ্গে আছেন। পরিশেষে আমার বিরুদ্ধে কে দাঁড়াবে? আমি যা কখনও হারাতে পারি তার থেকে আমি অনেক বেশী পেয়েছি। ইম্মানূয়েল- ঈশ্বর আমার*

সাথে আছেন। এটি তার প্রার্থনা হয়েছিল, যা তাকে বহন করছিল, আরেক বারের জন্য- নরক থেকে ফিরে আসাতে.....।

রূবেন তার নতুন দেশে চার্চ সেক্রেটারীর একটা পার্টটাইম কাজ ঠিক করেছিল, কিন্তু এটি তার খাবার ও একাকী থাকার ভাড়া হিসাবে যথেষ্ট ছিল না। সে পাষ্টরের স্ত্রীর জন্য পার্ট টাইম রান্নার কাজও করত, যে খ্রীষ্টের চেয়ে বেশী গহনাগাটি ও ফ্যাশনের কথা বলত। তারা আশ্চর্য হয়েছিল, এইটা যদি বিশ্বাস হয়, যার জন্য সে জীবনের ঝুকি নিয়েছে এবং সে চঞ্চল হয়েছিল। সে তখন বিষাদগ্রস্ততার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল, যখন হতাশা তার আত্মাকে ধরে রেখেছিল (টানাটানি করছিল)।

ক্রমে ক্রমে সে আরও একটি কাজ পেয়েছিল, কাপড়ের ডিজাইনার হিসাবে এবং ৩ বৎসরের আবাসিক পারমিটের জন্য দরখাস্ত করার জন্য বৈধতা লাভ করেছিল। একটা সমস্যার সমাধান হয়েছিল, কিন্তু আরও বড় সমস্যা আসছিল।

তার আবাসিক পারমিট নতুন দেশে নিরাপত্তা এনেছিল। তারা স্বেচ্ছাসেবী হিসাবে চার্চের জন্য আত্মাগণের জয় করার কাজ আরম্ভ করেছিল। তারার জন্য নতুন বন্ধু করা সহজ ছিল, কিন্তু কাকে বিশ্বাস করা যায় সেটা জানা আরও বেশী অসুবিধা ছিল।

যদিও তারা এটি সেই সময়ে বুঝতে পারেনি, তার নতুন বন্ধুদের একজন লোক ছিল, সে পাকিস্তানী ম্যাগাজিনের জন্য কাজ করত। সে জেনেছিল, পাকিস্তানে তার যে সংযোগকারী আছে, তার থেকে যে তারা নিজেকে যা বলে দাবী করে, সে তা না। এই গল্প সংগ্রহ করার জন্য, একদিন সে তারার সঙ্গে চার্চের পরে দেখা করেছিল। "তারা, আমি জানি এই বিদেশে তোমার জন্য খুব কষ্টের, নতুন ভাষা এবং কোন পরিবার ছাড়া," সে বলেছিল। "তুমি সহভাগীতা এবং উষ্ণ খাবারের জন্য আমাদের বাড়ী আসনা কেন? আমরা তোমাকে সাহায্য করতে চাই।"

তারা রাজী হয়েছিল। সে নিজে নিজে বলেছিল, *নতুন বন্ধুত্ব করা খুব সুন্দর।*

তাদের কয়েকটি প্রথম সাক্ষাতের পর, রির্পোটার তার কথায় ঠিক ছিল। সে, তারা এবং অন্যান্য কয়েকজন, তার (তারার) বয়সী খ্রীষ্টিয়ানকে নিমন্ত্রণ করেছিল তার ঘরে খাবার ও সহভাগীতায় অংশ গ্রহণ করতে। কিন্তু প্রত্যেক সাক্ষাতের সময় রিপোর্টার তারাকে আরও প্রশ্ন করেছিল- নির্দিষ্ট প্রশ্নগুলি তার পূর্ব জীবন সম্বন্ধে।

"অনুগ্রহ করে", সে নম্রভাবে উত্তর দিয়েছিল, "আমার নিজের সম্বন্ধে কিছু বলব না, তার নতুন বন্ধুকে সে রাগাতে চায়নি। যখন পরবর্তী নিমন্ত্রণ এসেছিল, তারা অস্বীকৃতি জানিয়েছিল।

এত সহজে হাল ছেড়ে দিতে রাজী না হয়ে, রিপোর্টার তারাকে পরবর্তী সকালে ডেকেছিল, "তারা আমি জানি তোমার এখানে আর্থিক সমস্যা আছে এবং আমার বন্ধুরা এবং আমি সত্যিকার সাহায্য করতে চাই," সে তাকে বলেছিল। "অনুগ্রহ করে আস এবং আমাদের কাছে তোমার সাক্ষ্যের অংশ গ্রহণ কর এবং আমরা তোমার জন্য কিছু টাকা তুলব। আমরা তোমার বন্ধু। তুমি আমাদের বিশ্বাস করতে পার।"

তারা অনিচ্ছুকভাবে রাজী হয়েছিল। এই সময় পাকিস্তান তারাকে গ্রহণকারী পরিবার মাত্র তার সম্পূর্ণ গল্প জানত। সে খুব সতর্ক ছিল, অন্য কাউকে তার বিষয় না জানাতে। তার পরিচিতি গোপন রাখা জীবন মৃত্যুর সামিল।

একমাস অতিবাহিত হয়েছিল, তারা অন্য রিপোর্টারদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার দিয়েছিল। প্রত্যেকবার, যারা সাক্ষাৎকার নিয়েছিল, সহানুভূতি দেখিয়েছিল এবং প্রতিজ্ঞা করেছিল তাকে সাহায্য করবে। আরও একমাস চলে গিয়েছিল এবং তারা অন্য রিপোর্টাদের সঙ্গে বহুবার সাক্ষাৎকার দিয়েছিল, আরও অনেক অশ্রু কিন্তু কোন টাকা না। তারা আশ্চর্য হয়েছিল, এইভেবে যে কি ঘটছে? শেষে একজন ভদ্রমহিলা তারার সঙ্গে দেখা করে জিজ্ঞাসা করেছিল, সে ব্যাংক থেকে প্রতি মাসে কত টাকা পাচ্ছে?

"আপনি কি বলছেন? আমার কোন ব্যাংক একাউন্ট নাই। ব্যাংক নিশ্চয় আমাকে কোন টাকা পাঠায় নি। ব্যাংক কেন সেটা করবে।" তারা মহিলাটিকে জিজ্ঞাসা করেছিল।

"ওহ, নিশ্চয় কোন ভুল হয়েছে," স্ত্রীলোকটি বলেছিল। "লোকেরা এই একাউন্টে টাকা পাঠাচ্ছে, বিশ্বাস করে, এটা তোমার জন্য। এর থেকে আমি বুঝি এতদিন যথেষ্ট টাকা হয়েছে।"

তারাকে ব্যবহার করা হয়েছে, সে দৃঢ়ভাবে এই ভয়ানক সত্য প্রতিপন্ন করেছিল। একটা ব্যবসা আরম্ভ করা হয়েছে এবং অন্যরা তার সাক্ষ্য থেকে লাভবান হচ্ছে। শীঘ্র তারপর সে ম্যাগাজিন দেখেছিল। মলাটের গুরুত্বপূর্ণ গল্প একজন "টিনএজের" মুসলমান মেয়ের যে আশ্চর্যজনকভাবে খ্রীষ্টকে পেয়েছিল এবং তার নিজের পরিবার থেকে পালিয়েছিল, যারা তাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল। গল্পটিতে তার নাম আছে! তারা তার চোখকে বিশ্বাস করতে পারেনি।

"এটা কিভাবে হতে পারে?" সে হাঁপাচ্ছিল এবং আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে, সে উদ্বিগ্ন হয়েছিল, "কিভাবে আমি, আমার পরিবারকে, কিভাবে আমাকে পাওয়া থেকে দূরে রাখব?"

তারা শেষ সীমায় পৌছেছিল। সে চিন্তা করেছিল, আরও কত প্রতারণা ও ছল-চাতুরী সে গ্রহণ করবে, যখন চার্চের অন্য একজন মানুষ তার দৃষ্টি গোচরে এসেছিল, যখন সে সকালের সান্ডেস্কুলের উপাসনা থেকে চলে যাচ্ছিল।

এটি একই গল্পঃ আমাদের সঙ্গে, তোমার সাক্ষ্যে অংশ গ্রহণ কর, "সে বলেছিল এবং আমরা টাকা তুলব, তোমাকে সাহায্য করার জন্য", কিন্তু এই মানুষটি একটু ঘুরিয়ে তার আবেদন উপস্থিত করেছিল। সে বলেছিল, সে মনে করে তারা খুব সুন্দরী এবং সে সন্দেহ করে, সে (তারা) খুব একাকী।

এটা তবে তাই। তারা তার হাত টেনে লোকটির গালে চড় মেরেছেল। "তোমার স্ত্রী এবং একজন মেয়ে আছে"। সে তাকে বলেছিল। "তুমি একজন খ্রীষ্টিয়ান! কিভাবে তুমি এইভাবে চলতে পার?"

তারার বৈরী আচরণে, মানুষটি চমকে উঠেছিল। তার লাল হয়ে যাওয়া গালে সে হাত রেখেছিল এবং গর্জন করেছিল, "তোমাকে এর মাসুল দিতে হবে।" সে আরও বড় দৃশ্যের অবতারণা করতে সাহস করেনি কারণ কাছেই রাস্তায় অনেক লোক ছিল।

"সুন্দর," তারা উত্তর দিয়েছিল, মানুষটির প্রস্তাবে তখনও রাগে ফুঁসছিল। "তুমি আমাকে বল, আমাকে কত দিতে হবে এবং আমি দিব। আমার থেকে দূর হও!"

কেবলমাত্র একটি সমস্যা ছিল, তার মনে টাকার বিষয় ছিল না।

তিন রাত পর, তারার ছোট এপার্টমেন্টের জানালা ভেঙ্গে একটা ইট পড়েছিল। তারা শুনেছিল, মানুষেরা নিচে রাস্তায় চিৎকার করছে কিন্তু সে বলতে পারছিল না, তারা কি বলছে, কারণ তারা ভাঙ্গা ভাঙ্গা আরবী ভাষায় বলছিল, সে বুঝতে পারছিল না। সে পর্দার আড়াল থেকে উঁকি মারছিল যখন মানুষগুলি রাস্তা থেকে আরও পাথর কুড়াচ্ছিল। তারা আবার তার জানালায় সেসব ছুড়েছিল। ফ্রেমে লেগে থাকা কোন কাঁচ শেষ করতে। এখন সে কতগুলি কথা বুঝেছিল- যা তারা বলেছিলঃ "মুসলমান .... এখন খ্রীষ্টিয়ান .... একজন স্বধর্মত্যাগী। পুলিশ! পুলিশ ডাক ....."।

সে (তারা) আবার পর্দার আড়ালে উঁকি দিয়েছিল, সময়মত এটি দেখতে যে মানুষেরা ট্যাক্সিতে লাফিয়ে উঠে, দ্রুত পালিয়ে গিয়েছিল। সে তাদের দুজনকে চিনেছিল। সে যে মানুষটিকে চড় মেরেছিল, তারা তার বন্ধু ছিল।

তারা প্রার্থনা করেছিল, তাদের ভয় দেখান পুলিশ ডাকা একটি ধোঁকা বাঁজি, তাকে ভয় দেখাবার জন্য। ভাল, এটি যদি ধোকা হয় এটা কাজ করছে। সে ভয় পেয়েছিল। কিন্তু এটা ধোকাবাজি ছিল না। কয়েকঘন্টা পরে, পুলিশ তার দরজায় এসেছিল, জিজ্ঞাসা করতে, কি ঘটেছিল। তারা তারাকে থানায় নিয়ে গিয়েছিল।

ঈশ্বরকে এর সব কিছু দেওয়া

"আমাদের কাছে রিপোর্ট আছে যে তুমি একজন মুসলমান এবং তুমি খ্রীষ্টিয়ান হয়েছ- আরও তুমি একা আছ," এইভাবে প্রশ্ন আরম্ভ হয়েছিল। তারা জানত যে পুলিশ সহজে পাকিস্তানে তার বাবাকে খুঁজে বের করবে এবং সেখানে ফাইল পাঠিয়ে দিবে। সে সংক্ষিপ্ত বিস্মৃতিপ্রবণ উত্তর দিয়েছিল, প্রত্যেক প্রশ্নের মাঝে একটি শব্দ বার বার আউড়েছিলঃ *"ইম্মানূয়েল"*।

কয়েক ঘন্টা পরে, পুলিশ তাকে যেতে দিয়েছিল, কিন্তু প্রতিজ্ঞা করেছিল তার উপর চোখ রাখবে। তারা জিজ্ঞাসা করেই চলছিল, কেন সে বিয়ে করেনি এবং শক্তভাবে প্রস্তাব দিয়েছিল সে একজন স্বামী পায়। এমন কি তারা একটি নির্দিষ্ট লোকের কথা বলেছিল যে তাকে গ্রহণ করবে।

আশ্চর্য, তারা খুব তাড়াতাড়ি একটা শিকার থেকে, যার এপার্টমেন্ট আক্রান্ত হয়েছিল, একটি অপরাধী ব্যক্তিতে। একটা মুসলিম দেশে খ্রীষ্টিয়ানের এইরূপ "অধিকার"

তারার জন্য একজন স্বামী

পরবর্তী ৪ মাস বড় কোন ঘটনা ছাড়া অতিবাহিত হয়েছিল। তারা বস্ত্রের ডিজাইনার হিসাবে অন্যদের চাইতে ভাল দেখিয়েছিল এবং চার্চ প্রোগ্রাম আগের থেকে আরও বেশী কার্যকারী হয়েছিল। অন্যান্য মুসলিম কনভার্টদের সাহায্য করতে সে সক্ষম হয়েছিল, যারা পালিয়ে বেড়াচ্ছিল, তারার উপযুক্ত কাজ, যারা এখন এই ক্ষেত্রে ১০ বৎসরের বেশী অভিজ্ঞতা আছে। তবুও সে জানত, যে মানুষটিকে সে চড় মেরেছিল, সে সন্তুষ্ট ছিল না, যেভাবে সে প্রথম সমস্যা উস্কে দিয়েছিল, যাতে সে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ ছিল। সে আরও বেশী চেয়েছিল। সেভাবে সে তারার দিকে চেয়েছিল তার থেকে তারা বলতে পারত। সে হয় তারাকে পাবে, অথবা তাকে ধ্বংস করবে।

তারার জন্য কোনটি পছন্দের ছিল না।

তারা এপার্টমেন্টে বসেছিল, যখন ফোন বেজে উঠেছিল। এটি সেই মানুষ এবং তার খবর ছিল। সে খুব গর্বিত ছিল এটি বলতে যে সে একটা প্রবন্ধ লিখেছে এবং চার্চ বুলেটিন বোর্ডে দিয়েছে। সেই প্রবন্ধটি দাবী করছে যে তারা একটা বেশ্যা ছিল। এজন্য তার এত সুন্দর জামা আছে এবং এখনও একাকী আছে। তার হাতের কাজ দেখার জন্য সে তারাকে নিমন্ত্রণ দিয়েছিল।

ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে তারা ফোনটি সজোরে নামিয়ে রেখেছিল। মানুষটি পরিত্যাগ করতে চাইছে না। চার্চ মেম্বাররা কি মনে করবে এটার জন্য সে উদ্বিগ্ন ছিল না। যারা তাকে জানত- তারা সত্য জানবে। সে বিয়ে করতে পারেনি, ক্রমাগত সে বিপদের মধ্যে ছিল তাই, সুন্দর কাপড় তার নিজের ডিজাইনের উদাহরণ। সত্যিকারের সমস্যা পুলিশদের নিয়ে, এটি শুধু সময়ের ব্যাপার যখন এটি তাদের কাছে রিপোর্ট করা হয়েছিল। তারা মূলত তাকে বলেছিল বিয়ে করতে এবং প্রবন্ধটি তাদের অবস্থার ইন্ধন যোগাবে। যখন তারা (পুলিশ) আবিষ্কার করবে তারা তাকে নিয়ে যাবে।

এক সপ্তাহ পরে, তারার ভয় উপলব্ধি করা হয়েছিল। তাকে একটা আটক সেন্টারে বন্দী রাখা হয়েছিল, যেখানে তাকে ইসলামের শিক্ষা পুনরায় দেওয়া হচ্ছিল এবং শেষে একজন মুসলমানকে বিয়ে করতে। একটা ছোট ঘরে বন্দী হয়ে, তারা শান্তভাবে প্রার্থনা করেছিল। তার কোন ধারণা ছিল না যে কিভাবে আটক সেন্টারটি থেকে চলে যেতে পারবে, বিবাহ করতে রাজী হবার পূর্বে। এখন এটি মনে হচ্ছে সব কিছু একটা পূর্ণ বৃত্তের মধ্যে এসেছে। তার বাবা তার বিয়ে দিতে চেয়েছিল এবং তাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল যদি সে অস্বীকার করে। আটক সেন্টারের সঙ্গে এর বিশেষ পার্থক্য নেই। তারা যদি প্রতিষ্ঠিত না হয় তবে তাকে পাকিস্তানে বাবা মার কাছে পাঠান হবে। কিন্তু তারা বাবার পরিকল্পনা অস্বীকার করেছিল এবং সেন্টারের কর্মচারীদের কাছে সে নিজেকে ছেড়ে দিবে না। কোন উপায় (পছন্দ) না পেয়ে, সে প্রার্থনা করেছিল, এটি সব ঈশ্বরের হাতে দিয়ে।

প্রায় ৩ মাস অতিবাহিত হয়েছিল। তারাকে প্রতিদিন কোর-আনের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছিল। যখন ক্লাশে ছিল না, সে তার নিজের ঘরে কয়েদী ছিল। শেষে একজন কর্মচারী তার একাকীত্ব ভেঙ্গে ছিল একটি খবর এনে, "তারা, তোমার একজন ভিজিটর (দর্শণপ্রার্থী) আছে"।

আমার কিভাবে দর্শনপ্রার্থী হবে? কেউ জানেনা, আমি এখানে আছি।" "সে বলে, সে তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়। আমরা মনে করি, এটি একটি ভাল চিন্তা, যদি তুমি তার সঙ্গে যাও।"

তারা প্রশ্ন করেছিল, "তার সঙ্গে যাব? আমি এই মানুষটিকে কখনও জানিনা, এবং তোমরা এর সঙ্গে আমাকে বাইরে পাঠাচ্ছ?" তারা স্পষ্টতঃ বিভ্রান্ত হয়েছিল এটি তার বিয়ের জন্য আরেকটা কৌশল। যাহা হোক মানুষটি প্রতিজ্ঞা করেছিল লাঞ্চের পরে তাকে ফেরৎ আনবে। তারা এই প্রস্তাবে সুখী ছিল না, যদিও তার কামরা থেকে যাওয়া খুব সুন্দর ছিল। সে ঠিক করেছিল সে যাবে তবে লাঞ্চের সময় সে লোকটিকে উপেক্ষা করবে।

মানুষটি তারার বয়সী, সুপুরুষ এবং সে একটি শান্ত, নম্র স্বরে কথা বলেছিল, "তারা আমি জানি তুমি কে," সে তাকে বলেছিল আমি একটি মুসলমান বন্ধু থেকে তোমার কথা জেনেছি।" তারা তাকে উপেক্ষা করতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু যতই সে (মানুষটি) কথা বলছিল, ততই সে তার (তারার) মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল।

"আমিও একজন খ্রীষ্টিয়ান", তার স্বর ক্রমাগত নিচু, সমবেদনশীল ছিল "কিন্তু কেউ জানেনা আমি পাকিস্তান থেকে তোমার মত পালিয়ে এসেছি সত্যিকার আমি একই শহর থেকে এসেছি। আমি আরও জানি সেন্টার তোমার বিয়ের জন্য একজন মুসলমানকে ঠিক করেছে। যার ইতিমধ্যে তিনজন স্ত্রী আছে।"

তারা নুইয়ে পড়েছিল। তাকে ইতিমধ্যে পরিকল্পনাটি বলা হয়েছিল। সে চেষ্টা করেছিল সম্পূর্ণভাবে অমনোযোগী হতে মানুষটি যা বলেছিল এবং সে প্রায় সফল হয়েছিল, যে পর্যন্ত না সে (মানুষ) তাকে (তারা) বলেছিল, যদি তুমি অস্বীকার কর, তোমাকে পাকিস্তানে ফেরৎ পাঠান হবে- তোমার বাবার কাছে।"

তারা জানত না কোনটা বিশ্বাস করবে। কিভাবে সেন্টার কিভাবে তার বাড়ীর শহরের একজন খ্রীষ্টিয়ানকে ব্যবস্থা করছে- তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ে দিবার জন্য?

তারা শেষে জিজ্ঞাসা করেছিল, "সুতরাং আপনি কি চান?"

"আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই," সে বলেছিল।

মাংসে একটি আশ্চর্য কাজ

যখন তারা আটক সেন্টারে ফিরে এসেছিল, তার জন্য তিন জন কর্মচারী অপেক্ষা করছিল। তাদের মধ্যে একজন বলেছিল, "তারা, আমরা একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছি," তোমাকে জাহিদকে বিয়ে করতে হবে। তার ইতিমধ্যে তিনজন স্ত্রী আছে এবং সে তোমাকেও নিতে ইচ্ছুক। সে একজন ভাল মানুষ। আমরা সব ব্যবস্থা করব। তোমার কোন কিছুর জন্য চিন্তা করতে হবে না। কিন্তু তুমি যদি অস্বীকার কর, তোমাকে পাকিস্তানে ফেরৎ পাঠান হবে।"

সেটা এক মুহূর্তের সিদ্ধান্ত। সে তার লাঞ্চ "ডেটের" উত্তর দেয়নি যখন সে (মানুষটি) তাকে প্রস্তাব দিয়েছিল। উপলব্ধি (বুঝা)র জন্য এটা খুব বেশী। সব কিছুই খুব তাড়াতাড়ি ঘটছিল এবং তার ভাববার সময়ের প্রয়োজন ছিল। প্রার্থনার সময়। সে তার গ্রহণকারী পরিবারের সঙ্গে কথা বলতে অপেক্ষা করছিল- এমন কারও সঙ্গে, যে সমস্ত গল্পটি জানে, এমন কারও সঙ্গে, যে তাকে পরামর্শ দিতে পারে।

"আমি জাহিদকে বিয়ে করব না" কর্মচারীদের আশ্চর্য করে তারা উত্তর দিয়েছিল।

"তাহলে তুমি তোমার ব্যাগ গুছাতে পার। তুমি পাকিস্তানে ফিরে যাচ্ছ।"

"আমি আমার ব্যাগ গুছাবো, কিন্তু অন্য একটি কারণে। আমি বিয়ে করছি- জাহিদকে না। আমি সেই মানুষটিকে বিয়ে করছি যে আমাকে লাঞ্চে নিয়ে গিয়েছিল।" তারা উত্তর দিয়েছিল।

কর্মচারীরা আশ্চর্য হয়েছিল কিন্তু রাজী হয়েছিল। যে কোন কিছু, যে এই যুবতী মেয়েকে নিয়ন্ত্রণে আনে।

তারা যে মানুষটির সঙ্গে লাঞ্চ করেছিল, তার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল এবং তাকে সংবাদটি দিয়েছিল। সে তাকে বিয়ে করবে। সে (তারা) তখনও অনিশ্চিত ছিল, তার (লোকটার) উদ্দেশ্য সত্য কিনা, সুতরাং এটি একটি ঝুকি ছিল, জাহিদকে বিয়ে করার মত যাহা হোক। সে (তারা) জানত, কোথায় সে (মানুষটি) দাঁড়িয়েছিল।

সিদ্ধান্ত লওয়া হয়েছিল। তারা আবার ইম্মানূয়েল বলে চিৎকার করেছিল, ঈশ্বর যিনি তাকে এতদূর পর্যন্ত এনেছেন। সে প্রায় ২৭ বৎসর বয়স্কা ছিল এবং ১০ বৎসরের বেশী সে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল। যদি তার হবু স্বামী তাকে প্রতারণা করে, সে সমস্যা জানত যা সে সম্মুখীন হবে। কিন্তু যদি সে আন্তরিক হয়, সে মাংসে আশ্চর্য কাজ হবে। সে তাকে আটক সেন্টার থেকে বের হয়ে আসতে সাহায্য করবে এবং ক্রমাগত তার বেশ্যা হবার গুজব থেকে। সে অন্যদের জন্য মিনিষ্ট্রির কাজে একজন সাহায্যকারী পাবে যারা গোপনীয়ভাবে ইসলাম ধর্ম থেকে ধর্মান্তরিত হয়েছে। কিন্তু সে কি নিজেকে প্রস্তুত করছে শুধুমাত্র আরেকটি পতনের জন্য? এই রকম অনেক প্রশ্ন ছিল।

শেষে, তারা মনে করেছিল সেই প্রার্থনা যা সে আটক সেন্টারে প্রবেশ করার সময় করেছিল। সে সব কিছুই ঈশ্বরের হাতে ছেড়ে দিয়েছিল। সে আবার এটা করেছিল। এটা এখন তার হাতের (নিয়ন্ত্রণের) বাইরে। "ইম্মানূয়েল, ঈশ্বর আমাদের সাথে," সে প্রার্থনা করেছিল, "আমাদের উভয়ের সঙ্গে থাকুন।"

বিশেষ সংলাপ (উপসংহার)

যে মানুষটিকে তারা বিয়ে করেছিল, "মাংসে আশ্চর্য কাজ"এ পরিণত হয়েছিল। একজন অঙ্গীকারাবদ্ধ খ্রীষ্টিয়ান। সে তারার সঙ্গে ক্রমাগত মিনিষ্ট্রির কাজে তাকে সাহায্য করেছিল, অন্যদের জন্য, যারা ইসলাম থেকে খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম গ্রহণ করেছিল। তাদের একটা ছেলে হয়েছিল, জেম্‌স এবং তারা এখনও পালিয়ে বেড়াচ্ছে। সে এবং তার স্বামী সর্বদা (ক্রমাগত) আটক সেন্টারের কর্মচারীদের নজরবন্দী আছে। তাকে (তারাকে) প্রায় আনা হয় এবং তার কার্যকলাপ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হয়। "লাঞ্চের জন্য কে আসে?" কর্মচারীরা হয়ত জিজ্ঞাসা করে "কেন শ্রীলোকটি গত রাতে তোমার ঘরে ছিল?" আজকে কেন তুমি চার ঘন্টার জন্য গিয়েছিলে?"

তারার জন্য তার জীবন একটা বিড়াল ইঁদুর খেলার মত ছিল।

তার আরও বড় প্রতিদ্বন্দ্বীতা হয়ত পরে আসছে। কয়েক বৎসর পর যখন তার ছেলে যথেষ্ট বড় হবে কথা বলার, তাকেও নিশ্চয় মুসলমান কর্মচারীরা প্রশ্ন করবে। আরও একটি প্রতিদ্বন্দ্বীতা খুব নিকটে আছে। এর জন্য সাক্ষাৎকার নিবার ঠিক কয়েক মাস পূর্বে, তারার অন্য এক চাচাতো ভাই তাকে আবিষ্কার করেছিল যাকে নিয়োগ করা হয়েছিল তাকে খুঁজে বের করার জন্য, যাতে সে তার বাবার কাছে ফিরতে পারে এবং "ন্যায় বিচার" করা যায়।

তারার রক্ষা করার জন্য, আর বেশী কিছু বলা যায় না, কোথায় সে বাস করে, অথবা তার খ্রীষ্টিয়ান কার্যকলাপের বিশদ বিবরণও। কিন্তু একটা বিষয় নিশ্চিতঃ সে একটা জগতে বাস করছে- অধিকাংশ খ্রীষ্টিয়ান ছাড়া। অধিকাংশ জায়গা, এমন কি তার নিজের চার্চের মানুষেরা তার জীবন সম্বন্ধে অজ্ঞ- একজন ধর্মান্তরিত মুসলিম হিসাবে, প্রত্যেক দিন যে ঝুকি সে পোহাচ্ছে। সম্ভবতঃ উপলব্ধি করা, তাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়। সম্ভবত, ঈশ্বরের এই কারণে তারার মত লোক প্রয়োজন, যারা পথকে আলোকিত করতে পারে স্বধর্মত্যাগী ছেলে মেয়েদের অনুসরণ করার জন্য।

লিংঃ
অত্যাচারের (তাড়নার) স্কুলে

চীন
১৯৭৩

নয় বৎসরের লিং তার বড় বোনের সঙ্গে গ্রামে সমস্ত সকাল বের হয়েছিল, খাবার ভিক্ষা করতে। তারা একটা বড় গাছের তলায় বিশ্রাম নিচ্ছিল, যা (গাছ) তাদের কুঁড়ে ঘরে ছায়া দিচ্ছিল। যখন তার মা তাকে ডেকেছিল, "লিং তাড়াতাড়ি এদিকে এস" সে বলেছিল, "তোমার বাবা তোমাকে দেখতে চান।"

সে আর তার বোন বেশীর ভাগ সময় কাটিয়েছিল, বাইরে ছোট ঘনবসতি পূর্ণ বাঁশ এবং ঘাসের কুঁড়ে ঘরে। যাকে তারা গৃহ বলত তার বাইরে। বেশীর ভাগ সময় তারা খাবার ভিক্ষা করত অথবা নিকটবর্তী লোহার কারখানা থেকে কয়লা খুঁজত। তারা কয়লা তাদের মা-বাবাকে দিত, বিক্রি করতে অথবা রান্না করতে। লিং জানত, তাদের পরিবার সব সময় খুবই গরীব ছিল কিন্তু পরে আরও খারাপ হয়েছিল। তার বাবার দারিদ্রক্লিষ্ট স্বাস্থ্য নাটকীয়ভাবে খারাপ হচ্ছিল (ভেঙ্গে পড়া) এবং লিং উদ্বিগ্ন ছিল ভবিষ্যতের কথা এবং তার মায়ের কথা ভেবে।

"লিং, দয়া করে তোমার বাবাকে আর অপেক্ষায় রেখনা," তার মায়ের ক্লান্তস্বর অনুরোধ করছিল। লিং অনিচ্ছুকভাবে তার শান্ত জায়গা, বুড়ো গাছটার নীচ ত্যাগ করেছিল এবং তার মা, বোনেরা এবং ছোট ভাই- পরিবারের বিছানার চারিদিকে- এই একটা বিছানা যাতে তারা ৬ জন সকলেই ঘুমায়। এটিই এক কামরা বিশিষ্ট কুঁড়ে ঘরের প্রধান আসবাব ছিল।

"লিং আরও নিকটে আস," তার বাবা বলেছিল। "আমাকে তোমার সুন্দর মুখটা দেখতে দাও"। লিং বিছানার কিনারায় বসেছিল এবং হাসতে চেষ্টা করেছিল। তার বাবাকে সেইভাবে দেখে সে ঘৃণা করেছিল। শেষে যখন সে হাঁসপাতাল থেকে ফিরে এসেছিল, সে এত দুর্ব্বল ছিল, প্রায় অসহায়। তার মা সেটা বলছিল না, কিন্তু সে জানত, তার বাবা মারা যাচ্ছে। ক্যান্সার তার শরীরকে ধ্বংস করছিল এবং অনেক মাস সে কাজ করতে পারেনি।

এখন তার বাবা হাত তুলেছিল এবং বিছানায় আস্তে আস্তে নেড়েছিল, যেখানে তার স্ত্রী এবং ছেলে মেয়েরা দাঁড়িয়েছিল, তাদের বেশীর ভাগ কাঁদছিল। "ছেলে মেয়েরা, তোমরা আমার কাছে প্রতিজ্ঞা কর যে, তোমার মাকে যত্ন করবে এবং পরস্পর পরস্পরের যত্ন নেবে।

আমি এখানে আর বেশী দিন থাকব না কিন্তু সব সময় মনে রাখবে, আমি তোমাদের ভালবাসি।" লিং-এর মা তখন ফুঁপিয়ে কাঁদছিল যখন তার বাবা হাত দিয়ে তার মুখমন্ডলে হাত বুলাচ্ছিল "আমার কাছে প্রতিজ্ঞা কর- যে আমি চলে গেলে ....." সে তার স্ত্রী বিধবা হবে, স্ত্রীর কাছে সোজাসুজি বলে চলেছিল, "..... তুমি একজন শক্তিশালী লোককে বিয়ে করবে। এমন কাউকে, আরও বেশী নির্ভরযোগ্য, যে তোমাকে আমার চেয়ে আরও ভালভাবে যত্ন নিতে পারবে। দয়া করে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে মনে করাবে।"

তাদের উভয়ের মধ্যে যে ভালবাসা তা সকলের কাছে সূর্য্য ছিল, যারা তাদের জানত। লিং কখনও তাদের চিৎকার করতে শোনেনি। এমনকি পরস্পর রূঢ় কথা বলেনি। তার বাবা মরে যাচ্ছে সেটা লক্ষ্য করে সহ্য করতে পারেনি এবং সে ঘৃণা করেছিল- তার মাকে দেখে এত উম্মাদ গ্রস্ত এবং যেভাবে তারা সব সময় ঈশ্বরের কথা বলত এবং প্রার্থনা করত, সে কখনও সেটা বোঝেনি। লিং প্রায় দেখত তার বাবা-মা বিছানার ধারে হাঁটু গাড়ত। সে একবার জিজ্ঞাসা করেছিল- তারা কি করছে এবং তারা বলেছিল তারা "ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলছে"।

তাহলে ঈশ্বর এখন কোথায়? লিং সন্দেহভাবে চিন্তা করেছিল। *যদি সত্য একজন ঈশ্বর থাকেন, তাহলে কেন আমার বাবা মারা যাচ্ছে?* সে কান্না চেপে, দৌড়ে কামরা থেকে বের হয়েছিল।

সেই বিকাল বেলায় লিং-এর মা তার ছেলে-মেয়েদের বলেছিল যে, তার শ্বশুড়-শ্বাশুড়ী,- তাদের ঠাকুরদাদা-ঠাকুরমা দেখা করতে আসবে। লিং আশ্চর্য হয়েছিল, সে জানত যে তাদের ঠকুরদা, ঠাকুরমা তাদের ছেলে ও পরিবারের কোন যত্ন নিত না। সত্যি করে সংযত ভাষায় প্রকাশ করা। তার দাদা-দিদিরা তাদের পরিবারকে অভিশাপ দিয়েছিল বেশী, ছেলে জন্ম না দিবার জন্য।

কয়দিন পরে তারা এসেছিল, কিন্তু তারা কোন রকমে সেই ক্ষুদ্র ঘরে প্রবেশ করেছিল যেখানে তাদের ছেলে মারা গিয়েছিল। তাকে কবর দিতে সাহায্য করতে তারা অস্বীকার করেছিল।

কফিন কেনার জন্য কোন টাকা না থাকাতে এবং শ্বশুড়-শ্বাশুড়ীর কোন সাহায্য না পেয়ে, তার মা সাবধানে তার মৃত স্বামীকে একটা সুন্দর নীল কাপড়ে জড়িয়ে রেখেছিল যা সে যোগাড় করেছিল। এটা একটা "নরম কবর দেওয়া" রকম ছিল যা দরিদ্রতম লোকদের জন্য ছিল।

লিং এবং তার শোকাহত মা এবং অন্যান্য ভাই বা বোনেরা মনে করেছিল নিশ্চয় অবস্থা তার থেকে খারাপ হবেনা- কিন্তু সেটা ছিল ভুল ধারণা। যখন তারা তৈরী হচ্ছিল যাবার জন্য, ঠাকুরদা ঠাকুরমা বলেছিল তারা লিং-এর ছোট ভাইকে তাদের সঙ্গে নিবে। লিং-এর মা এবং পরিবারের অন্যরা তীব্রভাবে প্রতিবাদ করেছিল, কিন্তু কোন লাভ হয়নি। ছোট ছেলেকে তাদের থেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

কুঁড়ে ঘরে মায়ের সঙ্গে তিন মেয়েকে রেখে যাওয়া হয়েছিল- তাদের সকলে চিন্তা করেছিল- তারা কত দিন বাঁচবে।

"লিং অনুগ্রহ করে আমার সঙ্গে হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা কর। তার মা একদিন সকালে লিং-কে নিমন্ত্রন দিয়েছিল। বিছানার পার্শ্বে অনিচ্ছুকভাবে তার মায়ের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। শীতকাল থাকাতে কঁচি হাঁটুতে মেঝের ঠান্ডা লাগতেছিল। লিং তার মায়ের অনুরোধে বিরক্ত হয়েছিল, চিন্তা করে যে তারা যথেষ্ট কষ্ট ভোগ করেছে।

তার পার্শ্বে লিং-এর মা আস্তে আস্তে কাঁদছিল। প্রথমে লিং মনে করেছিল যে (মা) দুঃখে কাঁদছে, তারপরে সে বুঝেছিল, তার মা তার হৃদয় উজার করে দিচ্ছে, যেন সে আগের মত ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলছিল। লিং-এর নিজের বলার কিছু ছিলনা, সমর্থন হিসাবে তার হাঁটুতে কষ্ট সহ্য করবে- কিন্তু সেটা পর্যন্ত সে যেতে পারে। সব সত্ত্বেও বাতাসের সাথে কথা বলার কি যুক্তি? এবং ঈশ্বর *যদি থাকেন* তাহলে সে তার সঙ্গে কথা বলবে না। তিনিও তাদের সাথে যোগাযোগ করবেন না।

তার বাবার মৃত্যুর পর কয়েক মাস লিং-এর পরিবার কষ্টে-সৃষ্টে জীবন ধারণ করেছিল, কিছু প্রতিবেশির সাহায্যে, যারা তাদের প্রতি সদয় হয়েছিল। কিন্তু তাদের জীবন ক্রমাগত কঠিন হচ্ছিল। শেষে লিং-এর মা বলেছিল যে তারা হিনান প্রদেশে তার বাবা-মার সঙ্গে থাকতে যাবে। চীনা সংস্কৃতি বলে যে একজন স্ত্রী প্রতিপালিত হয়েছে এটি বিশ্বাস করতে যে তাদের একটি মানুষের উপর নির্ভর করতে হবে। তাদের জন্য এটি ঠিক না- তারা নিজের মত চলবে এবং গভর্মেন্ট তাদের কোন ভাবে সাহায্য করবে না।

যখন লিং তার দাদা-দিদির ঘরে পৌঁছেছিল, সেই ঘরের আয়তন দেখে সে খুব আশ্চর্য্য হয়েছিল। তার মায়ের বাবা-মা কোন ভাবে ধনী ছিল না, কিন্তু তাদের একটি আট্টালিকা

(বড়বাড়ি) ছিল, লিংদের কুঁড়ে ঘরের তুলনায়, যেখানে লিং বড় হয়েছে। লিং-এর দাদা-দিদি মেয়েদের সরু রান্না ঘরের মধ্য দিয়ে পিছনের একটি কামরায় নিয়ে গিয়েছিল। এটি একটি ছোট জীর্ণ মলিন কামরা ছিল, যা পূর্বে গুদাম হিসাবে ব্যবহৃত হতো। "তোমরা সকলে এখানে থাকতে পার" লিং-এর দিদিমা কর্কশভাবে বলেছিল। লিং অপ্রসন্ন, অনাকর্ষণীয় জায়গার চারিদিকে চেয়েছিল এবং নিজে নিজে মুখটিপে বিদ্রুপাত্মকভাবে হেসেছিল, সে ইতি মধ্যে স্বস্তি লাভ করেছিল।

তাদের নতুন জীবন তাদের মা এবং দাদা-দিদিমার মধ্যে একটা সার্বক্ষনিক সংগ্রাম এনেছিল। একটা বিরোধ উঠেছিল, কারণ লিং এর মা স্থানীয় উৎপাদনকারী দলে (স্থানীয় মজুরদের ব্যুরোতে) দরখাস্ত করতে চেয়েছিল যাতে তার নিজের বাড়ির নিরাপত্তা লাভ করে, কিন্তু লিং-এর দিদিমা চেয়েছিল তার মা আবার বিয়ে করুক।

সৎ বাবা

একদিন লিং যখন স্কুল থেকে বাড়ী এসেছিল, সে শুনেছিল সাধারণ তর্কাতর্কি উৎগীরণ হচ্ছে, সে দরজায় আসার আগেই "কিন্তু মা, আমি আবার বিয়ে করতে চাইনা।" তার মা বলছিল, অনুভূতিতে তার স্বর ভেঙ্গে গিয়েছিল। "জানের মত আমি কাউকে ভালবাসতে পারবনা, তুমি জান আমি একা থাকার পরিকল্পনা নিয়েছি, যখন আমি তোমার সঙ্গে আসতে সম্মত হয়েছি। যদি তুমি মজুর দলকে বল, আমাকে কাজ দিতে এবং আমাকে আমার নিজের বাড়ি তৈরীতে সাহায্য কর, আমি জানি আমি ছেলে-মেয়েদের যত্ন (দেখাশোনা) নিতে পারব। মা অনুগ্রহ করে এটি করো না।"

"তুমি এখানে দুই বৎসর আছ," লিং-এর দিদিমা সাড়া দিতে চিৎকার করেছিল। "আমি আর এটি বহন করতে পারছিনা। এইভাবে কাজ করা হয় না। সু-টান একজন চমৎকার লোক এবং তোমার ছেলে-মেয়েদের দেখাশুনা করতে পারবে। উপরন্তু তোমার বাবা ইতিমধ্যে এটা ঠিক করেছে যে তুমি পরের সপ্তাহেই বিয়ে করবে।"

পরবর্তী সপ্তাহে লিং-এর একজন সৎ বাবা হয়েছিল।

লিং তার নতুন সৎ বাবার তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরে ঘৃণা প্রকাশ করেছিল এবং সব সময় আকাঙ্খা করত মৃদু কণ্ঠস্বরের যা তার বাবা সব সময় ব্যবহার করত এবং লিং মনে মনে তাচ্ছিল্য করতে। গরীব হওয়া এক কথা কিন্তু এটা আরও খারাপ, গরীব হওয়া এবং একজন সৎ বাবার সঙ্গে বসে থাকা, যে তাকে একজন চাকর মনে করত।

তবু লিং অধ্যবসায়ী হয়েছিল এবং তার চিন্তা ভাবনা তার মধ্যে রেখেছিল। লিং এর মা আবার বিয়ে করেছিল, তাদের কাজ করার অনুমতি পেয়েছিল এবং তখন লিং স্কুলে যেতনা, সে ক্ষেতে কাজ করত মজুর দলের মেষ পালকদের সঙ্গে। স্থানীয় কর্মচারীদের একটি পয়েন্ট করার প্রণালী ছিল বাবুদের বেতন এবং অন্যান্য সুবিধা স্থির করত। একজন কঠিন পরিশ্রমী লোক দিনে ১০ পয়েন্ট তুলতে পারে। যুবতী লিং ৯ পয়েন্ট অর্জন করতে পারত।

লিং সাহায্য করছিল একটা সাধারণ মেশিনের নক্সা বানাতে- সয়াবিন থেকে দই বানাতে যখন ষাঁড় দিয়ে ঘুরানো হতো যন্ত্রটি দুইটা বড় পাথরের মধ্যে সয়াবিন পিষত। সু-টান ভালবাসত, কিন্তু ষাঁড় দিবার তার ক্ষমতা ছিল না। তার পরবর্তীতে সে লিং এবং তার বড় বোনকে সেই কাজ করতে বলত এবং পরবর্তী চার বৎসর, ষাঁড়ের কাজ তাদের প্রাত্যহিক কাজ হয়েছিল।

১৫ বৎসর বয়সের মধ্যে সবরকম শক্ত কাজের জন্য লিং শক্তিশালী এবং স্বাস্থ্যবতী হয়ে উঠেছিল এবং সেইদিনের স্বপ্ন দেখত যখন সে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে। প্রতিদিন তার সৎ বাবার প্রতি তার ঘৃণা বেড়েছিল যখন সে (পিতা) "টফু" (সয়াবিনের দই) থেকে লাভ করছিল, লিং এবং তার বোনের কাজ থেকে যাচ্ছিল। তবে সে (বাবা) একটি ষাঁড় কিনতে অস্বীকার করেছিল। কেন সে করবে? তার সৎ মেয়েরা আছে সেই পরিশ্রমী ও ক্লান্তিকর কাজ করার জন্য।

তার মা সু-টানকে বিয়ের কয়েক সপ্তাহ নির্ম্মমভাবে কেঁদেছিল, এখন কম করে কেঁদেছিল। রুটাইল গ্রামে অল্প কয়েকজন গোপন বিশ্বাসী ছিল এবং কেবল মাত্র একটি বাইবেল ছিল, লিং-এর মা পড়তে জানত না কারণ সে নিরক্ষর ছিল। তার ঠোঁটে শুধু মাত্র একটা প্রার্থনা ছিল। লিং অনেক গভীর রাতে মাঝে মাঝে শুনত। "ঈশ্বর অনুগ্রহ করে আমার ছেলে-মেয়েদের রক্ষা কর- বিশেষ করে লিং এবং তার বোনকে, তাদের শক্ত কাজ করার জন্য জোর করা হচ্ছে। অনুগ্রহ করে তাদের দিকে দৃষ্টি দাও। এই সব কিছু যা আমি চাই।"

লিং চিন্তা করত কেন তার মা ঈশ্বরের সাথে কথা বলা দাসের পরিশ্রমের বিষয় যা সে এবং তার বোন সহ্য করছে, তখন তার কথা বলা উচিৎ যখন তার দাসদের প্রভুর সাথে সে কথা বলছে। স্পষ্টতঃই ঈশ্বর এই বিষয়ে সাহায্য করছিলেন না। লিং তিক্তভাবে প্রত্যেক বার ভাবত, তার সৎ বাবা যখন তাদের উপর আরও বেশী কাজের জন্য চাপ দিত। সম্ভবতঃ তার (বাবার) প্রতি লিং এর শত্রুতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এটি সন্দেহ করে, একদিন সে (বাবা) প্রস্তাব দিয়েছিল যেন সে (লিং) নিজে একজন স্বামী দেখে। এমনকি সে তার জন্য একজনকে খুঁজে দিবার প্রস্তাব দিয়েছিল। "এটা সকলের জন্য ভাল হবে" সে তাকে বলেছিল।

লিং জানতো সে (বাবা) তার (লিং) থেকে মুক্তি চায়। এর মানে একটা কম মুখকে খাওয়াতে হবে।

একজন অদৃশ্য ঈশ্বর

লিং তার নিজের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা এবং পরিবারের জন্য তার বাধ্যতার মাঝে ধরা পড়েছিল। যদি সে বিয়ে করতে অস্বীকার করে তবে সে সমস্ত পরিবারে অসম্মানের কারণ হবে এবং মায়ের লজ্জার কারণ হবে, একটা ব্যথা যা সহ্য করতে অসুবিধা হবে। যদি সে বিয়ে করে, সে ভয় করেছিল তার স্বামী সু-টানের মত হবে। কেবল মাত্র তার জন্য একটাই পছন্দ আছে সে নিজেকে মেরে ফেলবে। মৃত্যুই একমাত্র পথ মনে হয়েছিল যাতে সে দাসত্ব থেকে ছাড়া পেতে পারে যখন তার মনের উপর চাপ আস্তে আস্তে তার হৃদয়ের ব্যথায় পরিণত হচ্ছিল।

লিং এর মা জানত যে তার মেয়ে একটা গভীর হতাশার মধ্যে পড়েছে এবং সে লিং এর ভাল মন্দের জন্য উদ্বিগ্ন (ভয়) হয়েছিল। সে তার মেয়েকে বলেছিল তার প্রাণ প্রাচুর্য্যকে ঠেলে তুলে, "লিং তুমি স্বাভাবিকভাবে জন্মগত নেতা।" "নিশ্চয় ঈশ্বর তোমার জন্য বিশেষ পরিকল্পনা করেছেন।"

লিং তার মায়ের অদৃশ্য ঈশ্বরের কথা শুনতে অস্বীকার করেছে। এর সবটাই তার কাছে নিষ্ফল (বৃথা) মনে হয়েছিল।

মায়ের বৃথা কৃসংস্কার এবং সৎ বাবার কঠোর (নিষ্ঠুর) কাজের চাপ লিং-এর নিরাশার অনুভূতিতে ইন্ধন যুগিয়েছিল। তার মেয়ের মানসিক অবস্থা কতদূর পড়ে গিয়েছে এটা জেনে, লিং এর মা মেয়েকে চোখের আড়াল করতে সাহস করেনি, উদ্বিগ্ন হয়েছিল সে (লিং) হয়ত আত্মহত্যা করবে। শেষে সে একদিন সফল হয়েছিল তার হতাশাগ্রস্ত মেয়েকে একটি ছোট গৃহ-চার্চ সভায় আনতে, যেটা সেই গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। লিং রাজী হয়েছিল সয়াবিন পিষে "টফু" বানরের চেয়ে এটি ভাল ছিল এবং সে সত্যিকারে জড়ো করা মানুষের থেকে আনন্দ পেয়েছিল। কেবল মাত্র চার জন লোক সেখানে ছিল, লিং, তার মা এবং অন্য দুইজন।

যখন লিং সেখানে বসেছিল- অন্য তিনজনের গান গাওয়া শুনছিল, সে তার মায়ের বিশ্বাসের কথা মনে করেছিল। *সে কিভাবে, অন্ধভাবে ঈশ্বরকে বিশ্বাস করতে পারে যাকে সে দেখেনি।* লিং আশ্চর্য্য হয়েছিল। তার সংশয়তা সত্ত্বেও, লিং তার মায়ের মুখমন্ডলের

উচ্ছসিত আনন্দকে অবহেলা করতে পারেনি। সে তাকিয়ে ছিল, যেন সে (মা) অদৃশ্য স্বর্গ দূতের কাছে গান করছে।

কিছু হওয়া, যা ঈশ্বর ব্যবহার করতে পারেন

কয়েকদিন পর লিং শুনেছিল তার মা আবার তার জন্য প্রার্থনা করছে, কিন্তু এই বার নিশ্চিত ভাবে লিং-এর মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। তার মা নম্রভাবে প্রার্থনা করেছিল, "হে ঈশ্বর, আমার ছেলে-মেয়েদের বাঁচাও (পরিত্রাণ দেও), বিশেষভাবে লিং-কে। তুমি জান কত দৃঢ় চেতা ও দুষ্ট সে হতে পারে। তার একগুঁয়েমি (স্বেচ্ছাচারিতা) থেকে তাকে ফিরাও যা তুমি ব্যবহার করতে পার।" তার মায়ের প্রার্থনার এই অংশ পরিচিত ছিল এবং এটি আবার শুনে লিং না হেসে থাকতে পারেনি। তার মায়ের প্রার্থনার পরবর্তী অংশ তাকে নিরাপত্তাহীন করেছিল, আমি আব্রাহামের গল্প শুনেছি, যে তোমার কাছে তার ছেলেকে বলিরূপে উৎসর্গ করেছিল, তার মা বলে চলেছিল। "এখন আমিও, আমার একজন ছেলে/মেয়েকে তোমার কাছে উৎসর্গ করতে চাই। আমি লিং কে উৎসর্গ করতে চাই।"

লিং থর থর করে কেঁপে উঠেছিল। *আমাকে উৎসর্গ করবে? আমার মা কি পাগল হয়েছে?*

কয়েকদিন ধরে তার মায়ের প্রার্থনা তার মনে ছিল। বিভ্রান্তিকর হয়ে তাকে কষ্ট (পীড়া) দিত। শেষে একদিন সকাল বেলায় আবার তার মায়ের প্রার্থনা শুনে সে সবেগে কামরার মধ্যে ঢুকে তার মুখোমুখি হয়ে, "মা তুমি আবার আমাকে তোমার ঈশ্বরের কাছে বলি দিতে চাচ্ছ? তুমি কি চাও তিনি (ঈশ্বর) আমাকে মেরে ফেলেন কঠিন কাজের দ্বারা অথবা আমাকে বিদ্যুৎ দিয়ে আঘাত করেন? এবং কোথায় এই প্রভু যীশু আছেন যার সঙ্গে তুমি কথা বলে চলেছ? তাকে আমার সামনে দাঁড় করাও যেন আমি তাকে স্পর্শ করতে পারি, তাহলে আমি বিশ্বাস করব এবং কি ধরনের মানুষ স্বর্গে যাবে? তোমার মত আশাহীন বৃদ্ধ স্ত্রীলোক? কিভাবে তুমি সেখানে যাবে? তুমি কি মনে কর, তুমি একটা গাছে বা একটা মইয়ে (সিঁড়ি) উঠতে পার এবং স্বর্গে যাবে? লিং দেখতে পাচ্ছিল তার মায়ের মুখমন্ডল বেদনায় চেপে বসেছিল। সে (লিং) তাকে (মাকে) আঘাত দিতে ঘৃণা করেছিল, কিন্তু সে (মা) যথেষ্ট আঘাত পেয়েছে।

লিং শুনেছিল তার মায়ের মুখ থেকে কঠোর আদেশের স্বর এবং বুঝেছিল সেই একই স্বর যা সে তার বোনদের প্রতি ব্যবহার করত। সে নিজেকে তার ভাই-বোনদের মধ্যে একজন স্ব-নিয়োজিত নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল, তার সাহসী বোধ যোগ্য কৌশল

দ্বারা। বোনেরা সাধারণতঃ লিং-এর দাবীকে দোষারোপ করত এবং তারা জানত, সে তাদের জন্য সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে যদি তারা না করে। এখন লিং নিজেই শুনেছিল, তার মা তাকে সেই উদাসীন ভাষায় বকছে এবং সে আক্ষেপ করেছিল সেই আঘাতের জন্য যা সে তৈরী করেছে। কিন্তু সে নিজেকে থামাতে পারেনি। তার সব কিছুই সে নিতে পারে, তার মায়ের হাস্যাস্পদ প্রার্থনায় তার অস্থিত্বহীন ঈশ্বরের কাছে।

সময় চলে যাচ্ছিল এবং লিং আরো কঠোর পরিশ্রম করছিল। সে সমভাবে তার সৎ বাবার প্রস্তাব যে,"সে যেন বিয়ে করে" তা এড়িয়ে গিয়েছিল এবং সে পরিশেষে পরিত্যাগ করেছিল এবং ফিরে গিয়েছিল, সেটা আমল না দিয়ে (অবহেলা করে)। লিং অনুভব করেছিল, তার সৎ বাবার কিছু পরিবর্তন তার মায়ের প্রভাবে। যখন সে মুক্ত (আশ্বস্ত) হয়েছিল, সে আবার দোষী মনে করেছিল, কিভাবে সে মায়ের মুখোমুখি হয়েছিল এত কর্কশ ভাবে। তার বহিঃপ্রকাশের আশা পূরণ করার আশায়, সে সাপ্তাহিক চার্চের সভায় মায়ের সঙ্গে যেত।

বসন্ত কাল আসা পর্যন্ত লিং আত্মহত্যা করার চিন্তা সড়িয়ে রেখেছিল।

একদিন সে টফুর পেষণ যন্ত্রে পরিশ্রম করছিল, যখন তার মা দৌঁড়ে তার কাছে এসেছিল-চিৎকার করে "লিং তিনি এখানে।"

লিং জিজ্ঞাসা করেছিল, "এখানে কে?"

"ধর্ম্ম প্রচারক, যার সম্বন্ধে আমরা এত শুনেছি," তার মা উত্তর দিয়েছিল। আমার কথা কি তুমি মনে করতে পার? তিনি আজ রাতে এখানে প্রচার করবেন এবং আমি অন্যদের বলেছি আমরা সেখানে থাকব। যাও পরিস্কার হও, তাড়াতাড়ি।

লিং বাধা দেবার চিন্তা করার পূর্বে, তার মা তাড়াতাড়ি চলে গিয়েছিল।

কি আশ্চর্য্য, লিং মনে করেছিল, ঈশ্বরের উপর স্বনিয়োজিত কর্তৃত্ব।

তার মাকে আংশিক খুশি করার জন্য সে সন্ধ্যার সভায় গিয়েছিল। বৃদ্ধ প্রচারক বাগ্মীতা ও উদ্যমহীনভাবে কথা বলেছিল, বেশী প্রচার না করে, সাধারণভাবে আদম ও হবার সম্বন্ধে তাদের বলেছিল, কিভাবে জগতে পাপ এসেছিল ব্যাখ্যা করেছিল এবং তাদের নিশ্চিত করেছিল যে ঈশ্বর তাদের এত ভালবাসেন যে তার নিজ পুত্রকে ক্রুশের উপর মরতে পাঠিয়েছিলেন, যাতে তার পাপ ক্ষমা পেতে পারে। লিং অনুভব করেছিল তার অন্তঃকরণ (হৃদয়) নরম হচ্ছে, যখন তার কথা গভীরভাবে তার হৃদয়ে প্রবেশ করেছিল। সে কখনও এত এরকম ভালবাসা এবং উৎসর্গের কথা আগে জানত না। সে আগে গল্পটা শুনেছিল, কিন্তু এখন ছাড়া এত অনুভূতি কখনও হয়নি।

সেই সন্ধ্যার পরের দিকে, তার হৃদয়ের কম্পন ধাপে ধাপে বৃদ্ধি পেয়েছিল, যখন সে একটা ক্রুশের ছবির দিকে একদৃষ্টে চেয়েছিল, সেটা তার আন্টির ঘরের দেয়ালে ঝুলছিল। সে ক্রুশের দিকে অগ্রসর হয়েছিল, সেটা স্পর্শ করতে তার হাত প্রসারিত করেছিল, প্রচারকের গল্প মনে করে যা তিনি জীবন্তভাবে প্রচার করেছিলেন। *যদি যীশু আমার জন্য মরে ছিলেন, আমি তার জন্য কি করেছি?* সে নিজেকে জিজ্ঞাসা করেছিল, তখন তার হৃদয় অনুশোচনার বন্যায় ভরে গিয়েছিল। লিং মেঝেতে পড়েছিল এবং অদৃশ্য ঈশ্বরের কাছে কেঁদেছিল, যাকে সে দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করেছিল। শীঘ্রই সে তার কাঁধে মায়ের হাতের স্পর্শ অনুভব করেছিল।

"ওহ্ মা? আমি এত দুঃখিত।" লিং ফুঁপিয়ে উঠেছিল। "আমি এত দুঃখিত- সেইসব খারাপ কথার জন্য যা আমি তোমার ঈশ্বরকে বলেছিলাম এবং যেভাবে আমি তোমাকে ঠাট্টা করেছিলাম এবং তুমি যে সব কথা বলেছিলে আমি বিশ্বাস করিনি। আমি এত খারাপ লোক। ঈশ্বর কি আমাকে কখনও ক্ষমা করবেন?"

লিং এর মায়ের চোখ আনন্দের অশ্রুতে চক্‌চক্ করছিল তখন সে তার মেয়েকে জড়িয়ে ধরেছিল- এবং প্রভুতে তার নতুন বোন। সে বলেছিল, "আমার প্রিয় লিং, তোমার ক্ষমা হয়েছে।" সে বলেছিল, "ঈশ্বরের অনুগ্রহ আজ রাতে তোমাকে এখানে টেনে এনেছে এবং চিরদিনের জন্য তুমি তার সন্তান হবে। আমাকে এর থেকে আর কোন কিছু বেশী আনন্দ দিতে পারে না। আমি বিশ্বাস করি তাঁর (ঈশ্বর) একটা বিশেষ পরিকল্পনা আছে তোমার জন্য, আমি বিশ্বাস করি সেটা দীর্ঘ সময়ের জন্য।"

তার বাবা মরে যাবার পর লিং আর কখনও এত কাঁদেনি।

নেকড়ের মধ্যে মেষগুলি

পরবর্তী বৎসরের জন্য, সে ক্রমাগত তার মায়ের সঙ্গে সাপ্তাহিক বাইবেল সভায় যাচ্ছিল, আর দর্শক হিসাবে না, কিন্তু তাদের বেড়ে উঠা সহভাগীতার সভ্যা হিসাবে। তার হতাশা অন্তরের আনন্দের দ্বারা স্থানাভিষিক্ত হয়েছিল, এবং সে বিশ্বাস করেছিল তার অসুবিধা (ঝঞ্জাট) তার পিছনে আছে। তারপর সে একটা স্বপ্ন দেখেছিল। *ক্ষেতের মধ্য দিয়ে সরু রাস্তা সোজা গিয়েছে। বাম দিকে গম হালকা পাতলা সবুজ বাতাসে নড়ছে। কিন্তু ডানদিকে গম পাকা এবং কতগুলি ঝাড় (শীষ) পড়ে গিয়েছে বড় তামাটে দানার ভারে। লিং এক পাশ থেকে অন্য পাশে দেখেছিল, তখন গম দূরে অদৃশ্য হয়েছিল। সে আশ্চর্য্য হয়েছিল আবহাওয়া ও মাটি কত অদ্ভুদ (অস্বাভাবিক) এরূপ শস্য জন্মাতে।*

পরবর্তী সকালে লিং এই অদ্ভুদ স্বপ্ন তার মায়ের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত করেছিল। লিং এর বিষয় তার মা একই ধরনের স্বপ্নের বর্ণনা দিয়েছিল। সে (মা) দেখেছিল, ভারী পাকা গমের শীষ, কিন্তু সে আরও দেখেছিল একটা ছোট বীজের কান্ড ক্ষেতের মধ্যে বাড়ছে এবং একটি স্বর তাকে শিক্ষা দিচ্ছে, এই কচি কান্ডে জল দাও, নইলে এটি শুকিয়ে যাবে।"

তারা কেউ স্বপ্নের মানে জানতো না, কিন্তু জানত যে কোন কারণ আছে দুজনে একই ধরনের দর্শন (স্বপ্ন) দেখার পিছনে। পরবর্তী সপ্তাহের প্রার্থনা সভায় সন্ধ্যা বেলার নিরূপিত পাঠ লূক লিখিত সুসমাচার ১০ অধ্যায় থেকে উত্তর এসেছিল। "শস্য প্রচুর বটে কিন্তু কার্যকারী লোক অল্প, অতএব শস্য ক্ষেত্রের স্বামীর নিকটে প্রার্থনা কর, যেন তিনি নিজ শস্য ক্ষেত্রে কার্যকারী লোক পাঠাইয়া দেন। তোমরা যাও, দেখ, কেন্দুয়াদের মধ্যে যেমন মেষ শাবক, তেমনি তোমাদের প্রেরণ করিতেছি।" (লূক ১০ঃ ২-৩ পদ)।

চিন্তা করে যে তাদের স্বপ্নের এই মানে (অর্থ) হয়, লিং ভয় পেয়েছিল এবং উত্তেজিত হয়েছিল, ঈশ্বর তার জন্য কি সঞ্চয় করেছেন? সে উৎসুক হয়েছিল, এই অংশের দ্বিতীয় অর্দ্ধাংশে কিসের বিষয় বলা হয়েছে। "কিন্তু আমি কিভাবে একজন প্রচারক হব?" সে তার মাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, যখন তারা অংশটি আলোচনা করেছিল। "আমি খুবই ছোট, এবং পরবর্তীতে কি হব আমি কিছুই জানিনা। এমনটি আমার নিজের একটি বাইবেলও নাই।"

তার মা লিং এর দিকে কেবলমাত্র চেয়েছিল এবং হেসেছিল। সে প্রকৃতভাবে স্বপ্নের মানে জেনেছিল, তার মেয়ে চীনের হারানো আত্মাদের (মানুষ) কাছে সুসমাচার আনবে (প্রচার করবে) এটা সে নিশ্চিতভাবে জেনেছিল।

তার ১৭তম জন্মদিনের অল্প পরে, খুব অল্প টাকা অথবা অল্প খাবার, কোন বাইবেল ছাড়া এবং কোন গন্তব্য স্থান ছাড়া, লিং একটি যাত্রা করেছিল চীনে সুসমাচার প্রচার করতে। সে চেয়েছিল অপেক্ষা করতে, যে পর্যন্ত না সে আরও পড়াশুনা করবে, কিন্তু তার মা জরুরী তাগিদ ছিল। "তোমার বেশী জানার প্রয়োজন নাই। কেবল মাত্র যীশুর গল্পে অংশ গ্রহণ কর (বল)। তুমি কি জান তা লোকদের বল। এটা যদি ঈশ্বরের হয়, তিনি তোমার প্রচারকে আশীর্বাদ করবেন।" মায়ের উৎসাহে লিং যাত্রা করেছিল।

লিং সাধারণভাবে গ্রাম থেকে গ্রামে হেঁটেছিল, তার বিশ্বাসের অংশী হয়ে। যখনই সে একটা গ্রামে এসেছিল, যেখানে বাইবেল ছিল, তার পরবর্তী প্রচারের জন্য সে বাইবেলের পদ মুখস্থ করার জন্য পাঠ করত। সে গানও শিখত। সে কখনও বুঝেনি কত সুন্দরভাবে সে গান করতে পারত, যে পর্যন্ত না নিজে দেখেছিল, লোকেরা তার কণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট

হয়েছিল, তারপর তারা অপেক্ষা করেছিল ছোট প্রচারক কি বলে তা শুনবার জন্য। এটা কেবল মাত্র সত্য যে সে একজন একাকী যুবতী মেয়ে ছিল, যে একাকী চীন দেশে ভ্রমণ করছিল, বেশীর ভাগ লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল।

ঈশ্বর লিং এর প্রচারকে আশীর্বাদ করেছিলেন। যতই সে ভ্রমণ করছিল এবং প্রচার করছিল, আরও বড় মণ্ডলী হচ্ছিল, সে খুব আশ্চর্য হয়েছিল এটা দেখে প্রথম গ্রামে সাত জনের দল, পরবর্তীতে সত্তর জনের বড়দল পেয়েছিল। বাইবেল ঠিক বলেছে, জমির ফসল পেকেছে, লোকেরা সুসমাচার শুনতে এত ক্ষুধার্ত এবং ঈশ্বর তাকে ডেকেছেন তার একজন সংবাদ দাতা হতে। এটি অভিভূত হবার মত চিন্তা এবং লিং ক্রমাগত প্রার্থনা করছিল যেন সে এই আহ্বানের উপযোগী হতে পারে। সবচেয়ে বেশী সে একজন উদাহরণ স্বরূপ হতে চেয়েছিল। সে প্রচার করতে চেয়েছিল যা সে জেনেছিল, ও অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল।

সে একটা বাইবেলের জন্য আকাঙ্খা করেছিল এবং ঈশ্বরের কাছে সে চাইত একটা বাইবেল দিবার জন্য। সে তাঁকে (ঈশ্বরকে) জিজ্ঞাসা করত, "ঈশ্বরের বাক্যের প্রচারকের বাইবেল থাকবে না এটা কি করে হতে পারে?"

যুবক লোকেরা লিং এর ঐশ্বরিক শক্তি (সৌন্দর্য), ব্যক্তিত্ব ও ঈশ্বরের অনুগ্রহ দেখে আকৃষ্ট হয়েছিল। কেউ কেউ তার সঙ্গী হতে চেয়েছিল এবং যুবতী প্রচারক আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করেছিল।

যখন লোকের ভীড় বেড়েছিল এবং তার সুসমাচারের জন্য তার তীব্র উদ্দীপনা বেড়েছিল, লিং অনুভব করেছিল- বাইবেল ছাড়া সে বেশী দিন চলতে পারবে না। সে একটি গ্রামে ভ্রমণ করছিল সেখানে মথি লিখিত সুসমাচারের একটি মাত্র অংশ ছিল এবং তারা ২৫ অধ্যায় দশ কুমারীর দৃষ্টান্ত পড়েছিল। পাঁচজন কুমারী দূরদর্শী ছিল এবং তাদের বাতির জন্য বেশী করে তেল নিয়েছিল এবং অন্য পাঁচ জন বুদ্ধিহীন ছিল এবং তাদের বাতি জ্বালিয়ে রাখার জন্য বেশী তেল নেয়নি। আক্ষরিকভাবে এই অংশটি নিয়ে সেই গ্রামের চার্চের সভ্য-সভ্যারা সব সময়ের জন্য বেশী তেল বহন করেছিল- এটা নিশ্চিত হতে, তাদের তেল থাকবেনা যখন প্রভু আসবেন (মথি ২৫ঃ ১-১৩ পদ)।

লিং আকাঙ্খা করেছিল তার একটা সম্পূর্ণ বাইবেল হবে, যেন সে এটা পাঠ করতে পারে এবং অন্য বিশ্বাসীদের এটা বুঝার জন্য সাহায্য করতে পারে। সুতরাং, যখন সে লোক মুখে শুনেছিল, কেবলমাত্র চার মাইল দূরে একজন স্ত্রীলোকের কাছে বাইবেল আছে, সে সেখানে খুব দ্রুত গিয়েছিল, সে জেনেছিল স্ত্রীলোকটির কয়েকটি বাইবেল যা সমুদ্র তীরে

ভাসা পেয়েছে, যখন একটা খ্রীষ্টিয়ান মিশন দল, রাতে সেগুলি চীন দেশে পাচার করা চেষ্টা করছিল। তখন সেগুলি (বাইবেল) নৌকা থেকে জোর করে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। কয়েকজন বিশ্বাসী সমুদ্র তটরেখা থেকে বাইবেল গুলি উদ্ধার করেছিল এবং সেই স্ত্রীলোকটি সাবধানে রোদে একটি একটি করে পাতা শুকিয়ে ছিল।

যখন লিং তার কাছে একটা বাইবেল চেয়েছিল এটা ব্যাখ্যা করে যে, ঈশ্বর কিভাবে তাকে সুসমাচার প্রচারে আহ্বান করেছেন, স্ত্রীলোকটি সাবধান হয়েছিল, না, না-না। সে উত্তর দিয়েছিল, "এই বাইবেল গুলি খুবই মূল্যবান। তুমি কি জান এই বাইবেল পাওয়া কত শক্ত? এবং আমি কিভাবে জানব, তুমি একজন বিশ্বাসী কিনা?"

লিং তার আবেদন রেখেছিল কিন্তু সে সফল হয়নি। স্ত্রীলোকটি একটা বাইবেলও দিতে রাজী হয়নি। বেচারা লিংকে এত হাতাশাগ্রস্ত দেখাচ্ছিল, যে স্ত্রীলোকটি বলল, যদি সে প্রভুর প্রার্থনা কোনরূপ ভুল ছাড়া আবৃতি করতে পারে, তাহলে সে আবার বিবেচনা করতে পারে।

লিং চলে গিয়েছিল, উৎসাহিত হয়ে যে, তার এখনও আশা আছে, সে একটা গ্রামে গিয়েছিল, যেখানে সে জানত একজন বিশ্বাসীর কাছে একটি বাইবেল আছে। বিশ্বাসী ভাইটি পরম শ্রদ্ধাভরে বাইবেলটি সযত্নে লালন করছিল এবং লিং যখন এটি দেখেছিল, সে বুঝেছিল, কেন বৃদ্ধ লোকটির বাইবেল সম্পূর্ণ হাতের লেখা। প্রকৃত পক্ষে ভাইয়ের হাত স্থায়ীভাবে বেঁকে গিয়েছিল, হাজার হাজার ঘন্টা সে ব্যয় করেছিল সাবধানে প্রতিলিপি করতে, প্রত্যেক পদের চরিত্রের পর চরিত্র।

একটি স্বপ্ন রোপিত, একটি মিশন আরম্ভ

যখন লিং অনুরোধ করেছিল, বৃদ্ধ লোকটি সাবধানে তার বাইবেলটি দিয়েছিল এবং প্রভুর প্রার্থনার অনুলিপি করার অনুমতি দিয়েছিল যাতে সে (লিং) সেটা মুখস্থ করতে পারে। লিং ভয়াপ্লুত হয়েছিল নিখুঁতভাবে লিখার ধরণ দেখে এবং আশ্চর্য হয়েছিল কত বৎসর সে লোকটি ব্যয় করেছিল হাজার হাজার পদ কপি করতে। সে আরও এরকম বাইবেল দেখবে যখন সে তার যাত্রা অব্যাহত রাখবে। ভালবাসার এরূপ কঠোর পরিশ্রমের কাজ তাকে একটা নতুন উপলব্ধি দিয়েছিল, ঈশ্বরের বাক্যের গুরুত্বের বিষয়ে এবং যত অংশ সম্ভব হয় সে মুখস্থ করতে অঙ্গীকার করেছিল। সে আরও প্রতিজ্ঞা করেছিল সমস্ত চীন দেশে বাইবেল বিতরণ করতে- অন্য বিশ্বাসীদের ..... যদি ঈশ্বর সেই স্বপ্ন সফল করে।

সেই শ্রীলোকটির ঘরে ফিরে যাবার সময় লিং চিন্তা করছিল সে শুদ্ধভাবে প্রভুর প্রার্থনা মুখস্থ করছিল কি? কি হবে যদি লোকটা (যে বাইবেল কপি করেছিল) কপি করতে ভুল করে থাকে? যদি সে (লিং) ভুল করে থাকে?

কিন্তু তার উদ্বিগ্ন হবার কোন কারণ ছিল না। সে পরীক্ষায় পাস করেছিল এবং সঠিক ভাবে প্রভুর প্রার্থনা আবৃতি করেছিল। যদিও শ্রীলোকটি লিংকে জোরে প্রার্থনা করিয়েছিল, যাতে সে নিশ্চিত হয় যে লিং আন্তরিক ছিল। তারপর সে লিং-এর প্রচার (মিনিষ্ট্রি) সম্বন্ধে, প্রশ্নের পর প্রশ্ন করেছিল এবং কিভাবে খ্রীষ্টকে গ্রহণ করেছে। শেষে জেরা করা শেষ করেছিল এবং শ্রীলোকটি লিং এর সাথে হাঁটু গেড়েছিল, বাইবেলটি আঁকড়ে ধরেছিল, এবং তাকে (লিংকে) দান করেছিল। এত সতর্ক হবার জন্য সে ক্ষমা চেয়েছিল, তারপর সে ব্যাখ্যা দিয়েছিল, "আমাদের ভাইরা সমুদ্র তীর থেকে বাইবেল গুলি সংগ্রহের পর, তার চীন দেশে সে গুলি বিতরণ করতে আরম্ভ করেছিল। এটা খুবই বিপদজনক ছিল এবং কেউ কেউ জীবন দিয়েছিল। তাদের আত্মোৎসর্গের কথা মনে করে আমি এই সমস্ত বইগুলি আরো মূল্য দিই।"

লিং বাইবেল নিয়ে চলে গিয়েছিল। এর কিছু অংশ ভিজা ছিল কারণ শ্রীলোকটি তখনও সমস্ত পাতাগুলি শুকাতে পারেনি। লিং লূক ১৩ অধ্যায় খুলেছিল, খুব সাবধানে ভিজা পাতাগুলি তুলেছিল (উল্টিয়েছিল) এবং জানা বাক্যগুলি পড়েছিল, তার চোখে জল এসেছিল। "শস্য প্রচুর বটে, কিন্তু কার্যকারী লোক অল্প, অতএব শস্য ক্ষেত্রের স্বামীর নিকটে প্রার্থনা কর, যেন তিনি শস্য ক্ষেত্রে কার্যকারী লোক পাঠাইয়া দেন। তোমরা যাও, দেখ, কেন্দুয়াদের মধ্যে যেমন মেষশাবক, তদ্রূপ তোমাদিগকে প্রেরণ করিতেছি।"

লিং সম্পূর্ণভাবে বুঝেছে, যীশুর নির্দেশের প্রথম অংশ। সে একাকী বের হয়েছিল, প্রভুর কার্যকারী হিসাবে এবং শস্য ছেদন বাস্তবিক বড় ছিল। চিন্তা করছিল এই অংশের দ্বিতীয় ভাগ কিভাবে পূর্ণ হবে, সে শক্তির জন্য প্রার্থনা করেছিল।

চেয়েছিল (চাওয়া হচ্ছে)

পোষ্টারটি অশুভ দেখাচ্ছিল, "রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধের জন্য চাওয়া হচ্ছে" শিরোনাম ঘোষণা করছে। যে কেউ নীচের তালিকার লোকদের দেখবে সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছে জানাবে। একটা পুরস্কার দেওয়া হবে।

লিং কথাগুলি পড়েছিল এবং ভয়ে থর থর করে কেঁপেছিল, তখন তার চোখ তালিকাটি তন্ন তন্ন করে দেখছিল, তার ঠোঁট নড়ছিল, যখন সে নামগুলি পড়ছিল, যাদের চিনে। অনেকে তার বন্ধু এবং সহকর্ম্মী ছিল এবং তারপর সেই লিস্টে তার নামও ছিল।

সে আশ্চর্য্য হয়নি, কিন্তু তবু, আবিষ্কারটি ঐকান্তিক ছিল। কিছু দিনের জন্য সব কিছু ঠিক ঠাক চলছিল। লিং যথেষ্ট ফলপ্রসূ হয়েছিল তার ভ্রমণশীল প্রচারে (মিনিষ্ট্রি)। কিভাবে সেই বৃদ্ধ প্রচারক তার গ্রামে এসে তার জীবনকে পরিবর্তীত করেছিল এবং সাধারন ভাবে আদম ও হবার পাপ এবং খ্রীষ্ট যীশুর বড় আত্মোৎসর্গের কথা বলে, তা মনে করে। লিং তার উদাহরণ অনুসরণ করেছিল, সে শিখেছিল সবচেয়ে শক্তিশালী উপায়ে মানুষকে জয় করতে, জোরে মনোনীত বাইবেলের অংশ পাঠ করে। অনেক চীনা লোক জানত বাইবেল কত দুস্প্রাপ্য এবং তারা ব্যগ্র-ভাবে গল্প শুনত এবং খুব তাড়াতাড়ি হৃদয়ঙ্গম করত।

আশ্চর্য্যজনক তার নিজের আত্মীয়দের কাছ থেকে বিপদ (অসুবিধা) আরম্ভ হয়েছিল। যখন লিং গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করছিল, তার প্রচারের খবর খুব তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়ছিল এবং তার আত্মীয় স্বজনেরা অভিযুক্ত করছিল যে, লিং পরিবারের উপর একটি বড় অস্বস্তির কারণ হয়েছিল। তাদের নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করেছিল, "তার বয়স হয়েছে, তার বিয়ে করা উচিৎ, একটা পাগলের মত গ্রামে গ্রামে চলাফেরা উচিত নয়।"

লিং বাড়ি যেতে বিবেচনা করেছিল, কিন্তু একটা অন্য কারণে। তার সৎ বাবা রাগে উন্মত্ত হয়েছিল যে তার টফু তৈরী করার মানুষ চলে গিয়েছিল। প্রথম প্রথম সে বিশ্বাস করেছিল, যে যখন ক্ষুধার্ত হবে, সঙ্গে সঙ্গে ফিরে আসবে। কিন্তু যখন মাসের পর মাস অতিবাহিত হয়েছিল, সে বুঝেছিল, লিং চিরদিনের জন্য চলে গিয়েছে। নিশ্চিত যে, সে মাঝে মাঝে ফিরে এসেছিল কিন্তু এক বিকালের বেশী সময়ের জন্য না।

সাহায্য ভাড়া করা প্রত্যাখ্যান করে অথবা একটা ষাঁড় কিনতে, সু-টান লিং-এর মাকে পেষণ যন্ত্রের কাজে লাগিয়েছিল। যখন লিং তার সৎ বাবার হৃদয়হীন কাজের কথা শুনেছিল, সে এসেছিল এবং তার মাকে বলেছিল, "এটি তোমার জন্য খুব বেশী, আমি বাড়িতে থাকব।"

"না। নিশ্চয় না," তার মা সাড়া দিয়েছিল। "তুমি আমার কাছে নিশ্চয় প্রতিজ্ঞা করবে, তুমি ঈশ্বরের আহ্বানে বিশ্বস্ত থাকবে। আমি এটা চালাতে পারি। তুমি সুসমাচার প্রচার করবে, তার তুলনায় এর মূল্য অতি অল্প। তুমি এটি বুঝ? প্রভুর ফসল কাটার কাজ তুমি *অবশ্যই* চালিয়ে যাবে।"

লিংঃ অত্যাচারের (তাড়নার) স্কুলে

লিং তার মা যে রকম বলেছিল, সে তা করেছিল। কিন্তু শীঘ্র তার অন্য সমস্যা হয়েছিল। কোন কোন গ্রামে, স্থানীয় পুলিশ "অনির্দিষ্ট সভা" এবং ধর্মীয় কার্যকলাপ ভেঙ্গে তছনছ করছিল। অনেক বিশ্বাসী ভয় করছিল লিংকে তাদের গ্রামে থাকতে দিতে, এমনকি কোন কোন জায়গায় তাকে একবেলা খেতে দিতে অস্বীকার করেছিল। লিংকে পায়ে হেঁটে দূরে দূরে ভ্রমণ করতে হয়েছিল- আরও দূরের গ্রামে। সে বাসে চরে কেবল মাত্র ৫০ সেন্ট দিয়ে অনেকটা ভ্রমণ করতে পারত, কিন্তু এটি অনেক বেশী যা তার কাছে ছিল।

সৌভাগ্য বশতঃ যখন সাহায্যকারীরা তার ভ্রমণের বিষয় শুনেছিল, তারা তাকে জুতা দান করেছিল যেন সে চলতে পারে। লিং আনন্দের সঙ্গে তা গ্রহণ করেছিল।

পর্বত প্রমাণ চাপ সত্ত্বেও, লিং তার প্রচারের প্রভুত ফলের অভিজ্ঞতা লাভ করছিল। জনতার সংখ্যা অনেক সময় একশ-র ও বেশী হতো, এবং তার কণ্ঠস্বর শক্তিশালী হতো, যখন সে বেড়ে উঠা জনতার ভীড়ে সম্বোধন করত- মুক্ত স্থানের সভায়। অনেক জায়গায় বাসগৃহ চার্চ গড়ে উঠেছিল এবং তারা সরকারেরর নজরে পড়েছিল। প্রথমে খ্রীষ্টিয়ানরা অস্বীকার করেছিল যে তারা গভর্নমেন্টের সাহায্য প্রাপ্ত চার্চ যাকে Three Self Patriotic Movement (TSPM) বলা হতো তা। প্রত্যাখ্যান করেছে যদিও খ্রীষ্টিয়ানগণ TSPM-এ যোগ দিতে ইচ্ছুক ছিল। একশ মাইল ব্যাসার্ধের মধ্যে কোন মন্ডলী ছিল না।

শীঘ্র পুলিশ খ্রীষ্টিয়ানদের অত্যাচার করতে পদক্ষেপ নিয়েছিল। এতে সাড়া দিয়ে বিশ্বাসীরা প্রান্তরে (মাঠে) তাদের সভা সড়িয়েছিল। গান করা ও প্রচার করা আস্তে আস্তে শান্ত হয়েছিল। লিংকে সাবধান হতে হয়েছিল, সে কাজে আবদ্ধ হয়েছে এবং অনেক দিনের জন্য এক জায়গায় আসতে অস্বীকার করেছিল। সেই স্থানে সে অনেক বিদেশী মিশনারীদের কাছে পরিচিত ছিল এবং তারা প্রায় তার সঙ্গে দেখা করতে চাইত। লিং জানত এইসব সাক্ষাৎ, বিপদ এবং পুলিশের অবাঞ্ছিত মনোযোগ এনেছিল, কিন্তু সে ব্যগ্র ছিল বিদেশ থেকে আগত এইসব খ্রীষ্টিয়ান ভাইবোনদের সঙ্গে দেখা করতে এবং তাদের দেখাতে, ঈশ্বর চীন দেশের জন্য কি করেছেন। মিশনারীরা বাইবেল এনেছিল, যা লিং আনন্দের সঙ্গে নতুন বাসগৃহ চার্চ সমূহে বিতরণ করেছিল। সেগুলি (বাইবেল) তখনও দুর্লভ ছিল, যেখানে সে গিয়েছিল এবং সে প্রায় সমস্ত মন্ডলীর জন্য একটি মাত্র বাইবেল দিতে পারত। বাইবেল হাতে লেখা চলছিল।

কর্দমাক্ত হাঁটু, পূর্ণ অন্তঃকরণ

১৯৮৩ সালের শীতকালে মধ্যে, খ্রীষ্টিয়ানদের অত্যাচার এবং গ্রেপ্তার অব্যাহত ছিল। লিং এখন সর্বদা পালিয়ে বেড়াচ্ছিল, এটা জেনে যে সে এবং তার অনেক সহকর্মী গভর্নমেন্টের দেওয়া তালিকার মধ্যে আছে। বাড়ি গিয়ে মাকে দেখার এখন প্রশ্নই উঠে না, পুলিশ নিশ্চয় লক্ষ্য রাখছে। তাওফিল নামে এক গ্রামে ভ্রমণ করার সময় লিং-কে গ্রামবাসীদের মাঠের অনেক ভিতরে পরিচালিত করতে হয়েছিল তাদের সঙ্গে নিরাপদে সুসমাচারে অংশ গ্রহণ করতে। বৃষ্টি আসছিল এবং কোন আচ্ছাদন ছিল না। কিন্তু প্রত্যেকে ছিল প্রচারের দ্বারা বিদ্ধ এবং প্রত্যেকটি কথা গভীরভাবে গ্রহণ করেছিল।

যখন লিং তাদের একটি অনুশোচনার প্রার্থনায় পরিচালিত করেছিল, শ্রোতারা থক্‌থকে কাদায় হাঁটু গেড়েছিল, লিং এর হাঁটু সম্পূর্ণ কাদায় ঢুকে গিয়েছিল- যেমন অন্যদের হয়েছিল। সেইদিন এক শত জনেরও বেশী লোক খ্রীষ্টকে গ্রহণ করেছিল, লিং তাদের সঙ্গে আনন্দ করেছিল, যদিও সে ভয় করেছিল আগামীতে কি ঘটতে যাচ্ছে। কিন্তু সে অত্যাচারের আগুন ও জানত যা পবিত্র আত্মার বাতাসকে আরও শক্তভাবে এবং আরও দূরে প্রবাহিত করবে। সে আবার নিজেকে বিশ্বস্ত রাখতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছিল, সামনে যা কিছু থাকুক না কেন।

বিশ মাইল দূরে ডাটউইন গ্রামে, লিং অন্য কয়েকজন প্রচারকের সাক্ষাৎ পেয়েছিল যারা গ্রামের দিকে ভ্রমণ করছিল সুসমাচার প্রচারে অংশ গ্রহণ করতে- যখন তারা অত্যাচার এড়াতে চেয়েছিল। তাদের একজন আংকেল ফুনী বলে পরিচিত সেও অন্যান্যরা লিং এর দর্শন এবং তীব্র অনুভূতির অংশ গ্রহণ করেছিল, অনেক বৎসর তারা প্রভুর সেবা করে আসছিল। সেই দলে আংকের ফুনী বয়জ্যেষ্ঠ। যে ইতি মধ্যে পাঁচ বৎসর জোর করে একটা লেবার ক্যাম্পে কাটিয়েছিল।

লিং এবং অন্যান্যরা একসঙ্গে মিলিত হয়েছিল- দশ জন প্রচারক, নয় জন পুরুষ এবং লিং- তাদের মধ্যে অঙ্গীকার বদ্ধ হয়েছিল খ্রীষ্টের সাধারণ সুসমাচার প্রচার চালিয়ে যাবে, যে পর্যন্ত না গৃহ চার্চ আরম্ভ হয় স্থানীয় লোকদের নেতৃত্বে। তারা পরস্পরের মধ্যে রাজী হয়েছিল- তাদের যারা এখন একাকী আছে, লিং এর মত থাকবে, যে পর্যন্ত না কার্যাবলী দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বীতা যা প্রচারকরা সম্মুখীন হয়েছিল তা নিপীড়ন (অত্যাচার) ছিল না, কিন্তু যার অভাব অনুভূত হয়েছিল তা বাইবেলের প্রয়োজনীয়তা। তারা রাজী হয়েছিল যে লিং দায়িত্ব নেবে আরও বাইবেল আনার জন্যে কারণ সে ইতিমধ্যে বিদেশী মিশনারীদের সঙ্গে সংযোগ প্রতিষ্ঠিত করেছিল যারা বাইবেল

পাচার করত। যখন সে গ্রামের চার্চ প্রতিষ্ঠা করে নাই, লিং আংকেল ফুনীর সাহায্যে, কোন গুজব অনুসরণ করত যেখানে বাইবেল পাওয়া সম্ভব হতো।

কঠোর পরিশ্রম, বিপদ বাড়িয়ে দিয়ে

প্রচার কাজ ও বাইবেল বিতরণের মধ্য দিয়ে লিং প্রতিদিন প্রায় ত্রিশ মাইলের ও বেশী ভ্রমণ করত- বেশীর ভাগ সাইকেলে। ভ্রমণে বিপদ বাড়ছিল, লিং জানে পুলিশ তার প্রতি লক্ষ্য রাখছে। সে আশা করছিল এটা শুধুমাত্র সময়ের ব্যবধান, পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করবে। প্রস্তুতি হিসাবে গ্রামের চার্চ সমূহে সে অত্যাচার সম্বন্ধে বেশী বেশী অংশ পড়ছিল। সে চেয়েছিল তাদের প্রস্তুত হবার জন্য এবং এটি যদি তার প্রতি ঘটে, সে একজন ভাল উদাহরণ হতে চেয়েছিল।

কাজটি ক্রমাগত আস্তে আস্তে শক্ত (কঠোর) হচ্ছিল। সে প্রায় একদিনেরও বেশী না খেয়ে থাকত এবং কিছু চার্চের মেম্বার তার সমালোচনা করত। তার বয়স মাত্র একুশ বৎসর, একাকী এবং একজন স্ত্রীলোক, তারা বলত, এই রকম কাজ নিবার তার কি উদ্দেশ্য? কিন্তু বিদ্রুপ ছিল সমালোচনাকারীদের কৃষ্টিগত ছেলেবেলার শিক্ষাদীক্ষা, অন্যগুলি শুধুমাত্র হিংসা পরায়ণ। উভয় ক্ষেত্রে লিং এর পক্ষে মন্তব্য গ্রহণ করা শক্ত ছিল।

১৯৮০সাল ব্যপী, যখন লিং এবং তার সহকর্মীরা তাদের ভ্রমণ অব্যাহত রেখেছিল, তারা আরও বেশী বেশী শুনছিল, খ্রীষ্টিয়ানদের হয়রানি করার কথা, গ্রেপ্তার হওয়া এমনকি কর্তৃপক্ষ দ্বারা অত্যাচারিত হওয়ার কথা। চীন দেশের কেন্দ্রীয় সরকার বিশেষভাবে ওয়াকি বহাল ছিল, সমস্ত দেশে গৃহ চার্চগুলির দ্রুত সম্প্রসারণ (বৃদ্ধি) সম্পর্কে, যখন সরকারী TSPM গীর্জা সকল তাদের মেম্বারদের হারাচ্ছিল। লিং এবং অন্যান্য প্রচারকদের কাছে এটি স্পষ্ট ছিল যে বিশ্বাসীগণ খুঁজছিল ঈশ্বরের সতেজ নতুন ঢলে পড়া আত্মা, যার ফলে গৃহ চার্চের আন্দোলন দ্রুত বেড়ে উঠছিল। এতে সাড়া দিয়ে সরকারী নেতারা দেশব্যাপী অভিযান চালিয়েছিল এই সমস্ত চার্চের বৃদ্ধিকে পদদলিত করতে। অত্যাচার চরমে উঠেছিল যখন স্থানীয় পুলিশদের কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছিল খ্রীষ্টিয়ানদের, বিশেষ করে খ্রীষ্টিয়ান নেতাদের মোকাবেলা করতে, তাদের ইচ্ছা মত। প্রায়ই এর মানে হতো, বিচার ছাড়া অত্যাচার এবং জেল দেওয়া। ১৯৯০ সালের প্রথম দিকে লিং-কে হাজার হাজার বিশ্বাসী জানত, জ্ঞানী এবং অনুকম্পা পরায়ণ নেতা হিসাবে। সময় সময় সে কর্তৃপক্ষের দৃঢ়মুষ্টি এড়িয়েছিল- কমপক্ষে এখনের জন্য।

অঙ্গীকার রক্ষা করা

১৯৯৪ সালের এপ্রিল মাসে লিং শারীরিকভাবে নিঃশেষিত হয়েছিল। আংকেল ফুনী তাকে বলেছিল, "তোমার কিছু সময় বিশ্রাম করা প্রয়োজন এবং সম্ভবত এটি ঈশ্বরের সময়, তোমার জন্য বিয়ে করা।"

কিন্তু লিং তার প্রস্তাবে বাঁধা দিয়েছিল। "আপনি জানেন নেতৃত্বের দলে অন্যদের কাছে আমি প্রতিজ্ঞা বদ্ধ। আমি বিশ্রাম নিবনা অথবা বিয়ে করব না, যে পর্যন্ত না চার্চ একটা শক্ত ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত হয় (গড়ে উঠে)। বিশ্বাসীদের জন্য নেতৃত্বের প্রয়োজন, তাদের শক্তিশালী রাখার জন্য যাতে তারা ভয়ঙ্কর অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে যা চলছে। এ ছাড়া বাইবেলের একটি চালান গোয়ানজ হাউ-এ পৌঁছেছে। আমি সেন এবং জানকে আমার সাথে নিচ্ছি কিছু সংগ্রহ করতে। আমরা অল্প দিনের মধ্যে ফিরে আসব।"

বৃদ্ধ ফুন কিছু অস্বস্তি বোধ করছিল, কিন্তু সে তার সঙ্গে তর্কে যেতে চাচ্ছিল না। লিং একগুয়ে হতে পারে, কিন্তু এই কারণে প্রথম থেকে তাকে দলে এনেছিল। সে জানত ঈশ্বর তার জলন্ত অঙ্গীকার ব্যবহার করতে পারেন, কুঁড়িবদ্ধ গৃহ চার্চ বৃদ্ধি পেতে এবং সমৃদ্ধি লাভ করেতে। এ ছাড়া আংকেল ফুন এবং তার স্ত্রী মেয়ের মত তাকে ভালবাসতে আরম্ভ করেছিল।

সে লিং এর সংগ্রাম জেনেছিল। তার (লিং) এই পদের জন্য কিভাবে সে মাঝে মাঝে চার্চ্চ মেম্বারদের হিংসার পাত্র হয়, কিভাবে সে সর্বদা ভুল বুঝাবুঝির পাত্রী হয়, যারা বুঝতে পারে না কেন সে বিয়ে করেনি। সব কিছু প্রতিদ্বন্দ্বীতার কথা চিন্তা করে, যা সে (লিং) মুখোমুখি হচ্ছে, আংকেল ফূন দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলেন, একটি নীরব প্রার্থনায় যখন সে তাকে (লিংকে) চলে যেতে দেখেছিল।

শেষে ধরা পড়েছিল

বিকালের প্রথম ভাগে লিং এবং তার সহকর্মীরা বাইবেলের চালান গ্রহণ করার জন্য তাদের বন্ধুদের, যারা পৌঁছেছিল, তাদের বাড়ী যাবার পথে তারা উষ্ণ সহভাগীতা উপভোগ করেছিল এবং আরামপ্রদ বিশ্রাম- তাদের লম্বা ভ্রমণের পর এবং এটি দেরি হয়েছিল। যখন লিং শুতে যাবার আগে টেলিফোনে কথা বলার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছিল। যখন সে শান্ত রাস্তার এপার্টমেন্টের বাইরে প্রবেশ করছিল, সে শুনেছিল, একজন মানুষ তার নাম ধরে

ডাকছে। সে তাড়াতাড়ি তার দিকে আসছিল, যখন সে আরও নিকটে এসেছিল, রাস্তার আলোর নিচে, সে দেখেছিল, এটি একজন পুলিশ কর্মকর্তা। লিং এর প্রথম সহজাত বুদ্ধি ছিল পালিয়ে যাওয়া, কিন্তু যখন সে ঘুরেছিল তখন আরেক জন কর্মকর্তার মুখোমুখি হয়েছিল।

ভাল লিং মনে করেছিল তারা অবশেষে আমাকে ধরেছে। এক বৎসর আগে চাওয়া পোষ্টারের তালিকায় তার নাম দেখার পর, সে এই মুহূর্তের জন্য আশা করছিল। কিন্তু সে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করছিল, সে ধরা পড়বে না, যে পর্যন্ত না ঈশ্বর তাঁর নির্ধারিত সময়ে এটি অনুমতি দেন, এখন সে সেই চিন্তায় মনের শান্তি নিয়েছিল।

"তুমি নিশ্চয় আমাদের সঙ্গে যাবে", এক জন অফিসার বলেছিল তখন তারা তাদের ব্যজ দেখিয়েছিল। মনে হয় তারা তার জন্যে অপেক্ষা করছিল, যদিও তার একটা ভাল ধারণা ছিল, কি ঘটবে, সে দীর্ঘশ্বাস ছেড়েছিল, এটা মনে করে যে, তারা কেবলমাত্র তাকেই নিতে যাচ্ছে, অন্য বিশ্বাসীদের বিরক্ত না করে অথবা সেই ছোট এপার্টমেন্ট অনুসন্ধান না করে। কিন্তু একটি অপেক্ষামান মোটর গাড়ীতে তাকে পরিচালিত না করে অফিসাররা তাকে পিছনে ফিরিয়ে সেই এপার্টমেন্টে নিয়ে গিয়েছিল।

লিং জিজ্ঞাসা করেছিল, "আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?" "ভিতরে" প্রথম অফিসার উত্তর দিয়েছিল। সে লিং এর মত লম্বা ছিল এবং শান্তভাবে কথা বলেছিল, যাতে সে (লিং) বিচলিত (সাহস শূণ্য) হয়। যখন তারা তাকে নিয়ে বিল্ডিং এ ফিরে এসেছিল, লিং এর মন দ্রুত চিন্তা করেছিল *সেন এবং জান উভয়েই বিবাহিতা নিশ্চয় পুলিশ তাদেরকে জেলে পাঠাবে না। কতগুলি বাইবেল তারা পেতে যাচ্ছে? পালকের ঘরে যাবার জন্য দিক নির্দেশনা ধ্বংস করেছি, সেখানে বাইবেল গ্রহণ করার পর?*

অফিসারদের আগে এপার্টমেন্টে ঢুকে লিং তাড়াতাড়ি সেন এবং জানকে ফিস্‌ফাস্‌ করে বলেছিল, "তাদেরকে বলো, আমি তোমাদের ভাড়া করেছি এবং তোমরা কিছু জান না। আমাকে দায়িত্ব নিতে দাও।"

পুলিশ খুব তাড়াতাড়ি লিং-কে অন্যদের থেকে পৃথক করেছিল, একটা চেয়ার ঠেলে দিয়েছিল এবং একটা সরকারী কাগজ তার সামনে টেবিলে বিছিয়ে দিল। সে দেখেছিল তার নাম লেখা আছে প্রথম অনুচ্ছেদের একটা লাইনের মধ্যে। "এটা দস্তখত (স্বাক্ষর) দাও", মিঃ টল এন্ড মিন ঘেউ ঘেউ করেছিল। তিনি লিং এর হাতে একটা কলম গুঁজে দিয়েছিল এবং লিং তাড়াতাড়ি কাগজটার আদ্যপান্ত দেখেছিল। এটা একটা সমন ছিল যা বলছিল, তারা তার ঘর অনুসন্ধান চালাতে পারবে এবং যে কোন "সাক্ষ্য প্রমাণ" সড়াতে পারবে। সে কাগজটিতে দস্তখত করেছিল এবং হঠাৎ পরিশ্রমে ভেঙ্গে পড়েছিল। সে জেনেছিল, এটি দীর্ঘ রাত ধরে চলবে।

অফিসাররা এপার্টমেন্টকে তন্নতন্ন করে দেখেছিল। সে (লিং) লক্ষ্য করছিল তারা তার কাপড়-চোপড় তন্নতন্ন করে খুঁজছিল এবং তারপর তারা বাইবেলের বাক্সটি পেয়েছিল।

লিংকে ৯১ নং জেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, যেটা চীন দেশের চারটি বিখ্যাত জেলের একটি। যে সমস্ত অফিসাররা তাকে জেরা করছিল তারা তিনটি জিনিস চেয়েছিল, নাম, নাম এবং আরও নাম। কে তোমার ভরণ-পোষণ করেছে? অন্যান্য নেতা কারা? কে তোমাকে এইসব বাইবেল দিয়েছে? দলের কাউকে সনাক্ত করার ফল কি হতে পারে, এটা জেনেই (উপলব্ধি করে) সে উত্তর দিতে অস্বীকার করেছিল।

পরবর্তী দুইমাস বারবার তাকে প্রশ্ন করা হচ্ছিল।

প্রায় প্রশ্ন করার সাথে সাথে লিংকে অন্যান্য কয়েদীদের সাথে কাজ করতে হতো। বন্দীদের কাজ ছিল, সিগারেট লাইটার তৈরী করা-যা পশ্চিমা দেশে রপ্তানী করা হবে। লিং অসুস্থ বোধ করছিল, তার খুব জ্বর হয়েছিল এবং সে বেশ অসুস্থ হয়েছিল। কিন্তু প্রাত্যহিক নির্দ্ধারিত সংখ্যা পূর্ণ করতে না পারলে তাকে মারা (প্রহার করা) হতো।

"আমরা জানি কি করে মুখ খোলাতে হয়"

জুলাই মাসে লিং-কে সড়ান হয়েছিল। তার নিজের শহরে পুলিশ তাকে দেখেছিল এবং গ্রেপ্তার করেছিল এবং সেখানে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। তাকে প্রায় দশ বৎসর ধরে অনুসরণ করে, তারা বিস্ময়াপন্ন (চমৎকৃত) হয়েছিল, এটা আবিস্কার করে যে সে তত্ত্বাবধানে ছিল। শহরের পুলিশরা বন্দীকে জেরা করার বিষয়ে অনেক বেশী অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এবং তাদের এক জন তাকে বলেছিল, "আমরা জানি কিভাবে মুখ খোলাতে হয়।"

জেলখানায় ৯১ নং কক্ষে জ্বরে ও জোর করে কাজ করায় ইতিমধ্যে দুর্বল হয়ে যাওয়া লিং খুব বেশী দুঃখ ভোগ করছিল, যখন জেরা চলছিল। তার ঠোঁট ঠান্ডা ছিল এবং সে অনুভব করছিল শীঘ্র সে মারা যাবে। জেরা করার সময়টা খুব কঠিন ছিল, কিন্তু সে তাদের কিছুই দেয়নি। প্রথম প্রশ্নকারী পুলিশদের চেয়ে তারা ভিন্ন কৌশল ব্যবহার করেছিল, কিন্তু তারা একই খবর বার করতে চেয়েছিল নাম গুলি, "তোমার সঙ্গে আর কারা আছে? অন্য কাদের সঙ্গে তুমি কাজ কর? তারা বারবার জিজ্ঞাসা করতো, বিদেশের কোন লোকদের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক আছে? তোমার অবৈধ সভার বিষয় আমাদের বল। তোমার বই ও বাইবেল কারা দিয়েছে?" প্রশ্ন গুলি মাথা ঘুরিয়ে দেবার মত, কিন্তু বার বার

লিং গোপন করেছিল এবং অন্যদের সনাক্ত করেনি, যদিও সেটা করতে খুব শক্ত প্রলোভন ছিল। মাঝে মাঝে জেরাকারীগণ তার নিজের এবং তার সহকর্মীদের ছবি দেখিয়েছিল, তারা যদি *ইতিমধ্যে জেনে থাকে, কাদের সঙ্গে আমি কাজ করেছিলাম, কেন তারা আমাকে তাদের নাম জানাতে বলছে?* লিং আশ্চর্য্য হয়েছিল *এবং এখন আরকি বেশী ক্ষতি করতে পারে?*

এক ভয়ঙ্কর দিনে দশ জন মানুষ, জেরা করার কামরায় এসেছিল, একজন একটি ছোট বন্ধনী ধরেছিল যার উভয় প্রান্ত খোলা। দুইজন গার্ড লিংকে মেঝের উপর তার পেটকে চেপে ধরেছিল। তারা তার একহাত তার পাশ দিয়ে পিঠের কাছে নিয়েছিল এবং অন্য হাত তার কাঁধের উপর দিয়ে হেঁচকা টান দিয়েছিল যেন তার হাত দুটি মেরুদন্ডের দুই ইঞ্চি উপরে থাকে। তারপর অন্য একজন গার্ড তার পিঠে তার বুটের গোঁড়ালি রেখেছিল যাতে তার যথেষ্ট লিভারের ক্রিয়া থাকে তার হাতগুলি এক সঙ্গে টানতে, তখন অন্য দুইজন হাতধারী তাড়াতাড়ি একটা বন্ধনী তার দুইটি বুড়ো আঙ্গুলে সংযুক্ত করেছিল। তারা বন্ধনীটি শক্ত করে পেঁচিয়েছিল, তার বুড়ো আঙ্গুল দুইটির উপর একত্রে জোর দিয়ে।

লিং শুনেছিল তার হাঁড় মট্‌মট্ শব্দ করছে যখন তার কাঁধের সংযোগ অস্তিতে চাপ প্রয়োগ করে একটা বেখাপ্পা অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তারপর মানুষগুলি তার বাহু মুক্ত করেছিল। সম্পূর্ণ শক্তি (চাপ) তার যন্ত্রণা দায়ক, প্যাঁচানো অবস্থায় তারা লিং এর শরীরে একটা বাজপরা বেদনায় নিয়ে গিয়েছিল।

"বুড়ো আঙ্গুলের বন্ধনী" এত নিষ্ঠুর ছিল যে গভর্নমেন্ট এটিকে স্ত্রীলোকের উপর প্রয়োগ করা নিষিদ্ধ আইন করেছিল। তার কষ্টের মধ্যে লিং কঁকিয়ে উঠেছিল, বিড়ম্বনা লক্ষ্য করে গ্রামের মধ্যে অনেক লোক প্রচার কাজ থেকে নিরুৎসাহিত করেছিল, কারণ সে একজন স্ত্রীলোক ছিল, এটি পুরুষের কাজ বলে তারা বিবেচনা করেছিল। এখন সে পুরুষের মত অত্যাচারিত হচ্ছে।

লিং জানত, কি ঘটতে যাচ্ছে। সেই মুহূর্তে সে মনে করেছিল তার এটা বিবেচনা করার আছে, মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়া অথবা বন্ধুদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা। সে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল মৃত্যু আরোও কম যন্ত্রনাদায়ক।

"উঠ" একজন অফিসার চিৎকার করেছিল, তখন সে লিং এর পায়ে লাথি মেরেছিল। সে সংগ্রাম করেছিল শুধুমাত্র হাঁটুর উপর ভর দিয়ে খাঁড়া হতে তখন তার পিঠে একটা বেত দিয়ে আঘাত করে নীচে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। ব্যথা তার শরীরকে বজ্রপাতের মত ভয় পাইয়েছিল। সে নিঃশ্বাস নিতে পারছিল না, সে প্রায় নড়াচড়া করতে পারছিল না। তার হাতের কব্জা ফুলে উঠেছিল এবং পিছন থেকে বাঁধার জন্য তার বাহুতে খিল ধরেছিল।

"অনুগ্রহ কর! আমি আর পারছিনা"- লিং এর স্বর কেঁপে উঠেছিল, যখন সে চেতন থাকার জন্য যুদ্ধ করছিল। তার কপাল বেয়ে ঠান্ডা ঘামের ফোঁটা পড়ছিল এবং তার চোখ জ্বালিয়ে দিচ্ছিল যখন সে গভীর মর্মবেদনায় ঈশ্বরের কাছে কাঁদছিল। সে চিন্তা করেছিল এটা যদি ঠিক হয় যেভাবে যীশু অনুভব করেছিলেন যখন তিনি গেৎসীমানী বাগানে প্রার্থনা করেছিলেন, এটি জেনে যে তাকে দুঃখ ভোগ করতে হবে এবং মরতে হবে সে চিন্তা করেছিল- সেকি মারা যাচ্ছে.....।

তিন ঘন্টা ধরে তারা জেরা চালিয়ে যাচ্ছিল, যখন লিং এর বুড়ো আঙ্গুল দুটি তার পিঠের দিকে বন্ধনীর এর মধ্যে ছিল। শেষে তাকে যন্ত্রনা থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল।

যখন লিং জেগেছিল, তখন তার মুখমন্ডল নোংরা মেঝের মধ্যে উপুড় হয়ে ছিল। সে নিকট (কাছ) থেকে কণ্ঠস্বর শুনেছিল এবং ক্রমে ক্রমে কেউ যেন (কুঠরীতে) এসে তাকে তার কাঠের বিছানায় তুলেছিল। সে নড়তে পারছিল না, ব্যথা খুব বেশী ছিল। এমন কি সে খাবার জন্যও উঠতে পারেনি অথবা বালতি ব্যবহার করতে। পনের দিন পর্যন্ত সে বিছানার উপর ছিল, যখন অফিসারগণ স্থির করেছিল, তাকে নিয়ে কি করবে।

ক্রমে ক্রমে সে যন্ত্রনাদায়ক অবস্থা থেকে সুস্থ হচ্ছিল এবং সে জেলখানায় আরও পাঁচ মাস আতঙ্কিত অবস্থায় থেকেছিল। তার পর যেহেতু কর্তৃপক্ষের- তার বিপক্ষে কোন সত্যিকারের সাক্ষ্য ছিল না, তার কাছ থেকে তার বৃহৎ সম্পর্কযুক্ত দলের, অন্য কোন বিশ্বাসীর নাম জানতে পারেনি, তাই অনিচ্ছাকৃত ভাবে তাকে ছেড়ে দিয়েছিল।

দুঃখ (কষ্ট) ভোগ একটি স্কুল

১৯৯৫ সালের জানুয়ারী মাসে একদিন খুব ঠান্ডা এবং জোরে বাতাস প্রবাহিত হচ্ছিল, যখন লিং তার সহকর্মীর দরজায় ধাক্কা দিয়েছিল। "লিং!" তার বন্ধু রূথ বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠল, যখন সে (লিং) একটি রোগা-দুর্বল আকৃতি (শরীর) নিয়ে তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। সে তাড়াতাড়ি লিংকে তার ঘরের মধ্যে টেনে এনে, বাহু দিয়ে তাকে আলিঙ্গন করেছিল এবং তার দিকে প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছিল, "লিং আমরা যখন তোমার জন্য খুব উদ্বিগ্ন ছিলাম, কেন তুমি আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করনি? তুমি এত রোগা হয়ে গিয়েছ! তুমি ঠিক আছ তো? পুলিশ আমাদের তোমার সম্বন্ধে কিছু বলেনি। তুমি কিভাবে বেঁচেছিলে? তুমি কিভাবে মুক্তি পেয়েছ?

লিং: অত্যাচারের (তাড়নার) স্কুলে

বিশ্বাসীদের মধ্যে লিং এর ফিরে আসার খবর প্রচারিত হয়েছিল, একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্‌যাপন শীঘ্র নিশ্চিত করা হয়েছিল। লিং নিঃশেষিত হয়েছিল, কিন্তু খ্রীষ্টিয় ভাইবোনদের সঙ্গে আবার মিলিত হয়ে অনুপ্রাণিত হয়েছিল। যখন তারা তার চারপাশে জড়ো হয়েছিল, ধন্যবাদ জানাতে ও প্রার্থনা করতে, লিং বলেছিল, "তোমাদের সকলকে প্রচুর ধন্যবাদ জানাচ্ছি, তোমাদের ঐকান্তিক (আন্তরিক) প্রার্থনার জন্য ঐ মাসগুলিতে। আমি জানি, আমি ঈশ্বরের সাহায্য এবং তোমাদের প্রার্থনার সাহায্য ছাড়া এটি করতে পারতাম না। আমাকে বিশ্বাস কর, অনেক দিন ছিল, আমি মনে করতে পারতাম না আমি চলতে পারব, কিন্তু ঈশ্বর বিশ্বস্ত ছিলেন আমাকে সর্বদা মনে করিয়ে দিতেন তাঁর ভালবাসার কথা, সেই সময়ের মধ্যে। আমি চিন্তা করি, দুঃখ-কষ্ট ভোগ করা একটা স্কুলের মত। যদি তোমরা স্কুল থেকে স্নাতক হবার সফলতা অর্জন করতে পার, তাহলে তুমি তোমার কাজ করেছ, কিন্তু যদি সফলকাম না হও তাহলে তুমি ধ্বংস প্রাপ্ত হবে। আমার জন্য জেলখানা ছিল সেই স্কুল। যখন আমি সেখানে ছিলাম, আমি কোন কিছুর উপর নির্ভর করতে পারতান না, কেবল ঈশ্বরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরতা ছাড়া, নির্ভরতা আমাকে বাধ্য করেছিল তাঁর আরও নিকটে যেতে। আমি সব সময় তোমাদের শিক্ষা দিয়েছি, ঈশ্বরের শক্তিতে শক্তিশালী হওয়া এবং যে কোন পরীক্ষার মোকাবেলা করা। এমনকি আমি তোমাদের আরও নিশ্চয়তার সঙ্গে বলতে পারি যে যীশু তোমাদের সঙ্গে থাকবেন, তোমরা কিসের মধ্য দিয়ে যাবে তাতে কিছু যায় আসে না।"

তার গ্রেপ্তারের আগে লিং পাঠ করেছিল পৌলের জীবন এবং অন্যান্য নতুন নিয়মের প্রেরিতদের (শিষ্য) সম্বন্ধে, যারা ঈশ্বরের জন্য দুঃখ ভোগ করেছিল। এখন সে তার সহকর্মীদের সঙ্গে একটু ঠাট্টা করছে, যে সে যখন স্বর্গে যাবে সে চেয়েছিল যীশুকে মঙ্গল বাদ জানাতে এবং পৌলের সঙ্গে করমর্দন করতে এবং তাকে বলতে, "আপনি যখন জীবিত অবস্থায় পৃথিবীতে ছিলেন, আমার মতন কি আপনার জীবন কঠিন হয়েছিল?"

মাত্র ৩০ বৎসর বয়সে লিং এর উপর এত শারীরিক অত্যাচার হয়েছিল, তার পক্ষে সাধারণভাবে কাজ করা শক্ত ছিল। তাবু, চেয়েছিল একটা ভাল উদাহরণ স্থাপন করতে, যা সে তখনই গ্রহণ করেছিল গৃহ চার্চের মধ্যে শিক্ষা এবং বাইবেল পাঠ সভা পরিচালিত করতে, বিদেশের সঙ্গে সংযোগ রাখতে, সাহায্য ও সংবাদ মধ্যস্থতা করতে, এটা নিশ্চিত করতে যে, চীন দেশের মধ্যে বাইবেল আসা অব্যাহত রাখতে। অষ্টম দশকের মধ্যে গভর্ণমেন্টের সাংঘাতিক অত্যাচারের মধ্যে, বিশ্বাসীগণ সমস্ত চীন দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং সংযুক্ত গৃহ চার্চের লোক সংখ্যা কয়েক লক্ষে বৃদ্ধি পেয়েছিল। এমনকি আরও জরুরীভাবে লিং কাজ করেছিল, এটা নিশ্চিত করতে, প্রত্যেক চার্চের কমপক্ষে একটা বাইবেল পেতে।

ইউরোপে ১৯৯৬ সালের সেপ্টেম্বরের এক সন্ধ্যাবেলায়, লিং একজন মিশনারী স্বামী-স্ত্রীকে বিদায় জানিয়ে বাড়ী ফিরে এসেছিল, তখন সে এবং তার বন্ধুরা রাত দশটায় দরজায় আঘাত শুনেছিল। একজন মানুষের কণ্ঠস্বর, বলেছিল "হ্যালো! তোমার রেসিডেন্সি কার্ড আমাদের পরীক্ষা করা প্রয়োজন।"

লিং ফুন এবং সেনের দিকে তাকিয়েছিল এবং তার মাথা নেড়েছিল। সে জেনেছিল এটি পুলিশ। লিং দরজা খুলেছিল এবং পাঁচ জন অফিসার দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল। "তোমাদের গ্রেপ্তার করা হলো," একজন অফিসার ঘোষণা দিয়েছিল এবং অন্যান্য পুলিশরা লিং এবং তার বন্ধুদের হাতকড়া পড়িয়েছিল। লিং বিমর্ষ আতঙ্কে আরও একবার লক্ষ্য করছিল, অফিসাররা বন্যভাবে তার জিনিষপত্র ছিঁড়েছিল। আরও একটা দীর্ঘ রাত্রি হতে যাচ্ছে।

পুরাণ বন্ধুরা

যখন তারা পুলিশ ষ্টেশনে পৌঁছেছিল, লিংকে কমিশনারের কাছে উপস্থিত করা হয়েছিল, একজন পরিস্কার কণ্ঠস্বরের মানুষ, যে তার সঙ্গে কথাবার্তা চালিয়েছিল, তার শেষ গ্রেপ্তারের সময়। অধীনস্থরা বলল, "স্যার, এটি মিস লিং.....।"

"হ্যা, আমি জানি," মানুষটি উত্তর দিল, যখন সে আত্মতৃপ্তির হাসিতে উৎসাহিত হয়েছিল। আমরা পুরাণ বন্ধু। ভাল, লিং, এইবার তুমি কিছু দিনের জন্য কোথাও যাবে না। তোমার ও তোমার দলের উপর ফাইলপত্র যথেষ্ট চিন্তাকর্ষক হয়েছে। আজ রাতে আমরা তোমাদের আরও দুজন নেতাকে নিয়ে এসেছি। সব কিছুই আমি বলতে চাই, আজকে একটা ভাল কাজ হয়েছে। সে তার থুতনি ঝাকিয়ে চলে যাবার কথা বলেছিল "ব্লক ১২ সেলে (কুঠুরীতে) তাকে রাখ, সে তার কাঁধের উপর দিয়ে বলেছিল যখন সে দরজা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। আমি বাড়ি যাচ্ছি।"

এক সপ্তাহ পরে, লিং এর উদ্বিগ্নতা বেড়ে গেল যখন সে বিবেচনা করেছিল অফিসারের শিথিল আচরণ। কেন তারা তাকে জেরা করছেনা? অফিসার এত নিরুদ্বেগ (শিথিল) কেন? যাদের ধরা (গ্রেপ্তার) হয়েছে তাদের সম্বন্ধে তারা কিভাবে জানেন? লিং এর মধ্যে আতঙ্কের ঢেউ উঠেছিল, যখন সে বুঝেছিল, তারা কতটা জানে। সে মনে করেছিল, পুলিশ নিশ্চয় বুঝেছিল, এমনকি পূর্বের চেয়ে আরও স্পষ্ট ভাবে, সে কতটা প্রভাবশালী হয়েছে। তারা সম্ভবতঃ তার প্রথম গ্রেপ্তারের মুক্তি পাবার পর থেকে তাকে অনুসরণ করছিল, সুতরাং

তারা নিশ্চিতভাবে জেনেছিল, কত ঘন ঘন সে তার বিদেশী সংযোগকারীদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল, তারা নিশ্চয় জেনেছিল সমস্ত লোক সম্বন্ধে যারা তার প্রদেশে সাক্ষাৎ করেছিল তার সঙ্গে দেখা করার জন্য এবং জিজ্ঞাসা করেছিল গৃহ চার্চ আন্দোলনের সম্বন্ধে।

ভাল, লিং মনে করেছিল, এর সবকিছুর অর্থ আছে। চার্চ বহুগুণ ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। সুতরাং পুলিশরা বাধ্য হয়েছিল বিশদভাবে তার কার্যকলাপ জানতে, আগে বা পরে। জেলের বন্দী জীবনের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে, যীশুর বাক্য চিন্তা করে- থরথর কেঁপেছিল। "দেখ, আমি কেন্দুয়ার মধ্যে তোমাদের মেষশাবকের ন্যায় পাঠালাম" এই কথা তার কাছে পুনরায় সত্য মনে হয়েছিল।

পরবর্তী চার মাস লিং এর জন্য যন্ত্রনাদায়ক ছিল। "অনুগ্রহ কর", সে মাঝে মাঝে তার ধৃতকারীদের কাছে ভিক্ষা চাইত, "যদি তোমরা আমাকে মেরে ফেলতে চাও, মেরে ফেল। যদি আমাকে জেলে দিতে চাও, জেলে দাও। কিন্তু কোন কারণ বা অজুহাত ছাড়া আমাকে এখানে রেখ না।"

সে কর্কশ কণ্ঠে এগুলি বলেছিল, কিন্তু তার প্রতি অল্প মনোযোগ দেওয়া হয়েছিল, মাঝে মাঝে একজন গার্ড তার দিকে থুথু ফেলত এবং তাকে ঠাট্টা করা ছাড়া সময় সময় লিং ভাবতো সে পাগল হয়ে যাবে। প্রত্যেকদিন সে শক্ত কাঠের বেঞ্চে বসে থাকত যা তার বিছানা হিসাবে ব্যবহার করত। ক্ষুদ্র সেলটি (কুঠুরী), যা অস্থায়ীভাবে ধরে রাখার কামরা ছিল, জল বের হবার জন্য সর্বদা ভিজা থাকত। সময় সময় এটি বিশ জনের মত স্ত্রীলোক দ্বারা ভরে থাকত যারা বেশীর ভাগ সময় ব্যয় করত মেঝ থেকে হাতা দিয়ে জল তোলার কাজে।

যদিও অন্যান্য কয়েদীরা প্রায় সেলের ভিতরে ও বাহিরে যাতায়াত করত, অন্য একটি জেল পরিবর্তন করার পূর্বে বা ছাড়া পাবার পূর্বে। লিং প্রকৃত পক্ষে কর্তৃপক্ষের দ্বারা অবজ্ঞাত হচ্ছিল এবং অতি অল্পই সেই ক্ষুদ্র অপ্রশস্ত স্থান ছেড়ে যেত। দীর্ঘ দিনের মধ্যে তাকে শুতে এমনটি দেওয়ালে ঠেস্ দিতে অনুমতি দেওয়া হতো না, কিন্তু জোর করা হতো, দাঁড়িয়ে থাকতে অথবা সোজা হয়ে শক্ত কাঠের বেঞ্চে বসে থাকতে যা তার বিছানা হিসাবে ব্যবহার করা হতো। ঝাকে ঝাকে মাছি ও মশা সেই দুর্গন্ধ যুক্ত সেলকে আরও দুঃখের (অসহনীয়) স্থান করত।

শেষে একদিন পুলিশের কমান্ডার সেলের দরজায় তার কাছে একটা ফরম নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। "এটিতে স্বাক্ষর দাও" সে আদেশ দিয়েছিল।

লিং শিকের মধ্য দিয়ে ফরম এর কাছে পৌঁছেছিল। এটি কি? সে জিজ্ঞাসা করল।

"শুধু এতে দস্তখত দাও," কমান্ডার তার (লিং) দিকে প্রবলভাবে কাগজটা ঠেলে দিয়ে কর্কশ কণ্ঠে বলেছিল। "তোমাকে নতুন জায়গায় যেতে হচ্ছে।"

লিং এর হৃদয় ডুবে গিয়েছিল, যখন সে তাড়াতাড়ি সেই কাগজটাতে চোখ বুলিয়েছিল এবং দেখেছিল যে এটি একটি নোটিশ যা বলছে যে তাকে একটা শুধরাবার পরিশ্রমের ক্যাম্পে পাঠান হচ্ছে, তিন বৎসরের শাস্তি হিসাবে। চীন দেশে জেলের বন্দীদের সময় দেওয়া হয় কোর্ট নালিশ করতে বা তাদের রক্ষা করতে, এরকম নোটিশ পাবার পর, কিন্তু লিং এর জন্য এইরূপ দাবী করার ছিলনা। কমান্ডার তাকে বলেছিল, "তোমাকে আজকে যেতে হবে।"

লিং প্রতিবাদ করার পূর্বে সে স্ব-দর্পে চলে গেল। যখন সে (কমান্ডার) লম্বা জেলখানার বারান্দা দিয়ে অদৃশ্য হচ্ছিল, তার উজ্জ্বল পালিশ করা জুতার গোঁড়ালি কংক্রিটে গুরুত্বপূর্ণভাবে টিক্‌টিক্ শব্দ তুলেছিল।

তিন বৎসর

হে ঈশ্বর, দয়া করে চার্চগুলির উপর লক্ষ্য রেখ। লিং আস্তে আস্তে প্রার্থনা করেছিল, যখন জেলখানার গাড়ী তাকে একটা জায়গায় নিয়ে যাচ্ছিল যাকে "১৮ মাইল নদী" বলা হতো, যেখানে লেবার ক্যাম্প ছিল। সে ধন্যবাদ দিয়েছিল, সব কিছুর জন্য, যা সে এবং তার সহকর্মীরা সমাধা করেছিল, কিন্তু সেই সঙ্গে সে উদ্বিগ্ন ছিল তাদের এখন কি ঘটছে। গৃহ-চার্চ সমূহে সম্বন্ধযুক্ত সর্বোচ্চ ১০ জন নেতাদের মধ্যে সে জানত কম করে ৪ জন এখন জেলখানায় নাই। সে ছাড়া আংকেল ফুনীকে স্থানীয় জেলে বন্ধ করে রাখা হয়েছে এবং অন্য দুইজন নেতাকে আরেকটি লেবার ক্যাম্পে পাঠান হয়েছে।

যখন তারা পৌঁছেছিল, লিংকে ১ গামলা চাল এবং একটা ছোট বাক্স ব্যক্তিগত জিনিষ পত্রের রাখার জন্য, দেওয়া হয়েছিল, তারপর তাকে সেল-এ (কুঠুরীতে) নিয়ে যাওয়া হল।

জেলখানায় প্রার্থনা: নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মত প্রয়োজনীয় (গুরুত্বপূর্ণ)

"স্বাগত লিং! আমাদের বলা হয়েছিল তুমি আসছ!" একটা কণ্ঠস্বর তাকে অভিনন্দন জানাল যখন সেলের দরজা বন্ধ হয়েছিল। এটা প্রকাশ পেয়েছিল, কিছু বিশ্বাসী, লিং এর দল থেকে ক্যাম্পে তার সেলের সঙ্গী হবে। তাকে হাসতে হয়েছিল তাদের আনন্দপূর্ণ অভিনন্দন শুনে। তাদের সত্যিকারে আনন্দিত মনে হয়েছিল সে জেলখানায় বন্দী হয়েছে বলে। কিন্তু সে জানত তারা কেবলমাত্র আনন্দিত তাকে তাদের সেল-এ দেওয়া হয়েছিল বলে। যখন তারা পরস্পর আলিঙ্গন করল এবং একটা নিস্তব্ধ প্রার্থনায় আরাধনা করছিল। লিং চিন্তা করছিল, আরও কতজন বিশ্বাসী তাদের সঙ্গে যোগ দিবে। তাকে একটি উপরের-অংশে দেওয়া হয়েছিল। প্রথম রাতে লিং তার বিছানায় উঠে জোরে জোরে প্রার্থনা আরম্ভ করেছিল, "এই" একজন সেলের সঙ্গী চিৎকার করেছিল। "তুমি এখানে এটা করতে পার না। যদি তারা তোমাকে ধরে, তাহলে তোমাকে শাস্তি দেবে।"

"কিন্তু সেরকম কোন জিনিস নাই, যা খ্রীষ্টিয়ানদের প্রার্থনা করতে অনুমতি দিবেনা। এটা তাদের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নিবার অনুমিত না দেওয়ার মত।" লিং উত্তর দিয়েছিল।

"ভাল, কিন্তু সেটা এরকমই," অন্য স্ত্রীলোকটি বলল। কেবলমাত্র সেটা না, তোমাকে বড় চুল রাখার অনুমতিও দিবে না।

লিং তার লম্বা সিল্কের মত চুলের মধ্যে তার আঙ্গুল ঢুকিয়েছিল। তার চেহারার সম্বন্ধে সে অসার ছিল না, কিন্তু সে কল্পনা করতে পারত না, তার লম্বা চুল কাটা হবে। তার মায়ের মত সে সর্বদা লম্বা চুল রেখেছে। সে মনে করেছিল ছোট চুলে তাকে কত কুৎসিত দেখাবে। সে অনুভব করছিল, প্রথম অশ্রুবিন্দু তার চোখ বেয়ে পড়ছে, যখন সে নীরবে ঈশ্বরের কাছে চেয়েছিল, তার চুল যেন রক্ষা করেন। তার চাওয়া শেষ করার আগে সে জানত যে এটা বোকামী। সে তার সেলের চারিদিকে লক্ষ্য করছিল, অন্যান্য সব স্ত্রীলোকের ছোট চুল এবং তারা সকলে কত কুৎসিত।

ক্যাম্পের জীবন জেলখানার জীবন থেকে আলাদা। লম্বা সপ্তাহ সমূহের বন্দীদশার পরে লিং আনন্দিত ছিল দিনের বেলা বাইরে যেতে পেরে। খাবার এখানে কিছুটা ভাল, কিন্তু তিন মাস পরীক্ষাধীন থাকার পর, তাকে দৈনিক ১৫-১৬ ঘন্টা ব্যয় করতে হতো পরচুলা বানাবার কাজে। আবার সে মনে করেছিল বিড়ম্বনা, যখন সে ঘষত, (চুলের) মুড়া থেকে মাথায় বের হয়ে আসা খোঁচা খোঁচা চুল। পরচুলা বানাবার কাজ শ্রমসাধ্য, কষ্টসাধ্য এবং শ্রমিকদের মধ্যে এটা অসাধারণ ছিল না, বমি করা প্রত্যেক দিনের কাজের চাপে। কোন কিছুর চেয়ে লিং এটা কঠিন মনে করত।

জীবন একঘেয়ে রুটিন মাফিক হয়েছিল, ঘুম থেকে উঠা, খাওয়া, কাজ, ঘুমান- এবং তারপর আবার জেগে উঠা খাওয়া ও কাজ করা। মাঝে মাঝে সঙ্গীরা রাতেও কাজ করত, যদি কাজের চাপ বেশী থাকত অথবা দিনের জন্য বরাদ্দ শেষ না হতো। লিং এর জন্য সব চেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বীতা ছিল ঈশ্বরের এবং প্রার্থনার জন্য সময় কেন্দ্রীভূত (বরাদ্দ) করা, যে ভাবে করতে সে অভ্যস্ত ছিল। সমস্ত মধ্যম চীন দেশে এত বৎসর স্বাধীন ভাবে ভ্রমণ করার পর, প্রচার করে, শিক্ষা দিয়ে এবং লোকদের যত্ন করে এই নতুন জীবন এর আইন কানুন সকল এবং সীমাবদ্ধতা একটা আঘাতের মত ছিল।

"এখানে আমাদের জন্য ঈশ্বরের একটা উদ্দেশ্য আছে"

প্রতিদিন সঙ্গীরা ভোর ৫টায় বিছানা থেকে লাফ দিয়ে উঠত যখন বাঁশী বাজত, তারপর ১০ মিনিট সময় ছিল বিছানা ঠিক করতে এবং উঠানে সারি বেঁধে দাঁড়াতে, খেতে ১৫ মিনিট এবং সমস্ত দিন কারখানার কাজ করত। এরা সপ্তাহে ৭ দিন কোন বিরাম ছাড়া এই কর্মসূচী পালন করত। তাদের অধিকাংশের জন্য লিং সমেত জীবন হয়ে উঠেছিল একটা বিরামহীন নিঃশেষ এবং একঘেয়েমি। লিং কাজ করত বেশ্যা, মাদক ব্যবসায়ী, চোর, ছেলে ধরা ও অন্যান্যদের সঙ্গে, যারা "সমাজের আবর্জনা" হিসাবে চিহ্নিত ছিল। লম্বা সময় ধরে কাজ করার জন্য নিঃশেষিত হয়ে, সে বুঝেছিল রাতে প্রার্থনা করা ক্রমে ক্রমে কঠিন (অসুবিধা) হচ্ছে, কারণ সে এত বেপরোয়া ভাবে ঘুম কামনা করত।

কয়েক সপ্তাহ পরে লিং অনুভব করেছিল তার পুরাণো স্বকীয়তা (ব্যক্তি প্রবৃত্তি) প্রকাশ পাচ্ছে যখন সে ঈশ্বরের কাছে তার অবস্থা সমর্পণ করেছিল। সে আরেকবার অনুভব করেছিল অন্যান্য বিশ্বাসীদের সঙ্গে তার বিশ্বাসের অংশ গ্রহন করতে বাধ্য হয়েছিল। "আমাদের জন্য প্রত্যেক অবস্থায় ঈশ্বরের শেষ উদ্দেশ্য বাধ্যতা, ঠিক আছে?" সে তাদের বলেছিল। "সুতরাং আমি জানি এখানে আমাদের জন্য একটা উদ্দেশ্য আছে। আমরা অপরাধীদের দ্বারা বেষ্টিত যারা অশ্লীল ভাষী, যারা সব প্রকার মন্দ কাজ করে এবং আমি জানি ঈশ্বর চান আমরা এইসব লোকদের ভালবাসতে শিখি, তাদেরকে তাঁর (ঈশ্বরের) ভালবাসা দেখাই। যারা বাইরে আছে আমাদের বন্ধু এবং সহকর্মী তাদের ভালবাসা সোজা। কিন্তু ঈশ্বর চান আমরা এইসব মানুষদেরও ভালবাসতে শিখি।"

লিং কৃতজ্ঞ ছিল বৃহৎ লেবার ক্যাম্পের জনসংখ্যা, যার মধ্যে অল্প সংখ্যক বিশ্বাসী ছিল। যখন একজন বিশ্বাসী হতাশাগ্রস্ত হলে আরেকজন সেখানে থাকে তাকে তুলতে। যদিও লিং নিরুৎসাহ ছিল- যে তারা প্রকাশ্যে মিলিত হতে পারত না, প্রার্থনা ও

সহভাগীতার জন্য, সে আলাদা সময় এবং স্থান পেত যেখানে সে প্রার্থনা করতে পারত এবং স্ত্রীলোকদের উৎসাহিত করতে পারত-উদাহরণ স্বরূপ যখন তারা কাজের দিনে টয়লেটে যাবার ছুটি পেত অথবা মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য লাইন দিত।

অল্প দিন পরে ক্যাম্পের কর্মচারীদের কাছে লিং এর নেতৃত্বের ক্ষমতা স্পষ্ট হয়েছিল এবং তাকে দলের নেতা হিসাবে তার বিভাগে কর্তৃত্ব দিয়েছিল। এই পদোন্নতি লিং-কে আরও সুযোগ দিয়েছিল সাক্ষ্য দিতে, যখন তার ডরমেটরীতে ৫০ জন স্ত্রীলোকের কর্তৃত্ব গ্রহণ করেছিল এবং প্রোডাকশন সুপারভাইজার হিসাবে আরও ২০০ স্ত্রীলোকের কাজ দেখাশুনা করত, সেই পরচুলা তৈরীর কারখানায়। কাজটি প্রতিদ্বন্দ্বী মূলক ছিল এবং কয়েদীদের মধ্যে যুদ্ধ, সময় সময় তাকে ক্রোধে আরক্ত করত, তথাপিও লিং তার কাজ চমৎকার ভাবে করত, ক্রমে ক্রমে তার কর্তৃত্বে পরিচালিত কয়েক স্ত্রীলোকের হৃদয় জয় করেছিল।

"তুমি এখানে কেন?" স্ত্রীলোকদের কয়েকজন তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল। "তুমি এত দয়ালু এবং এত ভাল নেতা। বাইরে তোমার একটা ভাল কর্মজীবন হতে পারত।"

লিং তার বন্দীদশার কারণ অন্যদের সঙ্গ অংশ গ্রহণ করতে (সাক্ষ্য দিতে) সব সুযোগ গ্রহণ করেছিল এবং তার সাক্ষ্যের ফলশ্রুতিতে অনেকে গোপন বিশ্বাসী হয়েছিল। যদিও তাদের কোন বাইবেল ছিল না, লিং তাদের বাইবেলের পদ এবং গান শিখিয়েছিল যা সে মুখস্থ করেছিল, সে তাদের শিখিয়েছিল কি ভাবে প্রার্থনা করতে হয়। সে মনে করছিল বৃদ্ধ ভাইয়ের সাবধানে হাতে লেখা বাইবেলের কথা এবং তার নিজের অঙ্গীকার ছিল বাইবেলের বড় অংশ মুখস্থ করা, সে আনন্দিত যে এটি করেছিল।

"একজন মানুষ কি আমাকে বিশ্বাস করতে পছন্দ করতে পারে?"

জেলের কর্মচারীরা ক্রমাগত লিং এর চমৎকার কাজের বিবরণ লক্ষ্য করছিল এবং এটি সত্য তার দল উৎপন্ন কাজে সবচেয়ে ভাল ছিল এবং মনে হয়েছিল মারামারি ও দুর্ঘটনাও কম হতো অন্যান্য দলের চেয়ে। একদিন লিং এর সুপারভাইজার মিস্ টাও কারখানার হলঘরে তাকে থামিয়েছিল।

"লিং আমি তোমার ফাইল দেখেছি," সে বলেছিল। "আমি তোমার কাজের বিষয় জানি এবং এটি সত্য যে তুমি একজন প্রভাবশালী খ্রীষ্টিয়ান নেতা। এখন তুমি এখানে ১১মাস ধরে আছ, আমি তোমার কাজও দেখেছি এবং অন্যান্য কয়েদীদের সঙ্গে তোমার

ব্যবহার দেখেছি, বিশেষ করে যারা কর্কশ এবং সব সময় রাগী, যারা সহজে গন্ডোগোলে রত হয় ঐসব কয়েদীদের জন্য তোমার খুব বড় স্নেহ (সহানুভূতি) আছে, কিন্তু তুমি তাদের মত ব্যবহার করোনা। কেন?

লিং উত্তেজনায় নার্ভাস অনুভব করছিল, তখন সে তার কর্মকর্তাকে বলেছিল, "আমি তাদের মত কাজ করিনা, কারণ আমি একজন খ্রীষ্টিয়ান, আমি আমার সমস্ত জীবন যীশু খ্রীষ্টকে সমর্পণ করেছি। তাঁর জন্য আমি জীবিত। তাঁর জন্য আমি ভালবাসা হীন লোকদের ভালবাসতে পারি।" লিং তার নিঃশ্বাস বন্ধ করেছিল, মিস্ টাও এর প্রতিক্রিয়ার জন্য। কেবলমাত্র ধর্মের ব্যাপার উল্লেখ করলে, তার শাস্তির মেয়াদ বাড়তে পারে অথবা একটা "বাক্সের" মধ্যে তাকে তালাচাবি দিয়ে রাখা হতে পারে যা একটা একক কুঠুরী। সে কখনও মনে করতে পারেনি যে একজন অনুসন্ধানকারী একটা ফাঁদ হতে পারেনি, এটা তাকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করছে। কিন্তু লিং আশ্চর্য হয়েছিল তার কর্মকর্তার কাছে বোকার মত গুপ্ত বিষয় বলে ফেলেছিল, "আমার মত লোক কি ঈশ্বরকে বিশ্বাস করতে পারে?"

"নিশ্চয়!" লিং উত্তর দিয়েছিল। কিন্তু তুমি কি ভীত নও, তোমার পদ মর্যাদা হারাতে? তুমি কি ভীত নও? যে গর্ভমেন্ট সামরিক দপ্তর থেকে তাড়িয়ে দিবে"?

"*তুমি* কি ভীত নও? আমি তোমাকে শাস্তি দিতে পারি, তোমার শাস্তির মেয়াদের সময় বাড়িয়ে দিতে পারি, এই রকম মূল্যহীন কথা বলাতে।" মিস্ টাও (কথা) ছুড়ে দিয়েছিল তার টোপ না হারিয়ে।

"যতদিন আমি জানব- এখানে আমার সময়ের একটা উদ্দেশ্য আছে- যতদিন আমি জানব তুমি যীশুকে বিশ্বাস করেছ- আমি এখানে চিরদিন থাকতে পারি।"

"তুমি কি এখানে থাকতে *আনন্দ* পাও?"

"না, মোটেই না।" লিং উত্তর দিয়েছিল। "কিন্তু এর কারণ যেহেতু যীশু তোমাকে ভালবাসেন, আমি এখানে আছি। আমার জীবন এবং তোমার জীবন ঈশ্বর দিয়েছেন?"

মিস্ টাও আরও কিছুক্ষণ তর্ক করেছিল, কিন্তু লিং প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিল যখন সে তার কর্মকর্তাকে বলে যাচ্ছিল, ঈশ্বরের মঙ্গলময় ভালবাসার কথা।

মিস্ টাও মনোযোগী হয়েছিল, কিন্তু সে সহজে বুঝেনি এবং অনেক মাস ধরে তারা গুপ্ত কথাবার্তা চালিয়েছিল। শেষে একদিন সে লিংকে বলেছিল, "এমনকি যদি আমি বিশ্বাস করি, আমাকে গোপন ভাবে বিশ্বাস করতে হবে। তুমি জান, আমার বাড়ির চারপাশে

কিছু খ্রীষ্টিয়ান আছে, কিন্তু আমি তাদের সঙ্গে কখনও কথা বলিনি। আমার পদমর্যাদার জন্য এটা অসুবিধা। তুমি প্রথম খ্রীষ্টিয়ান, যাকে আমি প্রকৃত ভাবে জেনেছি।" সাড়া দিতে লিং কেবল হাসতে পেরেছিল, মিস্ টাও এর জন্য সে অন্তর থেকে প্রার্থনা করেছিল।"

পরবর্তী ২ বৎসর সে লেবার ক্যাম্পে থেকে কাজ করেছিল এবং ঈশ্বরের সেবা করেছিল, কিন্তু তার স্বাস্থ্য ভেঙ্গে গিয়েছিল, লম্বা সময় পরিশ্রম করার জন্য, পুষ্টির অভাবের জন্য। সময় সময় সে চিন্তা করত কতদিন সে বাঁচবে। তারপর এক ডিসেম্বরে মিস্ টাও লিংকে তার অফিসে ডেকেছিল। সে তার ডেস্কের পিছনে বলেছিল একটা কঠিন মনোভাব নিয়ে, একটা কাগজ ধরে রেখে।

লিং জিজ্ঞাসা করেছিল, "এটা কি?"

"আমাকে তোমার জন্য একটা শাস্তিমূলক সুপারিশ দেওয়া হয়েছে এবং আমার এটি স্বাক্ষর করা প্রয়োজন।" মিস্ টাও উত্তর দিয়েছিল।

লিং হতবুদ্ধি হয়েছিল, সে মনে করার চেষ্টা করেছিল কোন সাম্প্রতিক ঘটনা যা তার শাস্তির মেয়াদ বাড়াতে পারে। নিশ্চয় কোন কিছুই ছিল না, যা সে মনে করতে পারে, যদি কেউ তাকে খাঁড়া করতে পারে অফিসারের কাছে মিথ্যা বলে। মিস্ টাও এবং লিং বন্ধু হয়েছিল। লিং খ্রীষ্টের বিষয়ে কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছিল। সম্ভবত কেউ তাদের কথাবার্তা শুনে তাকে জানিয়েছিল।

সে মনে মনে চিন্তা করছিল, "বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে পুনরায় যুক্ত হয়েছিল, যেমন সে শুনেছিল, মিস্ টাও কাগজ থেকে পড়েছিল- তোমার শাস্তির মেয়াদ আরও এক বৎসরের।"

লিং এর অন্তঃকরণ হতাশাগ্রস্ত হয়েছিল। তারপর মিস্ টাও তার দিকে তাকিয়েছিল, লিং এর মুখে হতাশার দৃষ্টি দেখে আশ্চর্য্য হয়েছিল। "লিং, আমার কথা শুনেছ?" মিস্ টাও বলেছিল, মিস্ টাও তীক্ষ্ণ ভাবে বলেছিল। "তারা তোমাকে শ্রেণী বদ্ধ করেছিল, সম্পূর্ণ ভাবে পূনর্বাসিত এবং তোমার শাস্তির মেয়াদ এক বৎসর *কমিয়েছিল।*"

লিং নির্বাক হয়েছিল।

"ভাল, আমি নিশ্চয় বলি, এই প্রথমবারের মত আমি তোমাকে দেখছি অল্প কথা বলতে।" মিস্ টাও হাসছিল। লিং তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি, তিন সপ্তাহের কম সময়ের মধ্যে তোমাকে ছেড়ে দেওয়া হবে।

এক জগৎ দূরে

তিন সপ্তাহ পরে, সকালের ঠান্ডা লিং এর পাতলা শরীর কাটছিল, যখন সে উদ্বিগ্ন ভাবে ক্যাম্পের বাইরে আঙ্কেলের জন্য অপেক্ষা করছিল, গোঁড়ালি পর্যন্ত ডুবে যাওয়া বরফের মধ্যে । পুনর্বাসন, সে চিন্তা করেছিল। তার মানে, সে শিক্ষা বুঝতে পারেনি যা সে অন্য কয়েদীদের কাছে প্রচার করত। এর আরও অর্থ (মানে), সে আশা করেছিল, তারা কিছুদিনের জন্য তাকে একা ছেড়ে দিবে।

লিং উত্তেজিত, তার প্রচারের কাজে ফিরে যেতে এবং চার্চ মেম্বারদের উৎসাহিত করতে, কিন্তু সে আরও জানত তার শারীরিক অবস্থা আগের মত নাই। কয়েদী জীবনের অনেক উপাদান ছিল, যা ঝেড়ে ফেলা শক্ত ছিল। *হে প্রভু আমাকে সাহায্য কর, জেলখানার বাইরের জীবন মানিয়ে চলতে। এখনও যে সমস্ত বোনেরা সেখানে আছে তাদের সঙ্গে থাকতে।*

লিং একটা আনন্দ পূর্ণ উৎসাহ ব্যঞ্জক পূনর্মিলন উপভোগ করেছিল, ফুনী এবং সেন তাকে ছোট গাড়ীতে টেনে তুলেছিল। কারণ এটি খুব অসুবিধার সৃষ্টি করতে পারে, যদি কোন বিশ্বাসী তাকে কারাগারে দেখতে আসে, এজন্য গত দুই বৎসরে তার সঙ্গে সাক্ষাতকারীর সংখ্যা খুব কম করতে হয়েছিল। সে জেনেছিল কয়েকজন নেতা অন্য চার্চ মেম্বারদের বিয়ে করেছিল এবং তাদের ছেলে মেয়ে হয়েছে, কয়েকটি নতুন সহভাগীতা দল শুরু হয়েছে।

যেই মাত্র কারটি (গাড়ী) যানজটের মধ্যে গিয়েছিল, লিং এর বমির উদ্রেক হয়েছিল। সে মনে করেছিল *গাড়ীতে চড়া কার্যটি বেশ কিছু সময়ের জন্য আমি করেনি*। লিং এর জন্য ৪ ঘন্টার ভ্রমণ দুঃখজনক ছিল, পিছনের সিটে বাঁকা ভাবে থাকা এবং গাড়ীতে চড়ার অসুস্থতা, তার মুক্ত হবার রোমাঞ্চের উপর কেন্দ্রীভূত হওয়ার চেষ্টা করেছিল।

সে যেমন আশা করেছিল, লিং এর অসুবিধা হয়েছিল মানিয়ে নিতে, যখন সে সাধারণ জীবনে ফিরে গেল। জেল (কারাগার) একটা ভিন্ন জগৎ। যখন সে লেবার ক্যাম্পে ছিল কর্মচারীরা কখনও বাতি নিভাতে দেয়নি। উৎপদনকারী টেবিল সমূহ প্রায় সব সময় ভর্তি থাকত, এবং এমনকি সেলগুলি ভালভাবে আলোকিত থাকত। তা ছাড়া এখন ছাড়া চার্চে নেতৃত্ব ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এমনকি এর ফলে লিং এর জন্য নেতৃত্ব পুনরায় দখল করা আরও অসুবিধা হয়েছিল- কারণ সে একজন স্ত্রীলোক। সে দুঃখ অনুভব করেছিল তার মনে হয়েছিল কোন জায়গা নেই চার্চের নেতাদের মধ্যে কিন্তু সে জানত তাকে বিশ্রাম নিতে হবে এবং দায়িত্ব কম নিতে হবে যখন তার শরীর সুস্থ হবে। এটা হয়ত ভালর জন্য।

গ্রেপ্তার হয়েছিল তাদের প্রত্যেকে

একজন খ্রীষ্টিয়ান নেতার পরিবারের সঙ্গে লিং বাস করেছিল। মধ্য চীনের একটা বড় ঘরে তারা বাস করত, লিং-কে দোতলায় একটা কামরা দেওয়া হয়েছিল। ১৯-২৩ আগষ্ট, নেতাদের সেই ঘরে মিলিত হবার একটা গোপন কর্মসূচী ছিল। লিং চেয়েছিল যোগ দিতে। কিন্তু পরিবর্তে, মিটিং এর সপ্তাহে লিংকে পশ্চিম চীনের একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ দেওয়া হয়েছিল। সে সন্দেহ করেছিল, নেতারা ক্ষতিগ্রস্থ উপায়ে তাকে বাইরে রাখতে চাচ্ছে, কিন্তু সে নিশ্চিত ছিল না। ৩০ জনের বেশী চার্চের মূল নেতারা যোগ দিবে আশা করা হয়েছিল, এটা একটা বড় সুযোগ ছিল পুরাণো বন্ধন পুনরায় আরম্ভ করা- তার (লিং এর) নেতৃত্বের ভুমিকার অঙ্গীকার বদ্ধতা নবায়ন করা। কিন্তু এটি হবে না।

পশ্চিম চীনে তার উপর আরোপিত কাজ সে আগষ্টের ২৩ তারিখে শেষ করেছিল, যখন সে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ পেয়েছিল। "লিং! তাড়াতাড়ি ফিরে এস।" তাকে বলা হয়েছিল, "সব নেতাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে- প্রত্যেককে। তুমি কেবল মাত্র বাকী আছ।"

পরের দিন লিং বাড়ীতে পৌঁছে বিশ্বাসীদের একটা আতঙ্কের মধ্যে পেয়েছিল। কতগুলি চার্চের নেতাদের স্ত্রী লিং এর কাছে তাদের হতাশার কথা বলেছিল, কোন ভাবে চিন্তা করেছিল- সে দায়ী। সে কেবলমাত্র ৬ মাস হল, জেল থেকে বের হয়েছে, এবং বন্ধুরা তাকে বলেছিল পুলিশ তাকেও খুঁজছে।

লিং তৎক্ষনাৎ অবস্থার দায়িত্ব নিয়েছিল। প্রথমে সে সব স্থানীয় বিশ্বাসীদের একত্রে ডেকেছিল, প্রত্যেক দলকে একটি বা দুইটি গ্রেপ্তারকৃত নেতাদের খোঁজ খবর রাখতে বলেছিল। তাদের কাপড়-চোপড়, খাবার ও টাকা "তাদের" নেতাদের জন্য সংগ্রহ করতে ও পুলিশ ষ্টেশনে দিতে।

সমস্ত চীন দেশে এই গ্রেপ্তার একটা বড়ধরণের প্রভাব ফেলেছিল, কারণ পালকরা তাদের নিজ নিজ এলাকায় প্রধান চার্চ নেতা ছিল। ই-মেলের মাধ্যমে তাদের গ্রেপ্তারের খবর বাইরের পৃথিবীতে তাড়াতাড়ি চলে গিয়েছিল এবং ভয়েস অব আমেরিকার রেডিও ব্রড কাষ্টের মাধ্যমে খুব তাড়াতাড়ি সমস্ত চীন দেশে ছড়িয়ে গিয়েছিল। লিং সংবাদের প্রবাহের (ব্যপ্তি) সংজোযক হিসাবে কাজ করেছিল- যখন চীন দেশের সব জায়গা থেকে লোকেরা এবং পৃথিবীতে আরম্ভ করেছিল, ডাক দিয়েছিল, সর্বশেষ বিশদ খবর জানতে। শীঘ্র পালকদের পরিবারেরা আসতে আরম্ভ করেছিল এবং লিং প্রত্যেককে আতিথ্য করেছিল, তাদের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিল যত ভালভাবে সে পেরেছিল।

৫ সপ্তাহ পরে ৬ জন নেতা মুক্তি পেয়েছিল, উচ্চ জরিমানা দিয়ে, (প্রত্যেকে ১০ হাজার ইয়েন পর্যন্ত), যা লিং এর দায়িত্ব ছিল, নিশ্চিত করা। বিশ্বাসীরা এত গরীব ছিল যে, এত জন নেতাদের জন্য টাকা তোলা খুবই অসুবিধার ছিল। কিন্তু লিং এর কাছে কোন উত্তর ছিল না। তার বন্দী ভাইয়েরা যে কোন পরিমান অর্থের চেয়ে বেশী মূল্যবান ছিল। সে ভিক্ষা করা অব্যাহত রেখেছিল, টাকা সংগ্রহ করেছিল এবং শেষে অর্থ যথেষ্ট হয়েছিল।

লিং নিঃশেষিত হয়েছিল এবং অনুভব করেছিল, যেন সে চাপে ভেঙ্গে পড়বে, কিন্তু সে বিশ্রাম নিতে পারেনি, যে পর্যন্ত না সে সব কিছু করেছিল, যে পর্যন্ত না বাকী ৬ জন পালকের মুক্তি নিশ্চিত করতে, যারা ছিল তাদের প্রতিষ্ঠানের সবচেয়ে প্রভাবশালী নেতা- এবং এইভাবে পুলিশদের জন্য সবচেয়ে বড় পুরস্কার ছিল। সে ভয় করেছিল নেতাদের মেরে ফেলা হবে।

কেবলমাত্র একটা কাজ বাকী ছিল। লিং পুলিশ ষ্টেশনে গিয়েছিল।

"আমি কমিশনারের সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা করি।"

"তুমি কে?" ষ্টেশন ক্লার্ক জিজ্ঞাসা করেছিল।

"আমার নাম লিং। কমিশনার চিনবেন আমি কে, তিনি আমার খোঁজ করেছেন।"

"লিং, আমার পূরাণ বন্ধু! তোমার কথা শুনে আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি।" কমিশনারের পরিচিত মসৃন কণ্ঠস্বর শুনা গিয়েছিল। "তুমি কোথা থেকে আসছ?"

"কিছু মনে করবেন না, আমার বন্ধুদের জন্য আপনার সঙ্গে কথা বলা প্রয়োজন, যাদের আপনি জেলখানায় ধরে রেখেছেন।"

"নিশ্চয়, ষ্টেশনে আস এবং আমরা কথা বলতে পারি।"

"না, আমি কেবল মাত্র আপনার সঙ্গে দেখা করতে রাজী হতে পারি ব্রাইট মুন হোটেলে, আপনার সঙ্গে আর কেউ যদি আসে, আমি দেখা করব না।"

লিং জানত তিনি রাজী হবেন। যদি কিছু নাও থাকে, তার কৌতুহল তাকে সেখানে নিয়ে যাবে। কেন প্রচারকটি (লিং) যে তাকে গত কয়েক মাস এড়িয়ে চলেছে, তাকে সাক্ষাৎ করার জন্য নিমন্ত্রন দিবেন?

"ঠিক আছে, তুমি কোনসময় দেখা করতে চাও?"

"আজকে রাত ৭টায়," সে বলল।

কিছু বিলম্ব করে, লিং একজন ভাই এর সঙ্গে দেখা করেছিল, যাকে সে মনে করত, বিশ্বাস করা যায়। তাকে সে বিষয়টা ব্যাখ্যা করে বলেছিল যদি সে তার সঙ্গে হোটেলে যায় এবং বাইরে অপেক্ষা করে। আমি যদি বের না হই, তাহলে তুমি জানবে, আমাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।"

সন্ধ্যা ৬টা ৫০ মিনিট, লিং এবং ভাইটি, হোটেলের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। লক্ষ্য এবং অপেক্ষা করছিল, কিন্তু লুকিয়ে থেকে। তারা কমিশনারকে দেখেছিল, একজন অফিসার তার সঙ্গে ছিল।

লিং এর হৃৎপিন্ডের স্পন্দন লাফিয়ে উঠেছিল, সে হেঁটে চলে যেতে প্রস্তুত ছিল, যখন সে দেখল কেবল মাত্র কমিশনার হোটেলের ভিতরে গিয়েছিল, অন্যান্য অফিসাররা সামনে বাইরে অপেক্ষা করছিল। হোটেলের পিছন দিকে ঢুকে, লিং রেস্টুরেন্টে কমিশনারের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল।

"লিং, তোমাকে দেখে খুশী হলাম," সে উষ্ণভাবে বলেছিল, যেন সত্য সত্য-ই তারা পুরাণো বন্ধু। "কিন্তু তুমি কি ভয় পাওনা, আমি তোমাকে গ্রেপ্তার করি?"

"যদি আমি ভয় পেতাম, আমি এখানে থাকতাম না। কিন্তু আমি এখানে আছি।"

তারা উভয়ে (খাবার) আদেশ দিয়েছিল এবং লিং ওয়েটার কে নির্দেশ দিয়েছিল যে সে টাকা দিবে। তারপর সে কাজের কথায় এসেছিল। "আমার বন্ধুদের নিয়ে কি করেছেন? আপনি অন্যদের জরিমানা করে তাদের মুক্তি দিয়েছেন। আপনি যদি টাকা চান আমি আপনাকে টাকা দিব। আপনি কত চান?"

"লিং! আস্তে!" কমিশনার বলেছিল। "আমরা এখনও খাইনি। উপরন্ত, তাদের জন্য আমি কিছুই করতে পারিনা, সেটা *তোমার* দোষ। তুমি এটি একটি প্রকাশ্য প্রদর্শনীতে পরিনত করেছ।"

লিং জেনেছিল, যে সে বাধ্য করার জন্য ভয় দেখাচ্ছে, সে পিছনে ফিরতে অস্বীকার করেছিল। কিন্তু অন্যান্য কৌশল চেষ্টা করতে ইচ্ছুক ছিল। তারা আরও ২ঘন্টা, সন্ধ্যার খাবার খেতে খেতে কথা বলেছিল এবং লিং তার বিশ্বাসের কথা থেকে সড়ে গিয়েছিল, সে ব্যাখ্যা করল কেন সে এবং বন্দী পালকরা এত আবেগ প্রবণ, যীশু খ্রীষ্টের সংবাদ প্রচার করতে। কমিশনার শ্রদ্ধাভরে শুনেছিল, লিং এর চোখে দেখেছিল তার বন্ধুদের বিষয়ে সে কতটা গুরুত্বহ, কিন্তু এটা নিষ্ফল। তাদেরকে মুক্ত করার কোন আশা দিতে তিনি (কমিশনার) প্রত্যাখান করেছিলেন।

লিং তার কাল চুলে বিনি কাটছিল। এটি (চুল) শেষে আবার বৃদ্ধি পাচ্ছিল। সে মনে করেছিল, তার মায়ের প্রার্থনা একটি উৎসর্গীকৃত হওয়া এবং সে মন থেকে বাইবেলের কিছু অংশ আবৃতি করেছিল, যা তাকে এতদূর পর্যন্ত এনেছিল, *"শস্য প্রচুর বটে.... শস্য ছেদনকারী অল্প.... কেন্দুয়ার মধ্যে মেষশাবক।"*

লিং চিন্তা করেছিল, দুঃখ ভোগের স্কুলে ফিরে যাবার সেটি কি সময়?

(দুঃখ ভোগের) স্কুলে ফিরে যাওয়া (প্রত্যাবর্তন)

যখন কমিশনার তার খাবার শেষ করেছিল, লিং জেনেছিল তার সময় শেষ হয়ে আসছে। বাইরে যে সব অফিসাররা হোটেলের দরজায় অপেক্ষা করছিল তাদের সম্বন্ধে ওয়াকি বহাল ছিল। সে একটি শেষ প্রস্তাব দিয়েছিল। "ভাল তোমরা আমার খোঁজ করছ, আমি এখানে আছি। আমাকে নাও এবং আমার বন্ধুদের যেতে দাও (মুক্তি দাও)।"

কমিশনার তার মাথা খাঁড়া করে মৃদু হেসেছিল। "লিং!" কমিশনার আন্তরিক ভাবে বলেছিল, "তুমি নিশ্চয় একজন অনন্যা স্ত্রীলোক, আমি এমন কখনও দেখিনি।"

তারপর কোন কথা না বলে সে রেষ্টুরেন্ট ছেড়ে গিয়েছিল।

লিং কয়েক মিনিট চুপ করে বসে রইল, অনুভব করল, সে হেরে গিয়েছে। তার হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়েছিল, হতাশাগ্রস্ত হয়ে বাড়ী ফিরে গেল। সে জানত তার সহকর্মী- তার বন্ধুরা ভাল থাকবে না- যারা অবরুদ্ধ আছে।

সময় চলে যাচ্ছিল, লিং জেনেছিল আরও দুজন খ্রীষ্টিয়ান কর্মী গ্রেপ্তার হেয়েছে, যারা এখনও কারারুদ্ধ আছে, কর্তৃপক্ষের হাতে দেওয়া হয়েছে স্থানীয় জেলা থেকে যেখানে তাদের ভীষণভাবে অত্যাচার করা হয়েছে। তাদের শাস্তি ১২-২৪ মাসে শক্ত কাজ করা।

লিং তার কাজ করে যাচ্ছিল একটা গভীর একাকীত্ব অনুভব করে। তার শেষের জেলখানার শাস্তির জন্য, সে তখনও যথেষ্ট অসুস্থ ছিল, তার উত্তরোত্তর শক্তিক্ষয় স্বাস্থ্য দেখে, অন্যান্য নেতাদের অনেকে তাকে উৎসাহিত করেছিল, তার দায়িত্ব থেকে চলে যেতে। কিন্তু সে প্রত্যাখান করল, মনে করে তার মা তাকে কতটা উৎসাহিত করেছিল, সয়াবিন পেষায় তার মা কত কঠোর পরিশ্রম করেছিল, যাতে লিং প্রচার কাজে যেতে পারে। সে তার মার অভাব অনুভব করত। এক বৎসর হলো তার সঙ্গে দেখা হয়নি। কিন্তু এখন তার সঙ্গে দেখা করা খুব বিপদজনক।

নেতাদের মধ্যে লিং একমাত্র স্ত্রীলোক ছিল, সে প্রায় তার কামরায় নিজে নিজে কাঁদত, তার কাজ শেষ করার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে।

২০০২ সালের ১৬ই এপ্রিল, লিং এর ফোন আবার বেজে উঠল। তার দলের ৩০জন খ্রীষ্টিয়ান একজন উগ্র চীনা ধর্মের লোকের দ্বারা অপহৃত হয়েছে। লিং পুলিশ ষ্টেশনের তার "বন্ধু"-কে ডেকেছিল।

সমাপ্তি অংশ (বিশেষ সংলাপ)

লিং খুব অসুবিধার জীবন যাপন করেছিল, কিন্তু তার কাজের পুরস্কার সঙ্গে সঙ্গে দেখা যাচ্ছিল। কমিশনারের সঙ্গে তার "স্থির করা" সাক্ষাতের মধ্যে দিয়ে, ঈশ্বর তার জন্য একটা দরজা খুলে দিয়েছিলেন, চীন দেশের গৃহ চার্চের যেসব খ্রীষ্টিয়ানদের উপর অবিচার চাপানো হচ্ছে, তাদের পক্ষে বলার জন্য।

কিন্তু, সেই সঙ্গে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তার যোগাযোগ, আরও বেশী বিরোধ এনেছিল এবং অনেক খ্রীষ্টিয়ান খুব দৃঢ়ভাবে প্রতিরোধ জানিয়েছিল, যা সে করছে। তাদের সমালোচনার প্রতিবাদে লিং উত্তর দিয়েছিল, "আমরা খ্রীষ্টিয়ান হতে পারি, তবু আমরা চীনা এবং এটা এখনও আমাদের দেশ।"

লিং তার উদ্দেশ্যের সঙ্গে কখনও আপোষ করেনি অথবা তার প্রচার কার্য থেকে নিবৃত্ত হয়নি। ভয় বা জেলে যাবার সম্ভাবনা তাকে বাঁধা দিতে পারেনি, প্রত্যেক সুযোগ গ্রহণ করতে, তার ভাই-বোনদের জন্য সাহসী ভাবে দাঁড়াতে। সে গভর্ণমেন্টের দৃষ্টি রাখার তালিকায় ছিল, কিন্তু সে ঈশ্বরের দৃষ্টি তালিকায় ও ছিল, তিনি আশ্চর্য ভাবে তাকে রক্ষা করেছিলেন এবং তাকে জেলখানায় পুনরায় যাওয়া থেকে উদ্ধার করেছিলেন।

কিন্তু লিং, যদি প্রয়োজন হয় জেলে যেতে তার জন্য প্রস্তুতি ছিল। সে বলে আমি "পুনরায় স্কুলে" যেতে প্রস্তুত। "আমি জানি ঈশ্বর যদি আমার মাথার চুল গুনেন, তিনি আমাকে পথ দেখাবেন, আমি তাঁর ইচ্ছার মধ্যে থাকব।"

লিং এর অন্য আরও একটি দ্বন্দ্ব ছিল যা তার অঙ্গীকার থেকে এসেছিল একা থাকতে (বিয়ে না করা), যে পর্যন্ত না চার্চের নেতৃত্ব শক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। দল হিসাব করেছিল এটি দশ বৎসরের অঙ্গীকার এবং লিং মনে করেছিল তারপর তার যথেষ্ট সময় থাকবে বিয়ে করার। সে কেবলমাত্র একজন টিনএজার (সেই সময়ে) তবে চীন দেশে ৩০ বৎসরের পর একজন স্ত্রীলোকের একাকী থাকা খুবই অসুবিধার- একটা বয়স যার মধ্যে এখন লিং আছে।

তাকে বার বার বলা হয়েছে, (এমনকি গৃহ চার্চের পালকেরা, যা সে সাহায্য করছিল প্রতিষ্ঠা করতে) একজন স্ত্রীলোকের জায়গা বাড়িতে পরিস্কার করা, রান্না করা এবং ছেলে-মেয়েদের যত্ন নেওয়া। লিং এই জীবনের অপরিহার্য্য ভূমিকা অস্বীকার করেনি, কিন্তু সে এটাও জানত, ঈশ্বরের সময় সময় তাদের জন্য ভিন্ন পরিকল্পনা থাকে যা আশা করা যায়। সে তার সমালোচকদের মনে করিয়ে দিয়েছিল, গৃহ চার্চ আন্দোলনের প্রথম বৃদ্ধির সময়, এটি স্ত্রীলোকেরা, যারা প্রচারের বিপজ্জনক কাজ গ্রহণ করেছিল। সে আরও দেখিয়েছিল, যত খ্রীষ্টিয়ান নেতারা অবগত আছে, প্রচার দলের দুই তৃতীয়াংশ যাদের চীনের দূর দূরান্তে পাঠান হয়েছিল, তারা স্ত্রীলোক ছিল।

লিং এর একটা অর্ন্তদৃষ্টি আছে, আন্তর্জাতিক অলিমপিকের জন্য যা বেজিং এ ২০০৮ সালে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। সে বিশ্বাস করে এটি একটি অবিশ্বাস্য সুযোগ হবে গৃহ চার্চগুলির জন্য বৃদ্ধি পেতে এবং সমৃদ্ধি লাভ করতে।

কাজে ফিরে যাওয়া.....

গ্লাডিসঃ
ক্ষমার একটি জীবন রেখা

ভারত
নভেম্বর ১৯৮১

এটি একটি উষ্ণ (গরম) আদ্র দিন ছিল যখন ৩০ বৎসর বয়স্কা গ্লাডিস ওয়েদারহেড ময়ুরভঞ্জ জেলায় পৌঁছেছিল, উরিষ্যা প্রদেশে অবস্থিত যা বঙ্গোসাগরের সীমানায় কলিকাতা থেকে ১১০ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে। আমি বিশ্বাস করতে পারি না, আমি কি সত্য সত্য এখানে, সে ভেবেছিল যখন সবকিছু দেখল, দৃশ্য এবং শব্দ গ্রহণ করছিল। বাড়ি ঘরের এবং দোকানের জানালা দিয়ে মরিচের (লঙ্কার) ঝাঁঝালো গন্ধ তার সঙ্গে আর্বজনার, খোলা পায়খানার পূঁতি (পঁচা) গন্ধ প্রবাহিত হচ্ছিল এবং রাস্তায় পবিত্র গরুরা মুক্তভাবে চলাফেরা করছিল। গরম গন্ধকে শ্বাসরুদ্ধ পরিস্থিতিতে এনেছিল, কিন্তু গ্লাডিস, উত্তরের ঠান্ডা বাতাস থেকে গরম আবহাওয়ায় ফিরে আসাতে খুশী হয়েছিল।

পাকিস্তানের সীমানা দিয়ে গাড়ী করে যেতে গ্লাডিসের বিশ্বাসের অভিজ্ঞতা হয়েছিল যখন তার ড্রাইভার আঁকা বাঁকা পথে চলছিল, ট্রাফিকের মধ্যে যেমন হঠাৎ কৌশলে পাশ কাটান ট্রাক, রিক্সা, টেক্সি,বাইসাইকেল এবং শেষ হয় না এরূপ লোকারণ্য, যার কিছু রাস্তায় একটা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করছিল।

অষ্ট্রেলিয়ার একটা প্রায় গ্রাম্য শহরে মানুষ হয়ে, গ্লাডিস সম্পূর্ণভাবে আশ্চর্য হয়েছিল যে ভারতে এরকম বিশৃঙ্খলা অবস্থা মেনে নিতে হবে, প্রতিদিনের জীবনে।

তার হোটেলের জানালা দিয়ে নীচে ঘূর্ণিয়মান দৃশ্য, প্রত্যেক সময় যখন একজন মা তার ছেলে-মেয়েদের অবিশ্রান্ত ট্রাফিকের (জন বহুল লোকের ভীড়ের) মধ্যে টেনে নিত তখন যেন উৎকণ্ঠায় তার দম বন্ধ হয়ে আসত, সে নীরবে প্রার্থনা করত, যখনই সে দেখে স্ত্রীলোকেরা-স্কুটারে পিছনে চড়ে যাচ্ছে, তাদের প্যাকেট ধরে থেকে, ড্রাইভারকে (চালক) ধরার পরিবর্তে। তারা প্রায় অসম্ভব ভীড়ের মধ্যে আন্দোলিত বাস বা ট্রাকের কয়েক ইঞ্চির মধ্যে চলে আসত।

ভারতের সম্পূর্ণ লোক সংখ্যা প্রায় ১ বিলিয়নের মত এবং গ্লাডিস বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছিল, নিছক (সম্পূর্ন) লোক সংখ্যা যা মনে হয় সম্পূর্ণভাবে সব জায়গায়। সে বিভিন্ন ধরণের মানুষ, যা রাস্তায় এখন তার চারধারে জমা হয়েছে তাদের দেখে, আশ্চর্যন্বিত হয়েছিল, যারা খালি পায়ের ছেলে-মেয়েরা, তাদের নোংরা মুখমন্ডল, যারা উজ্জ্বল রং এর শাড়ী পরিহিত এবং তাদের কপালে চিরন্তন হিন্দুদের চিহ্ন, বৃদ্ধ লোক যাদের গায়ের চামড়া রোদে শুকান চামড়ার মত, তাদের প্রত্যেকে ঈশ্বরের সৃষ্টি।

গ্লাডিস যা অভিজ্ঞতা লাভ করছে তাতে আনন্দিত ছিল। প্রায় ১২ বৎসরের হতাশার পরে, সে পরিশেষে তার স্বপ্নকে উপলব্ধি করেছিল এবং ঈশ্বরের আহবানে তার জীবনে মনোযোগী হয়েছিলঃ বিদেশে গরীবদের সেবা করা। সে প্রায় আশ্চর্য হয়েছিল, এই দিন কখনও আসবে কিনা.....।

একটা জীবনের সেবায় আদৃষ্ট হওয়া

যখন গ্লাডিসের বয়স মাত্র ১৮ বৎসর, সে একটি খ্রীষ্টিয়ান মিশন সভায় (সম্মিলনে) যোগ দিয়েছিল, তার দেশ অষ্ট্রেলিয়ায় এবং সে মিশনের কাজে ঈশ্বরের আহবানে উত্তর দিয়েছিল। কুইন্সল্যান্ডের একটা ফার্মে সে মানুষ হয়েছিল, গ্লাডিস চার্চে অনেক প্রচার শুনেছিল এবং কয়েকজন মিশনারীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিল যাদেরকে তার বাব-মা তাদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেছিল। প্রত্যেক শনিবারে তার মা সব ছেলে মেয়েদের তার চারিদিকে জড়ো করত এবং তাদের কাছে, আফ্রিকা, ভারত, চীন দেশের মিশনারীদের গল্প পড়ত- সেইসব দূরদেশের উত্তেজনাকর জীবনের গল্প সকল, গ্লাডিসকে প্রবলভাবে আকর্ষিত করত, এবং মিশনারীদের অঙ্গীকারের প্রশংসা করত।

তার পটভূমিকায় মিশনারী কাজে এইরূপ জোর দেওয়া গ্লাডিস আশ্চর্য্য হয়নি, কিন্তু মিশন সভা নাটকীয়ভাবে সাড়া দিয়েছিল। তার মনে কোন সন্দেহ ছিল না যে ঈশ্বর তাকে একটা জীবনে টানছেন, তার জীবনকে একটা বিদেশী ক্ষেত্রে, সে যেই মুহূর্তে জানতে পারল তখন তার মনের আন্তরিকতা ভিন্ন ছিল। সে বুঝতে আরম্ভ করেছিল যে, মিশনারীদের তাদের কাজের জন্য এইরূপ প্রবল অনুভূতির কারণ কি।

তার সম্পূর্ণ ২০ বৎসরের মধ্যে, গ্লাডিস প্রত্যেক সিদ্ধান্ত পরিশ্রুত করেছিল তার অঙ্গীকারকে সে একদিন মিশনারী হবে। সে নার্সিং ট্রেনিং শেষ করেছিল, একটি স্পষ্ট পছন্দ, বিদেশী সাহায্য পুষ্ট কার্যকারীর জন্য, যে তার যথাসাধ্যে চেষ্টা করেছিল, এমন কোন ভাবী ছেলে বন্ধু থেকে নিজেকে সড়িয়ে রাখতে প্রাণপণ লড়াই করেছিল যার

বিদেশে কাজ করার একই আহবান নাই। এই অংশটা খুব শক্ত ছিল, কিন্তু গ্লাডিস জানত, ঈশ্বর চাইবেন না সে একজন পুরুষের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়, যার মানে হয় তার উদ্দেশ্য হারিয়ে যাওয়া। সে তার জীবনে অন্যদের থেকে ভাল করেছিল এবং ক্রমে ক্রমে একটা ছোট ক্লিনিকে কাজ শুরু করে ইতিমধ্যে একটি নেতৃস্থানীয় পদ মর্যাদা অর্জন করেছিল। সে সানডে স্কুলে শিক্ষা দিত। চার্চের সেবা করত, যখনই যা পারত।

গ্লাডিস বিশেষভাবে উদ্যোমী ছিল, প্রত্যেকবার যখন একজন খ্রীষ্টিয়ান মানবিক কার্যকারী তাদের ছোট মণ্ডলী সাক্ষাত করত, যা কিছু উপস্থিত করা হতো, তার প্রত্যেক কথা গিলত তখন সেই ছবি আঁকত যা একদিন সে হবে। সে চিন্তা করত' সে কি কখনও করতে পারবে প্রকাশ্য প্রচার করা, একজন মিশনারীর জন্য-সেই অংশ বেশী উত্তেজনাপূর্ণ ছিল না-এটি ভীতিপ্রদ ছিল। গ্লাডিস লজ্জাপূর্ণ ছিল, এই কারণে না, কারণ সে সাধারণভাবে বিশ্বাস করত, যে সেই প্রকারে ঈশ্বর তাকে দান দিয়েছেন। *ঈশ্বরের ভালবাসা একটা ব্যবহারিক উপায় দেখিয়ে, আমি সন্তুষ্ট থাকব, আমার নার্সিং দক্ষতা দিয়ে* সে নিজে নিজে বলেন।

১৯৮০ সালে গ্লাডিসের বয়স ছিল ২৯ বৎসর এবং চিন্তা করতে আরম্ভ করেছিল সে কি কখনও তার স্বপ্ন উপলব্ধি করতে পেরেছে। তার হৃদয়ের গভীরে তার নিশ্চয়তা ছিল, ঈশ্বর নিয়ন্ত্রণ করছেন এবং সব কিছু ঘটবে তাঁর সময় মত। কিন্তু তার মন প্রশ্নে পূর্ণ ছিল এবং সে অন্তরের সংগ্রামে যুদ্ধ করেছিল একটি ভিন্ন পথে যাবার জন্য, বিয়ে করতে। তার বয়স তো কম ছিল না এবং তাদের সাক্ষ্যের মধ্যে অনেক বিদেশী কার্যকারী প্রকাশ করেছিল, ঈশ্বর কিভাবে তাদের ক্ষেত্রে স্থাপন করেছেন তাদের ২০ বৎসরের প্রথম দিকে অথবা টিন এজার শেষের দিকে। এর মধ্যে গ্লাডিসের অনেক সহকর্মী বিয়ে করেছিল এবং ছেলে মেয়ে হয়েছিল, তাদের বেড়ে উঠা পরিবারের মধ্যে আনন্দিত দেখে এটি খুব গ্লাভিসের জন্য অসুবিধা ছিল বিদেশে দরিদ্র লোকদের কাছে তার প্রচারের (মিনিষ্ট্রির পরিচর্যার) স্বপ্নকে ধরে রাখা।

সেই বৎসরের শেষের দিকে গ্লাভিসের সঙ্গে মাইক হের দেখা হয়েছিল, অপারেশন মোবালাইজেশন মিশনের একজন কর্মী। সে ভারতে ২ বৎসর যাবৎ কর্মী ছিল এবং সে (গ্লাডিস) তাৎক্ষণিকভাবে তার (মাইক) উৎসাহে মনে আঘাত পেয়েছিল। তার অস্থিরতায় সে তার প্রতি প্রশ্ন বর্ষিত করেছিল ভারতে অপারেশন মোইলাইজেশন কাজ সম্বন্ধে। "আপনি কি প্রকাশ্য তাদের কাছে প্রচার করতে পারেন? তারা কিভাবে গ্রহণ করে (সাড়া দেয়)? কিভাবে অপারেশন মোবাইলাইজেশন মিশন কাজ করে? আপনি কিভাবে সাহায্য (ভরণ পোষণ) পান?"

মাইক হেসেছিল তার ক্রম বর্ধমান উত্তেজনা অনুভব করে, যখন সে (মাইক) ধৈর্য ধরে তার সব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিল।

হতে পারে এটি সেই। গ্লাডিস চিন্তা করেছিল। *হতে পারে আমার অনেক বৎসরের অপেক্ষার এটি উত্তর*। পরবর্তী কয়েক সপ্তাহ, গ্লাডিস নিজেকে ঢেলে দিয়েছিল অপারেশন মোবালাইজেশন সব বই পুস্তকে। সে জেনেছিল যে দুই বৎসরের অঙ্গীকার প্রয়োজন ছিল এবং প্রত্যেককে ঈশ্বরের পরিচালনা খুঁজতে হয় কোন্ দেশে কাজ (সেবা) করবে। যখন যে ক্রমাগত অপারেশন মোবালাইজেশন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বুঝেছিল এবং এর কার্যকারীদের গভীর অঙ্গীকারবদ্ধতা, নেতৃত্ব, সে জেনেছিল, তার জন্য এই প্রতিষ্ঠান। সে অন্তরের শান্তি অনুভব করেছিল অপারেশন মোবালাইজেশনের সঙ্গে শর্তাবলী স্থির করে।

১৯৮১ সালের মে মাসের মধ্যে গ্লাডিস তৈরী হয়েছিল, অষ্ট্রেলিয়া ত্যাগ করতে তার জীবনে প্রথম বারের মত। তার কাজের দুই বছরের মধ্য পর্যন্ত কোন ধারণা ছিল না সে কোথায় কাজ করবে, কিন্তু গ্রীষ্মকালে সে ইউরোপে গিয়েছিল পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে পরিচিত হতে এবং ট্রেনিং এর জন্য। তার অন্তঃকরণ ব্যাকুল প্রত্যাশায় পূর্ণ হয়েছিল যখন পরিবার ও বন্ধুদের বিদায় জানাচ্ছিল। ভারতে কাজ করার জন্য তার ধারণা কাজে লেগে ছিল যখন সে উৎসাহী মিশনারী মাইক হের অপ্রত্যাশিত সাক্ষাত পুনরায় চিন্তা করেছিল, কিন্তু সে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত ছিল, ঈশ্বরের মনে যা ইচ্ছা ছিল সেই ব্যাপারে। তার চলে যাবার পূর্বে মুহূর্তে তার পরিবারের সকলে তার চারিদিকে জড়ো হয়েছিল- এবং তাদের একটা প্রিয় গান গেয়েছিল, "কারণ তিনি জীবিত"।

যখন গানটা শেষ হয়েছিল, গ্লাডিস বলেছিল, "*আমি* আগামীকালের সম্মুখীন হতে *পারি*, কারণ তিনি আমার ভবিষ্যৎ ধরে রাখবেন।" সেই গরমকালে ইউরোপে গ্লাডিসের জন্য একটা প্রকৃতপক্ষে ট্রেনিং এর অভিজ্ঞতা হয়েছিল এবং সে সব কিছু গ্রহণ করেছিল একই অঙ্গীকারের আত্মায় যা তাকে সেখানে নিয়ে গিয়েছিল। ঠান্ডা মেঝে ঘুমান, সপ্তাহে একদিন স্নান করা, ডরমেটরীতে টয়লেট পরিস্কার করা, ইংল্যান্ডে এশিয়ার অধিবাসীদের কাছে প্রচার করা, ঈশ্বরের নির্দেশ অনুসন্ধান করা, কোথায় সে যাবে গ্রীষ্মের মেয়াদের পর- বিদেশী ক্ষেত্রে, তার সব ট্রেনিং শেষ হবার পর। গ্লাডিস সব প্রতিদ্বন্দ্বীতার সম্মুখীন হয়েছিল, ধৈর্যশীল চেতনার উদ্দেশ্য যখন সে ক্রমাগত ভারতের স্বপ্ন দেখত। সে যে দেশের অথবা লোকদের সম্বন্ধে বিশেষ জানত না, কিন্তু তার মধ্যে ঔৎসুকতা এবং তাড়িয়ে বেড়িয়ে নেওয়া তাকে পরিত্যাগ করাতে পারে নি।

গ্রীষ্মের সেশনের শেষের দিকে, গ্লাডিস এক স্বামী-স্ত্রীর সঙ্গে যাচ্ছিল, যারা মিশনারী দলদের ইংলান্ডে সমন্বয় সাধন করছিল। তারা জিজ্ঞাসা করেছিল, তার দীর্ঘস্থায়ী প্রোগ্রামে সে কোথায় যাবে।

গ্লাডিসঃ ক্ষমার একটি জীবন রেখা

গ্লাডিস ব্যখ্যা দিয়েছিল যে সে অপারেশন মোবালাইজেশন মিনিষ্ট্রির জাহাজের ভারতের দলের কাছে দরখাস্ত করেছে। "এই মুহূর্তে আমি সঠিক ভাবে জানিনা কোন দিকে যেতে হবে।" সে বলেছিল, "আমি কেবল সেখানে যেতে চাই যেখানে ঈশ্বর আমাকে বেশী ব্যবহার করতে পারবেন।"

"গ্লাডিস, তুমি একজন বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি।" স্ত্রী-মিশনারী মৃদুভাবে বলেছিল, "বয়োবৃদ্ধ" হিসাবে মনে করাতে গ্লাডিস সজীব ও চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। সে তার বিদেশী মিশনের কাজ কমপক্ষে আরও পরে আরম্ভ করতে পারত, কিন্তু সে তখনও কেবল মাত্র ৩০ বৎসর বয়স্কা। তার বিভ্রান্ত দৃষ্টি দেখে, স্ত্রীলোকটি হেসেছিল এবং তাড়াতাড়ি ব্যাখ্যা করেছিল "না, না"। তুমি একজন *বৃদ্ধ* ব্যক্তি না। তুমি কেবলমাত্র *বয়োবৃদ্ধ* এবং আরও বেশী পরিপক্ক অন্য কার্যকারীদের অধিকাংশদের চেয়ে। তোমার আরও বেশী বাইবেল ও নেতৃত্বের ট্রেনিং আছে এবং জীবনে অনেক অভিজ্ঞতা আছে। ভারতে তোমার মত লোকের *প্রয়োজন* আছে।

গ্লাডিস হেসেছিল এবং ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়েছিল স্ত্রীলোকটির জ্ঞানের কথা এবং উৎসাহে। এটি মূলতঃ একই পরামর্শ যা মাইক হে তাকে দিয়েছিল এবং যে অনুভব করেছিল একটা পুনরায় নিশ্চয়তা ও সিদ্ধতায় অভিভূত হওয়া যার জন্য সে প্রার্থনা করেছিল। গানের কথাগুলি, যা তার জীবনের ধ্যাণ-ধারণা হয়েছিল তার মনকে প্লাবিত করেছিল। "আমি জানি তিনি আমার ভবিষ্যতকে ধরে আছেন এবং জীবনের মূল্য আছে কারণ তিনি জীবিত।"

কুষ্ঠাশ্রম

সে কাটাকে অপারেশন মোবালাইজেশনের প্রথম ষ্টেশনে থাকার পর, ভারতের পথে রওনা দিয়েছিল তখন তার ড্রাইভার তাকে একটি এক পাশের রাস্তায় যেতে বলেছিল। সীমাহীন মানুষ, স্ত্রীলোক ও ছেলে-মেয়ের ভীড় পাখির ঝাঁকের মত ব্যস্ত রাস্তা থেকে পৃথক হয়ে সে সত্যি করে ড্রাইভারকে শুনতে পারেনি যে পর্যন্ত না সে তাকে বলতে শুনেছিল- "ময়ুরভঞ্জ কুষ্ঠ আশ্রম। আপনি কিছু মনে করবেন না -আপনি কি গ্লাডিস? আমরা সেখানে বেশীক্ষণ থাকব না।"

কুষ্ঠের সুবিধা প্রদানকারী জায়গায়, তারা একটা লম্বা সুপুরুষ লোকের সঙ্গে দেখা করে ছিল। অষ্ট্রেলিয়ার সাহায্য প্রাপ্ত লোক যার নাম গ্রাহাম স্টেন্স। গ্লাডিস শুনেছিল সেই জায়গায় আরও অষ্ট্রেলিয়ানরা কাজ করছিল কিন্তু তাদের কারও নামে জানতে পারে নি। গ্রাডাম গ্লাডিসকে সাথে নিয়ে মিশন হাউসে গেল, যেখানে সে একাকী অপেক্ষা করেছিল যখন দুজন মানুষ তাদের কাজ সম্বন্ধে কথা-বার্তা বলছিল।

তার চারিদিক চেয়ে এবং আশ্রমের প্রথম কর্মীনি, কেটি এলনবী সম্বন্ধে ছোট বইয়ে চোখ বুলিয়ে গ্লাডিস সম্পূর্ণভাবে দেশের খবরের জন্য ঔৎসুক। ৭০ বৎসরের পুরানো "বাংলো" একটা শান্তভাব ছিল যা গ্লাডিস লক্ষ্য করল। এক তালা ঘরের প্রত্যেক কাঠামো বয়সকে অগ্রাহ্য করছিল, ঠান্ডা কংক্রীটের মেঝ ১৮ ইঞ্চি পুরু দেওয়াল স্তরের পর স্তরের চুনকাম থেকে ঝাড় দেওয়া বারান্দা যা ছায়া দিচ্ছিল ভিতরকে অগ্রহণযোগ্য গরম থেকে যখন সে অপেক্ষা করেছিল। গ্লাডিস আশ্চর্য হয়েছিল কেন গ্রাহামের স্ত্রী বেড়িয়ে এসে এক পেয়ালা চা দিচ্ছিল না, যা সে তাড়াতাড়ি শিখেছিল, যে সেটা ভারতের রীতি। কিন্তু কোন স্ত্রীলোক আসেনি এবং শীঘ্র গ্লাডিস ও ড্রাইভার কাটাকের দক্ষিণ দিকে রওনা দিয়েছিল।

প্রথম কয়েক মাস OM দলের সঙ্গে জীবন খুব দ্রুত ছিল এবং চমৎকার ছিল যখন গ্লাডিস শেখার চেষ্টা করেছিল স্থানীয় উপায় এবং রীতি নীতি। তার প্রথম ৬ সপ্তাহ সে কাটাকে কাটিয়েছিল একদল দেশীয় ত্রাণকর্মী দলের সঙ্গে। ছয়জন স্ত্রীলোক দুইটি ছোট ঘরে বাস করতো-বই পুস্তকের বাক্স থরে থরে সব জায়গায় সাজান, খাবার যা অনবরত হলুদ রং এর, জল বালতি করে আনা হতো এবং পায়খানা যা শুধুমাত্র সিমেন্টর আয়তকার খন্ড একটি গর্তশুদ্ধ। গ্লাডিস ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়েছিল যে সে একটি খামারে বড় হয়েছিল এবং কঠোর পরিশ্রমের মর্ম জানত। কিন্তু কিছু দিন সে হতাশ হয়েছিল যখন সে সংগ্রাম করেছিল যখন "ঈশ্বরের যা কিছু আমার জন্য রেখেছেন", তার প্রতি হ্যাঁ সূচক আচরণ, বজায় রাখত।

প্রতিদিন জোড়ায়,জোড়ায় তারা বের হতো বাড়ি বাড়ি খ্রীষ্টিয়ান বই বিক্রয় করতে এবং যীশুর কথা বলতে। গ্লাডিস শহরের লোকদের সঙ্গে সাক্ষাত করতে ভালবাসত, কিন্তু তার হৃদয় আকাংখা করত অনেক দূরের সাঁওতাল গ্রামে, যা বারিপদের উত্তর এবং পশ্চিমে বৃক্ষ পাহাড়ে ছিল। গ্রামাঞ্চলে প্রথম ভ্রমণের সময় তারা কতগুলি গ্রামের পাশ দিয়ে গিয়েছিল। রাস্তার খুব কাছে, সোজা মাটির দেওয়াল এবং ঘাসের ছাউনি-ওয়ালা কুঁড়ে ঘরগুলি ছিল এবং বৃক্ষ (বড় গাছ) দ্বারা ঘেরা ছিল। গ্রামের বাড়িগুলির ধারে একটা হাতে খোড়া পুকুর ছিল।

তাকে বলা হয়েছিল সাঁওতালদের রীতি এবং তারা মন্দ, আত্মা উপাসক, এমনকি তারা কিভাবে মন্দ আত্মাকে সন্তুষ্ট করতে মানুষ বলি দেয় সেই সম্পর্কে। তাদের বসবাসের অবস্থা প্রাথমিক ধরণের ছিল এবং ছেলে মেয়েরা যা সহজে দমন করা যায় এবং আধুনিক উপায়ে সুস্থ করা সম্ভব, এমন অসুস্থতার কারণে, দ্রুত হারে মারা যেত।

সাঁওতাল পরিবারেরা সুগন্ধী ধূপ জ্বালাতে তাদের টাকা খরচ করে কিনত এবং পশু বলি দিত, মন্দ আত্মাকে প্রশমিত করতে, তাদের ছেলে-মেয়েদের বাঁচাতে তারা ব্যর্থ চেষ্টা করত।

গ্লাডিসঃ ক্ষমার একটি জীবন রেখা

নার্স হিসাবে, গ্লাডিস জানত, এই লোকদের সাহায্য করা যায় একটু সাধারণ শিক্ষা দিয়ে খ্রীষ্টিয়ান হিসাবে সে জানত যীশু এমনকি বেশী করে সুস্থ করতে পারেন, তাদের মন্দ আত্মার দেবতাদের ভয়ঙ্কর বন্ধন থেকে। সময় সময় তাকে শক্তিশালী বেদনা আঁকড়ে ধরত, যখন সে তাদের বিপদ সম্পর্কে বিবেচনা করতো এবং সে আকাঙ্খা করত এই সব গ্রামবাসীর মধ্যে যেতে, সুসমাচার প্রচার করতে যা তার হৃদয়ে প্রজ্বলিত ছিল।

১৯৮২ সালের জানুয়ারী মাসে গ্লাডিস তার সুযোগ পেয়েছিল। তার পরবর্তী দলের কাজ ছিল, কতগুলি গ্রামে সাক্ষাত করা, যেখানে মিশনারীরা "বনের ক্যাম্পের" অংশ গ্রহণ করেছিল, স্থানীয় খ্রীষ্টিয়ানদের আতিথ্যের দ্বারা। একটা গ্রামে তারা সাক্ষাৎ করেছিল, যা সাতমাইল হাঁটা পথ, যা বন্ধুর পার্বত্য গিরিখাতের মধ্য দিয়েছিল। কিন্তু গ্লাডিসের হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হয়েছিল সেখানে গিয়ে। সে উৎসাহের সঙ্গে সমস্ত স্থানীয় জীবন ধারায় অংশ গ্রহণ করেছিল-কুয়া থেকে জল তোলা, নদীতে স্নান করা এবং ছাড়পোকার মধ্যে ঘুমান। স্থানীয় স্ত্রীলোকরা ভালবাসত লম্বা, সাদা চামড়ার অষ্ট্রেলিয়ান নার্সের সঙ্গে থাকতে এবং তারা ব্যগ্রভাবে গ্লাডিসকে শিখাত তাদের সাধা সিধে জীবন ধারা।

নীচু থেকে নীচুতমদের জন্য ভালবাসা

ময়ুরভঞ্জ কুষ্ঠাশ্রম থেকে গ্রাম বেশী দূর ছিল না এবং গ্লাডিস এর কয়েকবার সুযোগ হয়েছিল গ্রাহামকে দেখতে যে কখনও বিয়ে করেনি। মিশনের বিষয়ে বেশীরভাগ সভায় গ্লাডিস অনুভব করেছিল, গ্রাহামের প্রতি তার আকর্ষন বাড়ছে, এমনকি যদিও তার অনুভূতিকে সড়িয়ে রাখছে এবং হাতে যে সব কাজ করছে তাতে কেন্দ্রীভূত করেছিল। তারপর তার পরবর্তী কাজে তাকে পাঠান হয়েছিল। গ্লাডিস কৃতজ্ঞ ছিল ভারতের এত কিছু দেখার সুযোগের জন্য যখন যে OM দলের সঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ করছিল, কিন্তু কুষ্ঠাশ্রম দেখে এবং সাঁওতাল লোকদের দেখে তার মনে একটা গভীর দাগ কেটে ছিল। গ্রাহাম ও অন্যেরা যেভাবে সেইসব রোগীদের যত্ন নেয়- যারা কুষ্ঠ থেকে কষ্ট পাচ্ছে এবং গ্রাম থেকে বিতাড়িত, সে অভিভূত হয়েছিল। হিন্দু ধর্ম বিশ্বাস করত হতভাগ্য কুষ্ঠ রোগে দুঃখভোগীদের পূর্ব জন্মের পাপ সেই রোগের কারণ। তাদের বলা হ'তো এমন কি তারা এক পেয়ালা জল পাওয়ার অযোগ্য। এর ফলে যারা কুষ্ঠের দ্বারা পীড়িত তারা খুব কষ্টসাধ্য জীবন যাপন করত, রাস্তায় ভিক্ষা করত এবং তাদের বাড়ি ও পরিবার থেকে চিরদিনের জন্য নির্বাসিত হয়ে যেত। যারা কুষ্ঠরোগের দ্বারা দুঃখ ভোগ করত, তাদের চেয়ে নিচু আর কেউ ছিলনা এবং গ্রাহামের মত আর কেউ তাদের বেশী ভালবাসত না।

দুঃখভোগী, যারা কুষ্ঠ আশ্রমে আসত, তাদের ঔষধ দেওয়া হতো, যা রোগীটির আরও ক্ষতি করতে বন্ধ করত, তাদের ভালবাসা এবং সহানুভূতি দেখান হতো সেখানকার কর্মচারীদের দ্বারা, যারা শিক্ষা দিত যে রোগটি নিরাময় যোগ্য এবং এটি ঈশ্বরের অভিশাপ না। গ্লাডিস চমৎকৃত হতো অনেক রোগীদের রূপান্তর দেখে কেবলমাত্র মানুষের অনুকম্পার অনুভূতি স্পর্শ দ্বারা, ভালবাসার কয়েকটি কথা শুনে। ঔষধ যা ভাল করতো কিন্তু কর্মচারীদের অনুকম্পা তাদের আত্মাকে সুস্থ করত।

কুষ্ঠাশ্রমে যে কাজ হচ্ছিল তাতে গ্লাডিস মুক্ত হয়েছিল, কিন্তু সময় সময় সে প্রশ্ন করত, তার উদ্দেশ্য। সে কি গ্রাহামের দ্বারা আকর্ষিত অথবা সেখানে যে মিশন আছে তাতে? যদিও তার জন্য স্নেহময় অনুভূতি বৃদ্ধি পাচ্ছে, সে জানত' তার জন্য ভারতে আসা তার উদ্দেশ্য না। তাছাড়া তার কোন উপায় ছিল না জানার, গ্রাহামের কি তার জন্য একই ধরণের অনুভূতি আছে। কি যদি তার থাকে? সে গভীরভাবে চিন্তা করেছিল। তবু তাকে পূর্বে OM নেতাদের বলতে হবে যদি কোন রকমের সম্পর্ক আরম্ভ হতে পারে। সেটাই নিয়ম।

বসন্তকালের প্রথমে, গ্লাডিস আর আশ্চর্যম্বিত হয়নি গ্রাহামের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে। সে শুনেছিল গ্রাহাম তার OM নেতাকে জানিয়েছিল, তার সঙ্গে গ্রাহামের যোগাযোগ করার অনুমতির জন্য, সে রোমাঞ্চিত হয়েছিল। সমস্ত বসন্তকাল এবং গ্রীষ্মকাল ধরে তারা পরস্পর পরস্পরকে জেনেছিল যখন চিঠির আদান প্রদান চলছিল। তারা চমৎকৃত হয়েছিল এটা জেনে কতবেশী তারা একই ধরণের। তারা কেবলমাত্র ৪০ মাইল দূরত্বের মধ্যে বেড়ে উঠেছিল, একই ধরণের পটভূমিকায় এবং উভয়ে খুব কম বয়সে মিশনে আহুত হয়েছিল। যতবেশী তারা যোগাযোগ করেছিল, তারা ততবেশী উপলব্ধি করেছিল ঈশ্বর নিশ্চয় তাদের একত্রিত করতে চান। তারা অষ্ট্রেলিয়ায় ১৯৮৩ সালে ৬ই মে, একদল পরিবার ও বন্ধুদের মধ্যে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল।

কুষ্ঠাশ্রমের প্রত্যেকে গ্রাহাম ও তার নববধুর জন্য রোমাঞ্চিত হযেছিল। "দাদা" স্থানীয়রা তাকে (গ্রাহাম) স্নেহভরে ডাকত, যে বিশ্বস্ত এবং অক্লান্তভাবে ময়ুরভঞ্জে প্রায় ২০ বৎসর কাজ করেছিল। ঈশ্বর প্রচুর রূপে তাকে পুরস্কৃত করেছেন একটি চমৎকার স্ত্রী দিয়ে যে ঈশ্বরকে একই অনুভূতি দিয়ে ভাল বেসেছিল, ভারতীয়দের প্রতি একই অনুগ্রহ দেখিয়েছিল। গ্রামের মধ্যে বাসগৃহ এবং কম্পাউন্ডে রোগীদের কাছে গ্রাহাম ও গ্লাডিসের বিবাহ ঈশ্বরের ভালবাসার একটি চমৎকার সাক্ষ্য ছিল, তারা সকলে ব্যগ্রভাবে অপেক্ষা করছিল মিঃ এবং মিসেস স্টেনদের (গ্রাহাম ও গ্লাডিস) অষ্ট্রেলিয়া থেকে ফিরার জন্য।

কিন্তু এটি তত সোজা ছিলনা। গ্লাডিস এবং গ্রাহাম স্বামী স্ত্রী হিসাবে তাদের প্রথম পরীক্ষার সম্মুখীন যখন ইন্ডিয়ার গর্ভমেন্ট গ্লাডিসকে একটি নতুন ভিসা দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। এটার কোন ব্যাখ্যা ছিল না, কিন্তু কর্মকর্তা কেবলমাত্র প্রত্যাখান করেছিল তার (গ্লাডিস) ফিরে আসাতে। শেষে তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তাকে ছাড়া গ্রাহাম ফিরে আসবে এবং ইন্ডিয়া থেকে ভিসার চেষ্টা করবে।

কয়েক মাস সময় নিয়েছিল, সেইসঙ্গে প্রচুর প্রার্থনা যখন গর্ভমেন্ট রাজী হয়েছিল গ্লাডিস গ্রাহামের সঙ্গে যোগ দিতে পারবে, কিন্তু তবু তাকে ভিসা দেওয়া হয়েছিল কেবলমাত্র গ্রাহামের স্ত্রী হিসাবে কিন্তু বিদেশী সাহায্যকারী হিসাবে না। তাকে প্রতিজ্ঞা করতে হয়েছিল ধর্মান্তরিত না করার অথবা হিন্দুদের খ্রীষ্টিয়ান করার চেষ্টা না করার। সে রাজী হয়েছিল। এটা ঠিক, গ্লাডিস এবং গ্রাহাম জানত তারা কোনভাবে কাউকে জোর করতে পারবে না খ্রীষ্টিয়ান হতে। তাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, কুষ্ঠ রোগীদের মধ্যে কাজ করে তাদের ঈশ্বরের ভালবাসা দেখান এবং সেইসব লোক যারা সেই ভালবাসায় সাড়া দিত, তারপর এটি ছিল তাদের পছন্দ।

অন্তরের ইচ্ছা

১৯৮৪ সালের শেষের দিকে গ্লাডিস বারিপাদাতে ফিরে এসেছিল-কৃতজ্ঞতা এবং অস্বস্তি মুক্ত গ্রাহামের কাছে। তার স্বামীর কাছে ফিরে আসাতে সে উত্তেজনাপূর্ণ ছিল, সে তাড়াতাড়ি স্থিতি হয়েছিল স্ত্রীর ও ম্যানেজারের নতুন ভূমিকায়। সে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হতো বাইরে গ্রামে যেতে, আগে যেমন সে যেত, কিন্তু সে তার নতুন ভূমিকা গ্রহণ করেছিল সেই সহজে যাবার সেই একই মনোভাবে যা তাকে দেখিয়েছিল, পূর্বের অনেক পরিবর্তনের মধ্যে যেতে।

সে তার মূলমন্ত্র হিসাবে গ্রহণ করেছিল বাইবেলের পদগুলি, যা সুন্দর মিশন বাংলোর দেওয়ালে টাঙ্গানো ছিল। "আর সদাপ্রভুতে আমোদ কর, তিনি তোমার মনের বাঞ্ছা পূর্ণ করবেন"। (গীতসংহিতা ৩৭ঃ৪ পদ) সে তার নতুন বাড়ির চারিদিকে কাজ করতে ভালবাসত, যখন সে কুষ্ঠ রোগীদের সাহায্য করত। সে বিশেষভাবে ভালবাসত সেইসব ভ্রমণগুলি যাতে সে এবং গ্রাহাম মাঝে মাঝে সাঁওতাল চার্চ এ যেত যেখানে সে সাঁওতাল চার্চ উপভোগ করত এবং স্ত্রীলোকদের উৎসাহিত করতো।

১৯৮৫ সালে গ্লাডিস এবং গ্রাহাম তাদের প্রথম শিশুকে স্বাগত জানিয়েছিল, ইষ্টের জয় যাকে অনুসরণ করেছিল দুই ভাই, ফিলিপ ১৯৮৮ সালে এবং তিমথী ১৯৯২ সালে। গ্লাডিস তার ছোট বংশধরদের মা হিসাবে দেখাশুনা করা ভালবাসত এবং একটা নতুন মিনিষ্ট্রির ক্ষেত্র (ধর্মীয় পরিচর্যা) খুলে গিয়েছিল যখন ছেলে মেয়েরা বাড়ছিল এবং ঐ অঞ্চলের ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে খেলা করত।

সব কিছুই ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করা

সমস্ত ১৯৯০ সাল ব্যাপী গ্লাডিস ও গ্রাহাম বিশ্বস্তভাবে কাজ করছিল কুষ্ঠ রোগীদের মধ্যে এবং সাঁওতালদের অঞ্চলে। গ্লাডিস তার বাচ্চাদের সঙ্গে নিয়ে বাইরে গ্রামে যেত এবং সাঁওতাল ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে খেলা করতে, তার বাচ্চারা তাদের বাবার সঙ্গে বিভিন্ন জঙ্গল ক্যাম্পে, ৫ দিনের বাৎসরিক সভাতে যেতে ভালবাসত যা স্থানীয় পালকদের দ্বারা হতো। গ্রাহাম পালকদের শিক্ষা দিতে ও প্রচার করতে অংশ গ্রহণ করত।

গ্লাডিস এবং গ্রাহাম জানত সাঁওতাল গ্রামের অনেকে ক্রমাগত অত্যাচারের সম্মুখীন হয় তাদের খ্রীষ্টিয়ান বিশ্বাসের জন্য। তারা সব সময় গ্রামবাসীদের প্রয়োজনের বিষয়ে স্পর্শকাতর ছিল এবং তাদের সঙ্গে সকল প্রকার উঠা বসায় (ব্যবহারে) তারা জ্ঞানের জন্য প্রার্থনা করত। গ্রাহাম কখনও গ্রামে যেত না ধর্মান্তকরণ করতে অথবা কাউকে বিশ্বাস পরিবর্তন করতে বুঝাতে, তার পরিবর্তে সে স্থানীয় পালকদের চার্চকে সাহায্য করত যা ঈশ্বর প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তবুও, সাঁওতাল খ্রীষ্টিয়ানরা বাঁধার সম্মুখীন হতো এবং প্রায় তাদের দোষী করা হতো খ্রীষ্টিয়ান ধর্মে পরিবর্তন করা দমনের কারণে বা বিদেশীদের টাকা নেওয়ার কারণে।

একটা ১২ বৎসরের ছেলেকে আক্রমণ করা হয়েছিল, খ্রীষ্টিয়ান হবার জন্য। যখন যে একটা গাছে চড়েছিল তার গরু মহিষের পাল দেখার জন্য, গ্রামের অন্যান্য ছেলেরা, ক্রোধে উন্মুক্ত হয়েছিল সে খ্রীষ্টিয়ান হয়েছে বলে, গাছটি ঘিরেছিল এবং তাকে নামতে দেয়নি। তার বিশ্বাসের জন্য তাকে ঠাট্টা মঙ্করা (উপহাস) করে তার পিছনে একটা লাঠি ঢুকিয়েছিল যে পর্যন্ত সে না মারা যায়। তার বিধবা মা এতে বিধস্ত হয়েছিল।

একদল হিন্দু, তার বিশ্বাসের জন্য এক যুবককে পাথর মেরেছিল, তারপর জলে ডুবিয়েছিল। স্থানীয়রা, খ্রীষ্টিয়ানদের প্রতিদিন হয়রানি করতো। তাদের সম্পত্তি সময় সময় চুরি করা হতো অথবা নির্বিচারে ধ্বংস করা হতো অথবা তাদের জমিতে কাজ করতে

দেওয়া হতো না অথবা গ্রামের কুয়া থেকে জল নিতে দেওয়া হতো না। বৎসরের পর বৎসর, অত্যাচারের খবর আসত কিন্তু গ্লাডিস এবং গ্রাহাম নিজেরা ভীত হতো না তারা কখনও উদ্বিগ্ন হয়নি যে তারা উম্মাদদের লক্ষ্যবস্তু হবে। গ্লাডিস কারণ দেখিয়েছিল, "আমরা কুষ্ঠ রোগীদের পরিচর্যা করি। সেটা কত ভয়াবহ?"

এক শান্ত বৃহস্পতিবার সকালে ১৯৯৯ সালের জানুয়ারী মাসে গ্লাডিস তার শান্ত (প্রার্থনা) সময় উপভোগ করছিল এবং তার প্রাত্যহিক ভক্তিমূলক পাঠ করছিল। সেই দিনকার গল্প ছিল একজন ২০ বৎসর বয়স্কা মেয়ের সম্পর্কে যে তার দৃষ্টি হারাচ্ছিল। যখন মেয়েটির পালক হাসপাতালে দেখতে গিয়েছিলেন। সে (মেয়েটি) তাকে বলেছিল, "পালক, ঈশ্বর আমার দৃষ্টি শক্তি নিয়ে নিচ্ছেন।"

কিছুক্ষনের জন্য পালক চুপ করে ছিলেন। তারপর তিনি বলেছিলেন, "জে সি তাকে এটি নিতে দিও না"।

মেয়েটি বিভ্রান্ত হয়েছিল এবং তারপর জ্ঞানী পালক বলেছিলেন, "এটি তাকে *দাও*"।

গল্পটি গ্লাডিসের মনের তারে আঘাত করেছিল যখন সে অনুভব করেছিল সে যা কিছু ভালবাসে সব কি ঈশ্বরকে দিতে ইচ্ছুক-তার স্বামী, ছেলে-মেয়ে ও সব কিছুই তাঁর জন্য। যখন তার হৃদয় এই প্রশ্নের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করছিল, তার গাল বেয়ে অশ্রু গড়াচ্ছিল। তার অন্তঃকরণ সে খ্রীষ্টকে দিয়েছিল, যখন তার বয়স মাত্র ১৩, সেই দিন থেকে সে কেবলমাত্র তার জন্য সম্পূর্ণভাবে জীবন যাপন করতে আরম্ভ করেছে। যখন সে ভারতে এসেছিল সে কোন কিছুই ধরে রাখেনি, সে ও গ্রাহাম তাদের জীবনকে ঢেলে দিয়েছিল (উৎসর্গ) সেবা করতে ও উৎসর্গ করতে। সে মনে করেছিল সে ঈশ্বরকে দিয়েছিল, সব কিছুই কিন্তু তার অন্তরে সে জানত তার প্রলোভন ছিল, শক্ত করে ধরে রাখতে সেই জিনিসগুলি এবং প্রিয়জনদের, যাদের সবচেয়ে ভালবেসেছিল।

শেষে সে ঈশ্বরকে উত্তর দিয়ে প্রার্থনা করেছিল যা সে জেনে ছিল ঈশ্বর পাবার উপযুক্ত। তোমার জন্য আমার যা কিছু আছে তা নিয়ে ব্যবহার কর-আমার স্বামী আমার ছেলে-মেয়ে আমার যা কিছু আছে। আমার সব কিছু তোমার কাছে সমর্পন করি।

যখন সে আমেন বলেছিল, সে পবিত্র আত্মার যা তার চারিদিকে আছেন ও পরিপূর্ণ করছেন, সে অনুভব করেছিল তাকে আরাম দিচ্ছেন, যখন যে অব্রাহামের গল্প মনে করছিল যিনি তার ছেলে ইসহাককে ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ করছিলেন। সে জানে না তার পরিবারের জন্য আগামীতে কি আছে (ঘটবে), কিন্তু সে নিশ্চিত ছিল, ঈশ্বর তাদের সঙ্গে থাকবেন।

পরবর্তী সপ্তাহে, গ্রাহাম মনোহরপুর গ্রামে যাচ্ছিল, অন্য একটি জঙ্গল ক্যাম্পে যোগ দিতে। সে বিশেষভাবে উত্তেজিত হয়েছিল তার ১০ বৎসর বয়স্ক ফিলিপ এবং ৬ বৎসর বয়স্ক তীমথিকে সাথে নেওয়ার জন্য এবং ছেলেরাও সমভাবে চমৎকৃত হয়েছিল। তারা বাইরে ক্যাম্পে যেতে ভালবাসত। জীপে ক্যাম্পিং করা একটা অভিযানের মত ছিল এবং " এলোমেলো, অগোছালো ছিল" কোন বিদ্যুৎ এবং ট্যাপের জল ছিল না। কিন্তু বেশীর ভাগ তারা বাবার সঙ্গে সময় কাটাতে ভালবাসত। গ্রাহামের ছুটির দিনগুলি খুব কর্মব্যস্ত ও উত্তেজনা পূর্ণ ছিল এবং সব সময় ভিজিটররা আসতো এবং গ্লাডিস জানত এটা ছেলেদের জন্য ভাল ছিল তারা কিছু সময় বাবার সঙ্গে সঙ্গেই থাকে। ৪ ঘন্টার জীপে ভ্রমণ ছেলেদের বাঁধাহীন সময় দিবে কথা বলার জন্য।

১৩ বৎসরের ইষ্টের দুইজন মেয়ে বন্ধু তার বোডিং স্কুল থেকে সাক্ষাত করতে এসেছিল। সুতরাং সে খুশী ছিল ঘরে থাকতে এবং তার বন্ধুদের মার সঙ্গে ও অবসর জীবন কাটাতে (বিনোদন)।

জানুযারী ২০ তারিখ বুধবার, গ্লাডিস চারিদিকে ছুটাছুটি করছিল এবং প্রত্যেককে বাড়ির বাইরে দরজায় জড়ো করছিল। "ফিল, তোমার জিনিস প্যাক (গুছানো) শেষ করেছো"- সে তার বড় ছেলেকে ডেকেছিল। সে তার ঠিক বাবার মত হাতের কাজে পটু ও কুশলী ছিল এবং "ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন" ছিল, অন্যদের অনুভূতিতে স্পর্শকাতর (সংবেদনশীল) ছিল। সে সকলের কাছে প্রিয়, এজন্য গ্লাডিস গর্বিত ছিল। সে (গ্লাডিস) প্রায় বিশ্বাস করতে পারত' না, ২ মাস পরে তার বয়স ১১ বৎসর হবে। তারা সব সময় এত ব্যস্ত থাকতো যাতে একদিন এটা মনে হয়েছিল, যদি ও তারা ছেলে মেয়েদের জীবন, তারা এত দ্রুত বেড়ে যাচ্ছিল, তাদের সে সম্পূর্ণভাবে উপভোগ করতে পারছিল না।

"ছেলেরা, এখন যাবার সময় হয়েছে," গ্রাহাম ডেকেছিল, গ্লাডিস ছেলেদের জীপের কাছে সটকে (পালিয়ে) এসেছিল, যেখানে তার বাবা এখন অপেক্ষা করছিল। সে উভয় ছেলেকে চুম্বন করেছিল এব তাদের একই উদ্দেশ্যে (চুম্বন), গ্রাহামের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। তারা সর্বদা ঠিকমত বিদায় নিবার জন্য সময় নিত কারণ তারা জানত না কি ঘটবে, বিশেষ করে উদভ্রান্তকর ভারতের যানবাহন চলার (ট্রাফিক) মধ্যে। গ্লাডিস জানত তীমথি এই বিষয়ে (রাস্তা ভ্রমণ) একটু বেশী ভয় পায় কারণ গত নভেম্বরে একটা মোটর দুর্ঘটনায় ঘটেছিল। গাড়ীর ভিতরে সে সামনের দিকে ছিটকে পড়েছিল কিন্তু সাংঘাতিকভাবে আঘাত পায় নি তবে ভয়ে কেঁপে উঠেছিল। তারপর ঠিক দুই সপ্তাহ আগে, তাকে খুব কাছ থেকে ডাকা হয়েছিল, যখন একটা বড় ট্রাক জিপের খুব কাছ দিয়ে পাশ কাঠিয়ে গিযেছিল একটা গিরি পথের মধ্যে। গ্লাডিস বুঝেছিল তীমথির কাছে ভ্রমণ করা ভয় সম্বন্ধে এবং যে চেষ্টা করেছিল তাকে পুনরায় নিশ্চিত করতে তাদের যাত্রা করার পূর্বে।

"ভাল সময় কাটাও। আমি তোমাদের সোমবারে দেখতে পাব," সে বলেছিল, যখন তারা চলে যাচ্ছিল।

যখন সে বাংলোর দিকে ফিরলো, সে মনে করেছিল সে ফিলিপের ব্যাগ চেক (তল্লাসী) করেনি। সে ব্যাকুলভাবে চিন্তা করেছিল, "আমি আশা করি সে তার জ্যাকেট প্যাক করতে মনে রেখেছিল।"

তারপর তার চিন্তা তীমথির প্রতি হয়েছিল। সে সর্দ্দিতে কষ্ট পাচ্ছিল এবং গ্লাডিস কিছু বেশী কাপড় তার সঙ্গে দিযেছিল, এটা মনে করে যে পর্বতে কত ঠান্ডা। সে হেসেছিল, এটা আশা করে তীমথি তার কণ্ঠস্বরকে বিশেষ চাপা করবে না সমস্ত গান করে। সে বাড়িতে গায়ক ও প্রচারক ছিল। তার বাবার মত সে প্রচার করতে ভালবাসত' এবং গ্লাডিস সময় সময় তাকে পেত বসবার ঘরে চেয়ার স্থাপন করত' চার্চ চার্চ খেলা করতে। এইভাবে কিছুক্ষণ ধরে যদি ও খেলা করেছিল। তারপর, সোমবার দিন গ্লাডিস বসবার ঘরে হেঁটে গিয়েছিল, সেখানে টিম প্রচার করছিল এবং আনন্দের সঙ্গে গান করছিল-সারি বাঁধা খালি চেয়ারগুলি তার কাল্পনিক (সঙ্গে) উপাসনা কারীদের ভেবে।

সে ইচ্ছা করেছিল বসতে এবং তার কথা শুনতে, সে (গ্লাডিস) যা করছিল সেটা শেষ করার ঠিক পর, কিন্তু যখন সে ফিরে এসেছিল, সে (তীমথি) অন্য কাজে চলে গিয়েছিল।

তার জানার কোন উপায় ছিল না এটা টিমের শেষ চার্চ খেলা করা।

২৩ শে জানুয়ারী শনিবার ভোর ৪-৩০তে ফোন বেজেছিল। অন্ধকারে বিছানায় উছোঁট খেয়ে, সে ঘুমঘুম ভাব নিয়ে তার কানে ফোন তুলেছিল। সে কিছুক্ষণ ধরে শুনেছিল, ভয়টাকে শান্ত করতে যা তার মেরুদন্ডকে একটা বরফের বর্শার মত ছড়িয়ে দিয়েছিল। ইষ্টার ও তার বন্ধুরা টেলিফোনের শব্দে জেগেছিল। দরজায় এসেছিল যখন গ্লাডিস (ফোন) রেখে দিয়েছিল।

ইষ্টার জিজ্ঞাসা করেছিল- "মা কি হয়েছে"।

গ্লাডিস উত্তর দিয়েছিল, "কেউ মিশন জীপ জ্বালিয়ে দিয়েছে", "আমি আর কিছু জানি না। সুতরাং চিন্তা না করার চেষ্টা কর। আমরা প্রার্থনা করবো এবং তারপর তোমারা, মেয়েরা আরও কিছু ঘুমাতে চেষ্টা কর। আমার মনে হয় সকলে খুব ভাল আছে এবং তুমি জান সামনে একটা ব্যস্ত দিন আছে। আমি তোমাকে বিশদ জানাব যখন আমি তাদের কাছে শুনব।

সেই সব বিশদ বিষয়, যখন তারা এসেছিল, আরও ভয়ঙ্কর (বিভীষিকাপূর্ণ) ছিল যা গ্লাডিস কখনও কল্পনা করতে পারত তার চেয়ে বেশী।

অদমিত (ধুমায়িত) প্রচন্ড ক্রোধ

ক্ষুদ্র গ্রাম মনোহরপুর সাংস্কৃতিক ভাবে কিছু দিনের জন্য বিভক্ত ছিল। ২২ বৎসরের অধিকাল ধরে, প্রায় ১৫০টি পরিবার খ্রীষ্টিয়ান হয়েছিল। অধিকাংশ সময় ধরে ২টি দল শান্তিতে একত্রে বাস করছিল, কিন্তু শেষের দিকে অদিবাসীরা খ্রীষ্টিয়ানদের সঙ্গে বেশীভাবে খিট খিটে মেজাজী হয়েছিল। ১৯৯৮ সালের গ্রীষ্মকালের মধ্যে মানসিক চাপ বিষোৎগারণ করেছিল যখন কয়েক জন খ্রীষ্টিয়ান কৃষক স্থানীয় আদিবাসীদের ক্রোধে ক্ষিপ্ত করেছিল, ক্ষেতে কাজ করা অব্যাহত রেখেছিল রাজা উৎসবের মধ্যে, সেই সময় যখন সাঁওতালরা মনে করে, পৃথিবী রজঃশীলা হয়। ক্রুদ্ধ কথাবার্তার আদান প্রদান খ্রীষ্টিয়ান ও চিরন্তন সাঁওতালদের মধ্যে ক্রমে ক্রমে বিরোধীতার দমন হয়, কিন্তু অনুভূতিটা টানটান ছিল। তারপর জঙ্গল ক্যাম্পের ঠিক কয়েক সপ্তাহ পূর্বে যা গ্রাহাম এবং তার ছেলেরা যোগ দিয়েছিল, আর একটি ঘটনা ঘটেছিল যখন অদিবাসীরা সাঁওতালী খ্রীষ্টিয়ান গান বাজনার বিরোধীতা করেছিল যেটা গ্রামে একটা খ্রীষ্টিয়ান বিয়েতে বাজান হয়েছিল। আদিবাসীরা তাদের চিরন্তন ধারা রক্ষা করতে যথেষ্ট হিংসাত্মক বলে পরিচিত ছিল, যাতে এই কৃষ্টিগত পার্থক্য আরও বেশী করে তাদের সনাতন পন্থী লোকদের অদমিত ক্রোধে ইন্ধন যুগিয়েছিল।

গ্রাহাম গ্রামে পৌঁছে, ক্রুদ্ধ সাঁওতালদের সুযোগ দিয়েছিল, যার জন্য তারা অপেক্ষা করছিল। এখন তারা পেয়েছিল এমনকি তাদের, যারা সাহসী ছিল সনাতন রীতি-নীতির বিপরীতে যেতে। তারা দ্বারা সিং এর সমর্থন পেয়েছিল সে একজন সমাজপতি এবং ধর্মীয় অনুসমর্থক ছিল, যে নিয়ন্ত্রণ প্রিয় ছিল প্রভাবশালী (সামাজিক) হতাশা নিজের স্বার্থে পরিচালিত করা। তার কার্যকলাপ সাধারণঃ ভয়ঙ্কর অবস্থা গ্রহণ করেছিল যখন কি খ্রীষ্টিয়ান ও কি মুসলিম সমর্থক একইভাবে চাবুক মারত।

জানুয়ারী ২৩ তারিখ ভোরবেলা তার ভয়ঙ্কর সক্রিয়তা নতুন করে সন্ত্রাসের উচুস্তরে পৌঁছেছিল।

পূর্ব দিনের বিকাল বেলা, গ্রাহাম ও ছেলেরা ঠিক তাদের খাবার শেষ করেছিল এবং তাদের সহকর্মীদের শুভরাত্রি জানিয়েছিল। তখন প্রায় ৯-৩০ মিনিট যখন ৩ জন তাদের জীপের পিছনে উঠেছিল এবং ঘুমাতে স্থির করেছিল। রাতের বাতাস খুব ঠান্ডা ছিল এবং গ্রাহাম সাবধানে গাড়ীর (জীপ) ছাঁদে খড়ের মাদুর বিছিয়েছিল যেন তারা গরম থাকতে পারে। সে সব সময়ে চেষ্টা করেছিল যতটা সম্ভব আরামে রাখতে এবং সব সময় তাদের সঙ্গে প্রার্থনা করত' তাদের পাশে শোবার পূর্বে।

জীপটা আরেকটি জীপের সঙ্গে প্রার্থনার হলের সামনে পার্ক (দাঁড় করান) করা ছিল। গ্রাহামের বন্ধু, ডাঃ ঘোষ আরেকটি খ্রীষ্টিয়ান পরিবারের ঘরে, তাদের নিকটে ঘুমাচ্ছিল। প্রায় মধ্যরাত্রির দিকে জেগে উঠেছিল চিৎকার এবং ভয়ে আর্তনাদ করেছিল, সে বিছানা থেকে লাফ দিয়ে নেমে এবং জানলার দিকে দৌঁড়ে গিয়েছিল। সে ভীষণ ভয় পেয়েছিল একটা বড় উন্মত্ত জনতা ক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে দৌড়াচ্ছিল-মানুষরা অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত-কুড়াল, লাঠি, ছুরি এবং তাদের মাথার উপরে জ্বলন্ত মশাল, যখন তারা খুব ২টি জীপের কাছে দ্রুত যাচ্ছিল। ক্রুদ্ধভাবে চিৎকার করে উন্মত্ত লোকেরা আক্রোশপূর্ণ ভাবে গ্রাহামের জীপকে আক্রমণ করেছিল, টায়ারকে কুপিয়েছিল এবং জানলা ভেঙ্গে ছিল। গাড়ীর মধ্যে আকস্মিক ভয়ে আতঙ্কিত লোকদের তারা মেরেছিল এবং তাদের অস্ত্র দিয়ে কুপিয়েছিল (ফালা ফালা করে কাটা) যখন গ্রাহাম নিষ্ফলভাবে তার দুই মূল্যবান ছেলেকে রক্ষা করতে চেষ্টা করেছিল। ডাঃ ঘোষ তার দরজার দিকে দৌড়েছিল, কেবলমাত্র বাইরে থেকে সেটা বন্ধ ছিল। ফাঁদে পড়ে তিনি দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে লক্ষ্য করেছিল যখন এই পৈশাচিক ঘটনা তার সম্মুখে ঘটেছিল।

উন্মুক্ত জনতা গ্রাহাম ও তার ছেলেদের কোন দয়া দেখায়নি। এই বর্বর প্রচন্ড আক্রমণ থেকে কোন রেহাই ছিল না। উন্মুক্ত জনতা প্রত্যেক কুঁড়ে ঘরের সামনে এবং সমস্ত কাঠামোর চারিদিকে বহু সংখ্যক রক্ষী রেখেছিল- বাঁধা দিতে যেন কোন লোক বলির শিকার লোকদের সাহায্য করতে না পারে এবং তারা সহায়হীন গ্রামবাসীদের প্রতি চিৎকার করেছিলঃ "খবরদার, বাইরে এস না, নইলে আমরা তোমাদের মারব।"

হাসদা, ২৫ বৎসরের বেশী সময় ধরে গ্রাহামের সহকর্মী, বেদনায় চিৎকার করেছিল নির্মম আক্রমণ থামাতে। সে (হাসদা) আতঙ্কে লক্ষ্য করেছিল হামলাকারীরা জীপের নীচে খড় রাখছে। দারা সিং প্রথমে আগুন ধরিয়ে ছিল। যখন হাসদা ছুটে গিয়েছিল এবং জল দিয়ে আগুনের শিখা নিভাতে চেষ্টা করতে, তাকে নিষ্ঠুরভাবে মারা হয়েছিল। হৃদয়হীন জনতা দাঁড়িয়েছিল এবং লক্ষ্য করেছিল যখন গ্রাহাম, ফিলিপ এবং তীথমি ব্যথায় চিৎকার করছিল যে পর্যন্ত না অগ্নিশিখা তাদের কান্না স্তব্দ করেছিল এবং তাদের দেহ ভস্মে পরিনত করেছিল।

যখন হিংস্রতা উদগীরণ হচ্ছিল, ঠিক ১০০ গজ দূরে একদল সাঁওতাল যুবক ঢোলের তালে তালে একটা ঐতিহ্যবাহী ডাংগী নাচ নাচ্ছিল, এমন ভাব দেখাচ্ছিল যেন কিছুই ঘটেনি।

একঘন্টা পরে উন্মুক্ত জনতা ক্ষেতের মধ্যে অদৃশ্য হয়েছিল। একজন ক্ষিপ্ত (উত্তেজিত) হাসদা, আগে যাকে দলের লোকেরা মেরেছিল, পিছন পিছন দৌঁড়েছিল, গ্রামের প্রধানের কাছে সাহায্যের জন্য গিয়েছিল। একজন বার্তাবাহকে ১৫ মাইল দূরে অন্য একটা গ্রামে পুলিশকে জানাতে পাঠান হয়েছিল। কিন্তু অনেক দেরী হয়ে গিয়েছিল। যখন হাসদা দৃশ্য পটে ফিরে এসেছিল, সে দুঃখে অভিভূত হয়েছিল যখন সে গ্রাহামের জীপের পোড়া খোলস লক্ষ্য করেছিল। ভিতরে সে স্পষ্ট দেখেছিল, তিনটি আগুনে পোড়া শরীর তাদের শেষ দৃঢ় আলিঙ্গন বদ্ধ অবস্থায়। সে জানত এটা একটা মূর্তি যা চির জীবন তার সঙ্গে থাকবে।

যখন ভয়ঙ্কর ভীত খ্রীষ্টিয়ানগণ তাদের কুঁড়ে ঘরগুলি থেকে বেড়িয়ে এসেছিল এবং সেই ভয়বহ দৃশ্যের চারিদিকে জড়ো হয়েছিল, তারা এক মুহূর্তের জন্য ভয়ে নিশ্চল হয়েছিল। মনে মনে তারা সকলে একই জিনিস মনে করেছিল। আমরা গ্লাডিস এবং ইষ্টেরকে কিভাবে বলবো?

একটা দুঃখের জলোচ্ছাস

সাতটার সময় গ্লাডিস কাপড় পড়ে প্রস্তুত হচ্ছিল যখন সেই সকালে ফোন দ্বিতীয় বার বেজে উঠেছিল। এটি একজন সংবাদ পত্রের রিপোর্টার গ্রাহামের ও ছেলেদের বয়স জিজ্ঞাসা করছিল।

গ্লাডিস জিজ্ঞাসা করছিল- "আপনি কি সম্বন্ধে কথা বলছেন?"

কি ঘটেছে, এটি সে (গ্লাডিস) জানেনা এটি বুঝে এবং সে একজন হতে চায়নি তাকে বলতে, রির্পোটার বিদায় জানিয়ে ফোন রেখে দিয়েছিল। কিন্তু ফোন বেজেই চলছিল যখন নিকটের গ্রামগুলি থেকে লোকেরা প্রশ্ন সকল বর্ষণ করেছিল। "গ্লাডিস, তারা বলে যে গ্রাহাম এবং ছেলেরা হারিয়ে গিয়েছে"। একজন বন্ধু তাকে বলেছিল।

"হারিয়ে গিয়েছে? হায় ঈশ্বর" গ্লাডিস বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছিল। আমার মূল্যবান ছেলেদের কি হয়েছে? "তারা কি সেখানে একা আছে"?

শেষে তার বন্ধু গায়েত্রী এসেছিল এবং ফোন ধরেছিল।

কিন্তু জিনিসগুলি ক্রমাগত ভ্রান্তিকর হয়েছিল এবং গ্লাডিস তখনও জানত না সত্যি করে কি ঘটেছে। তার অন্তর বিশৃঙ্খলায় পূর্ণ হয়েছিল, কিন্তু সে আশা করছিল গ্রাহাম এবং ছেলেরা যে কোন মুহূর্তে দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে। কিন্তু তার মন ভোঁতা হয়েছিল সেই সম্ভবনায় যে খারাপ কিছু সত্যি সত্যি ঘটতে পারে এবং সে আশাবাদী ছিল যে তারা শ্রীঘ্র ঘরে ফিরবে।

পরবর্তী দুই ঘন্টা ধরে, বন্ধুরা চারিদিকে আসতে আরম্ভ করেছিল এবং আরও সাংবাদিক দেখা দিয়েছিল-ছবি তোলার জন্য-ডজন ডজন লোক সেখানে ছিল-ভিতরে, বাইরে, বারান্দায় সব জায়গায়। এটা গোলোযোগ পূর্ণ ছিল এবং গ্লাডিস ব্যস্ত ছিল ভিজিটরদের স্বাগত জানাতে এবং ইষ্টেরের দেখাশুনা করতে। সে তখনও কি ঘটেছে তারা গভীরতা জানে নি এবং কেউ জানতা না ঠিক কিভাবে তাকে সেই ভয়ঙ্কর খবর জানাবে।

শেষ প্রায় ৯-৩০ মিনিট গায়ত্রী তার হাত ধরে বলেছিল, "গ্লাডিস তোমার সঙ্গে আমার কথা বলা প্রয়োজন"। একটা কামরা খালি করে এবং গ্লাডিসকে ভিতরে টেনে গায়ত্রী বলেছিল, "আমি চাইনা তুমি পাথরের মত হও, কিন্তু তোমার ইষ্টের জন্য শক্ত হওয়া প্রয়োজন।"

অবিশ্বাসের সঙ্গে গ্লাডিস খবরটা শুনেছিল। তার মন বাস্তবটা মানতে অস্বীকার করেছিল যা তার বন্ধু তাকে বলেছিল-কিন্তু এটি ঠিক ছিল। কথা বের হযেছিল এবং সেগুলি ফেরৎ নেওয়া যেত না। *না! তার মন বেদনায় আর্তচিৎকার করছিল। এটি সত্য হতে পারে না! তারা জীপের মধ্যে থাকতে পারে না। কোন একটা ভুল হয়েছে। তারা থাকতে পারেনা- তারা ছিল না- জীবন্ত দগ্ধ হতে। কিভাবে এটা ঘটতে পারে? কে এরকম নিষ্ঠুর কাজ করতে পারে?*

একটা গভীর মর্ম যাতনা তাকে গ্রাস করতে ভয় দেখিয়েছিল, কিন্তু গ্লাডিস তার বন্ধুদের জিজ্ঞাসা করতে হয়েছিল-আরও একটি বার। হতে পারে সে (গায়ত্রী) ভুল করছে। হতে পারে খবরটি ভুল।

"গায়ত্রী----তুমি কি মনে কর----তারা মরে গিয়েছে? গ্রাহাম, ফিলিপ এবং তীমথি- তারা কি সত্যি চলে গিয়েছে?"

গায়ত্রীর দুঃখপূর্ণ চোখ বলেছিল-এটি ভুল না এবং পরাস্ত হয়ে গ্লাডিস বসে পড়েছিল। সে চাপা আর্তনাদে (গুঙ্গিয়ে) বলেছিল, "আমি কিভাবে ইষ্টেরকে বলব"?

সময় থেমে গিয়েছিল, কিন্তু জীবন চলছিল। পরবর্তী কয়েক মিনিট নীরব কষ্টে অতিবাহিত হয়েছিল যখন গ্লাডিস নিজেকে প্রস্তুত করেছিল শোকে অভিভুত (আচ্ছন্ন) খবর ইষ্টেরকে জানাতে। ফোন বাজছিল, অষ্ট্রেলিয়া থেকে লোকেরা ডাকছিল, কি ঘটেছে জানবার জন্য। আরও বন্ধু ও প্রতিবেশীরা ঘরে এসেছিল শোক জানাতে এবং সাংবাদিকদের ক্যামেরার ফ্লাস তখনও হচ্ছিল, কিন্তু গ্লাডিস কেবলমাত্র তার মেয়ের কথা চিন্তা করতে পারত।

ইষ্টের জিজ্ঞেস করেছিল, "মা কি খবর"?

গ্লাডিস তার মেয়ের হাত নিজের হাতে নিয়েছিল এবং তার নিষ্পাপ চোখের দিকে তাকিয়ে ছিল। "এটা মনে হচ্ছে আমাদের একাকী ফেলে যাওয়া হয়েছে"। সে নরমভাবে (আস্তে আস্তে) তার মেয়েকে বলেছিল। তারপর এক মুহূর্তের জন্য চিন্তা না করে যে আরও বলেছিল, "আমরা নিশ্চয় তাদের ক্ষমা করব"।

হ্যাঁ, মা আমরা নিশ্চয় করব"।

যখন আঘাত স্থির (স্থিতি) হয়েছিল, ইষ্টেরের চোখ ঝিলিক দিয়ে উঠেছিল। গ্লাডিস তাকে শক্ত করে ধরেছিল এবং খারাপ কাজটা বোঝাবার চেষ্টা করেছিল যা এত তাড়াতাড়ি নাটকীয়ভাবে তাদের জীবনকে বদলে দিয়েছিল। উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বাস্তবের ঘটনার দ্বারা সে অসাড় হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সর্বদা কাজের জন্য তাকে সাহায্য করেছিল একত্রে থাকার। শেষে স্থানীয় ডাক্তারের ছেলে গ্লাডিসের কাছে এসেছিল এবং শান্তভাবে বলেছিল, "তারা জানতে চায় দেহগুলি নিয়ে কি করতে হবে।

তার কথার চূড়ান্ত অবস্থা ধরে রাখার সব সন্দেহ মুছে ফেলেছিল যে, এটা একটা ভয়ঙ্কর ভুল হতে পারে।

"তাদের বারিপদে ফিরিয়ে আন। গ্রাহাম এই দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছে। সে এখানে সমাহিত হতে চায়," সে বলেছিল।

পরবর্তী সমস্ত সপ্তাহ ধরে, গ্লাডিস, সাক্ষাতকারী, সাংবাদিক এবং শহরের কর্মকর্তার সঙ্গে কথাবার্তা বলেছিল। শেষে গ্রাহামের সহকর্মীরা মনোহরপুর থেকে ফিরে এসেছিল এবং ভয়ঙ্কর আক্রমণের বিশদ বিবরণ বার হয়েছিল। গ্লাডিস জেনেছিল অনেকজন গ্রামবাসী সাক্ষ্য দিয়েছিল, তারা দেখছিল একটা বিস্তৃত উজ্জ্বল আলোর রশ্মি উপর থেকে জলন্ত গাড়ীর উপর স্থির হয়েছিল। সে আরও জেনেছিল যে ছোট শিবিরের খ্রীষ্টিয়ানদের ভীতি যখন তাদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসতে বাঁধা দেওয়া হচ্ছিল এবং তাদের বন্ধু হাসদার সাহসিকতা, যে আগুন নিভাতে চেষ্টা করেছিল।

সে আস্তে আস্তে উপলব্ধি করেছিল-এটা একটা স্বতঃস্ফূর্ত ঘটনা না, যা মাতাল বা হতাশাগ্রস্ত গ্রামবাসীদের দ্বারা ঘটেছিল। প্রকৃতপক্ষে এটি একটি বড় ষড়যন্ত্রের অংশ যা খ্রীষ্টিয়ান সম্প্রদায়কে প্রাণনাশক (মারাত্মক) আঘাত হানার জন্য এবং ষড়যন্ত্রকারীগণ গ্রাহামকে তাদের নিশানা স্থির করেছিল।

গ্লাডিসঃ ক্ষমার একটি জীবন রেখা

বেচারা হাসদা তার নিজের পাশে ছিল ব্যথার মধ্যে। তার বাবা-মা কুষ্ঠ অশ্রমের বাসিন্দা ছিল এবং হাসদা সেখানে জন্মগ্রহণ করেছিল। গ্লাডিস জেনেছিল সে (হাসদা) গ্রাহামকে ও ছেলেদের গভীরভাবে ভালবেসেছিল এবং তার (গ্লাডিস) অন্তর তার জন্য কেঁদেছিল।

পিতঃ তাদের ক্ষমা কর

সোমবার সকাল ১০টা অন্তোষ্টিক্রিয়া (দাফন) সম্পন্ন হয়েছিল, সেই দিন গ্রাহাম এবং তার ছেলেরা জঙ্গল ক্যাম্প থেকে ফিরার কথা ছিল। তিনটি কফিন এসেছিল ফুলে ঢাকা এবং শীঘ্রই এটি মনে হয়েছিল বারিপদের সব কিছুই থেমে গিয়েছে। দোকান ও স্কুল সব বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং অনেক শহরের কর্মচারী, কর্মকর্তা গ্রাহাম ও তার ছেলেদের সম্মান দেখাতে এসেছিল। গ্লাডিস ও ইষ্টের জনতার ভীড়ে আহত ও অচেতন হয়েছিল-প্রায় এক হাজার অতিথি কুষ্ঠাশ্রম অধিবাসীদের সঙ্গে মাঠের উপর বসা পছন্দ করেছিল। যারা শোকাভিভূত হয়েছিল, তাদের "দাদা" কে হারিয়ে। ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় প্রার্থনা সভা মনে হয়েছিল স্বর্গীয় বাজনার সুর, যখন অনেক শোককারী স্বতঃস্ফূর্তভাবে শোকসভায় অংশ গ্রহণ করেছিল অথবা বাইবেলের পদ সমূহে। গ্লাডিসকে কয়েকটি কথা বলতে বলা হয়েছিল, কিন্তু সে তৈরী হয়নি দাঁড়াতে এবং কথা বলতে সেই বৃহৎ জনতার সামনে। পরিবর্তে সে ইষ্টারকে বলেছিল, "তুমি কি আমার সঙ্গে দাঁড়িয়ে গান করবে"?

. ইষ্টের রাজী হয়েছিল এবং জনতা নিস্তব্ধ হয়েছিল, যখন গ্লাডিস এবং তার মেয়ে মঞ্চে যাবার রাস্তা করে নিয়েছিল। সেখানে তারা গান করেছিল যা গ্লাডিস অনেক বৎসর ধরে বহন করেছিল।

"যেহেতু তিনি বাস করেন, আমি আগামীকালের সন্মুখীন হই....." তার নিশ্চয়তা সত্ত্বেও, যখন সে ইষ্টেরের সঙ্গে গান করছিল, প্রকৃতপক্ষে গ্লাডিস মানসিকভাবে গান করছিল। *যেহেতু তিনি বাস করেন-আমি আজ দেখতে পাচ্ছি*। এটি সত্য সে ভবিষ্যতের সম্মুখীন হতে পেরেছিল কেবল মাত্র, একসঙ্গে এক মুহূর্তের জন্য। কিন্তু সেটা যথেষ্ট ছিল তার চিন্তাকে বহন করতে যাতে এক সময় তার জীবন, অকম্পিত বিশ্বাসের সাক্ষ্য হয়, দুঃখের মধ্যেও। যেহেতু সে শোকে জর্জ্জরিত ছিল আবেগের সাথে নিঃশেষিত ছিল, তার মধ্যেও গভীরভাবে, গ্লাডিসের মধ্যে শান্তি ছিল এবং সে পৃথিবীকে দেখাতে চেয়েছিল সে সম্মানিত হয়েছিল যে তার স্বামী ও ছেলেরা খ্রীষ্টের জন্য সাক্ষ্যমর (শহীদ) হয়েছিল।

প্রেসের কাছে এক বক্তব্যে সাহসী ইষ্টের বলেছিল, "আমি কৃতজ্ঞ যে ঈশ্বর তাঁর জন্য তাদের কষ্ট সহ্য করতে দিয়েছেন" এবং গ্লাডিস ইষ্টেরের হৃদয়ানুভূতি পূর্নব্যক্ত (পুনরুক্তি) করে তার কথায় বলেছিল, "আমি সত্যি করে প্রার্থনা করি, "পিতঃ তাহাদিগকে ক্ষমা কর কারণ তারা জানেনা তারা কি করছে। আমি বিশ্বাস করি সব জিনিস একত্রে কাজ করে তাদের ভালর জন্য, যারা ঈশ্বরকে ভালবাসে, তাদের জন্য, যারা তার উদ্দেশ্যে আহুত হয়েছে। নিশ্চয় এই ঘটনার মধ্য দিয়ে, ঈশ্বর তার অনন্তকালীন উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে যাচ্ছেন। তাঁর নামের জয় হোক।" (লূক ২৩ঃ ৩৪ এবং রোমীয় ৮ঃ ২৮ পদ)।

অনেক বন্ধু এবং পরিবারের লোকেরা গ্লাডিসকে জোর করতে আরম্ভ করেছিল জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে ইষ্টেরের সঙ্গে নিরাপদে অষ্ট্রেলিয়ার তার আত্মীয়দের কাছে ফিরে যেতে। তারা মনে করেছিল কুষ্ঠাশ্রমের কাজ বন্ধ হয়ে যাবে যদি না গ্লাডিস আর কাউকে পায় গ্রাহামের জায়গায়। তারা অসংখ্য প্রশ্ন করেছিল, "তুমি কি শরীরগুলি অষ্ট্রেলিয়ার ফেরৎ নিয়ে যাবে? তুমিও ইষ্টের এখন কি করবে? কুষ্ঠাশ্রমের কি হবে?"

তাদের পূর্ব ধারণার (অনুমানে) সে (গ্লাডিস) আশ্চর্য হয়েছিল। ভারতকে তার বাসগৃহ (জন্মভূমি) করেছিল এবং কখনও ছেড়ে যেতে বিবেচনা করেনি। যখন সাংবাদিকগণ তার ভবিষ্যত জিজ্ঞাসা করত, সে উত্তর দিত, "আমার সব অবস্থা এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা ঈশ্বর নিয়ন্ত্রণ করবেন। তিনি কেবলমাত্র ভাল করবেন। তিনি আমার শক্তি এবং স্থিতি। তিনি প্রতিজ্ঞা করেন, আমাকে কখন ছেড়ে যাবেন না বা পরিত্যাগ করবেন না।" (ইব্রীয় ১৩ঃ৫ পদ)। আমি ভারতকে এই প্রত্যাশায় সেবা করবো।

ক্ষমা আরোগ্য (সুস্থতা) আনে

দুইমাস পরে, গ্লাডিস ইন্ডো-অষ্ট্রেলিয়ান পুরস্কার গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয়েছিল যা গ্রাহামের সম্মানে দেওয়া হয়েছিল। অনুষ্ঠানের মধ্যে তাকে বলতে বলা হয়েছিল এবং ৩০০ এরও বেশী লোক ছোট অডিটোরিয়ামে ঠাসা ছিল, যখন এই খবর প্রচারিত হয়েছিল যে গ্লাডিস সেখানে উপস্থিত থাকবে। এটি প্রথম বারের মত সে প্রকাশ্যে কথা বলার জন্য রাজী হয়েছিল, গ্রাহাম এবং তার ছেলেরা সাক্ষ্যমর হবার পর থেকে। গ্লাডিসকে রক্ষা করার জন্য অনেক পুলিশ অফিসার নিকটে উপস্থিত ছিল।

যখন জনতাকে সম্বোধন করার জন্য সে প্রস্তুত হযেছিল, গ্লাডিস নীরবে বসেছিল এ্যানি জনসন ফিন্ট এর পুরানো পদ্য পড়েছিল যা সম্প্রতিকালে তাকে শক্তি যুগিয়েছিল।

তিনি আরও অধিক অনুগ্রহ দেন, যখন আমাদের বোঝা আরো বেশী হয়,
তিনি আরও শক্তি পাঠান যখন আমাদের পরিশ্রম বেড়ে যায়,
বেশী বেড়ে যাওয়া কষ্টভোগে তিনি তার দয়া যোগ করেন,
বহুগুণ পরীক্ষায়, তিনি শান্তি যোগ করেন (যোগান)।
তাঁর ভালবাসার সীমা নাই, তাঁর অনুগ্রহের কোন আয়তন নাই,
মানুষের কাছে তাঁর শক্তির কোন সীমা রেখা নাই,
যীশুতে তার অসীম ধন (সম্পদ)।
তিনি দেন এবং দেন এবং আবার দেন।

তিনি অনুষ্ঠানের প্রধান হিসাবে শেষের লাইন শেষ করেছিলেন তার উপস্থাপনা শেষ করেছিলেন।

গ্লাডিস মঞ্চের কাছে গিয়েছিল এবং সাধারণভাবে আরম্ভ করেছিল এটা উল্লেখ করে-গ্রাহামের প্রতি কত সহজে তার অনুকম্পা এসেছিল। "যদি কেউ অসুস্থ ছিল, সে সেখানে থাকত," সে বলেছিল, "এটা সন্ধ্যার শেষ বেলা অথবা খুব ভোরে-এতে কোন যায় আসত না। গ্রাহামকে চিন্তা করতে হতো না-কি করতে হবে-যখন কারও প্রয়োজন হতো। সে সহজভাবে তা করত।"

সে তার বক্তব্য শেষ করেছিল এবং পুরস্কারটি নিয়ে ছিল, তারপর রাত্রিভোজের জন্য তাকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। কেউ চলে যায়নি। সেখানে প্রত্যেকে চেয়েছিল এই সাহসী (নির্ভীক) বিধবাকে অভিনন্দন জানাতে, যে কোন খারাপ কথা বলেনি, তাদের সম্বন্ধে, যারা নিষ্ঠুরভাবে তার স্বামী ও দুই ছেলেকে মেরে ফেলেছিল। যখন তারা ডিনারের জন্য সারি বেঁধে দাঁড়িয়েছিল, একজন স্ত্রীলোক গ্লাডিসকে বলেছিল, "আমি জানিনা তুমি কিভাবে কখনও ক্ষমা করতে পার।"

কোন কিছু না ভেবে, গ্লাডিস উত্তর দিয়েছিল, "তোমাকে ক্ষমা করতে হবে, ক্ষমা আরোগ্য আনে"।

গ্লাডিস এমনকি সত্য উপলব্ধি করতে পারেনি, যে পর্যন্ত কথাটা বের হয়েছিল। সে তার স্বামী ও ছেলেদের হত্যাকারীদের ক্ষমা করেছিল সেই মুহূর্ত থেকে, যখন সে ভয়ঙ্কর খবর শুনেছিল। আরোগ্যের জন্য ক্ষমা পরিবর্তন সাধনকারী (অনুঘটক) এবং সেই মুহূর্তে সে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তার পরবর্তী প্রচার কি হবে।

প্রচারের জন্য নিমন্ত্রণ বর্ষিত হয়েছিল, অসংখ্য নিমন্ত্রণ, গ্লাডিস যখন সক্ষম ছিল, সে গ্রহণ করেছিল, সব সময় ক্ষমার কথা বলেছিল। প্রত্যেক প্রচারে সে বলেছিল, "ভালবাসা নিশ্চয় আন্তরিক হবে। আমরা নিশ্চয় পরস্পরকে সম্মান করব যেমন রোমীয় ১২ অধ্যায়ে আমাদের বলে, "যাহারা তাড়না করে, তাহাদিগকে আর্শীবাদ কর, আর্শীবাদ কর, শাপ দিও না। যাহারা আনন্দ করে, তাহাদের সঙ্গে আনন্দ কর, যাহারা রোদন করে, তাহাদের সঙ্গে রোদন কর। তোমরা পরস্পরের প্রতি একমনা হও, উচ্চ উচ্চ বিষয় ভাবিও না, কিন্তু অবনত বিষয় সকলের সহিত আকর্ষিত হও। আপনাদের মনে বুদ্ধিমান হইও না। আপনাদের জ্ঞানে বুদ্ধিমান হইও না। মন্দের পরিশোধে কাহারও মন্দ করিও না, সকল মনুষ্যের দৃষ্টিতে যাহা উত্তম, ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহাই কর। যদি সাধ্য হয়, তোমাদের যত দূর হাত থাকে, মনুষ্য মাত্রের সহিত শান্তিতে থাক।" (রোমীয় ১২ ঃ ১৪-১৮ পদ)।

পুরস্কার অনুষ্ঠানে তার প্রথম প্রচারের পুরস্কার অনুষ্ঠানের সময় থেকে, গ্লাডিসকে নিমন্ত্রণ দেওয়া হয়েছে অসংখ্য স্কুল, চার্চ এবং প্রকাশ্য সভায় সময় সময় ৩৬ ঘন্টায় ৬টা মিটিং-এ। আজকে তার সাক্ষ্য সম্বলিত প্রচার সর্বদা মনে করিয়ে দেয় একটা দেশের (জাতির) সম্বন্ধে যেখানে খ্রীষ্টিয়ানদের প্রতি প্রচন্ড আক্রমণ বাড়ছে এবং আর কেউ গ্লাডিস ষ্টেনের চেয়ে বেশী জ্ঞান সম্পন্ন না এরূপ প্রচার করতে।

শেষ সংলাপ (উপসংহার)

গ্লাডিস এখনও ময়ুরভঞ্জ কুষ্ঠাশ্রমে বাস করে, কিন্তু সে পৃথিবী ব্যাপী ভ্রমণ করেছে, ভারতে অত্যাচারের সম্বন্ধে এবং ক্ষমা সম্বন্ধে তার প্রচারের কথা বলে। ভারতীয়রা সাক্ষ্য দ্বারা শিউরে উঠেছে এবং এর থেকে খ্রীষ্টের ভালবাসার প্রচার ভিন্ন একজন বার্তাবাহকের কাছ থেকে এসেছেঃ একজন বিদেশীনী.... একজন বিধবা..... একজন সাধারণ স্ত্রীলোক যার কেবলমাত্র উদ্দেশ্য, গরীব এবং দরিদ্রদের সেবা করা।

এটি দূর্ভাগ্য যে একজন পশ্চিমার এবং তার দুইজন অমূল্য ছেলেদের জন্য এরূপ নিষ্ঠুর হত্যাকান্ড ঘটেছিল একটা জাতির মনোযোগ আকর্ষণ করতে। কিন্তু ঈশ্বরের মুখপাত্র হয়ে গ্লাডিস বিশ্বস্তভাবে সেবা করেছিল এই প্রমাণ করতে যে (কারণ) "যাহারা ঈশ্বরকে প্রেম করে, যাহারা তাহার সঙ্কল্প অনুসারে আহূত, তাহাদের পক্ষে সকলই মঙ্গলার্থে একসঙ্গে কাজ করিতেছে" -(রোমীয় ৮ঃ ২৮ পদ)।

তার প্রচারে সাড়া দিয়ে, ভারতের সব জায়গার হাজার হাজার লোকের চিঠি গ্লাডিস পেয়েছে, এমন কি হিন্দুরাও ঘৃনার্হ অপরাধের জন্য ক্ষমা চেয়ে চিঠি দিয়েছে যা তার পরিবারের উপর কষ্ট চাপিয়ে দিয়েছে।

সে প্রত্যক্ষভাবে (সরাসরি) ক্ষমা করার ক্ষমতা শিখেছে এবং সে জানে যে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রচার, এমনকি তাদের জন্য, চার্চের মধ্যেও। একটা শ্রীলোকদের রিট্রীট ও নির্জন প্রার্থনা সভা-এ যেখানে গ্লাডিস কথা বলছিল, তাকে একটা ৯০ বৎসরের মানুষের কথা বলা হয়েছিল, যিনি বাইরে অপেক্ষা করেছিলেন, সভার সম্বন্ধে দৃঢ়তা সহকারে বলেছিল এই শ্রীলোক যে তাদের ক্ষমা করতে পারে যারা তার পরিবারকে হত্যা করেছে। যখন সে শেষে গ্লাডিসের সঙ্গে কথা বলেছিল, সে তাকে বলেছিল, তার মেয়ে অনেক বৎসর আগে ভুল (অবহেলা বশতঃ) চিকিৎসার জন্য মারা গিয়েছিল এবং সে কখনও ডাক্তারকে ক্ষমা করতে পারেনি। গ্লাডিস তার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলেছিল, ক্রমে ক্রমে তাকে ক্ষমার প্রার্থনায় পরিচালিত করেছিল।

আক্রমণের এক বৎসর পর, দারা সিং এবং অন্য ১৪ জনকে গ্রাহাম, ফিলিপ এবং তীমথি স্টেনদের হত্যার অপরাধে, গ্রেফতার করা হয়েছিল। ২০০২ সালের জুন মাসে গ্লাডিসকে ডাকা হয়েছিল, বিচার চলাকালে সাক্ষী দিতে। এটি মনে হয়েছিল তার স্বামী ও ছেলেদের হত্যার জন্য দায়ী তার কাছে সব চেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বীতার সম্মুখীন সহ্য করা। এটি তার জন্য পরীক্ষা-ক্রমাগত ক্ষমা দেখান।

দারা সিংএর উকিল, দাবী করেছিল, তার মক্কেল নির্দোষ, চেষ্টা করেছিল গ্রাহামের জন্য এই বলে সন্দেহ করতে এবং দাবী করেছিল যে সে (গ্রাহাম) নিজেই অসাবধানে জীপে আগুন ধরিয়েছিল রান্নার চুলা থেকে। যখন উকিল কথা বলে যাচ্ছিল গ্লাডিস দারা সিংহের দিকে তাকিয়েছিল এবং তারপর নিজের হৃদয়ের দিকে। সে ঈশ্বরের কাছে চেয়েছিল তাকে সাহায্য করতে, ভালবাসা এবং অনুকম্পা দেখাতে কখনও ঘৃনাভরে না তাকাতে। যখন এই বইটি ছাপা হচ্ছিল, বিচার চলছিল।

আমরা গ্লাডিস এবং ইষ্টেরের সাথে কলিকাতায় দেখা করেছিলাম এবং চলে যাবার আগে গ্লাডিস আরও একটা কবিতা পড়েছিল, যা তার কাছে খুব উৎসাহ ব্যঞ্জক ছিল, তার স্বামী ও ছেলেদের মৃত্যুর পর থেকে। এটি (মৃত) এডগারগেষ্ট দ্বারা লিখিত এবং "নিরাপদে বাড়ী" নামে।

আমি বাড়ীতে স্বর্গে আছি, আমার প্রিয়তমেরা,
ওহ, এত আনন্দ ও উজ্জ্বল।
খাঁটী (পূর্ণমাত্রা) আনন্দ ও সৌন্দর্য আছে
এই অনন্তকালের আলোতে।

সমস্ত ব্যথা এবং দুঃখ কষ্ট চলে গিয়েছে,
প্রত্যেক অস্থিরতা চলে গিয়েছে (গত হয়েছে)ঃ
আমি এখন চিরদিনের শান্তিতে আছি,
শেষে নিরাপদ ঘর, স্বর্গে।

তুমি কি আশ্চর্য্য হয়েছিলে, আমি শান্তভাবে
মৃত্যু ছায়া উপত্যকা দিয়ে হেঁটে গিয়েছিলাম?
ওহ! কিন্তু যীশুর ভালবাসা উদ্দীপিত করেছে,
প্রত্যেক অন্ধকার এবং ভীতিজনক বনের ফাঁকা জায়গা।

তিনি নিজেই এসেছেন আমার সঙ্গে দেখা করতে
সেই পথে যা মাড়ানো খুবই শক্ত,
এবং যীশুর বাহু ভর দিবার জন্য
আমার কি একটা সন্দেহ অথবা ভয় থাকবে?

তখন তুমি এত নিদারুণভাবে শোক করবে না,
কারণ তখনও এত প্রিয়ভাবে তোমাকে ভালবাসিঃ
পৃথিবীর ছায়ার বাইরে তাকাতে চেষ্টা কর,
পিতার ইচ্ছায় বিশ্বাস করতে প্রার্থনা কর।

সেখানে কাজ আছে, যা এখনও পর্যন্ত তোমার জন্য অপেক্ষা করছে,
সুতরাং তুমি অলসভাবে দাঁড়াবেনা
এখন সেটা কর, যখন বেঁচে থাকবে
তুমি যীশুর ক্ষেত্রে (জগতে) বিশ্রাম নিবে।

যখন সেই কাজ সব শেষ হবে,
তিনি তোমাকে বাড়ীতে নিবার জন্য মৃদুভাবে ডাকবেন
ওহ, সেই সাক্ষাতের "পরম আনন্দের" সময়,
ওহ, তোমার আসার আনন্দ দেখতে।

মাইঃ
ভিয়েতনামে ফিরা.....
সুসমাচার প্রচার করতে

ভিয়েতনাম
নভেম্বর ১৯৮৯

তারা সাগরের গন্ধ পেয়েছিল, এটিকে দেখার আগে। মাই তার বড় ভাই হংকে অনুসরণ করেছিল, প্রায় তার পদক্ষেপের সঙ্গে মিল রেখে, একক অনুসরণীয় পথ ধরে। আরও একটি পাহাড় উঠতে। লবনাক্ত বাতাসে তাদের চুল ঘুরপাক খাচ্ছিল এবং তাদের উৎসাহকে বাড়িয়ে দিয়েছিল। মাই অনুভব করেছিল তার মধ্যে উত্তেজনা বাড়ছে। প্রত্যেক পদক্ষেপ তাদের মুক্তি আরও নিকটে আনছিল। শেষে তারা পাহাড়ের শৃঙ্গ অতিক্রম করেছিল এবং মাই নৌকাটি দেখেছিল, একটা প্লাটফরম, অমসৃনভাবে ক্ষোদিত, আলকাতরা দ্বারা আবৃত কাঠ-একটা ছোট বাঁশের চালা ঘরের ছাঁদ যেটা একটা "সাঁকোর" মত ছিল। নৌকাটি দেখতে ছিল একটা ম্যাচের কাঠির মত ভেঙ্গে টুক্‌রা টুক্‌রা হয়ে যাবার মত, কেউ যদি তাতে লাথি মারে। সে হাঁটা বন্ধ করেছিল এবং হংএর হাত আঁকড়ে ধরেছিল তার আর বেশী দূরে যেতে না দিয়ে।

"আমি এর মধ্যে চড়তে পারি না।" সে তাকে বলেছিল, তার বাহু টেনে, যে পর্যন্ত না তার মুখ ফিরিয়ে ছিল। "আমরা এতে বন্দর ছেড়ে যেতে পারব না। চল একাকী, সমস্ত পথ হংকং এ।"

"মাই, তোমার যেতে হবে" পিছনে তাকে টেনে হং বলেছিল, জলের দিকে পিঠ ফিরিয়ে এবং তার পিছনে তাকে টেনে। মাই আবার এটা পর্যবেক্ষণ করেছিল, তার মধ্যে আবার ভয়ের উদ্রেক হয়েছিল। বাঁশের কুঁড়েঘর ছাড়া, ডেকটি পরিস্কার ও সমতল ছিল। ভিয়েতনাম শরণার্থীরা পাটাতনে চড়ছিল, কেউ কেউ পেছনে সাবধানে লক্ষ্য করে, চিন্তা করে, যদি চীনা পুলিশরা এই মুহূর্তে আকস্মিক অক্রমন করে-তাদের সকলকে ভিয়েতনামে ফিরে যেতে।

"আমি---আমি পারি না, হং" সে তোৎলাচ্ছিল "আমি..... আমি এর জন্য প্রস্তুত না।"

"তুমি প্রস্তুত না, সীমান্ত চুপি চুপি পার হয়ে আবার চীন দেশে প্রবেশ করতে, আমরা সেটা করেছিলাম। এখন আস। আমাদের যেতে হবে। তুমি কি জাননা ফাদার (বাবা) কতটা এর জন্য দিয়েছেন"?

হং তার পকেটে গভীরে হাত ঢুকিয়ে ছিন্ন ভিন্ন রুমাল টেনে বার করেছিল। এটি সাবধানে খুলে এবং তার কাঁধের উপর দিয়ে পরীক্ষা করে, সে তাকে আবার ২টি সোনার মুদ্রা দেখিয়েছিল। প্রতিটির ওজন আধা আউন্সের বেশী এবং প্রতিটিতে নৌকায় হংকং এ এক জনের খরচ দিবে, তাদের টিকেট মুক্তি পাবার।

"তুমি কি জান বাবার জন্য একটা কতটা সময় লেগেছে এটি বাঁচাতে?" সে বলে চলেছিল, "তিনি বছরের পর বছর ধরে এই দিনের জন্য অপেক্ষা ও পরিকল্পনা করেছিল। তিনি কখনও নিজে মুক্তি পাবে না কিন্তু তোমার পথের জন্য। এখন নৌকায় ওঠ।" তিনি আমার জন্য এটি কিনেন নি। এটি হং-এর টিকেট। মাই যুক্তিহীন ভাবে সাড়া দিয়েছিল। মাই এর অন্য বড়ভাই হং এর সঙ্গে যাবার কথা ছিল। মাই-এর বাবার পরিকল্পনা ছিল তার দুই ছেলেকে মুক্তি দিতে পাঠাবে, এটা আশা করে তারা লাভ করবে এবং আরও সাহায্য করতে সক্ষম হবে, তাদের ভাই বোনদের ভিয়েতনাম থেকে বার করতে।

"এটি ট্রং এর টিকেট *ছিল*, হ্যাঁ। কিন্তু তুমি জান তার স্ত্রীর এর মধ্যে একটা শিশু সন্তান হয়েছে। সে এখন যেতে পারবে না, সুতরাং তুমি ভাগ্যবান। তুমি আমেরিকা বা অষ্ট্রেলিয়ায় স্বাধীন থাকতে পারবে। তুমি একটা ভাল শিক্ষা লাভ করবে। এবং কোন দিন তুমি ধনী হবে।"

সে তখনও মাই এর হাত ধরেছিল, তাকে পরিচালিত করছিল নৌকার দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। সে আর্তনাদ করেছিল, "কোথায় আমরা বাথরুম ব্যবহার করব-ঐ জিনিসে কোন টয়লেট নেই।"

"আমাদের চারিদিকে বাথরুম থাকবে। "ঠাট্টার হাসি হেসে হং বলেছিল। শেষে সে থেমেছিল হাঁটতে এবং তার দিকে ফিরেছিল। "মাই এটা আমাদের সুযোগ", সে বলেছিল। বাবা আমাদের জন্য এটা চেয়েছিল, ভিয়েতনাম থেকে বার হতে। মুক্ত হতে। শিক্ষা লাভ করতে। কাজের মধ্য দিয়ে লাভ (উপার্জ্জন) করতে। এটা তাকে (বাবাকে) পীড়িত করে, চিন্তা করতে যে তার সব ছেলে মেয়ে দারিদ্র্যের মধ্যে তাদের জীবন কাটাচ্ছে। এটা তাকে অসুস্থ করবে এটা দেখে যে তুমি ইতস্ততঃ করছ' এখন *এস*।"

তারা ডেকে চলেছিল এবং একটা রুষ্ট চেহারার মানুষ তাদের উভয়ের দিকে চেয়েছিল, তার (হং) হাত ধরে। হং জেনেছিল সে কি চেয়েছিল-সোনার টুকরোগুলি। মানুষটির হাতে রুমালটি রেখে, হং একটা কোণা টেনেছিল যে পর্যন্ত না দুইটি মুদ্রা ছলকে পড়েছিল। ক্যাপ্টেন কাছ থেকে মুদ্রাগুলি দেখেছিল, একটা তার মুখের মধ্যে পুরে এবং কামড় দিয়েছিল এটা দেখতে যে এটা খাঁটী কিনা।

"উঠে পড়" সে বিরক্তভাবে বলেছিল।

সে যেমন বলেছিল তারা সেটা করেছিল। মাই কতটা ইচ্ছা করেছিল, আরও একবার তার মাকে জড়িয়ে ধরবে তারা চলে আসার পূর্বে। অথবা তার বাবার সঙ্গে আরও একটু বেশীক্ষণ ধরে কথা বলবে। সে মনে করেছিল, যদি নৌকাটি-সে শেষে এটাকে তাই বলে ডেকেছিল-যদি সত্যি সত্যি সেখানে নিয়ে যায়, যেখানে তারা যেতে চেয়েছিল, সে তাড়াতাড়ি প্রার্থনা করেছিল, তার ঠাকুরদার ও তার ঠাকুরদাদার আত্মার কাছে-সেই ভ্রমণের নিরাপত্তার জন্য।

তারা সামনের দিকে একটা জায়গা পছন্দ করেছিল, ইঞ্জিনের শব্দ থেকে দূরে থাকার জন্য। মাই এর মধ্যে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল, ঢেউ এর নাড়া চড়া দেখে যখন নৌকাটি ডক ছেড়ে চলছিল। সে চিৎকার করেছিল, যখন সে লক্ষ্য করেছিল যে বেলাভূমিতে আস্তে আস্তে দিগন্তে বিলীন হচ্ছে।

নৌকার মধ্যে দিনগুলি সীমাহীন এক ঘেয়েমির মধ্যে কাটছিল, মাই ও হং তাড়াতাড়ি উপলব্ধি করেছিল যে তার লম্বা ভ্রমণের জন্য যথেষ্ট খাবার আনে নি। যখন তাদের খাবার শেষ হয়েছিল, অন্যান্য ৪৩ জন যাত্রীর কারও কাছ থেকে খাবার ভিক্ষা করতে হয়েছিল। টেনে টেনে দিন চলছিল-সময়ের বালুকা রাশির এক একটি কণা একবার করে পড়ছিল।

ঝড়

মাই আবার বাইরে উঠে এসেছিল এবং তিক্ত লবন জল উপরে ফেলে বাতাসের জন্য হাঁসফাঁস করছিল।

আমাকে সাহায্য কর, সে মরিয়া হয়ে চিৎকার করেছিল, অন্ধকারের মধ্যে দৃষ্টিপাত করে, নৌকার জন্য অথবা হং এর জন্য অথবা যে কিছু যে কারও জন্য। আরেকটি ঢেউ এসেছিল, তাকে গুড়িয়ে দিয়ে এবং সে মরিয়া হয়ে তার সামনে "একটা বার্থ" আঁকড়ে ধরেছিল, তার মাথা ফেনিল জলে গ্রাস করার পূর্বে।

আবার বাতাসের জন্য উঠে, সে অনুভব করেছিল একটা বাহু তাকে জড়িয়ে ধরেছে। সমুদ্র কূলের দিকে সাঁতার দাও। একটা মানুষের চিৎকার তার কানে এসেছিল। মাই তাকে চিনেছিল-একজন তার মত পলাতক, তাদের মাতৃভূমি থেকে পালাচ্ছে-সেই নড়বরে (দূর্বল) নৌকায়। তারা এক সঙ্গে সাঁতার দিয়েছিল। সে পিছন ফিরে তাকিয়ে ছিল একটা এগিয়ে আসা ঢেউ এর দিকে, প্রত্যেকবার হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে এবং এক একটি ঢেউ আবার তাদের ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। সে সমুদ্র কূলের দিকে তার দৃষ্টি রেখেছিল।

পরিশেষে তারা দাঁড়াতে পেরেছিল, তারা আরও কয়েকটি পদক্ষেপে হেঁটেছিল। তারপর পড়ে গিয়েছিল নিঃশেষ হয়ে বালির উপর। নৌকা থেকে অন্যান্যরা চারিদিকে সমুদ্রকূলে জড়ো হয়েছিল, প্রবল বাতাসে কাঁপছিল, জল থেকে ঝেটিয়ে উপকূলে এনেছিল। তাদের ভিজা কাপড় বালিময় হয়েছিল। মাই আশ্বস্ত হয়ে চিৎকার করেছিল, যখন সে হংকে পেয়েছিল, উভয়ে আলিঙ্গণ করেছিল। ঝড়ের মধ্যে কোন আগুন জ্বালাবার উপায় ছিল না, সুতরাং তারা জড়াজড়ি (গা ঘেঁষে) করে ছিল, গরম হবার জন্য বৃথা চেষ্টা করেছিল এবং সূর্য্য উঠার জন্য মরিয়া হয়ে অপেক্ষা করছিল।

মাই এই মানসিক আঘাতের কথা চিন্তা করেছিল-যা তার জীবনকে কেড়ে নিচ্ছিল। কিছু দিন পূর্বে যে উত্তর ভিয়েতনামের একজন ১৭ বৎসর বয়স্কা স্কুল ছাত্রী ছিল, বাবা মার সঙ্গে একটা ঘরে আনন্দে বাস করছিল-যার (ঘর) ছাদ লাল টালির ছিল এবং সেটি ছিল চীন দেশের সীমান্ত। এখন সে গাঁ ঘেসে আছে চীন দেশের ঝঞ্ঝাতাড়িত সমুদ্র উপকূলে, এটা চিন্তা করে যে কখনও হংকং যেতে ও মুক্তি পেতে পারবে কিনা।

মাই এর বাবা সব সময় চেয়ে ছিল, তার ৭ সন্তান একটা জীবন পাক যা তার থেকে ভাল। মাই অনেক বার তার বাবার শিক্ষা (বক্তৃতা) এতবার শুনেছিল যে সে মুখস্থ বলতে পারত। কিন্তু সেই বক্তৃতায় কখনও জাহাজ ডুবি ছিল না।

মাই মনে করেছিল তার মা, তার স্বামীর ছেলে মেয়েদের জন্য উচ্চাকাঙ্খায় হাসত, সে (মা) মনে করত' স্কুল হল সময় এবং টাকা নষ্ট করা। সে পরিবারের টাকা পয়সা নিয়ন্ত্রণ করত' এবং সাত ছেলে-মেয়েকে অস্বীকার করত' টাকা দিতে, বই বা স্কুলের অন্যান্য জিনিস পত্রের জন্য। প্রায় মাই এর বাবা একটা মুরগী বা অন্যান্য পশু বিক্রি করত এবং তারপর সন্তানদের আরেক সপ্তাহ স্কুলের জন্য কিছু টাকা দিত। যখন তার স্ত্রী আবিস্কার করেছিল যে (বাবা) কি করেছে, তারা দুজনে বিস্ফোরক তর্কে যেত, পরস্পরকে অপমানিত করে ও অভিশাপ দিয়ে। ছেলে মেয়েরা এই গুরুত্বহীন ঝগড়া থেকে দূরে থাকতে চেষ্টা করত। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তারা স্কুলে যেতে পারত।

মাইঃ ভিয়েতনামে ফিরা....সুসমাচার প্রচার করতে

মাই এর একজন বড়ভাই ভিয়েতনাম ছেড়ে এবং কিছুদিনের জন্য বুলগেরিয়ায় মজুর হিসাবে কাজ করেছিল। সে বাইরের জগৎ দেখেছিল এবং তার গল্প তার বাবার ইচ্ছাকে উঁচুতে তুলেছিল, তার সন্তানদের পালাবার জন্য।

এখন মাই ভিয়েতনামের বাইরে, কিন্তু সেই স্থানে না যা তার বাবা কল্পনা করেছিল। সে জড়াজড়ি করে সমুদ্র কূলে ছিল, তার কম্বল উত্তাল সমুদ্রে হারিয়ে গিয়েছে। ঝড় সমস্ত যাত্রীদের বাধ্য করেছে উপকূলে সাঁতরে যেতে। ক্যাপ্টেন নৌকায় থেকেছে এর মাথা ঢেউয়ের মধ্যে চালিয়ে নিয়ে প্রচন্ড ঝড় থেকে রক্ষা পাবার চেষ্টা করতে। তারপর এটি অনন্তকাল মনে হয়েছে, বাতাস শান্ত হয়েছে এবং শেষে সূর্য জল থেকে উঠেছে। মাই আগে কখনও এত কৃতজ্ঞ হয় নি একটি নতুন দিনের প্রভাত দেখে।

শরণার্থীরা সমুদ্রকূলে গাঁ ঘেঁষাঘেষি করেছিল যে পর্যন্ত না ক্যাপ্টেন তাদের দিকে হাত নাড়িয়ে ছিল নৌকায় ফিরে আসার জন্য। তারা নৌকার উঠার জন্য সফেন তরঙ্গ পুঞ্জের মধ্যে সাঁতার কেটে গিয়েছিল তাদের ভাসমান মুক্তির সারিতে। ডেক ঝড়ে পরিস্কার হয়েছিল। তাদের বাড়তি কাপড়, কম্বল, খাবার এবং বাসন পত্র-সব কিছু ভেসে গিয়েছিল। মাই এবং হং উবুর হয়ে বসেছিল, এটা আশা করে যে হংকং যেতে আর ঝড় হবে না। তারা চিন্তা করছিল, নৌকা কি ভেসে থাকতে পারবে, যখন সব যাত্রী ফিরে নৌকায় চড়বে।

নৌকায় উঠার ৪২ দিন পর তারা হংকং এ পৌছেছিল। কিন্তু সেখানে তাদের স্বাগতঃ জানান হয়নি। পরিবর্তে তাদের "কাউ" দ্বীপে পাঠান হয়েছিল একটা অনিয়ন্ত্রিত ভুখন্ড যেখানে কৃষকরা গরু পোষে। শেষে মাই, হং এবং অন্যেরা নৌকা থেকে নেমেছিল, কিন্তু তাদের জন্য সেখানে যা অপেক্ষা করছিল প্রায় অপ্রীতিকর যা তারা ছেড়েছিল। তাদের মত প্রায় ১০০ নৌকা কাউ দ্বীপে মাল খালাস করে। মানবিক সাহায্যের ফল ক্যান ফুড বিতরণ করে কিন্তু মাই সেই প্রকার খাবারে অভ্যস্ত ছিল না। প্রত্যেক বার খাবার পর সে অসুস্থ হয়েছিল।

ক্যাম্পের জীবন

তারা কাউ দ্বীপে উঠার এক সপ্তাহ পরে, মাই এবং হং তাদের প্রথম শরনার্থী শিবিরে বদলী করা হয়েছিল। এক মাস পরে তাদের আবার বদলী করা হয়েছিল, এইবার ৯ নম্বর ক্যাম্পে। ১ বৎসর পর তাদের ৩ নম্বর ক্যাম্পে বদলী করা হয়েছিল।

প্রতিবার নতুন ক্যাম্পে তাদের পৌছাবার পর, তাদের একটা জায়গা বার করতে হতো যেখানে তারা ঘুমাতে ও থাকতে পারে। ক্যাম্পে বসবাসকারী অনেকে জায়গা নিষ্ঠুর এলাকা ছিল এবং মাই ও হংকে সর্বদা পরস্পর লক্ষ্য করতে হতো এবং তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা করতে হতো, যারা তাদের আক্রমণ করত তাদের থেকে। ক্যাম্প-৩ বিশেষভাবে ভয়ঙ্কর ছিল, কার্যতঃ যুদ্ধ ক্ষেত্র ছিল। ভিয়েতনামের এক জায়গায় শরনার্থীরা একত্রে ছিল এবং ভিন্ন ভিন্ন জায়গার লোকদের সঙ্গে যুদ্ধ করত। ক্যাম্পের প্রতিটি জিনিস-ইট, বাতির বাল্ব, তার ইলেকট্রিক বিছানার অংশ এবং ধারাল স্টিলের রড- অস্ত্র হয়েছিল। সময় সময় যুদ্ধ কয়েকদিন ধরে চলত, বিভিন্ন দলের মধ্যে যারা ক্যাম্পটা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করত। হংকং পুলিশ ক্যাম্পগুলি নিয়ন্ত্রণ করতে পারত না, সুতরাং বেড়ার ভিতরের জীবন ডারউইনের, অরাজকতায় শাসিত হচ্ছিল।

সংগ্রামের সময়, স্ত্রীলোকেরা এবং ছোট ছেলে মেয়েরা লুকাত এবং দৃষ্টির অগোচরে থাকত, যখন মানুষেরা পরস্পর যুদ্ধ করত। অন্যদের মত মাই, ছাঁদে হেলান দেওয়া, বিছানায় গাদাগাদি করে থাকত,- যেন একটা তক্তা (বোর্ড) পাথরের উপর আড়াআড়ি করে রাখা হয়েছে- এটা আশা করে যে যুদ্ধ শীঘ্র শেষ হবে। আবার অন্যদের মত, যে ইচ্ছা করত, ক্যাম্প থেকে চলে যেতে এবং সত্যি করে মুক্ত হতো।

"ঈশ্বর জগতকে এমন প্রেম করিলেন"

একটা বিশেষ বড় যুদ্ধের পর, হং এবং মাই আবারও ল্যাং জিন নামে একটা ক্যাম্পে বদলী করা হয়েছিল। এই ক্যাম্পটি শাস্তির ক্যাম্প ছিল, বিচ্ছিন্ন "হামলাকারীদের" এবং মাই জানত না কেন তাদের সেখানে পাঠানো হয়েছিল। শাস্তির জন্য একটা রূপালী রেখা ছিল, অবশ্য ক্যাম্পটিতে একটি বিল্ডিং (পাকা ঘর) ছিল, যা একটা চার্চ হিসাবে ব্যবহার হতো-মাই জানত না চার্চ কি ছিল। কিন্তু সে একদিন সেই বিল্ডিং এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিল এবং একটি কামরার ভিতরে লক্ষ্য করেছিল। একটা বড় সাদা ব্যানার দেওয়ালে টাঙ্গানো ছিল এবং ব্যানারের মধ্যস্থলে একটা লাল ক্রুশ ছিল। ক্রুশের নীচে ভিয়েতনাম ভাষায় কিছু লেখা দেখেছিল। সে দরজা দিয়ে উঁকি মেরে ছিল যাতে সে সেগুলি পড়তে পারে, "ঈশ্বর জগতকে এমন প্রেম করেলেন।"

কৌতুহল বশতঃ সে ভিতরে ঢুকেছিল। কামরার ভিতরে লোকেরা একটা গান করছিল, যা সে পূর্বে কখনও শুনেন নি। তারপর একটা লোক দাঁড়িয়ে ভিয়েতনামী ভাষায় কথা বলেছিল এবং মাই সাবধানে শুনেছিল। সে যা বলেছিল, সে (মাই) পছন্দ করল, যখন সে ঈশ্বরের বর্ণনা দিচ্ছিল যিনি যত্ন নেন, তিনি প্রকৃত পক্ষে লোকদের ভালবাসেন,

তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার বা শাসন করার পরিবর্তে। সে এই দলের সম্বন্ধে এবং তাদের আশ্চর্য শিক্ষা সম্বন্ধে আরও জানতে চেয়েছিল, কিন্তু তার কোন ইচ্ছা ছিল না, সেই ধর্ম পরিত্যাগ করা, যা সে তার বাবা মার কাছে শিখেছিল। সে দেখেছিল ঈশ্বরকে যিনি পৃথিবীকে ভালবেসে ছিলেন, আরও একজন যোগ হল সে উপাসনা করতে পারে, তার পূর্ব পুরুষদের ও মূর্তির সঙ্গে।

হংকং শরনার্থী শিবিরে দুই বৎসরের বেশী থাকার পর মাই-এর এক বন্ধু তাকে এক মহিলা জ্যোতিষীর কাছে নিয়ে গিয়েছিল। সে সেই মহিলার সামনে বসেছিল, এটা আশা করে যে সে তাকে বলতে পারবে কত তাড়াতাড়ি সে এবং তার ভাই ক্যাম্প ছেড়ে একটা মুক্ত দেশে যেতে পারবে। বৃদ্ধ স্ত্রীলোকটি গভীরভাবে মাইয়ের চোখের দিকে চেয়েছিল তারপর তার দুই হাত ধরেছিল।

"আহ, হ্যাঁ, আমি এখন দেখি তোমার একজন ছেলে বন্ধু আছে।"

মাই বিভ্রান্ত হয়েছিল, "না, আমার নাই।" আমার কোন ছেলে বন্ধু নাই"।

জ্যোতিষী তাকিয়েছিল, "আছে" সে বলেছিল, শীঘ্র মাথা নেড়ে, "পূর্বের জীবন থেকে একজন ছেলে বন্ধু, যে এই জীবনে তোমায় অনুসরণ করছে"।

"আমাকে অনুসরণ করছে?" মাই জিজ্ঞাসা করেছিল, সন্দেহ করে জ্যোতিষী থেকে বন্ধুর দিকে চেয়ে। সে মনে করেছিল, যে স্ত্রী লোকটি বলছে সে একজন মন্দ আত্মা তার উপরে আছে। সে কি চায়? "কেমন করে সে আমাকে ছেড়ে যাবে?"

"তুমি নিশ্চয় বাড়ি যাবে এবং তার উপাসনা করবে। প্রার্থনা কর ও চাও যে সে তোমাকে ছেড়ে যায়।"

এটি প্রথমবারের মত নয়। মাইকে দোষারোপ করা হয়েছিল, একটা মন্দ আত্মা আছে বলে। ১৭ বৎসর বয়স্কা মেয়ে হিসাবে, মাই খুব অসুস্থ ছিল। তার শরীরে প্রচন্ড জ্বর ছিল এবং সে খাদ্য ও পানীয় কিছুই গ্রহণ করতে পারছিল না। তার মা মেয়ের কাকাকে ডেকেছিল, যে ছিল একজন ডাকিনী বিদ্যার ডাক্তার, পুজা অর্চনা করার জন্য, মন্দ আত্মা তাড়াতে, যা অসুস্থতার কারণ। তার কাকা তাকে একটা লাঠি দিয়ে মেরেছিল, এটা বলে সে মন্দ আত্মাকে ভয় পাওয়াবে এবং তাকে সুস্থ করবে। মাই সাহায্যের জন্য ডেকে ছিল, তার পরিবার তাকে চেপে ধরেছিল, যখন তাকে মারা হচ্ছিল। তারপর কাকা তার চুলের মুঠি ধরল এবং তার বিছানার লোহার ফ্রেমে তার মাথা সজোরে আঘাত করল, মন্দ আত্মা তার থেকে *বার করার* জন্য। সময় সময় সমস্ত রাত ধরে আঘাত চলছিল। মাই যন্ত্রনায়

চিৎকার করেছিল, কিন্তু তার মর্মভেদী কান্না, তার কাকার চেষ্টাকে বাড়িয়ে দিচ্ছিল, যা সে অহঙ্কার করে ঘোষনা করছিল, "এখন মন্দ আত্মা তার থেকে বেরিয়ে আসছে।" তার একটা ছোট ধাতু নির্মিত ঘোড়া ছিল যা সে তার (মাই) চামড়ায় ফোঁটাচ্ছিল, মন্দ আত্মাতে বের হবার জন্য প্রলোভিত করছিল।

তার কোন চেষ্টায় সফল হয় নি, মাই ক্রমাগত অসুস্থ হচ্ছিল। শেষে তার বাবা তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেল। কিছু দিন ডাক্তারের ঔষধ খাবার পর, মাই সুস্থ হল। মাই পরে চিন্তা করল, (আশ্চর্য হল) কেন ঔষধ ডাকিনী বিদ্যার ডাক্তারের চেয়ে এত শক্তিশালী। সে মনে করল যে জ্যোতিষী তাকে সত্য কথা বলছে কিনা। এটা সম্মান করে, "ছেলে বন্ধু" কি প্রকৃতভাবে মন্দ আত্মাকে বুঝতে পারে তাকে একা ছেড়ে যাবার জন্য?

মাই ক্যাম্পের মধ্যে বড় বৌদ্ধ মন্দিরে গেল এবং উপাসনা করল যা সে তার পিতা মাতাদের করতে দেখেছিল। সে জ্যোতিষীর কথায় নিশ্চিত ছিল না, কিন্তু সুযোগ না নিবার কোন কারণ দেখেনি, বিশেষ করে এই "ছেলে বন্ধু" তার মুক্তির জন্য একটা ভিসা যোগাড় করে দেয়। সে ধুপকাঠি জ্বালিয়ে ছিল এবং মন্দ আত্মাকে বলল দয়া করে শান্তিতে প্রস্থান করতে।

কিন্তু যত সে বেদীতে প্রার্থনা করল, সে আরও কম শান্তি অনুভব করল। তার অন্তরের গভীরে সে জানত তার অসস্তি জনক অনুভূতি মন্দ আত্মার জগতে কিছু করতে পারবে না। মাই শরণার্থী শিবিরে বন্দী হয়ে বাইরে বের হবার জন্য অধৈর্য হয়ে পড়ল। বেঁচে থাকার ও খাবার জন্য অবিরাম সংগ্রাম তাকে ক্ষয়ে ফেলেছিল এবং তার স্বাভাবিক বন্ধুসুলভ ভাব, উদ্বিগ্ন ও হতাশাতে বিলীন হচ্ছিল। সে বুঝতে পারল না যে গভীর দুঃখ যা তার অন্তরে শিকড় গেড়েছিল। সে কিছু ভিন্নতার আকাঙ্খা করল যদি একটা মুক্ত দেশে যেতে পারে তা তার জীবনে শূন্যতা পুরণের অনুভূতি দিতে পারে।

দ্বিতীয় দিন সে আবার চার্চের পথে হেঁটেছিল। ঈশ্বরের ভালবাসার চিহ্ন দেখে, সে আবার আশ্চর্য হয়েছিল, এই ঈশ্বর সত্যিকারে কি এবং কেন তিনি পৃথিবীকে "এত ভালবেসেছিলেন"। তিনি কি তাকেও এত ভালবাসবেন?

ভিতরে ঢুকে, সে বুক সেলফের দিকে নজর দিয়ে সবচেয়ে বড় বইটা টেনে বার করল এটা মনে করে (আস্থা করে) এটা হয়ত ঈশ্বরের ভালবাসার কথা কিছু বলতে পারে। এটি খুলে, সে পড়ল, আদিতে ঈশ্বর স্বর্গ ও পৃথিবী নির্মাণ করেছিলেন....."।

এটি একটি ইতিহাসের বই, সে মনে করেছিল, আরও কিছু লাইন পড়ার পর। সে স্কুলে ইতিহাসের ক্লাশকে ঘৃনা করত, সেই সব তারিখ, লোক এবং জায়গার নাম মুখস্থ করতে। সে তাড়াতাড়ি বইটা বন্ধ করল এবং সেলফে রেখে দিল। পরে সে তার আঙ্গুল সেলফে আরও কিছু দূর চালিয়ে পরবর্তীতে একটি আরও পাতলা বই তুলে নিল, একটা সাধারণ ভলিউম-সুন্দর চামড়ার মলাটের। সে এটা খুলে (বইয়ের) প্রথমে নজর দিয়েছিল-একটা লম্বা নামের তালিকা-তারপর সে আরও গভীরভাবে পড়তে আরম্ভ করল। এটি একটি যুব স্বামী স্ত্রীর গল্প যারা সন্তান গ্রহণ করেছিল। কিন্তু শিশুটি স্পষ্টতঃ বিশেষ ছিল, কারণ তার একটা তারার চিহ্ন ছিল এবং বড় পন্ডিতেরা তাকে পৃথিবীতে স্বাগতঃ জানাতে এসেছিল।

সে চিন্তা করেছিল- *এই শিশুটি কে? যীশু কে?*

ঈশ্বরের কাছে দৌড় যাওয়া যিনি তাকে ভালবেসেছেন

সেই রবিবারে মাই সাক্ষাতের কামরায় ফিরে এসেছিল, যেখানে একজন প্রচারক ঈশ্বরের শক্তির বিষয় কথা বলছিল। পাষ্টর বলেছিল, "শয়তান" "কাউকে বা কোন কিছুকে ভয় করে না-এক ব্যক্তি ছাড়া। সে ঈশ্বরকে ভয় করে। যেখানে ঈশ্বর আছেন, সেখানে কোন শয়তান নাই।"

মাইয়ের চোখ বিস্তৃত (ছানা বড়া) হয়েছিল। সে মনে করল, বক্তা কোনভাবে দোষীকৃত ছেলে বন্ধুকে জেনেছিল, তার পূর্বে জীবনের যে মনে হয় তাকে অনুসরণ করেছিল। সেই প্রচার শুনা মাত্র মাই ঈশ্বরকে বিশ্বাস করতে চেয়েছিল। সে মন্দ আত্মার জগতের কোন অংশ চায় না, যা তার শৈশব থেকে তার এত ভয় এবং ব্যথার কারণ হয়েছে। সে শুধু শান্তি চেয়েছিল।

তার প্রচারের শেষে, যখন পাষ্টর, অনুশোচনার ডাক দিল মাই সামনের দিকে দৌড়ে গেল। সে নিশ্চিতভাবে বিশদ জানত না, কিন্তু সে জেনেছিল, সে ঈশ্বরের আরাধনা করতে চায়, যাঁর থেকে শয়তান পালিয়ে যায়, ঈশ্বর যিনি তাকে ভালবাসেন এবং তাকে মুক্ত করবেন।

সেই মুহূর্তে থেকে যখন মাই ভয় অনুভব করেছিল-সাধারণতঃ যখন সে বিছানায় শুত তার চার পাশে যুদ্ধ চলতে শুনে-সে নতুন নিয়ম পড়ত এবং ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করত। পাষ্টর তাকে বলেছিল, শয়তান ভয় পায় যখন সে ঈশ্বরের বাক্য পড়ে সুতরাং সে প্রতিদিন ক্রমাগত বিশ্বস্তভাবে এটি (বাইবেল) পড়ত।

ক্যাম্পের বেশীর ভাগ লোক বৌদ্ধ মন্দিরে যেত এবং মাই তাদের সঙ্গে যেত, এমন কি সে চার্চের সামনের দিকে গিয়ে প্রার্থনা করার পড়েও। শয়তান হয়ত তাকে ভয় করত যখন সে বাইবেল পড়ত, সে মনে করত, কোন কোন ক্ষেত্রে, তীব্র ব্যথা অনুভব করতে, তাদের কাছে উৎসর্গ করতে। তার তাম্বুতে তখনও তার মূর্তিগুলি ছিল কিন্তু প্রতিদিন সে খ্রীষ্টিয়ানদের ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করত, তার নিজের ঈশ্বরদের কাছেও। সে মনে করেছিল, যদি একটি ধর্ম ভাল, তাহলে দুটি ধর্ম নিশ্চয় আরও ভাল। ক্যাম্পে অন্যান্যরা ও ঠিক একই বিষয় করত, তোলা ও পছন্দ করা অংশগুলি, ক্যাম্পে বিভিন্ন ধর্ম তারা উৎসর্গ করত।

তারপর এক রবিবারে পাষ্টর বলেছিল অন্য ঈশ্বরদের অথবা ধর্ম সকল অনুসরণ না করতে। সে বলেছিল খ্রীষ্টিয়ানগণ নিশ্চয় এক ধর্ম অনুসরণ করবে এবং কেবলমাত্র একটি সত্য ঈশ্বরকে আঁকড়ে ধরবে। উপাসনার পর, মাই তার তাম্বুতে ফিরে গেল এবং তার সব প্রতিমা ছুড়ে ফেলল। কিছু বৌদ্ধরা তাকে থামাতে চেয়েছিল, কিন্তু মাই বৌদ্ধ ধর্ম ছেড়ে দিয়েছিল। যদি ঈশ্বর চান, সে শুধু তাঁকে অনুসরণ করবে, সে তার পূর্বের সব ধর্মের চিহ্ন সকল সড়িয়ে রাখবে।

"কেবলমাত্র আমাকে ব্যবহার কর"

আরও একটি রবিবারে, সে তার প্রতিমা গুলি ছুঁড়ে ফেলার ঠিক অল্প দিন পরে প্রচার ছিল, ক্রুশের উপর খ্রীষ্টের মৃত্যুর উপর, আমাদের পাপের জন্য যীশুর মৃত্যু। মাই আবার এগিয়ে গিয়েছিল, প্রথম বারের মত এটি বুঝে, তার পাপের গভীরতা এবং তার জন্য অনুশোচনা। সে প্রার্থনা করে "ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা কর।" আমাকে ব্যবহার কর, যে ভাবে তুমি চাও এবং যে কোন জায়গায় তুমি চাও। আমাকে কেবলমাত্র ব্যবহার কর।"

যদিও যে অল্পই বাইবেল অথবা খ্রীষ্টিয়ান শিক্ষা সম্বন্ধে জানত, সে এটির সম্বন্ধে ক্যাম্পের প্রত্যেকের সঙ্গে বলতে আরম্ভ করেছিল। সে ক্ষুধার্তভাবে ক্রমাগত (সর্বদা) বাইবেল পড়ছিল এবং পবিত্র আত্মা তার জ্ঞান বৃদ্ধিতে সাহায্য করছিলেন। যতবেশী সে শিক্ষা করছিল, তত বেশী সে খ্রীষ্টের জন্য সাক্ষ্য দিচ্ছিল।

তার বোন কি পেয়েছে তা জানার জন্য, হং ও চার্চ ক্যাম্পে কিছু মিটিং-এ গিয়েছিল। ক্রমে ক্রমে সেও খ্রীষ্টকে গ্রহণ করল, কিন্তু মাইয়ের মত তার অঙ্গীকার এত গভীর ছিলনা। মুক্তির উপর তার দৃষ্টি ছিল, ক্যাম্প থেকে বার হয়ে একটা দেশে যেতে, যেখানে সে মুক্ত হবে। তার মনে সে অনেক পরিকল্পনার মানচিত্র অঙ্কন করেছিল- কাজ করতে, ব্যবসা করতে এবং ধনী হতে। সে চিন্তা করেছিল একজন খ্রীষ্টিয়ান হওয়া পশ্চিমা দেশে নিশ্চয় তাড়াতাড়ি ভিসা পেতে সাহায্য করতে পারে।

মাইঃ ভিয়েতনামে ফিরা....সুসমাচার প্রচার করতে

চার্চে, মাই একজন মানুষের সাক্ষাৎ পেয়েছিল যে তার থেকে ১০ বৎসরের বড় এবং তারা "ডেট" আরম্ভ করেছিল। সেও পশ্চিমা জগতে যাবার জন্য অপেক্ষা করছিল। একটা ব্যবসা আরম্ভ করা এবং তাড়াতাড়ি অর্থ উপার্জনের আশা করে। তাদের সম্পর্ক গড়ে উঠছিল, মাই অনুভব করল তার কিছু অগ্রগামী ভূমিকা গ্রহণ করতে। বাইবেলের জন্য তার ক্ষুধা আস্তে আস্তে বিলীন হচ্ছিল এবং তার প্রার্থনার জীবন শুকিয়ে গেল। সে আরও বেশী চিন্তা করল কিভাবে সে তার টাকা খরচ করবে যখন সে মুক্ত হবে এবং সে কেবলমাত্র এটা যথেষ্ট অনুভব করে প্রার্থনা করত' যে খ্রীষ্ট তাকে গ্রহণ করবেন এবং তাকে স্বর্গে নিয়ে যাবেন, যখন তিনি ফিরে আসবেন।

গভীর, অন্তর-কান্না প্রার্থনা, যা এক সময় তার মধ্যে বুদ্ধি দিত, তা উড়ে গেল। এখন সে বেশীর ভাগ ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করত যে যেন ক্যাম্প থেকে বাইরে যেতে পারে এবং ঈশ্বর যেন তাকে স্বাধীন করেন। সে এবং তার ছেলে বন্ধু-বিয়ের সম্বন্ধে আলোচনা করত, মাই এই মানুষটিকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। কিন্তু সে মনে করত ২০ বৎসর খুব ছোট।

একদিন রাতে, যখন সে তার বিছানায় শুয়েছিল, মাই একটা কণ্ঠস্বর শুনল। *আমি তোমাকে পিছনে ফেলে রাখব না,* স্বরটি তাকে বলেছিল *যখন আমি আবার আসব আমি তোমাকে আমার সঙ্গে নিয়ে যাব।*

মাই জেগে উঠল, তার পর অন্য একটা কিছু শুনছে মনে হয়েছিল, একটা জোরে তীক্ষ্ন যন্ত্রণাদায়ক কান্না।

তুমি কি সেই কান্না শুনেছিলে? পবিত্র আত্মা মনে হয়েছিল, সোজাসুজি তার অন্তরে কথা বলেছিলেন।

হ্যাঁ, মাই উত্তর দিয়েছিল, এটা কি ছিল?

এটা তাদের কান্না, যারা পিছনে পড়ে থাকবে। সেটা ব্যথা এবং আঘাতের কান্না।

"চল যাই.....ক্যাম্পের বাইরে"

পরের দিন, সকাল বেলায়, মাই তার আধ্যাত্মিক অলসতা সড়িয়ে রেখেছিল। তার প্রার্থনা সকল আগের একাগ্রতা নিয়ে ফিরে এসেছিল, সেটি উন্নতির এবং পশ্চিমা দেশে যাবার টিকিটের চেয়ে আরও বেশী ছিল। সে তার ভিয়েনামের পরিবারের জন্য প্রার্থনা করা আরম্ভ করেছিল এবং তার মাতৃভূমি খ্রীষ্টিয়ানদের জন্য যারা খ্রীষ্টের জন্য দুঃখ ভোগ করছিল।

একদিন, যখন সে বাইবেল পড়ছিল, তখন সে ইব্রীয় ১৩ ঃ ১২-১৫ পদ লক্ষ্য করেছিল।

এই কারণ যীশুর নিজ রক্ত দ্বারা প্রজাদিগকে পবিত্র করিবার নিমিত্ত, পুরদ্বারের বাহিরে মৃত্যু ভোগ করিলেন। অতএব আইস আমার তাহার দূর্ণাম বহন করিতে করিতে শিবিরের বাহিরে তাহার নিকটে গমন করি। কারণ এখানে আমাদের চিরস্থায়ী নগর নাই, কিন্তু আমরা সেই আগামী নগরের অন্বেষণ করিতেছি। অতএব আইস, আমরা তাহারই দ্বারা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নিয়ত স্তব-বলি, অর্থাৎ তাঁহার নাম স্বীকারকারী ওষ্ঠাধরের ফল উৎসর্গ করি (ইব্রীয় ১৩ ঃ ১২-১৫ পদ)।

"চল আমরা জোরের সঙ্গে *শিবিরের বাইরে* তাঁহার কাছে যাই।" এই বাক্য মনে হয়েছিল বাইবেলের পাতা থেকে লাফিয়ে উঠেছিল এবং মাইয়ের আত্মায় একটা আগুনে পোড়া গর্ত করল। সে বিস্ময়ে অভিভূত হল, আহবানে যা ঈশ্বর তার হৃদয়ে রেখেছিলঃ ভিয়েতনামে ফিরে যাও। আমার বাক্য সেখানে বিলাও। তাদের বলো যারা সম্প্রতি আমারে ডাকার পিছনে রয়েছে।

মাই জেনেছিল, ভিয়েতনামে খ্রীষ্টের সেবা করে, অনেক মূল্য দিতে হবে। সে জেনেছিল, সে দুঃখ ভোগ করবে যদি সে ঈশ্বরের আহবানে সাড়া দেয়। কিন্তু সে যেতে চাইল। সে ঈশ্বরকে বলেছিল, ঈশ্বর যা বলবেন, সে তা করবেন। যদি ঈশ্বর বলেন তাকে ভিয়েতনামে ফিরে যেতে, তাহলে সে যেতে প্রস্তুত।

সে আরও জানত, ভিয়েতনামে অন্ধকারের গভীরতা, যা সে তার নিজের পরিবারে দেখেছিল। বৃদ্ধি পেয়ে, সে তার পরিবারে, তাদের ঘরে একটা টকটকে লাল বেদী রেখে ছিল। ধুপকাঠি জ্বালাবার তিনটি পাত্র ছিল-তিন পুরুষ ধরে তারা উপাসনা করতঃ মাইয়ের ঠাকুর দাদা, ঠাকুর দাদার ঠাকুরদাদা এবং তারও ঠাকুর দাদা। যখন তার বাবা মারা গিয়েছিল, তার জন্য তারা একটা সবচেয়ে প্রাচীন ধুপকাঠি রাখার জায়গা রেখেছিল।

মন্দ আত্মা সব জায়গায় ছিল, ভিয়েতনামীদের বলা হতো, সেখানে অধিকাংশ বৌদ্ধদের মত মাইয়ের পরিবার তাদের (মন্দ আত্মা) শান্ত করতে চেষ্টা করত। তারা একটা মুরগী বা শুকর মেরে উৎসর্গ করত, তারপর বেদীতে খাদ্য উৎসর্গ করত। তারা স্তব ও মন্ত্র উচ্চারণ করত, তাদের অনুগ্রহ সঞ্চয় করার আশায়। মাই তার পরিবারের সঙ্গে ঈশ্বরের বাক্যের সত্যতার অংশ গ্রহণের জন্য আকাঙ্খা করেছিল এবং অন্যদের সঙ্গেও যারা ভিয়েতনামে ভীষণ অন্ধকারে ছিল।

মাইঃ ভিয়েতনামে ফিরা....সুসমাচার প্রচার করতে

পরবর্তী সময়, যখন খ্রীষ্টিয়ানরা একটা মিটিং এ সমবেত হয়েছিল, মাই বলেছিল, তার একটা ঘোষনা করার আছে। সে উঠে দাঁড়িয়ে হেসে বলেছিল, "আমি প্রভুর কাছ থেকে শুনেছি", "তিনি আমার সঙ্গে কথা বলেছেন।"

সে কামরার চারিদিকে লোকদের দিকে তাকিয়ে যারা তার বন্ধু হয়েছিল, প্রায় একটা দ্বিতীয় পরিবারের মত ঘনিষ্ঠ হয়েছিল।

"ঈশ্বর আমাকে আহ্বান করেছেন, ভিয়েতনামে ফিরে যেতে। তিনি চান আমি সেখানে লোকদের সঙ্গে তাঁর ভালবাসার অংশ গ্রহণ করি, তাদেরকে সত্য জানাতে। অনেক বিশ্বাসীর জন্য সাড়া দেওয়া খুব দ্রুত ছিল-কিন্তু একজনের থেকে না-যা মাই আশা করেছিল।

একজন মানুষ চিৎকার করে বলল, "এটি *শয়তানের* কথা।"

এটা ঈশ্বর থেকে হতে পারে না, "একজন বয়স্কা স্ত্রীলোক বলল", তার বাইবেল তাড়াতাড়ি বন্ধ করে। ঈশ্বর তোমাকে হংকং এ এনেছেন এবং ঈশ্বর তোমাকে নিরাপদে স্বাধীনতায় নিয়ে যাবেন। তোমার উন্নতিতে তিনি সাহায্য করবেন, যাতে তুমি তোমার পরিবারকে সাহায্য করতে পারবে। ঈশ্বর তোমাকে ভিয়েতনামে ফিরিয়ে নিতে চান না।"

"তুমি যদি সেখানে যাও, তুমি কষ্ট ভোগ করবে," অন্য একজন মানুষ বলেছিল। আমি জানি আমি দেখেছি। কষ্টভোগ সম্ভবতঃ তোমাকে ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করাবে। তিনি *কখনও* তোমাকে সেখানে ফিরে যেতে বলবেন *না*।"

মাই তার ছেলে বন্ধুর দিকে তাকাল, তার মুখে হাসি দিয়ে সেটা সমর্থন করবে আশা করেছিল। কিন্তু কোন হাসি, কোন সমর্থন ছিল না। তার থেকে ফিরে সে সদম্ভে কামরা ছেড়ে গিয়েছিল।

যখন চার্চের অনেকে চেষ্টা করল কথা বলতে, মাইকে (কথা) ফিরাতে, তার ভাই সন্তুষ্ট ছিল না কেবলমাত্র তার প্রস্তাব সম্বন্ধে কথা বলতে। যখন সে সেই বিষয় উল্লেখ করেছিল, হং তার মুখে চড় মেরেছিল। কেমনভাবে আমাদের বাবার স্বপ্নে তুমি থুথু ফেল?" সে জিজ্ঞাসা করল। তিনি (বাবা) তোমাকে এই অবস্থায় আনার জন্য অনেক অনেক বৎসর সঞ্চয় করেছিলেন, তোমাকে মুক্তির প্রান্তে নিয়ে আসতে। এখন তুমি সব কিছুই ছুঁড়ে ফেলছ। এখন তুমি তোমার নিজের বাবা মায়ের হৃদয়ের উপর জোরে জোরে হেঁটে যাচ্ছ। ফিরে যাবার বিষয়ে আর কোন কথা বলো না। একটা কথাও না।"

মাই আশ্চর্য হয়েছিল, তার নিজের ভাই এ রকম ব্যবহার করতে পারে, কিভাবে সঙ্গী খ্রীষ্টিয়ান তার ইচ্ছার সমালোচনা করবে, সুসমাচার প্রচার করতে। সে তার জ্ঞানের জন্য প্রার্থনা করেছিল এবং সহ্য করেছিল তার ভাইকে ভালবাসতে, তার বিরোধিতা সত্ত্বেও। সে ঈশ্বরের আহ্বানে ও নিশ্চিত ছিল, কিন্তু সে প্রার্থনা করেছিল যেন অন্যরা তার আহ্বানের বিষয় বুঝতে পারে।

হং এর শারীরিক আঘাত যদিও সবচেয়ে কষ্টদায়ক ছিল না যার সম্মুখীন সে হয়েছিল। সবচেয়ে ব্যথা-জনক আঘাত ছিল আবেগ প্রবণ-যা তার ছেলে বন্ধু দিয়েছিল।

সে মাইকে বলেছিল, "ঈশ্বর তোমাকে ভিয়েতনাম থেকে বাইরে এনেছিলেন, কেন তুমি সেখানে আবার ফিরে যেতে চাও? তুমি যেতে পার না।"

যখন সে তার মনে পরিবর্তন আনতে পারে নি, সে সম্পর্ক ভেঙ্গে দিয়েছিল।

"আমি একজন স্ত্রীলোককে বিয়ে করতে পারি না যে তার স্বপ্নকে পরিত্যাগ করছে", "সে তাকে বলেছিল"। "ঈশ্বর তোমাকে এতদূর এনেছেন এবং এটা তাঁকে এবং তাঁর পরিবারকে অসম্মান করে, তুমি চারিদিকে চাও এবং ফিরে যাও।"

"আমার স্বপ্ন আছে", মাই তাকে বলেছিল, তার কণ্ঠে অনুরোধ ছিল, চোখে জল ছিল। "এখন ঈশ্বর আমাদের চোখে নতুন স্বপ্ন দিয়েছেন। আমি আমার দেশের লোকদের ঈশ্বরের ভালবাসা জানাতে চাই। আমি তাদের বলতে চাই, তাদের আর কোন পশু মারার প্রয়োজন নাই। সে উৎসর্গ তাদের জন্য ইতিমধ্যে করা হয়েছে।"

"তাহলে আমাদের স্বপ্ন আলাদা, সে একটা হিম কণ্ঠে বলেছিল-তাহলে আমাদের সব শেষ।"

মাই লক্ষ্য করেছিল তাকে চলে যেতে, তার মুখ বেয়ে অশ্রু গড়াচ্ছিল।

ক্যাম্পে অপুষ্টি এবং খারাপ অবস্থার জন্য মাই এর শারীরিক স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ছিল। কিন্তু তার আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্য কখনও খারাপ ছিল না। যদিও তার ছেলে বন্ধু তাকে ছুঁড়ে ফেলেছিল এবং তার চার্চ তাকে সন্দেহ করেছিল, সে যা করবে তার প্রতি সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। ঈশ্বর তাকে ভিয়েতনামে ফিরে যাবার জন্য আহ্বান করেছিলেন।

মাইঃ ভিয়েতনামে ফিরা....সুসমাচার প্রচার বন্ধতে

তালিকায় মাত্র একটি নাম

মাই ক্যাম্প অফিসে একটা সভার ব্যবস্থা করেছিল, যেখানে সে দরখাস্ত করত, ভিয়েতনামে ফিরে যাবার জন্য। সেই মিটিং এর পূর্বে রাতে, সে ঘন্টার পর ঘন্টা জেগে শুয়েছিল, তার সিদ্ধান্তের কথা চিন্তা করে। সে আশ্চর্য হয়েছিল কেন ক্যাম্পের অল্প কয়েকজন তাকে মনে হয় সমর্থন করে। সে প্রার্থনা করেছিল, আবার ঈশ্বরের কাছে অঙ্গীকার করে যে সে যে কোন জায়গায় যাবে, তিনি (ঈশ্বর) চেয়েছেন এবং তিনি (ঈশ্বর) যা কিছু চান, সে করবে। সে পূর্ণ শান্তি অনুভব করেছিল, উত্তেজিত ছিল সেই চিন্তায় যে ভিয়েতনাম লোকদের জানাতে, যীশুর ভালবাসার বিষয় জানাবে।

শেষে সে ঘুমিয়ে গিয়েছিল এবং স্বপ্নে সে দেখল সে ভিয়েতনামে ফিরে যাচ্ছে, কিন্তু সে একা নয় একজন স্ত্রীলোক তার সঙ্গে ভ্রমণ করছে, একজন পুরুষ ও সেই দলে আছে। মাই স্পষ্টভাবে অনুভব করেছিল- এটি ঈশ্বরের নিশ্চয়তা, যে সে একা ফিরে যাবে না।

পরের দিন সকাল বেলায় যখন সে ক্যাম্পে অফিসের কাছে গিয়েছিল, তার সন্দেহ হয়েছিল সে ঠিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছে কিনা। সে দরজা খুলেছিল, লম্বা পদক্ষেপে ডেস্কের কাছে গেল।

"আমি ভিয়েতনামে ফিরতে চাই।"

ডেস্কের মানুষটি তার যুবতী সাক্ষাৎকারিনীর দিকে চেয়েছিল, একটি সহানুভূতি ও বিভ্রান্তি তার মুখ মণ্ডলে ফুটে উঠল। "তুমি ফিরে যেতে চাও"?

"হ্যাঁ"।

"কতদিন তুমি হংকং এ আছ?"

"প্রায় ৫ বৎসর।"

"এখানে তোমার সময় প্রায় শেষ হয়ে আসছে। সম্ভবত অল্প কয়েক মাস পর তুমি ভিসা পাবে, এখান থেকে বের হবার জন্য। তারপর তুমি আমেরিকা বা অষ্ট্রেলিয়া যেতে পারবে। এখন আশা ত্যাগ করো না।"

মাই স্থিরভাবে উত্তর দিল, "আমি ছেড়ে দিচ্ছি না" আমি আর পশ্চিমে যেতে চাচ্ছি না। "আমি আমার নিজের দেশে ফিরে যেতে চাই।"

এটা করতে চাই, এরকম আমরা বেশী পাই না। সত্যি বলতে কি তারা এখন দরখাস্ত করার ফি কমিয়ে দিয়েছে, কারণ কেউ এটা করছেনা। "তুমি জান এসবের অর্থ কি?"

মাই নিশ্চয়তার সঙ্গে বলল, "আমি জানি এর অর্থ কি, কিন্তু ঈশ্বর আমাকে ফেরৎ যেতে বলেছেন"?

"ঈশ্বর তোমাকে ডেকেছেন"? সে পরিহাস ছলে জিজ্ঞাসা করল। "আমি দেখছি। ভাল, তাহলে ভিসার জন্য তোমার দরখাস্ত বাতিল হবে এবং তোমার ফাইল টানা হবে। এটার মানে হবে, তুমি এখানে কখনও ছিল না- যেন মনে হয় গত ৫ বৎসর ঘটেনি"।

"আমি সেটা জানি। আমি পশ্চিমে যাচ্ছি না।"

সে বলেছিল," তুমি জান ভিয়েতনামের সরকার সব সময় লোকে ফিরে গেলে স্বাগতঃ জানায় না, বিশেষ করে যারা পালিয়ে আসে।"

"আমি এ সম্বন্ধে সচেতন আছি।"

মানুষটি এক মুহূর্তের জন্য তার দিকে কঠিন ভাবে তাকাল, মাইয়ের লম্বা সরু মুখের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে। তারপর সে ড্রয়ারের কাছে গিয়ে একটা ফরম টেনে বার করল। তোমার ক্যাম্পের আই, ডি, কার্ড আমার প্রয়োজন।

মাই তার কার্ড দিল, তারপর তার হাত থেকে ফরম নিয়ে ফরমটা পূর্ণ করল। একটা আশ্চর্য্যের পরিতৃপ্তি, এমন কি আনন্দ তার হৃদয়কে পূর্ণ করেছিল, সে থামে নি, যখন সে তার নাম কাগজে স্বাক্ষর করল, পশ্চিমে গিয়ে স্বাধীন হবার তার সুযোগ পরিত্যাগ করে।

মানুষটি একটি ক্লিপ বোর্ড টেনে বের করেছিল। কাগজের উপর লেখা ছিল ভিয়েতনামে ফিরে যাওয়া। সে সাবধানে মাইয়ের নাম সবচেয়ে উপরের লাইনে লিখেছিল। সেই তালিকায় আর কোন নাম ছিল না।

যখন হং জেনে ছিল, মাই- প্রত্যাবর্তন ফরমে স্বাক্ষর করেছে, তাকে সে আবার মেরেছিল।

মাইঃ ভিয়েতনামে ফিরা....সুসমাচার প্রচার করতে

একজন খ্রীষ্টিয়ান বন্ধু, মিস জুয়ান, বলেছিল মাই এর বিভ্রান্তি হয়েছে। কিন্তু যখন মিস জুয়ান মাইকে পরদিন আবার দেখল, তার গল্প বদলিয়ে গিয়েছিল। "তোমার ভুল হয় নি", সে মাইকে নিশ্চিত করল। "আমি দুঃখিত সেটা বলার জন্য।"

"কি ঘটিয়েছি?" মাই তার বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করেছিল। "গতকাল তুমি বলেছিলে, ভিয়েতনামে ফিরে যাওয়ার জন্য আমি বিভ্রান্ত হয়েছি, আজকে এটি একটি ঠিক যুক্তি সঙ্গত সিদ্ধান্ত"? "প্রভু গত রাতে আমাকে বলেছেন, মিস জুয়ান তাকে বলেছিল, তিনি বলেছিলেন আমার ও ভিয়েতনাম ফিরে যাওয়া প্রয়োজন, বাইবেলের কথা সেখানকার লোকদের সঙ্গে অংশ গ্রহণের জন্য"।

মাইয়ের হৃদয় আনন্দে লাফিয়ে উঠেছিল, এটা জেনে যে সে একা ভ্রমণ করবেনা। সে তার স্বপ্নের কথা মনে করেছিল যাতে আরও একজন স্ত্রীলোক তার সঙ্গে ফিরে যাচ্ছে। স্বপ্নের মধ্যে একজন লোক ছিল এবং সে চিন্তা করছিল কোন মানুষ যাকে ঈশ্বর তৈরী করছেন তাদের সঙ্গে যাবার জন্য।

মিস জুয়ান ক্যাম্প অফিসে গেল এবং সেই রকম ফরম পূরণ করল যা মাই শেষে করেছিল। ক্লিপ বোর্ড তালিকায় তার নাম দ্বিতীয় হয়েছিল।

কয়েকদিন পর, ছোট চার্চের অন্য একজন মেম্বার মিঃ এবু মাই-এর কাছে এসেছিল এবং বলেছিল, সেও অনুভব করেছিল, ঈশ্বর তাকে ডাকছেন, ভিয়েতনামে যাবার জন্য। "কিন্তু ভিয়েতনামে বাস করা কষ্ট সাধ্য," সে বলল, "আমি কিভাবে সেখানে বেঁচে থাকব এবং ঈশ্বরের সেবা করবো"।

"চিন্তা করো না", মাই তাকে বলল, ঈশ্বর সব কিছুর যত্ন নিবেন"। যখন মাই ভ্রমণের জন্য তৈরী হয়েছিল, সে লক্ষ্য করল, অন্য দরজা খুলল এবং ভ্রমণের বিশদ কার্যাবলী তৈরী করল। এটি ছিল ১৯৯৪ সাল এবং সে হংকং এ প্রায় ৫ বৎসর ছিল। যখন চার্চ মেম্বাররা জড়ো হয়েছিল তিন বিশ্বাসীকে বিদায় জানাতে, তাদের অনেকে কেঁদে শেষ বারের মত চেষ্টা করল তাদের থাকার জন্য বুঝাতে।

হং ও মাই অন্যদের সঙ্গে শরণার্থী শিবিরের ধূসর রং এর গেট পর্যন্ত হেঁটে গিয়েছিল।

সে মাইকে আবার জিজ্ঞাসা করেছিল- "তুমি কিভাবে এটা করতে পারবে"? আমি বাবাকে তোমার পাগলামির কথা লিখেছি। তিনি চায়না, তুমি ফিরে যাও। তিনি চান তুমি মুক্ত হও। তুমি কি জান না ভিয়েতনামে তোমার কত কষ্ট হবে? সেখানে খ্রীষ্টিয়ানদের গ্রহন করে না। খ্রীষ্টিয়ানদের অত্যাচার, গ্রেফতার এবং মারা হয়। মাই এখনও বেশী দেরী হয় নি তোমার মন পরিবর্তন করতে"।

"আমার মন স্থির আছে", সে তাকে বলল।"

"আমি বিশ্বাস করতে পারিনা, আমি তোমাকে এখানে এনছিলাম", সে রাগ করে বলেছিল, "কে তোমার প্রতি বিগত ৫ বৎসর লক্ষ্য রেখেছিল? কে তোমাকে ক্যাম্পের যুদ্ধের মধ্যে রক্ষা করেছিল? কে তোমাকে নিশ্চিন্ত করে ছিল যে তুমি তোমার ভাতের ভাগ পাবে যখন অন্য লোকেরা সেটা নিতে চেয়েছিল? আমি ইচ্ছা করি ডং তোমার পরিবর্তে আমার সঙ্গে আসবে। সে আমাকে ও আমার মা বাবাকে অসম্মান করবেনা, যা তুমি করছ। ডং সম্মান করতে জানে।। তুমি কিভাবে এটা কর?"

মাই দুঃখভরে তার ভাইয়ের দিকে চেয়েছিল। "আমি এটা করতে পারি, কারণ ঈশ্বর আমাকে আহ্বান করছেন।" সে বলেছিল, "তুমি স্বাধীন হতে চাও, একটা স্বাধীন দেশে যাও। কিন্তু তুমি কি দেখ না, রাজনৈতিক ভাবে মুক্তি অথবা অর্থ উপার্জ্জনের চেয়ে আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে? আমাদের পরিবারকে কে যীশুর সম্বন্ধে বলবে? কে তাদের বলবে কিভাবে মুক্ত হবে এবং স্বর্গে যাবে? ঈশ্বর আমাকে ডেকেছেন, সেটা করতে এবং আমি নিশ্চয় সেটা করব। তোমার মত আমি ধনী হবো না, কিন্তু আমি করছি, যা ঈশ্বর আমাকে করতে বলছেন। হং একদিন তুমি এটা বুঝতে *পারবে*।"

তার ভাই বিষন্নভাবে লক্ষ্য করেছিল, যখন তিনজন একটা ছোট সাদা ভ্যানে উঠল যা তাদের এয়ারপোর্টে নিয়ে যাবে। সে হাত নাড়ায় নি। অন্যান্য খ্রীষ্টিয়ানরা গেটের মধ্য দিয়ে উঁকি মেরেছিল, তাদের গাল বেয়ে অশ্রু গড়াচ্ছিল। মাই পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখল, যখন ভ্যান তাদের নিয়ে চলছিল, মরিয়া হয়ে চেষ্টা করছিল, প্রত্যেক মুখ মুখস্থ করতে, এটা চিন্তা করে সে তাদের কাউকে আর কখনও দেখবে কিনা।

গোপন কাজ

প্লেনটি ভিয়েতনামে অবতরণ করার পর, এয়ারপোর্ট থেকে মাই তার বাড়ীর পথ খুঁজে নিয়েছিল। সে একটি উষ্ণ অভ্যর্থনা আশা করেছিল, তার পরিবর্তে সে কোন অভ্যর্থনাই পায়নি। তার বাবা যিনি কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন, তার (মাই) জন্য একটা আরও ভাল ভবিষৎ নিশ্চিত করতে, সম্পূর্ণভাবে তাকে অবজ্ঞা করেছিল। তিনি (বাবা) তার সঙ্গে কথা বলেননি অথবা তার উপস্থিতিতে সাড়া দেননি। তার মা ঠিকভাবে তাকে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি মাইয়ের প্রতি কর্কশভাবে চিৎকার করেছিলেন, কেন সে পরিবারের মন্দ আত্মাকে রাগিয়েছে-পূর্ব পুরুষদের উপাসনা না করে।

তার পরিবারের শক্ত প্রতিক্রিয়া সত্ত্বেও, মাই তার আচরণকে ভাল রাখতে চেষ্টা করেছিল। সে তার নিজের কামরায় প্রায় প্রার্থনা করত এবং শান্তভাবে উপাসনার গান গাইত। তার সাক্ষ্য এবং উদাহরণের মধ্য দিয়ে, মাই ভিয়েতনামে তার প্রথম কনভার্টকে জয় করেছিল, যখন তার নিজের বোন মাইয়ের বিশ্বাসের কথা জিজ্ঞাসা করেছিল এবং ক্রমে ক্রমে খ্রীষ্টকে গ্রহণ করেছিল তার ত্রাণকর্তা রূপে। প্রায় দুই বোন প্রার্থনা করতঃ এবং মাই তার বোনের সঙ্গে বাইবেল আলোচনায় অংশ গ্রহণ করত।

কিন্তু তার বাবা-মার কর্কশ ব্যবহার চলছিল, মাই বিভ্রান্তিকর এবং বিক্ষিপ্ত চিত্ত হয়েছিল। *আমি মনে করেছিলাম তুমি চেয়েছিলে আমাকে আবার ভিয়েতনামে ফিরে আসতে,* সে প্রার্থনা করেছিল। সাড়া দিয়ে সে ঈশ্বরের নির্দেশ অনুভব করেছিলঃ *আমার মেষদের জড়ো কর। ভ্যান ডং প্রদেশে যাও।*

মাই কখনও ভ্যান ডং এ যায় নি, কিন্তু সে শুনেছিল যে সেখানে অন্যেরা আছে যারা হংকং এ খ্রীষ্টকে পেয়েছিল এবং ভিয়েতনামে ফিরে এসেছিল। সে সেই অঞ্চলে তাই করেছিল সব সময় প্রার্থনা করে যখন সে সেখানে গিয়েছিল। ভ্রমণের সময়, যতটা সম্ভব কম কথা বলেছিল। তার ভ্রমণকে দেয়ার কোন কাগজ পত্র ছিল না এবং সে ভয় করেছিল, যদি পুলিশ জানে সে খ্রীষ্টিয়ান, তাকে গ্রেফতার করা হবে।

ভ্যান ডং এ সে অন্য খ্রীষ্টিয়ানদের সাক্ষাৎ পেয়েছিল। তারা গোপনে জঙ্গলে সাক্ষাৎ করত, যাতে পুলিশ তাদের জড়ো হওয়া জানতে পারত না। মাই ঈশ্বরের ডাক উপলব্দি করেছিল হারানো মেষদের খ্রীষ্টের কাছে ডাকতে ও সে আত্মাকে জয় করতে আরও বেশী প্রচার মুখী হয়েছিল। সে তখনও বাবা মার সঙ্গে বাড়ীতে ছিল কিন্তু প্রদেশে নিয়মিত ভ্রমণ করত' সভা করার জন্য। শীঘ্র ভ্যান ডং এ একটা ছোট চার্চ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল কিন্তু যখন চার্চটির বৃদ্ধি হচ্ছিল এর মেম্বারদের উপর চাপ আসছিল।

মাইয়ের বাবা, জঙ্গলে অন্যান্য খ্রীষ্টিয়ানদের সঙ্গে সুদীর্ঘ দূর্গম পথে পাড়ি দিবার বিষয়ে জেনে, তার উপর ঘরের দৈনন্দিন টুকিটাকি কাজ চাপাতে আরম্ভ করেছিল, তাকে খুব ব্যস্ত রাখত, চার্চে সম্পৃক্ত রাখা থেকে। এটা দেখে, কত অবাধ্যভাবে তার মেয়ে তার নতুন ধর্মকে আঁকড়ে ধরেছে, সে শেষে নরম (কোমল) হয়েছিল। সে তাকে অনুমতি দিত নিয়মিত চার্চের সভা যোগ দিতে, কিন্তু তখন তাকে অনুমতি দেওয়া হতো না প্রার্থনা সভায় যাবার জন্য অথবা কোন বিশেষ সভা সামাজিকভাবে অন্যান্য বিশ্বাসীদের সঙ্গে। তখন মাই নিষিদ্ধ মিটিং গুলিতে ক্রমাগত যাচ্ছিল এবং তার চার্চের কাজ করছিল, তার বাবা লাথি মেরে তাকে ঘর থেকে বের করেছিল। কয়েক দিন পর, সে তাকে ঘরে ফিরতে দিয়েছিল, কিন্তু তাড়াতাড়ি একই ঘটনা ঘটল।

পুলিশ মাইয়ের প্রত্যেক চলাফেরা-লক্ষ্য (দৃষ্টি) রাখতে আরম্ভ করেছিল। তার খ্রীষ্টিয়ান কাজের কথা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং পুলিশ মাইয়ের বাবার উপর চাপ সৃষ্টি করেছিল তাদের সাহায্য করতে তার বিরুদ্ধে "কেস" খাড়া করতে। "সে কোথায় যায়? তারা বারবার জিজ্ঞাসা করে। সে কার সঙ্গে দেখা করে? তারা কি বলে? কেন আপনি আপনার মেয়েকে এসব করতে দেন?"

যখন মাসের পর মাস, চাপ বৃদ্ধি পেয়েছিল। ক্রমে ক্রমে কর্তৃপক্ষ মাইয়ের বাবার সঙ্গে তার বাড়ীতে সাক্ষাৎ করাতে সন্তুষ্ট ছিল না। তারা তাকে আদেশ দিয়েছিল, পুলিশ স্টেশনে দেখা করতে।

"যদি আপনি আপনার মেয়েকে নিয়ন্ত্রণ না করতে পারেন," তারা অশুভ ভাবে বল "তাহলে আমরা নিশ্চয় করব।"

তার এবং মাইয়ের নিরাপত্তার জন্য, সে (বাবা) অনেক বার তাকে বাড়ীতে থাকতে বলেছিল।

"তুমি যেতে পার না," তার বাবা বলত। "তুমি কি জান, তারা আমার প্রতি কি করবে? তারা তোমার প্রতি কি করবে?"

প্রথম প্রথম, মাই দাবী করেছিল, সে বাইরে যাচ্ছে তার বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে অথবা কোন শিল্পে কৌশলে কাজ করতে যাচ্ছে। যখন সে আরও সাহসী হয়েছিল, তার বাবার কাছে সাক্ষাৎ দিতেঃ "আমি ঈশ্বরের কাজে যাচ্ছি, সে তাকে সাধারণভাবে বলত"।

তার বাবা তার বিপরীতে এটা সে সহ্য করতে পারছিল না। তার প্রার্থনা আরও বেশী মর্মভেদী হয়েছিল। এক রাতে সে প্রার্থনা করেছিল, *ঈশ্বর, আমি তোমার জন্য যা কিছু প্রয়োজন করব। "আমি জেলখানায় যেতে প্রস্তুত, তোমার জন্য। এমন কি আমি তোমার জন্য মরব, যদি সেটা তোমার ইচ্ছা হয়। কিন্তু ঈশ্বর অনুগ্রহ করে, কিন্তু আমার বাবা আমার প্রতি অত্যাচার না করুক। এটি আমার সহ্যের বাইরে।"*

কিন্তু অত্যাচার থামেনি। এক বৎসর পর, মাই বুঝেছিল, ঈশ্বর এই সময় ব্যবহার করেছেন একটা প্রশিক্ষার জন্য যদি সে তার প্রিয় বাবার চাপ সহ্য করতে পারে, কোন অত্যাচার হবে না যা তাকে নিবৃত্ত করতে পারবে, কাজ করতে, যা তাকে ঈশ্বর ডেকেছেন করতে।

মাইঃ ভিয়েতনামে ফিরা....সুসমাচার প্রচার করতে

আবার মুক্তির অস্বীকৃতি (প্রত্যাখান)

ক্রমে ক্রমে মাই ভিয়েতনামে কয়েকজন আমেরিকান মিশনারীর সাক্ষাৎ পেয়েছিল। যখন তারা তার তীব্র অনুভূতি এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞ দেখেছিল, তারা দয়ালুভাবে দান করেছিল, আমেরিকায় তার জন্য বাইবেল স্কুলে যাবার। এটা একটা অবিশ্বাস্য সুযোগ। মাই ৫ বৎসর হংকং শরনার্থী শিবিরে ব্যয় করেছিল, পশ্চিমে যাবার জন্য। এখন, ভিয়েতনামে ফিরে এসে, তাকে আমেরিকা যাবার জন্য নিমন্ত্রণ জানান হচ্ছে-যার সব খরচ দেওয়া হয়েছিল।

যখন মাই তার বাবা-মাকে এই প্রস্তাবের কথা জানিয়েছিল, তার বাবা খুব উৎসাহ (আনন্দের) সঙ্গে সাড়া দিয়েছিল। সে বলেছিল, "এটি খুব বড় সুযোগ।" তোমার আমেরিকার বাবা-মা চাচ্ছেন, ব্যবস্থা করতে তোমার আমেরিকায় যাবার সেখানে তুমি মুক্তি পাবে এবং শিক্ষা পাবে। এটা খুব বড় খবর। তুমি নিশ্চয় যাবে।"

কিন্তু মাইয়ের লক্ষ্য (দর্শন) বদলায়নি। সে আবার ইব্রীয় ১৩ ঃ ১২-১৫ পদ পড়েছিল, এই পদগুলি তাকে ভিয়েতনামে ফিরিয়ে আনার জন্য ঈশ্বর ব্যবহার করেছিলেন। তার মাতৃভূমিতে "দরজার বাইরে আছে"। তাদের জন্য তার তীব্র অনুভূতি কমেনি।

সে তার বাবা-মাকে বলেছিল, "আমি ভিয়েতনামে কাজ করতে চাই" ঈশ্বর আমাকে ডেকেছেন যেন আমি এখানে আমার নিজের মানুষদের মধ্যে কাজ করতে পারি।"

"তোমাকে সাহায্য করার জন্য, এটা কি পথ না"? তার বাবা জিজ্ঞাসা করেছিল, "না যাবার জন্য তুমি বিভ্রান্ত হচ্ছে।"

কিন্তু মাই ভিয়েতনামে থাকতে পছন্দ করেছিল। আমেরিকা যাবার পরিবর্তে সে সায়গনে একটা ট্রেনিং কোর্স করেছিল। কোথায় সে ট্রেনিং নিয়েছে, তাতে কিছু যায় আসে না এবং সুসমাচার শিক্ষা করেছিল। তার কেবলমাত্র আকাঙ্খা ছিল ঈশ্বরের সেবা করা এবং দেখা তার দেশের লোকদের তাঁর জন্য জয় করা হয়েছে। মিশনারীরা সায়গনে তার খরচ দিতে চেয়েছিল, কিন্তু মাই ভদ্রভাবে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। সে জেনেছিল, ঈশ্বর তার ব্যয়ভার বহন করবেন, যদি কোর্সটি তাঁর পরিকল্পনা হয়।

সে দক্ষিণ ভিয়েতনামে একটি বাড়ীতে ৬ মাস ছিল, শুধুমাত্র দেশের গ্রামাঞ্চলে মিশন ট্রিপে দুইবার ভ্রমণ করেছিল।

তার উত্তরের উচ্চারণ লক্ষ্যনীয় ছিল, যদি সে সায়গনের রাস্তায় বেড়াত এবং সে ঝুকি নিতে চাইত না যখন তাকে বলা হতো ভ্রমণের কাগজ পত্র দেখাতে কারণ দক্ষিণে থাকার জন্য তার অনুমতি ছিল না। সুতরাং সে সাক্ষাৎ ৬ মাস লোক চক্ষুর বাইরে ছিল, সময় সময় জানালা দিয়ে বাইরে যানজট দিকে তাকিয়ে, এক মুহূর্তের জন্য বাইরে যাবার আকাঙ্খা করে, যে তার চারিদিকে যারা আছে, তাদের অংশ হতে। কিন্তু সে বাইরে না গিয়ে থেকে ছিল।

দিনগুলি খুব লম্বা ছিল, ট্রেনিং এবং প্রত্যেক জিনিস গুপ্তভাবে করতে হতো। প্রতিদিন তারা বহুক্ষণ প্রার্থনা এবং উপাসনায় কাটাত, বাইবেল পড়া এবং পালকীয় ট্রেনিং নেওয়া।

আদিবাসীদের জন্য স্পৃহা (তীব্র অনুভূতি)

ট্রেনিং কোর্সের মধ্যে ভিয়েতনামের আদিবাসীদের সম্বন্ধে ছিল। মাই প্রতিপালিত হয়েছিল, এটি চিন্তা করে যে ভিয়েতনামে সব নৃতাত্বিক সংখ্যালঘুরা-অশিক্ষিত, দুষ্ট লোক যারা ধর্মীয় রীতিনীতি পালন করে যা উদ্দেশ্য প্রণোদিত কুসংস্কার দ্বারা চালিত হয়। যখন সে খ্রীষ্টিয়ানদের সঙ্গে দেখা পেয়েছিল, যারা আদিবাসীদের মধ্যে কাজ করেছে, যদিও ঈশ্বর তার হৃদয়ে রোপিত করেছেন একটা তীব্র অনুভূতি তাদের খ্রীষ্টের জন্য জয় করতে।

ভিয়েতনামে ৫০ এর বেশী নৃতাত্বিক দল আছে এবং তারা প্রচন্ডভাবে অত্যাচারিত হয়। কৃষ্টিকে সমজাতীয় করার জন্য, সরকার আইন বর্হিভূত করেছিল, আদিবাসীদের ভাষায় কোন কিছু না ছাপান। আদিবাসী লোকদের ঠাট্টা ও হাস্যাস্পদ করা হয় এবং তারা অত্যাচারের সম্মুখীন হয়, তারা খ্রীষ্টকে অনুসন্ধান করার পূর্বে।

এই সমস্ত মানুষদের জয় করার জন্য, একদল পালকীয় ট্রেনিং প্রাপ্ত লোকেরা যাত্রা করেছিল-তাদের ১৬ জন ৮টি মোটর সাইকেলে মধ্য উচ্চ ভূমির গ্রামাঞ্চলে গিয়েছিল। ভ্রমণগুলি কষ্টসাধ্য ছিল। শুষ্ক ঋতুতে ধুলা এত পুরু ছিল, হ্যান্ডেল থেকে ৫ ফুট দূরত্বে কিছু দেখা অসম্ভব ছিল। বর্ষকালে রাস্তাগুলি কাঁচের সিটের (পদ্দা) মত ভিজা থাকত। পুলিশকে এড়াবার জন্য, দলটি প্রধানতঃ রাতে ভ্রমণ করত এবং প্রায় দূর্ঘটনা ঘটত। একবার মাইয়ের মোটর সাইকেল একটা কুকুরকে আঘাত করেছিল, সে এবং তার যাত্রী (ভ্রমণকারী) হ্যান্ডেলের উপর দিয়ে উড়ে গিয়েছিল। মাই মুখ থুবড়ে পড়েছিল এবং যখন যে জানতে পেরেছিল, কি ঘটেছে, তার মুখমন্ডল, কাঁধ, হাঁটু এবং মাথা গড়াচ্ছিল। রোগা (অস্থি চর্মসার) কুকুরটি মারা গিয়েছিল।

যুব নেতাদের মধ্যে দাগ সম্মানের ব্যাজ হয়েছিল এবং দল "বিজয়ের পুস্কারের" জন্য ঠাট্টা করত। সংক্রমণ মারতে তারা ঘায়ে লবন দিত, সেগুলি যত ভালভাবে পারত বাঁধত এবং তাদের যাত্রা অব্যাহত রাখত।

"তোমাকে জরিমানা করা হবে," একজন স্ত্রীলোক মাইকে বলেছিল, যখন সে সাহায্য করেছিল তার আঘাত (ক্ষত) পরিস্কার করতে এবং ব্যান্ডেজ বাঁধতে, দূর্ঘটনার পর"। মনে কর পাষ্টর কি বলেছিলেন? যদি তোমার কোন আঘাতের চিহ্ন না থাকে, তুমি ভিয়েতনামে খ্রীষ্টিয়ান কাজ করতে প্রস্তুত না। ভাল, মাই তুমি এখন আরও প্রস্তুত।"

খ্রীষ্টে নতুন সৃষ্টি

ছয়মাস ট্রেনিং এর পর, মাই উত্তরে ফিরে এসেছিল। সে চার্চ প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করেছিল এবং সেখানে নেতাদের ট্রেনিং দিয়েছিল এবং তার বাব-মা ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করছিল, সেই কাজ থামার জন্য। শেষে, রাগ করে মাইয়ের বাবা একটা সভা ডেকেছিল, সমস্ত পরিবার এবং দূরের আত্মীয়দের নিয়ে।

"মাইকে নিয়ে আমরা কি করব"? সে জিজ্ঞাসা করেছিল, তার আবেদন পূর্ণ চোখ কামরার চারিদিকে একমুখ থেকে অন্যমুখে গিয়েছিল। সে এই বিজাতীয় (বিদেশী) কুসংস্কারে সর্বদা চলছে। আমরা চেষ্টা করেছি তাকে বলতে, এর থেকে বের হয়ে আসতে, আমাদের পারিবারিক পথে ফিরে আসতে তাকে বুঝতে চেয়েছি। কিন্তু সে করবে না। আমরা কি অসুবিধা সৃষ্টি করার পিছনে লেগে থাকব, অথবা আমরা তাকে পরিবার থেকে বার করে দিব"?

মাইয়ের হৃদয় ভেঙ্গে গিয়েছিল, যখন সে বাবার কথা শুনছিল, জড়ো হওয়া আত্মীয় স্বজনদের মুখের দিকে চেয়েছিল-যে সব লোকরা তাকে সারা জীবন ভাল বেসেছিল। যখন তারা কথা বলেছিল সে তাদের জন্য প্রার্থনা করেছিল, সে প্রার্থনা করেছিল, যেন ঈশ্বর তাকে জ্ঞান দেন, তাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে।

সেখানে অনেক জন ছিল।

সে প্রত্যেককে ভালবাসা ও ধৈর্যের সঙ্গে উত্তর দিয়েছিল, যে পর্যন্ত আর কিছু ছিল না। সমস্ত কামরায় একটা গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করছিল এবং প্রত্যকে জেনেছিল একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে। মাই তার পরিবারের মধ্যস্থলে হেঁটে গিয়েছিল একটা শেষ অনুরোধ করতে, সোজাসুজি তার বাবার চোখের দিকে তাকিয়ে। সে আবার তাড়াতাড়ি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছিল তাকে যেন সঠিক কথা দেন।

"বাবা", সে আরম্ভ করেছিল, "আমি যীশুকে অস্বীকার করব না-তোমাকেও অস্বীকার করব না। তুমি আমার ঈশ্বরকে অস্বীকার করতে পার, এমন কি তুমি যদি এটা কর, তবুও তিনি ঈশ্বর। যদি তুমি চাও, তুমি আমাকে অস্বীকার কর, তবুও আমি তোমার মেয়ে থাকব। যদি তুমি আর আমাকে দেখতে না চাও, এটি ঠিক আছে। কিন্তু তোমার হৃদয়ে আমি তোমার মেয়ে। এমনকি যদি তুমি আমাকে বের করে দাও এবং আমাকে অস্বীকার কর, আমি তোমাকে মেনে নিব। তুমি সব সময় আমার বাবা থাকবে। আমি সব সময় তোমাকে ভালবাসব।"

যখন ভোট নেওয়া হয়েছিল, মাই তখনও পরিবারে গ্রহণ করা হয়েছিল-এবং তখনও ঈশ্বরের সেবা করছিল। সেই দিনের কিছু পরে, মাইয়ের বাবা তাকে একদিকে ডেকে নিয়েছেন। "যদি তুমি ঘুমাবার একটা জায়গা চাও," সে তাকে বলেছিল, তার কথা থেকে উত্তেজনা কমাবার জন্য যুদ্ধ করছিল, "তুমি সর্বদা এখানে সাদরে গৃহীত হবে।"

মাই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়েছিল যে তার পরিবার তাকে গ্রহণ করেছে এবং সে ক্রমাগত তীব্র অনুভূতি দিয়ে প্রার্থনা করছিল তারাও খ্রীষ্টকে অনুসরণ করবে।

যে মিশন দলের জন্য মাই কাজ করছিল-ক্রমাগত তাকে ট্রেনিং দিচ্ছিল। সে কয়েকবার সায়গান যাওয়া-আসা করছিল, গোপন বাইবেল স্কুলে আরও ট্রেনিং নিচ্ছিল। প্রত্যেক যাত্রা (সফর) মানে, ট্রেনে লম্বা ভ্রমণ, মোটর সাইকেলে ভ্রমণ এবং দীর্ঘপথ পায়ে হেঁটে চলা। প্রত্যেক ভ্রমণের পূর্বে মাই প্রার্থনা করত এবং প্রত্যেক বার যখন সে চেক পোষ্ট বা পুলিশ স্টেশনের কাছে অগ্রসর হচ্ছিল। ভ্রমণের জন্য তার কোন গর্ভমেন্টের অনুমতি ছিল না এবং তার সায়গনে দর্শণ করার কোন বৈধ ব্যাখ্যা ছিল না। লম্বা ট্রেন জার্নি তাকে অনেক সময় দিত, চিন্তা করতে, প্রার্থনা করতে এবং তার চিন্তা তার বাবার জন্য হতো। সে কিছুই করতে পারত না, কিন্তু তার (বাবার) পরিত্রাণের জন্য প্রার্থনা করা ছাড়া। সে সেটা অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে করত।

একবার ভ্রমণ করার সময় মাই খবর পেয়েছিল তৎক্ষনাৎ বাড়ী যাবার জন্য, "তোমার বাবা অত্যন্ত পীড়িত।" তাকে বলা হয়েছিল। "সে হাসপাতালে"।

রোগের স্বরূপ উদঘাটন একটা শব্দ, যা প্রত্যেক ভাষায় বহন করে ভয় এবং মর্মবেদনাঃ ক্যান্সার। মাই সঙ্গে সঙ্গে তার বাবার শয্যা পাশে গিয়েছিল এবং সর্বক্ষন দেখাশুনা করছিল। তার (বাবার) যা প্রয়োজন সে দিচ্ছিল। সব সময় সে তার জন্য প্রার্থনা করেছ এবং ধীরে ধীরে সে তার (মাই) বিশ্বাস সম্বন্ধে বলতে আরম্ভ করেছিল। সে তার শর্য্যাশায়ী বাবার পাশে লম্বা সময় কাটিয়েছিল এবং জোরে জোরে বাইবেল পড়েছিল।

মাইঃ ভিয়েতনামে ফিরা....সুসমাচার প্রচার করতে

তার (মাই) কিছু সহকর্মী মাইয়ের বাবাকে দেখতে এসেছিল এবং সে (বাবা) লক্ষ্য না করে পারে নি, যে সাহায্য তারা দেখিয়েছিল। সে তার মেয়ের আশ্চর্য ধর্মের প্রতি ক্রমে ক্রমে কম উদ্বিগ্ন হয়েছিল এবং তার (বাবার) নিজের আত্মার জন্য বেশী বেশী চিন্তা করেছিল। যখন একজন পালক, যিনি মাইয়ের ট্রেনিং এর জন্য সাহায্য করেছিলেন, দেখতে এসেছিলেন এবং কামরায় অনেকক্ষণ ছিলেন, মাইয়ের বাবার সঙ্গে কথা বলে, যখন অন্যান্য বিশ্বাসীগণ কামরার বাইরে জড়ো হয়েছিল, তাদের পরিত্রাণের ধর্মান্তকরণের জন্য প্রার্থনা করেছিল। যখন পালক, কামরা ছেড়ে গিয়েছিলেন, মাইয়ের বাবা খ্রীষ্টে একটি নতুন সৃষ্টি হয়েছিল। সে তাড়াতাড়ি তার মেয়েকে ডেকেছিল, যে নাকি প্রথম প্রকৃত খ্রীষ্টিয়ান, যাকে সে সব সময় জানত।

তারা দুজনে কেঁদে কেঁদে আলিঙ্গণ করেছিল, যখন সে (বাবা) তাকে (মাই) তার সিদ্ধান্তের কথা বলেছিল, খ্রীষ্টকে অনুসরণ করবে, যত দিন বেঁচে থাকবে।" এখন আমি দেখতে পাচ্ছি, গর্ভমেন্ট চার্চের প্রতি অত্যাচার করছে।" সে তাকে বলেছিল, "পুর্বে আমি দেখতে পাই নি। এমন কি আমি তাদের আমাকে ব্যবহার করতে দিয়েছি আমার মেয়েকে অত্যাচার করতে।" তার কণ্ঠস্বর তার অনুশোচনা ধরে রাখতে পারছিল না, যা (বাবা) অনুভব করেছিল। মাই তার বাবাকে জড়িয়ে ধরে ছিল এবং তাকে বলেছিল তার প্রতি অত্যাচার ঈশ্বরের একটা পরিকল্পনা ছিল, তার জন্য একটা পরীক্ষার পথ, তার বিশ্বাসকে শক্তিশালী করার জন্য।

বড় ঝুকি নেওয়া, ছড়ান (ভ্রান্ত) মেষদের যত্ন নেওয়ার জন্য

তার বাবার মৃত্যুর পর, মাই তার মৃত্যুতে শোক করেছিল কিন্তু আনন্দ করেছিল, এই কারণে, স্বর্গে কোন দিন তার সঙ্গে দেখা হবে। তার খ্রীষ্টিয় কাজে সে ফিরে গিয়েছিল নব বলে বলীয়ান হয়ে। ১৯৯৬ সালে, মিশন দল, যার সে কাজ করছিল, খ্রীষ্টিয়ান নেতাদের জন্য, তিন দিন ব্যাপী একটা ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করেছিল। যখন মাই সভার প্রস্তুতি হিসাবে প্রার্থনা করছিল, ঈশ্বর একটা স্বপ্নের মধ্য দিয়ে কথা বলেছিলেন, ঠিক সেইভাবে যখন তিনি ভিয়েতনামে ফিরে আসার জন্য আহ্বান করেছিলেন।

স্বপ্নে, মাই একটা গভীর জঙ্গলের মধ্যে দাঁড়িয়েছিল।

"আমি কোথায় আছি?" সে জিজ্ঞাসা করেছিল।

"এটি আদিবাসীদের জায়গা। এখানে তোমার জন্য আরও বেশী কাজ আছে"।

"কখন আমি যাব? সে জিজ্ঞাসা করেছিল। কেউ কি আমার সঙ্গে আসতে পারে না এই কাজ করার জন্য?"

ঈশ্বর তার প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন, একটা অঙ্গীকার করেঃ আমি তোমার সঙ্গে একটা মানুষকে পাঠাব, একজন যোদ্ধাকে, তোমার সঙ্গে যাবার জন্য"।

অনেক মুখমন্ডল, তার মনে চমক দিয়েছিল, একসারি লোক, বর্নাঢ্য পোষাক পরে। প্রত্যেকে একটি আলাদা দলকে প্রতিনিধিত্ব করছে যাদের কাছে মাই প্রচার অভিযান চালাবে।

স্বপ্নের এবং বিশেষ ট্রেনিং এর পরে যা তার (স্বপ্নের) পর হয়েছিল, মাই নিয়মিত বিভিন্ন আদিবাসী দলের সঙ্গে কাজ করতে আরম্ভ করেছিল। তার মোটর সাইকেলে চড়ে, আঁকা-বাঁকা ভাবে ভিয়েতনামে গিয়েছিল, অবৈধভাবে প্রচার করে এবং মুক্তিরবাণী নিয়ে। অনেক জায়গায়, পুলিশ চেক পয়েন্ট বসিয়েছিল। একটা সাধারণ বাঁশের খুঁটি যা রাস্তায় একটা গেট বানিয়েছিল যে পুলিশ ভ্রমণকারীদের থামাতে এবং কাগজ পত্র চাইত। যদি সব কিছু ঠিকঠাক না থাকত, তারা সেই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করত অথবা কমপক্ষে চাপ দিত, সামনে এগিয়ে যাবার জন্য ঘুষ দিতে।

ভ্রমণের অনুমতি ছাড়া এবং অবৈধ বাইবেল বহন করার জন্য, মাই গেটের প্রত্যন্ত অঞ্চল দিয়ে ভ্রমণ করত, রাস্তাকে চুপি চুপি এড়িয়ে, ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ পথ যাত্রা করত, যখন প্রয়োজন হতো, চেক পয়েন্ট গুলি এড়াতে। সে জানত গর্ভমেন্ট তার খ্রীষ্টিয় কার্যকলাপ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল আছে এবং তার নামে গ্রেফতারী পরোয়ানা ছিল। ঝুঁকি খুব বড়ছিল। চেক পোষ্ট ঘুরে চুপি চুপি যাওয়া, দেখা মাত্র গুলি খাবার ভয় ছিল সময় সময় মাইকে ধরে সারা রাত্রি রাখা হতো। সময় সময় যে বাইবেলগুলি নিয়ে যেত তা বাজেয়াপ্ত করত। অন্য সময় ঈশ্বর অন্যভাবে তাদের দৃষ্টি গোচর থেকে লুকাতেন। মাই প্রত্যেকবার চুপি চুপি আনন্দ করত, যখন তারা তার ব্যগ ফেরৎ দিত, মূল্যবান জিনিসপত্র (বাইবেল) সমেত।

যুবতী প্রচারক দেখেছিল একটি দ্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত চার্চ, আদিবাসীদের মধ্যে এবং সে আর্শীবাদ পেত, প্রবল অত্যাচারের মধ্যে তাদের সাহস দেখে। আদিবাসীরা, ভ্রান্ত মেষের মত, সে মনে করত। কেউ তাদের রক্ষা করে না-ঈশ্বর ছাড়া।

মাই শুনেছিল আদিবাসীদের অত্যাচারের গল্প এবং তাদের উৎসাহিত করতে চেষ্টা করেছিল। একজন বৃদ্ধলোককে দড়িতে শুণ্যে ঝুলান হয়েছিল এবং মারা হয়েছিল যে

পর্যন্ত না দড়ি ছিঁড়ে যায়। সে একদলা রক্তাক্ত স্তূপের মত মাটিতে পড়েছিল। পুলিশ হমং খ্রীষ্টিয়ানদের জোর করে ছিল দেশের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গা সড়ে যেতে, তাদের নিজেদের লোকদের থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করার জন্য। খ্রীষ্টিয়ানরা পুলিশকে এড়াবার জন্য সময় সময় তাদের সর্বস্ব পিছনে ফেলে জঙ্গলে পালিয়েছিল।

একটা গ্রামে, মাই এবং অন্যান্য খ্রীষ্টিয়ানদের একজন আদিবাসীর গৃহে নিমন্ত্রণ দেওয়া হয়েছিল যে একজন ভয়ঙ্কর-সংক্রামণ রোগে ভুগছিল এবং মাই কুঁড়েঘরে প্রবেশ করেছিল, বমির উদ্রেকের বিরুদ্ধে তাকে যুদ্ধ করতে হয়েছিল, ভীষন দুর্গন্ধ ছিল। পরিবার জিজ্ঞাসা করেছিল সে ডাক্তার কিনা অথবা কোন ঔষধ এনেছে কিনা। "আমরা ডাক্তার না, তাদের বলেছিল, "আমাদের কোন ঔষধ নাই।" "কিন্তু পৃথিবীতে আমরা সবচেয়ে ভাল ডাক্তারকে জানি, একজন যিনি তোমাকে সুস্থ করবেন"।

তারা অসুস্থ মানুষকে ভাল হবার জন্য প্রার্থনা করেছিল। এক মাস পরে, যখন সে গ্রামটিতে ফিরে গিয়েছিল, সে সম্পূর্ণ ভাল হয়ে গিয়েছিল। লোকটি মাইয়ের সঙ্গে কথা বলতে ব্যগ্র ছিল। সে বলেছিল, "আমি চাই তুমি আমার সঙ্গে আস, আমি তোমাকে আমার লোকদের কাছে নিয়ে যাই। কিন্তু এটা এখান থেকে অনেক দূর, জঙ্গলের মধ্যে। এটা সহজ হবে না এবং তাড়াতাড়ি যাওয়া যাবে না। তুমি নিশ্চয় আমার সঙ্গে আসবে-৩০ দিনের জন্য।"

মাই মানুষটির চাওয়ার জন্য প্রার্থনা করেছিল এবং ঈশ্বরের স্বীকৃতি পেয়েছিল। সে লোকটির সঙ্গে তার গ্রামের বাড়িতে যেতে রাজী হয়েছিল যেটা উত্তর ভিয়েতনামের প্রত্যন্ত কোণে অবস্থিত। সেখানকার গ্রামবাসীরা খুব গরীব এবং প্রত্যেকের একটি মাত্র পোষাক ছিল, যা তারা সারা বৎসর পড়ত। কিছু খ্রীষ্টিয়ান কার্যকারী বিধ্বস্ত হয়েছিল গ্রামের আদিম অবস্থা ও দুর্গন্ধের জন্য। অন্যরা আদিবাসীর কৃষ্টিতে মুখ ফিরিয়েছিল যা বাইরের লোকদের মধ্যে একটা গভীর অবিশ্বাস এনেছিল। তবু সেই মানুষটির মধ্য দিয়ে যে সেই গ্রামে বড় হয়েছিল-পরিচিত। মাইকে স্বাগত জানান। শীঘ্র একটি চার্চ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যা বৃদ্ধি পেতে আরম্ভ করেছিল। মানুষটি বারবার মাইকে ধন্যবাদ জানিয়েছিল তার গ্রামে যীশুকে আনার জন্য।

সে পরে ব্যাখ্যা করেছিল, যখন তারা আমাদের মধ্যে খ্রীষ্টকে দেখে, "তারা সহজে খ্রীষ্টকে গ্রহণ করে"।

হমং আদিবাসীদের জন্য একটা বিশেষ ভালবাসা মাই অনুভব করেছিল এবং সে তাদের মধ্যে আরও একমাস ব্যাপী প্রচার কার্য্যের জন্য ভ্রমণ পরিকল্পনা আরম্ভ করেছিল। যাত্রাগুলি অদম্য (নিঃশঙ্ক) ছিল, আরম্ভে ছিল সারা রাত্রি-ট্রেনে ভ্রমণ, তারপর সমস্তদিন লোকের ভীড় এবং দুর্গন্ধ যুক্ত বাস। পরদিন অধাদিন বাসে ভ্রমণ এবং ভ্রমণের বাকী অংশ পায়ে হেঁটে। পর্বতের ভিতর দিয়ে রাস্তা খুব খাঁড়া ছিল এবং বর্ষাকালে তারা খুব বিভ্রান্তিকর ছিল একটা ভূল পদক্ষেপ, মাইকে বহু নীচে নদীতে এনে ফেলতে পারত। সময় সময়, সে হামাগুড়ি দিয়ে পর্বতে উঠতো-তার হাঁটু ও হাতের উপর ভর করে এবং প্রত্যেক পায়ের পাতার ও ধরা হাতের সঙ্গে যুদ্ধ করে।

পুলিশরা এই সব প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে সভা বন্ধ করা আশা পরিত্যাগ করেছিল, রাস্তাগুলি অত্যন্ত ঝুঁকি পূর্ণ ছিল। একটা গ্রামে যেখানে তারা যেতে পারত, তারা ভীষনভাবে খ্রীষ্টিয়ান পরিবারদের মারধর করত, তারপর তাদের উপর জোর করত দেশের অন্য জায়গায় সড়ে যেতে।

যখন মাই হমংদের সঙ্গে সুসমাচার প্রচারে অংশ গ্রহণ করত, সে বারবার দেখেছিল ঈশ্বরের বাক্যের রূপান্তর করার শক্তি। খ্রীষ্টকে গ্রহণ করার পূর্বে অনেকে মাদকাসক্ত ছিল, অন্যরা অজানা ডাকিনী বিদ্যার রীতিনীতি অভ্যাস করত, যার মধ্যে পশুর রক্ত পান করাও ছিল। খ্রীষ্টকে গ্রহণ করার পর, তারা ধর্মীয় রীতিনীতি পরিত্যাগ করেছিল এবং তাদের বিশ্বাসের অত্যাচার সহ্য করার জন্য ইচ্ছুক ছিল। তারা বিশ্বাস করেছিল খ্রীষ্ট শীঘ্র ফিরে আসবেন এবং তারা প্রস্তুত থাকতে চেয়েছিল।

মাই তাদের ক্ষুধা অনুভব করেছিল এবং সে হমং খ্রীষ্টিয়ানদের নেতা হবার ট্রেনিং দিতে আরম্ভ করেছিল। ট্রেনিং এর জায়গায় যাবার জন্য অনেকে ২ দিনের পথ হাঁটত। কোন গ্রামে কোন বাইবেল ছিল না, অন্যান্য জায়গায় খ্রীষ্টিয়ানরা বড় ধরণের আর্শীবাদ অনুভব করত ৪০-৪৫টি পরিবারে একটি বাইবেলে অংশ গ্রহণ করতে। কিছু কিছু পরিবার তাদের সর্বস্ব বিক্রি করত, হ্যানয়ে যাবার জন্য বাইবেলের ১ কপি খোঁজ করতে। এমনকি সেখানেও হমং ভাষায় বাইবেল পেত না। প্রত্যেক সাক্ষাতের সময় মাই আরও হমং বাইবেল নিয়ে যেত যা তার মিশন থেকে ছাপা হতো। সে চমৎকৃত হতো যখন সে প্রত্যেকে বার দেখত আনন্দের কৃতজ্ঞতার অশ্রু, হমং খ্রীষ্টিয়ানদের চোখে যখন তারা ঈশ্বরের বাক্য (বাইবেল) প্রথম বারের মত তাদের হাতে ধরত।

লম্বা যাত্রাগুলি মাইয়ের শক্তি শেষ করে ফেলত। সে যাত্রার অসুস্থতা থেকে কষ্ট পেত, ঠিক যেমন হংকং এ নৌকায় যাবার সময় হয়েছিল। সে সময় চিন্তা করত, যখন সে বমি বমি ভাবের সঙ্গে যুদ্ধ করত-কেন ঈশ্বর তাকে ভ্রমণের প্রচার কার্যে আহবান করেছিলেন-

কিন্তু সুস্থ করেন না এই দুঃখের অসুস্থতা থেকে সুস্থ করেন না। সে ট্রেনে বাথরুমের কাছে বসে থাকতে চেষ্টা করত কারণ সে জানত সে অসুস্থ হবে। সে অসংখ্য ঘন্টা ব্যয় করত বাইবেলের থলির সমতা রক্ষা করার জন্য যখন কর্দমাক্ত রাস্তার উপর দিয়ে মোটর সাইকেলে যেত। অনেক মাইল হাঁটত, সব সময় বাইবেল বহন করে। সে তার বস্ত্রের সেলাইয়ের জোড়মুখে খ্রীষ্টিয়ানদের নাম সেলাই করেছিল, যাতে পুলিশরা সেগুলি দেখতে না পায়, যদি সে গ্রেফতার হয়।

একটি ভিন্ন ধরণের মুক্তি (স্বাধীনতা)

বেশীর ভাগ সময় তারা যাত্রায় কোন রকম অসুবিধা ছাড়া চলেছিল, কিন্ত মাই পুলিশদের কাছে অপরিচিত ছিল না। তাকে দশবার গ্রেফতার করা হয়েছিল এবং সাধারণতঃ কয়েক ঘন্টা থেকে ১৫ দিন পর্যন্ত পুলিশের হেফাজতে থাকতে হয়েছিল। প্রত্যেকবার যে সব বাইবেল গুলি সে নিয়ে যেত, বাজেয়াপ্ত করা হতো, যার ফলে আরও খ্রীষ্টিয়ানরা ঈশ্বরের বাক্য বিহীন হতো। সে প্রায় মনে করত, তার ভাই কি বলেছিল যখন সে হংকং এ ক্যাম্প ছেড়ে আসছিল। সে জানত না তার কথা কত সত্য হবে, কতটা অসুবিধা তাকে সম্মুখীন হতে হবে যখন সে ফিরে আসবে।

"তুমি অবৈধভাবে প্রচার করছ"! পুলিশ তাকে বলেছিল। ভিয়েতনামের সংবিধান ধর্মীয় স্বাধীনতা অঙ্গীকার করে, কিন্ত কেবলমাত্র গর্ভমেন্টের অনুমোদিত উপাসনার জায়গায় এবং গর্ভমেন্টের অনুমোদিত (নিরূপিত) সময়ে।" এক সময় পুলিশ তাকে স্বীকার পত্র স্বাক্ষর করিয়েছিল, এই বলে সে বাস্তাবিকই অবৈধভাবে প্রচার করছে।

"এই বিবরণ অর্থহীন" পাতার নীচের অংশে সে লিখেছিল, কোন কথা না বলে।

পুলিশ কমান্ডার এগিয়ে গিয়েছিল, এই মনে করে যে সে খ্রীষ্টিয়ানিটিকে ভেঙ্গেছে এবং সে তার (মাই) নাম দস্তখত করেছে। যখন সে (পুলিশ) মূল অংশ পড়েছিল, সে ছোট ছোট অংশ করে (কুচি কুচি করে) কাগজটা ছিঁড়ে ফেলেছিল, "তুমি কি মনে কর আমরা বোকা-সে মাইকে-চিৎকার করে বলেছিল।

অপর একটি গ্রেফতারের পর পুলিশ তাকে একটি স্বীকারোক্তি দস্তখত করার জন্য জোর করেছিল-অবৈধভাবে বাইবেল এবং "আইন বর্হিভূত" প্রচার মূলক পুস্তিকা মুদ্রণের জন্য।

মাই তাদের বলেছিল, "ঈশ্বর আমাকে এই ক্ষমতা দিয়েছেন।" "তোমরা পারনা। ভিয়েতনামে আমাদের ধর্মে স্বাধীনতা আছে সুতরাং আমার বিশ্বাস করার ক্ষমতা আছে- তা আমি করি, যে কোন ধর্ম। যখন আমি বাইবেল নিয়ে চলি, সেটা আমার বিশ্বাস। যখন আমি এইসব লোকদের কাছে কথা বলি, তারা ইতিমধ্যে বিশ্বাসী হয়েছেন, সুতরাং এটি প্রচার না। আমরা একত্রে আমাদের বিশ্বাস নিয়ে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করি"।

"সেখানে স্বাধীনতা"

পুলিশ তাকে বলেছিল, ভিয়েতনামে আমরা বাক্সের মধ্যে স্বাধীনতা রাখি। আমরা স্থির করি, কে মুক্ত কে না।"

পুলিশ মাইকে বলেছিল তার কাজের একটা বিবরণ তৈরী করতে এবং তারপর একটি অঙ্গীকার পত্র স্বাক্ষর করতে, আর প্রচার করবো না। মাই রির্পোট লিখতে রাজী হয়েছিল এবং তার সাক্ষ্য লিখতে আরম্ভ করেছিল। সে লিখেছিল কিভাবে সে বেড়ে উঠেছিল, তার পূর্ব পুরুষদের আরাধনা করে, কিভাবে হংকং এর একটি শরনার্থী শিবিরে ঈশ্বরের দেখা পেয়েছিল এবং কিভাবে তার জীবন পরিবর্তিত হয়েছিল। সে তার সম্পূর্ণ সাক্ষ্য লিখেছিল।

যখন তার পালা এসেছিল প্রতিজ্ঞা করতে, প্রচার না করার জন্য, তার পরিবর্তে সে একটি ভিন্ন কথা লিখেছিল। বাইবেল একটা বই, গর্ভমেন্ট অনুমতি দিয়েছে, ছাপাবার জন্য (অল্প সল্প) বিতরণ করতে। বাইবেল বলে আমাদের ঈশ্বরকে উপাসনা করতে, আমাদের বাড়ীতে পড়তে আমাদের সুসমাচারে অংশ গ্রহণ করতে। বাইবেলে যা বলে আমি করি।"

পুলিশ তার স্বীকারোক্তি পড়েছিল, তারপর আশ্চর্যভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তাকে ছেড়ে দিতে। যে কোন জায়গায় প্রচার অভিযানে (মিনিষ্ট্রিতে) যাবার পূর্বে মাই অনেক ঘন্টা ধরে প্রার্থনা করত, যাত্রার প্রস্তুতি হিসাবে।

একদিন খুব ভোর বেলা, যখন সে আগামী যাত্রার জন্য প্রার্থনা করেছিল, সে অনুভব করেছিল, সমস্যা হবে। সে তার সহকর্মীদের তার অনুভূতির সম্বন্ধে বলেছিল কিন্তু তাদের নিশ্চিত করেছিল সে ঈশ্বরের ইচ্ছায় থাকবে- সে জেলে থাকুক অথবা বাইরে থাকুক। একজন সহকর্মী যার তার সঙ্গে যাবার কথা স্থির ছিল, সে কেঁদেছিল, যখন মাই তার অনুভূতি ব্যক্ত করেছিল।

"ঈশ্বর এই সম্বন্ধে জানেন," মাই তাকে সাহস জুগিয়েছিল "তিনি এটি অনুমতি দিয়েছেন, সুতরাং তুমি আমার সঙ্গে আসতে পার এবং আমরা পরস্পরকে উৎসাহিত করব। চিন্তা করো না। আমি সভার আয়োজন করেছি। তোমাকে কোন কিছুর জন্য জবাব দিহি করতে হবে না। আমি দোষটা মাথা পেতে নিব।"

তারা মোটর গাড়ীতে যাত্রা করেছিল, দুইজন স্ত্রীলোক এবং একজন পুরুষ মিশনারী, একজন ড্রাইভার। ঠিক যে রকম ঈশ্বর মাইকে দেখিয়েছিলেন, দলটির সমস্যা হয়েছিল। পুলিশ তাদের গ্রেফতার করেছিল, স্টেশনে তারা দুইজন মানুষকে এক কামরায় এবং দুইজন স্ত্রীলোককে অন্য কামরায় নিয়েছিল। স্ত্রীলোকদের কামরার পিছনে মাটিতে পায়খানা হিসাবে একটা নোংরা গর্ত ছিল, মাছির ঝাঁক কামরার সব দেওয়াল জুড়ে ছিল। সমস্ত বাইবেল এবং খ্রীষ্টিয়ান জিনিস পত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল।

সপ্তাহের শেষে, মাইকে, একটা জেলখানায় পাঠান হয়েছিল। যখন সে সেলে গিয়েছিল, সে দেখেছিল, কয়েক জন চীনা স্ত্রীলোক, ইতিমধ্যে ভিতরে আছে। তারা চীন দেশ থেকে পালিয়ে মালয়েশিয়াতে যেতে চেষ্টা করছিল, তখন তারা ভিয়েতনামী পুলিশের দ্বারা গ্রেফতার হয়। স্ত্রীলোকরা ইংরেজীতে কথা বলা অভ্যাস করতে চেয়েছিল, সুতরাং মাই তাদের সঙ্গে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজিতে কথা বলছিল-যা সে জানত। দলটি, খাবার সময় এক পাত্র ভাত ভাগ করে খেত, প্রত্যেক ব্যক্তি পাত্র থেকে চামচে করে তুলে নিত। মাই এবং তার খ্রীষ্টিয়ান বন্ধু অনেকটা সময় প্রার্থনা করে কাটাত, এমনকি অন্যদের জন্য প্রার্থনা করত যারা তাদের সঙ্গে ছিল।

প্রতিদিন সকাল ৮ টার সময়, একজন প্রহরী (গার্ড) মাইকে বাইরে নিয়ে যেত প্রশ্ন করার জন্য। তিন ঘন্টা ধরে তাকে জেরা করা হতো। তাকে "রাজনৈতিক বন্দীদের" শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছিল এবং প্রশ্ন করা তীক্ষ্ণ (প্রবল) ছিল।

"একজন অফিসার জিজ্ঞাসা করেছিল কেন তুমি গর্ভমেন্টকে ঘৃণা কর?"

"আমি গর্ভমেন্টকে ঘৃণা করি না," সে উত্তর দিয়েছিল, সব সময় সে শান্ত থাকার চেষ্টা করেছিল এবং তার স্বরকে মসৃণ রাখার।" "আমি একজন যীশুর অনুসরণকারী এবং তিনি আমাদের বলেছেন আমাদের গর্ভমেন্ট নেতাদের সম্মান করতে। আমি তাদের জন্য প্রার্থনা করি।"

"তুমি তাদের জন্য প্রার্থনা কর?" অফিসার বিদ্রুপের হাসি হেসে বলেছিল। "এইসব বাইবেল কোথা থেকে আসে? তুমি বিদেশী গুপ্তচরদের সঙ্গে সঙ্গে দেখা কর, কি! তুমি করনা? সত্য বল।"

"আমি হ্যানয় এবং হোচিমিন নগর (সায়গন) থেকে বাইবেল পাই," সে উত্তর দিয়েছিল। "আমি কোন বিদেশী গুপ্তচরকে জানি না।"

"তুমি কেবলমাত্র তাদের *জাননা*, তুমি তাদের জন্য কাজ কর। অফিসার গলা চড়িয়ে বলেছিল। তুমি বিদেশীদের জন্য কাজ কর, তোমার দেশের বিপক্ষে।"

আমি আমার দেশকে ভালবাসি, "মাই দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছিল। "আমি এখানকার লোকদের ভালবাসি বলেই আমি এখানে ফিরে এসেছি,"।

"তুমি কাদের জন্য উত্তর দেও? অন্যান্য খ্রীষ্টিয়ান কারা যাদের সঙ্গে কাজ কর-নেতারা যারা?"

মাই অন্য বিশ্বাসীদের নাম বলতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। মাই উত্তর করেছিল, "যদি তুমি তাদের সম্বন্ধে জানতে চাও"। "তুমি তাদের গিয়ে জিজ্ঞাসা কর।" সে নীরবে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়েছিল যে তারা তাদের নাম অবিষ্কার করতে পারে নি যা সে তার কাপড়ের জোড়ার মধ্যে সেলাই করেছিল।

প্রশ্নগুলি এই ধরণের চলছিল, যে পর্যন্ত না মাই বিরতির জন্য তার সেলে ফিরত। বিকাল বেলা সে জেরা করার কামরায় ফিরে আসে-আরও তিন ঘন্টা প্রশ্ন করার জন্য। এইভাবে ১০ দিন চলেছিল, যখন একজন নতুন পুলিশ এসেছিল তাকে প্রতিদিন প্রশ্ন করতে। কেউ কেউ কঠিন কৌশল চেষ্টা করেছিল, তার প্রতি চিৎকার করে এবং টেবিলে সজোরে আঘাত করে। অন্যরা খুব নরমভাবে কথা বলেছিল, তাকে বলেছিল তারা ইতিমধ্যে খ্রীষ্টিয়ান সভার সব কিছু জেনে গেছে, সুতরাং তার সত্য বলা উচিত।

দশম দিনে তারা তাকে বলেছিল তার জিনিসপত্র আনতে কারণ সে একটি নতুন সেলে যাবে। পরিবর্তে, তারা তাকে একটা কামরায় এনেছিল যেখানে তাকে একটা ছেড়ে দিবার পত্র স্বাক্ষর দিতে হয়েছিল। সে মনে করেছিল শেষবার সে চলে যাবার কাগজ পত্র দস্তখত করেছিল। এটা মনে হয়েছিল একটা দীর্ঘ সময় যখন সে হংকং ছেড়েছিল। যখন গার্ড তার ছবি তুলেছিল ছেড়ে দিবার কাগজ পত্র হিসাবে, মাই হাসছিল। সে কোন দোষ করেনি এবং জেলে তার সময় কেবলমাত্র নিশ্চিত করেছিল- তার প্রতি ঈশ্বরের বিশ্বস্ততা এবং "গেটের বাইরে" যারা আছে তাদের জয় করতে প্রচার করার জন্য।

আমি মুক্ত, সে নিজে নিজে চিন্তা করেছিল, যখন সে জেলখানা ছেড়ে যাচ্ছিল, *সত্যি করে মুক্ত*। সে তার বাবাকে মনে করেছিল, তার অনেক উপদেশ পশ্চিমে যাবার এবং স্বাধীন হবার। *কিন্তু আমি একটি ভিন্ন ধরণের মুক্তি পেয়েছি। সেই স্বাধীনতা না যা আবার বাবা চিন্তা করেছিল আমি পাব, কিন্তু একটা স্বাধীনতা অনেক বড় ধরণের।*

মাইঃ ভিয়েতনামে ফিরা....সুসমাচার প্রচার করতে

সমাপ্তি অংশ (বিশেষ সংলাপ)

সাফল্যজনক প্রচার অভিযান সত্ত্বেও, মাই আকাঙ্খা করেছিল জীবন সঙ্গীর জন্য। সে ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল, সে তার জন্য একটা যোদ্ধার প্রতিজ্ঞা করেছিল- যে যুদ্ধে তার পার্শ্বে থাকবে। অন্যান্য বিশ্বাসীগণ তার সঙ্গে প্রার্থনা করেছিল যাতে ঈশ্বর এই "যোদ্ধা" তার কাছে প্রকাশ করেন- এবং সে করেছিল।

নাম একজন খ্রীষ্টিয়ান সহকর্মী এবং একজন, পূর্বের কম্যুনিষ্ট পুলিশ। ঈশ্বর তার হৃদয়কে নাড়িয়েছিল, মাইয়ের জন্য ভালবাসায়, কিন্তু অনেক মাস সে মাইকে কিছু বলেনি। তার পরিবর্তে সে সাধারণভাবে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছিল যেন ঈশ্বর তার অনুভূতি মাইয়ের কাছে প্রকাশ করেন, যখন ঠিক সময় আসবে। শীঘ্র ঈশ্বর মাইয়ের কাছে এটা স্পষ্ট করেছিলেন, চার্চের নেতাদের কাছে যে তারা পরস্পরের জন্য মনোনীত। তাদের বিয়ে হয়েছিল, তারা তাদের প্রচার কার্য চালিয়ে যাচ্ছিল, দুজনে একত্রে গ্রামাঞ্চলে ভ্রমণ করেছিল-প্রচার করতে এবং খ্রীষ্টিয়ান নেতাদের ট্রেনিং দিতে।

নামের বাবা কম্যুনিষ্ট গর্ভমেন্টের উচ্চ পদস্থ সভ্য ছিল এবং এটা বলার প্রয়োজন পড়ে না যে তার ছেলের পছন্দ করার বিষয়ে সে সুখী ছিল না। প্রথমে সে মাইয়ের সঙ্গে কথা বলতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল-এমনকি তার সঙ্গে একঘরে থাকতে। যখন মাইও তার স্বামী খ্রীষ্টিয়ানদের তাদের বাড়ীতে মিলিত হবার জন্য নিমন্ত্রণ করেছিল, তার শ্বশুর তাদের বাড়ীর সামনে দাঁড়াত এবং তাদের ধাওয়া করে উপস্থিত অথিতিদের সঁড়িয়ে দিত। নাম এবং মাই শেষে তাদের বাড়ীর চারিদিকে একটা দেওয়াল তুলেছিল, যাতে তার বাবা দেখতে না পায় কখন তারা বিশ্বাসীদের সঙ্গে মিলিত হচ্ছে।

মাই জঙ্গলে একবার প্রচার অভিযানে গেলে তাদের প্রথম সন্তানের গর্ভপাত হয়েছিল। ডাক্তার তারপরে ভবিষ্যদ্বানী করেছিল মাই তারপরে সফলভাবে সন্তান জন্ম দিতে পারবেনা, কিন্তু দৃঢ় প্রতিজ্ঞ নতুন বিবাহিতরা ঈশ্বরের কাছে ভিক্ষা করেছিল-তাদের একটা পরিবার দিতে। মাই আবার গর্ভবতী হয়েছিল, কিন্তু এটি খুবই অসুবিধার ছিল। যখন প্রসব করার সময় এসেছিল, মাই প্রসব বেদনায় ছিল কিন্তু কোন উন্নতি হয়নি। ডাক্তার নামকে বলেছিল, স্থির করতে, সে তার স্ত্রীকে অথবা তার শিশু সন্তানকে বেঁচে থাকতে দিবে, তারা মনে করেনি উভয়ে বেঁচে থাকবে। স্বামী স্ত্রী প্রার্থনা করেছিল ঈশ্বর যেন তাদের শিশু সন্তানকে বাঁচান (রক্ষা করেন)।

ঈশ্বর উভয়কে রক্ষা করেছিলেন। মাই একজন স্বাস্থ্যবতী কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়েছিল এবং শীঘ্র তার নিজের স্বাস্থ্য ভাল হয়েছিল।

শিশুটির জন্মের পর, মাইয়ের প্রচার অভিযানের পরিবর্তন হয়েছিল, কারণ এখন সে ভিয়েতনামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ভ্রমণ করতে সক্ষম ছিল না। এর পরিবর্তে এখন সে তার বাড়ির কাছে স্থানীয় চার্চগুলিতে সক্রিয়ভাবে কাজ করছিল, গ্রামের খ্রীষ্টিয়ানদের নেতার ট্রেনিং দিয়ে যারা শহরে আসত শিষ্যত্বের জন্য। নাম স্বামী-স্ত্রীর গ্রামের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল, জঙ্গল গ্রামে ভ্রমণ করে, কমপক্ষে মাসে একবার।

ঈশ্বর মাইয়ের মনে একটা আকাঙ্খা দিয়েছিল বাবা-মা গৃহ হীন ছেলে-মেয়েদের মধ্যে কাজ করতে। সে এই কাজের জন্য ভিত্তি স্থাপন করেছিল এবং মনে মনে ছবি এঁকেছিল একটা দিনের, যখন তার মেয়ে তার পাশাপাশি কাজ করবে, "গেটের বাইরে" এইসব ছেলে মেয়েদের ঈশ্বর সম্বন্ধে বলতে, যিনি জগতকে ভালবাসেন, যারা মন্দতা দূর করবে এবং একমাত্র ঈশ্বর..... যিনি আমাদের মুক্ত করতে পারেন।

-শেষ-

দি ভয়েস অব দি মারটারস্

টীকা সমূহ (মূলতঃ রেফারেন্স)

আদেল ঃ আতঙ্কের মধ্যে ..... প্রত্যাশা

১। ফিলিপীয় ৪ঃ১৩ পদ।
২। জিহাদ আরবী ভাষায় "ধর্মযুদ্ধ"।
৩। "ঈশ্বর মহান! ঈশ্বর মহান!"

পূর্ণিমা ঃ একটি শিশু জেলখানায় বন্দী,
একটি আত্মার মুক্তি

১। মথি ১০ঃ২৮ পদ।
২। মথি ৫ঃ১০ পদ দেখুন।

আইদা ঃ কণ্ঠস্বরহীনদের জন্য একটি কণ্ঠস্বর

১। সোভিয়েত ইউনিয়নে গোপনীয় চার্চ সমূহের দ্বারা এই সব খ্রীষ্টিয়ান ম্যাগাজিন সমূহ প্রকাশিত হয়েছিল। কম্যুনিষ্টরা কেবলমাত্র একটি খ্রীষ্টিয়ান ম্যাগাজিনের প্রকাশের অনুমতি দিয়েছিল, এর মধ্যে প্রবন্ধ ছিল। সোভিয়েত গর্ভমেন্টের প্রতি সহানুভূতিশীল। গোপনীয় চার্চগুলি চার্চের প্রকৃত গল্পগুলি বলতে চেয়েছিল জেলখানা যাবার ঝুকি নিয়ে ছাপিয়ে এবং বিবরণ করে তাদের নিজেদের প্রকাশনাগুলি।
২। ফিলিপীয় ৩ঃ১০ পদ দেখুন।
৩। আইদার উপর আরও খবর এবং তার বিচারের জন্য, দেখুন মিখায়েল বদ্দের লেখা,

The Evidence That convicted Aida Skriprikova (England: Centre for the study of Religion and Communism, 1972)
(American edition: Elgin, III.: David C. Cook Publishing Company, 1973)

সাবিনা ঃ খ্রীষ্টের ভালবাসার একটি সাক্ষ্য

১। "পালক! পালক!"

২। আদিপুস্তক ১৯ঃ১৭ পদ - কিং জেমস্ ভারসন।

৩। মথি ১৬ঃ২৫ পদ - কিং জেমস্ ভারসন।

লিং ঃ অত্যাচারের স্কুলে

১। লূক ১০ঃ২-৩ পদ

২। মথি ২৫ঃ ১-১৩ পদ দেখুন।

গ্লাডিস ঃ ক্ষমার একটি জীবন রেখা

১। গীতসংহিতা ৩৭ঃ৪ পদ।

২। লূক ২৩ঃ৩৪ এবং রোমীয় ৮ঃ২৮ পদ দেখুন।

৩। ইব্রীয় ১৩ঃ৫ পদ দেখুন।

৪। রোমীয় ১২ঃ১৪-১৮ পদ।

৫। রোমীয় ৮ঃ২৮ পদ।

দি ভয়েস অব দি মারটারস্ থেকে প্রকাশিত কয়েকটি পুস্তক

"চরম ঈশ্বর ভক্তি"- জেসাস ফ্রক্সের সহলেখক সবচেয়ে বেশী বিক্রিত,- এই প্রাত্যহিক ভক্তিমূলক আলোচ্য বিষয়াদি- পুরাকাল ও বর্তমান সময়ের বিশ্বাসীদের শত শত গল্প- অনেকের গল্প এই প্রথমবারের মত প্রকাশিত- যারা সব কিছুই খ্রীষ্টের জন্য উৎসর্গ করেছিলেন। প্রত্যেক সত্য ঘটনা শেষ করা হয়েছে জীবনে প্রয়োগের নির্দেশনা এবং বাইবেলের পদ দিয়ে আপনাকে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করতে আপনার নিজের চরম ঈশ্বর ভক্তির জীবন যাপন করতে।

"বিরোচিত বিশ্বাস" এ সাক্ষ্যমরদের জীবনের মূল নীতির গল্প আছে যা পাঠকদের দ্বন্দ্বে আহবান করে তাদের নিজেদের বীরোচিত বিশ্বাসে জীবন যাপন করতে। এই উৎসাহমূলক বই প্রত্যেক মূলনীতির উপর আলোচ্য বিষয় মূলক এক একটি অধ্যায় আছে। যেমন স্ব-উৎসর্গ এবং সাহস, তারমধ্যে খ্রীষ্টিয়ানদের কিছু উদাহরণ আছে যারা এইসব বৈশিষ্ট্য তাদের নিজের জীবনে দেখিয়েছেন।

"তুমি বিয়ে কর অথবা তোমাকে মরতে হবে.....
যদি খ্রীষ্টিয়ান হও,
তাহলে এই শহরে তোমার কোন স্থান নাই.....
এখানে তুমি একাই মরবে।"

তারার বাবার শেষ কথা, ১৬ বৎসরের মেয়ের মনে কেবলমাত্র একটা চিন্তা এসেছিল- সে নিশ্চয় তার প্রাণ বাঁচাতে পালাবে। মৃত্যুর প্রান্তে প্রহৃত হয়ে, তারা-পাকিস্তানের একজন সম্ভ্রান্ত মুসলিমের মেয়ে-একজন বন্দীর মত তার কামরায় তালা বন্ধ ছিল- কোন খাবার এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা ছাড়া।

এর সব কিছুর কারণ সে একটি বাইবেল সমেত ধরা পড়েছিল।

তারার গল্প, এই বই-এ উল্লেখিত আটজন সাহসী স্ত্রীলোক মধ্যে অনন্য না। যুবতী ভিয়েতনামী মেয়ে থেকে যে মুক্তিকে পরিত্যাগ করেছিল, তার কম্যুনিষ্ট মার্তৃভূমির লোকদের কাছে ধর্ম প্রচার করতে, অষ্ট্রেলিয়ার মিশনারী, যিনি ক্ষমা এবং সুস্থতার বাণী সারা ভারতে ছড়িয়ে দিয়েছিল, তার স্বামী এবং ছেলেদের গ্রামের ধর্মান্ধ গোষ্ঠী কর্তৃক জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছিল; এই সমস্ত স্ত্রীলোকগণ চরম দুঃখ যন্ত্রণা জয় করেছিল, নেতা এবং মিনিষ্টার হিসাবে পৃথিবী ব্যাপী গোপন চার্চে প্রকাশিত হতে।

দি ভয়েস অব দি মারটারস্ সবচেয়ে বেশী বিক্রীত জিজাস ফ্রিক্স এবং এক্সট্রিম ডিভোশান, আপনার কাছে নিয়ে আসে, সাহসী স্ত্রীলোকদের সত্য গল্প, বিশ্বাসের নায়িকা, যারা প্রতিনিধিত্ব করছে অসংখ্য স্ত্রীলোকের যাদের কারণে পৃথিবী ব্যাপী একই ধরণের অবস্থা। বিশ্বাস এবং তীব্র অনুভূতি সম্পন্ন এইসব দৃষ্টান্তগুলি আপনাকে অনুপ্রাণিত করবে, খ্রীষ্টকে অনুকরণ করতে, জলন্ত হৃদয় নিয়ে, যে কোন মূল্য, তাতে কিছু যায় আসে না।

"খ্রীষ্টের কারণে স্ত্রীলোকদের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অগ্নি অন্তঃকরণ চমকপ্রদভাবে আটজন স্ত্রীলোকের কার্যাবলী বর্ণনা করে, যাদের মিশন ক্রমাগত পৃথিবীকে বলছে যে, তিনি উঠেছেন এবং সেই পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে ভালবাসা, অনুগ্রহ এবং ক্ষমা আসছে। এটি হারাবেন না।"

মেরী গাহাম, প্রেসিডেন্ট,
উম্যান অব ফেইথ

দি ভয়েস অব দি মারটারস্ একটি অলাভজনক আর্ন্তজাতিক প্রতিষ্ঠান, পৃথিবী ব্যাপী অত্যাচারিত চার্চকে সাহায্য করায় উৎসর্গ কৃত। পাষ্টর রিচার্ড ওয়ার্মব্রাণ্ড ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দে এটি প্রতিষ্ঠা করেন, যাকে কম্যুনিষ্ট রুমানিয়ার ১৪ বৎসরের জন্য জেলে বন্দী করা হয়েছিল, যীশু খ্রীষ্টে তার বিশ্বাসের জন্য। টম হোয়াইট, দি ভয়েস অব দি মারটারস্ এর বর্তমান পরিচালক, নিপীড়িত চার্চের বাণী ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং তাদের কাছে সাহায্য পাঠান একটি আর্ন্তজাতিক সম্বন্ধযুক্ত সংশ্রয়ের মাধ্যমে।